শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলা।

দ্বিতীয়-খণ্ড

ষষ্ঠ-অধ্যায়।

গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দ ও প্রভু।

বৈষ্ণবধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব-বিচার।

রামানন্দ রায়ে মোর কোটি নমস্কার।
যাঁর মুখে কৈলা প্রভু রসের বিচার॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন রায় রামানন্দের সহিত বিদ্যানগরে গোদাবরী তীরে প্রথম মিলিত হন, তিনি এক বিপ্রগৃহে ভিক্ষা করিয়াছিলেন। পরম সৌভাগ্যবান এই দরিদ্র বিপ্রগৃহে বসিয়া শুভক্ষণে রায় রামানন্দের মুখ দিয়া প্রভু যে বৈষ্ণবধর্ম্মের অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব-কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে অপূর্ব্ব উন্নতোজ্জ্বল রস-তত্ত্বের বিচার করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ সংক্ষেপে এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে। প্রভু তাঁহার পরম প্রিয়তম ভক্ত রায় রামানন্দের গৃহে গমন করেন নাই, কারণ বিষয়ের সংস্রবে তিনি থাকিতেন না, কিন্তু বিষয়ী ভক্তসঙ্গ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। বিদ্যানগরের শাসনকর্ত্তা রায় রামানন্দের বাসবাটী ছিল রাজ-অট্টালিকায়, তিনি বহু জন সমাকীর্ণ রাজপ্রাসাদে রাজসম্মানে ভূষিত হইয়া রাজার ন্যায় বাস করিতেন। এই জন্য প্রভু নির্জ্জনে এক দরিদ্র বিপ্র-গৃহে অতিথি হইয়াছেন, তিনি সেখানে পরমানন্দে আছেন। পরম দুঃখের বিষয় এই মহা ভাগ্যবান শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র বিপ্র-চূড়ামণির কোন পরিচয় গ্রন্থে নাই।

রায় রামানন্দ প্রচ্ছন্ন বেশে একটি মাত্র ভৃত্য সঙ্গে করিয়া প্রচ্ছন্ন অবতার প্রভুর নিকট প্রথম দিন দিবাভাগে আসিলেন। ভক্ত ও ভগবানের এই গুপ্ত মিলন-প্রসঙ্গ কেহই জানিল না। প্রভু প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া দিব্যাসনে বসিয়া হরিনাম জপ করিতেছেন, তাঁহার কমল নয়নদ্বয়ে অবিরাম প্রেমাশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে, নয়নজলে ভূমিতল সিক্ত হইয়া কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে। রায়

রামানন্দ দীনহীন বেশে প্রভুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া করযোড়ে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। প্রভুর পক্ক বিম্বফল নিন্দিত অধরোষ্ঠভাগ ঈষৎ কম্পিত হইতেছে, রাতুল করপদ্মতলে তুলসীর জপমালা শোভা পাইতেছে, কনক-কেতকী সদৃশ নয়নযুগল অর্দ্ধনিমীলিত,—সর্ব্বাঙ্গ পুলক কদম্ব পরিশোভিত এবং হরিনামাঙ্কিত ও চন্দনচর্চ্চিত। সম্মুখে মৃৎভাণ্ডে একটি নবীন তুলসী বৃক্ষ। রায় রামানন্দ প্রভুর একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার অপরূপ রূপরাশি দর্শন করিতেছেন, তাঁহার প্রতি অঙ্গের অপূর্ব্ব লাবণ্যচ্ছটা নিরীক্ষণ করিতেছেন,—প্রভুর চন্দ্রবদন হইতে আর নয়ন উঠাইতে পারিতেছেন না। প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দদাস একখানি আসন আনিয়া রায় রামানন্দকে বসিতে দিলেন। কিন্তু রায় রামানন্দ দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রভুর জপমালা শেষ হইলে তিনি আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া রায় রামানন্দকে প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিয়া মধুর বচনে বসিতে আদেশ করিলে, তিনি আসন উঠাইয়া রাখিয়া পুনর্ব্বার দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ভূমিতলে উপবিষ্ট হইলেন।

গোদাবরী নদীতীরে এই বিপ্র-গৃহটি একটি নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত। তরুলতাপুষ্পশোভিত এই নিভৃত কুটিরে বসিয়া ভক্ত ও ভগবানে পরামর্শ করিয়া জীবের পরম কল্যাণের জন্য যে সকল নিগূঢ় বৈষ্ণবতত্ত্ব ও রসতত্ত্বকথা ভক্তের মুখ দিয়া শ্রীভগবান জীবজগতে প্রচার করিবেন, তাহা জীবজগতের অমূল্য গুপ্ত সম্পত্তি। পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম যেরূপ শ্রীভগবানের "নিজ গুপ্তবিত্ত" এই সকল বৈষ্ণবধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব ও রসতত্ত্ব কথাও প্রকৃত রসিক ভক্তজনের নিজ গুপ্তবিত্ত। রায় রামানন্দের মুখ দিয়া প্রভু বৈষ্ণবধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব-কথা জীবজগতে কেন প্রকাশ করিলেন, তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম আছে, সে কথা পরে বলিব।

রায় রামানন্দকে প্রভু শক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহার মুখ দিয়া এই সকল নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ ও প্রচার করিলেন। রায় রামানন্দ হইলেন বক্তা এবং স্বয়ং ভগবান প্রভু হইলেন শ্রোতা ও প্রশ্নকর্ত্তা। এই এক অপূর্ব্ব কৌশলজাল বিস্তার করিয়া কলির প্রচ্ছন্ন অবতার তাঁহার প্রচ্ছন্নত্ব রক্ষা করিলেন, ব্যাসবাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন, "ছন্ন কলৌ" শ্লোকের সার্থকতা সিদ্ধ করিলেন। রায় রামানন্দ প্রকৃতই প্রভুকে কহিয়াছেন,—

> রায় কহে "আমি নট তুমি সূত্রধর।
> যেই মত নাচাও সেই মত চাহি নাচিবার।
> মোর জিহ্বা বীণাযন্ত্র তুমি বীণাধারী।
> তোমার মনে যেই উঠে তাহাই উচ্চারি॥
> তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুক পাঠ।
> সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট॥
> হৃদয়ে প্রেরণা কর, জিহ্বায় কহাও বাণী।
> কি কহিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥"
>
> শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে শ্রীভগবান তাঁহার নিজ গুপ্তবিত্ত প্রেমধন কলির জীবকে অকাতরে এবং অবিচারে দান করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসিক ভক্তচূড়ামণি রায় রামানন্দের দ্বারা নিগূঢ় ব্রজরস-তত্ত্বকথা রূপ যে অমূল্য সম্পত্তি,যাহা একমাত্র অধিকারী রসিক ভক্তের নিজস্ব ধন ছিল, তাহাও প্রভুর ইচ্ছায় এক্ষণে যথা তথা বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এ সম্পত্তি এক্ষণে অনাধিকারীর হস্তে পড়িয়া নষ্ট হইতে চলিয়াছে। ইহা রক্ষার উপায় প্রভুই করিবেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্নোত্তরে রায় রামানন্দ যে সকল অতি নিগূঢ় রসতত্ত্ব ও বৈষ্ণবীয় ভজনতত্ত্বোপদেশ-কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা এপর্য্যন্ত কোন শাস্ত্রগ্রন্থে লিখিত হয় নাই এবং পূর্ব্বে এমনভাবে অতি সূক্ষ্ম ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হয় নাই। ধর্ম্মজগতে ইহা এক অপূর্ব্ব নূতন বস্তু,—অতুলনীয় অভিনব সামগ্রী। এক্ষণে প্রভুর কৃপায় রায় রামানন্দ-মুখে ইহা জীবজগতে নূতন প্রকাশিত ও প্রচারিত হইল।

রায় রামানন্দ ভূমিতে আসন পরিগ্রহ করিলেই প্রভু প্রথমেই তাঁহাকে মধুর বচনে প্রশ্ন করিলেন "রায় রামানন্দ! সাধ্য নির্ণয় সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্য কিছু বল দেখি শুনি"। রায় রামানন্দ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পরম পণ্ডিত। তিনি

প্রভুর চরণ কমলে প্রণাম করিয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেন—

"প্রভু! আমি মূর্খ! শাস্ত্রার্থ আমি কি বুঝি? আমার মনে হয় স্বধর্ম্মাচরণেই জীবের মনে বিষ্ণুভক্তির উদয় হয়।"

প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥ চৈঃ চঃ

এই কথার প্রমাণ স্বরূপ তিনি বিষ্ণুপুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন।

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারণং॥ (২)

রায় রামানন্দ শাস্ত্র কথা বলিলেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের নাম স্বধর্ম্মাচরণ। বেদবিহিত পুরাণোক্ত ঋষিপ্রোক্ত শাস্ত্রবাক্যমত বিধি নিয়মাচার পালন করিলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাচরণ করা হয়।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আচরণ দ্বারা ভগবান বিষ্ণুকে তুষ্ট করাই সাধ্যতত্ত্ব,এই হইল রায় রামানন্দের কথার তাৎপর্য্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ। স্ব স্ব স্বভাবানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট যে বর্ণ,—ধর্ম্ম এবং অবস্থানুসারে নির্ণীত যে আশ্রমধর্ম্ম তাহা পালন করিলেই ভগবান বিষ্ণু তুষ্ট হন। চারিবর্ণের যে ধর্ম্ম শাস্ত্রে লিখিত আছে তাহাই জীবের আচরণীয়। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারিটি আশ্রম। স্ব স্ব আশ্রমবিহিত ধর্ম্মাচরণ করিলেই ভগবান তুষ্ট হন, রায় রামানন্দ ইহাই বলিলেন।

মানুষের জন্ম, সংসর্গ ও শিক্ষা হইতে স্বভাবের উৎপত্তি হয়। স্ব স্ব স্বভাবানুযায়ী বর্ণ স্বীকারই চতুর মনুষ্যের কর্ত্তব্য। স্বভাব বহুবিধ হইলেও প্রধানতঃ চারি প্রকার। ঈশ্বরালোচনা ও বিদ্যাশিক্ষা যাহাদের স্বভাবগত বিষয়, তাঁহারা ব্রাহ্মণ। শৌর্য্য, বীর্য্য রাজশাসন ক্ষমতা যাঁহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাঁহারা ক্ষত্রিয়। কৃষিকার্য্য, পশুপালন এবং বাণিজ্যাদি ক্রিয়া যাহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ও কর্ম্ম তাঁহারা বৈশ্য; আর এই ত্রিবর্ণের সেবা করাই যাহাদের স্বভাব তাহারা শূদ্র। এইরূপ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাচরণ করিলেই জীবের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় এবং ভগবান বিষ্ণু তাঁহাদিগের প্রতি তুষ্ট থাকেন। ইহাই হইল বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।

এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাচরণ করিলে তবে জীব বিষ্ণু আরাধনের অধিকারী হয়। ইহা না করিলে ভগবান বিষ্ণুর তুষ্টি লাভ হয় না। সাধন করিয়া যাহা লাভ করা যায় তাহার নাম সাধ্য। এস্থলে বিষ্ণুভক্তিই সাধ্য; বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাচরণ ইহার বহিরঙ্গ সাধন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ভক্তির সাধন হইলেও স্বরূপতঃ ভক্তি নহে, কিন্তু বিষ্ণু আরাধনা হেতু ইহাতে ভক্তিত্ব আরোপ হওয়ায় মহাজনগণ ইহাকে সাধন বলিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রে এতাদৃশী ভক্তিকে আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলে। প্রভু এই জন্য রামানন্দ রায়কে কহিলেন "এহো বাহ্য আগে কহ আর" অর্থাৎ ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভক্তিতত্ত্ব যাহা আছে, তাহা বলিতে আজ্ঞা করিলেন। রামানন্দ রায় প্রভুর শ্রীবদনের প্রতি চাহিয়া করযোড়ে কহিলেন "তবে সকল কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণই সাধ্য"।

"রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সর্ব্বসাধ্য সার॥"

ইহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভগবান কহিলেন "হে অর্জ্জুন। তুমি লৌকিক বা বৈদিক যে কর্ম্ম করিতেছ, ব্যবহারতঃ যাহা কিছু ভোজন পান করিতেছ, হোম করিতেছ, যাহা দান করিতেছ, এবং যাহা তপ করিতেছ, তৎসমস্তই আমাতে অর্পণ করিবে।

শ্রীভগবানে এইরূপ কর্ম্মার্পণ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাচরণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ ইহাতে সকামতা নাই। কিন্তু ইহাও আরোপসিদ্ধা ভক্তি নামে অভিহিত। শ্রীভগবানে

---

(২) শ্লোকার্থ। বেদোক্ত ও পুরাণাগমোক্ত আচারবান্ বর্ণাশ্রমী ব্যক্তি বিষ্ণু আরাধনের অধিকারী। কিন্তু নিন্দিতাচারবিশিষ্ট ব্যক্তি নহেন। এবং শ্রুত্যুক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্ব্রত ধারণ এবং শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ পন্থাবলম্বন ভগবানের তুষ্টির কারণ হয় না।

কর্ম্মার্পণ কেবলা ভক্তিতে পর্য্যবসান হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু রায় রামানন্দকে সেইজন্য কহিলেন "এহো বাহ্য আগে কহ আর"। অর্থাৎ "আমার প্রশ্নের উত্তর ইহাকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে, তাহা বল।" রামানন্দ রায় প্রভুর শ্রীবদনের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া বিস্মিত-ভাবে ভাবিতে লাগিলেন "প্রভু ত সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম উভয়কেই বাহ্য বলিয়া উপেক্ষা করিলেন। এক্ষণে সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগের কথা বলিয়া দেখি।" এই ভাবিয়া তিনি প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন "তবে স্বধর্ম্ম ত্যাগই সাধ্য-তত্ত্বের সার বলিয়া বোধ হয়।" রামানন্দ রায় তাঁহার এই কথার শাস্ত্র প্রমাণ স্বরূপ দুইটি শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। একটি শ্রীভাগবতের যথা—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ। (১)

অপরটী শ্রীগীতার, যথা—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ (২)

ইহার নাম শরণাপত্তি অর্থাৎ শ্রীভগবানে আত্ম-সমর্পণ। আত্ম-সমর্পণের চয়টি লক্ষণ সম্বন্ধে বৈষ্ণবতন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে।

"আনুকুল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রতিকুল্য বিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা॥
আত্ম নিক্ষেপঃ কার্পণ্যে ষড় বিধা শরণাগতিঃ॥

(১) আনুকুল্যের সঙ্কল্প, অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুভগবানের অনুকুল বিষয়ে সঙ্কল্প বা দৃঢ় শ্রদ্ধা। (২) প্রতিকুল্য পরিত্যাগ অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয় শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের প্রতিকুল তাহা পরিত্যাগ। (৩) শ্রীভগবান সর্ব্ব বিষয়ে রক্ষা করিবেন এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস। (৪) রক্ষা করিবার জন্য শ্রীভগবানকে বরণ করা। (৫) শ্রীভগবানের চরণে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পন করা * (৬) দীনতা।

এই যে শরণাপত্তি,—ইহা কর্ম্মমিশ্রা না হইলেও দুঃখ নিবারণভূতা। স্বধর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক শরণাগতিতে নিজ দুঃখ বিনাশেচ্ছারূপ কামনা অন্তর্ভূত থাকায় ইহাও সকাম ভক্তি মধ্যে পর্য্যবসিত বলিয়া প্রভু এতাদৃশ স্বধর্ম্ম-ত্যাগরূপ শরণাগতি অপেক্ষা উচ্চাঙ্গ ভক্তিযোগের কথা বলিতে আদেশ করিয়া কহিলেন,—

"এহো বাহ্য আগে কহ আর।"

রায় রামানন্দ তখন পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রভু রায় রামানন্দকে নিজ শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন। সেই ঐশী শক্তির বলে তিনি প্রভুর চরণে বিনীতভাবে পুনরায় করযোড়ে নিবেদন করিলেন "তবে প্রভু, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই সাধ্যসার বলিয়া বোধ হয়।" তাঁহার এই উক্তির পোষকতায় তিনি গীতার এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

অর্থ। শ্রীভগবান কহিলেন "হে অর্জ্জুন! যেজন ব্রহ্ম ভূত অর্থাৎ সাক্ষাৎকৃতাত্মগুণ স্বস্বরূপ এবং প্রসন্নাত্মা অর্থাৎ ক্লেশ কর্ম্মবিপাকাদির বিগতে অতি স্বচ্ছ, তিনি আমা ভিন্ন কোন বস্তুর নিমিত্ত শোক করেন না এবং আমা ভিন্ন ভাল মন্দ সমস্ত ভূতে সম হইয়া আমাতে পরা ভক্তি অর্থাৎ মদনুভবলক্ষণা মদ্বীক্ষণসমানাকারা সাধ্যা ভক্তি লাভ করেন।

এই শাস্ত্রবচনের দ্বারা রামানন্দ রায় ব্রহ্মজ্ঞানের সাধ্যত্ব নির্ণয় করিলেন। জ্ঞানমিশ্রা উত্তমা ভক্তি নহে। এখানে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বলিতে নির্ভেদ ব্রাহ্মানুভবরূপ

(১) শ্লোকার্থ। শ্রীভগবান কহিলেন, "হে উদ্ধব! আমা কর্ত্তৃক বেদরূপে আদিষ্ট ধর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের গুণ দোষ জানিয়া যিনি আমাকে ভজনা করেন তিনি সর্ব্বোত্তম।

(২) শ্রীভগবান কহিলেন, "হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাতে একান্ত হইয়া শরণাগত হও। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব। তুমি শোক করিও না।

* শরণ করিয়া করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্ম সম। চৈঃ চঃ

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—
মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্ত সমস্ত কর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদা মৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥

জ্ঞান বুঝিতে হইবে। কিন্তু সে জ্ঞান ভগবত্তত্ত্বানুসন্ধান লক্ষণ জ্ঞান নহে। যেহেতু ভগবত্তত্ত্বানুভূতি ব্যতীত ভক্তির উদ্রেকেই হইতে পারে না। এই জন্য প্রভু ইহাকেও বাহ্য কহিলেন।

"প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।"

রামানন্দ রায় দেখিলেন প্রভু ব্রহ্মজ্ঞানকেও উপেক্ষা করিলেন। তিনি এক্ষণে জ্ঞানশূন্যা ভক্তির কথা উঠাইয়া কহিলেন "প্রভু! তবে জ্ঞানশূন্যা ভক্তিই সাধ্যতত্ত্বের সার বলিয়া বোধ হয়।" এই উক্তির শাস্ত্র প্রমাণ স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাম্।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনু বাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।

অর্থ। ব্রহ্মা কহিলেন "হে ভগবন্! যাঁহারা নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানে প্রয়াস ঈষন্মাত্রও না করিয়া সাধু মহাজনগণের নিবাসস্থানে বাস করিয়া কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট তোমার কিম্বা তোমার ভক্তের কথা তনুবাক্ মনের দ্বারা নমস্কার করিয়া সাধু মহাজনের নিকট শ্রবণ করিয়া আস্বাদন করিতেছেন, হে প্রভু! তুমি এই ত্রিলোক মধ্যে অজিত হইলেও তাহাদিগের কর্ত্তৃক পরাজিত হইতেছ।"

এইকথা শ্রবণ করিয়া প্রভু তুষ্ট হইয়া রায় রামানন্দকে কহিলেন "এখন সাধ্য নির্ণীত হইল বটে, তবে ইহার অধিক আরও কিছু আছে,তাহা বল"। এক্ষণে সিদ্ধান্ত হইল যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন অপেক্ষা ভগবানে কর্ম্মার্পণ শ্রেষ্ঠ, কেবল কর্ম্মার্পণ অপেক্ষা স্বধর্ম্ম ত্যাগ অর্থাৎ স্ব স্ব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বৈরাগ্যশিক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা ব্রহ্মানুশীলনরূপ জ্ঞানমিশ্রাভক্তি শ্রেষ্ঠ হইলেও এসকলই বাহ্য, কারণ সাধ্যবস্তু যে শুদ্ধাভক্তি, তাহা এই চতুর্ব্বিধ সিদ্ধান্তে নাই। আরোপসিদ্ধা ও সঙ্গ সিদ্ধাভক্তি কখনও শুদ্ধা ভক্তি নহে। স্বরূপসিদ্ধা শুদ্ধাভক্তি একটী সম্পূর্ণ পৃথক তত্ত্ব। ইহা কর্ম্ম, কর্ম্মার্পণ কর্ম্মত্যাগরূপ বৈরাগ্য ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি হইতে নিত্য পৃথক। এই শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ গোস্বামীশাস্ত্রে লিখিত আছে যথা, অন্যাভিলাষিতা শূন্য, জ্ঞানকর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত, আনুকূল্য-ভাবে যে কৃষ্ণানুশীলন, ইহাই সাধ্য বস্তু। "জ্ঞানে প্রয়াস" শ্লোক সাধু নির্ণয়ে কথিত হইলে প্রভু ঐ বৃত্তিকে সাধ্যবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করিলেন, এবং ইহা যে সাধন ভক্তি, তাহাও বলিলেন।

এতক্ষণ পরে প্রভু প্রফুল্ল বদনে হাসিতে হাসিতে রায় রামানন্দকে কহিলেন "এহো হয়, আগে কহ আর।" অর্থাৎ সাধ্যতত্ত্বের মধ্যে এই জ্ঞানশূন্যা শুদ্ধাভক্তি গ্রাহ্য বটে, কিন্তু ইহার পর আরও কিছু আছে,ইহাই চরম নহে।

রামানন্দ রায় প্রভুর শ্রীবদনের প্রতি চাহিলেন। তিনি দেখিলেন প্রেমাবিষ্ট হইয়া প্রভু কথা বলিতেছেন, তাঁহার সর্ব্ব অঙ্গ প্রেমে টলটল বোধ হইল। প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু প্রেমভক্তির কথা মনে মনে ভাবিতে-ছিলেন। প্রভুর মনে যে ইচ্ছা হইতেছিল, ভক্তচূড়ামণি রামানন্দ রায়ের মনেও প্রভুর ইচ্ছায় সেই ইচ্ছা বলবতী হইল। শ্রীভগবানের মনের ভাব ভক্ত-হৃদয়ে প্রবেশ করিল। কারণ ঐশীশক্তিবলেই এই সকল তত্ত্বকথা রায় রামানন্দ প্রভুর চরণে নিবেদন করিতেছেন। তিনি বুঝিলেন সাধন ভক্তিতত্ত্ব প্রভুর মনমত হইল না। এক্ষণে প্রেম ভক্তির কথা উত্থাপন করা যাউক। রামানন্দ রায় কর-যোড়ে কহিলেন "তবে প্রভু! প্রেমভক্তিই সর্ব্বসাধ্য সার।" প্রভুর শ্রীবদনে তখন মধুর হাসি দেখা দিল। রামানন্দ রায় প্রভুর মন বুঝিয়া স্বরচিত নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় আবৃত্তি করিলেন।

নানোপচার কৃতপূজন মার্ত্তবন্ধোঃ
প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষপেয়ে॥ (১)

(১) শ্লোকার্থ। নানা উপচারকৃত পূজা ব্যতিত প্রেম দ্বারা ভক্ত হৃদয় আনন্দে ও সুখে দ্রবীভূত হয়। যে পর্য্যন্ত ক্ষুধা ও পিপাসা জঠরে বর্ত্তমান থাকে সেই পর্য্যন্তই ভক্ষ্য ও পেয় সুখের কারণ হয়। ইহা দ্বারা বলা হইল অনৈকান্তিক ভক্তগণ নানা উপচার কৃত পূজায় সুখী হন, এবং ঐকান্তিক ভক্তগণ কেবল প্রেমপূজাতেই সুখী হন।

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতামতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটিসুকৃতৈর্নলভ্যতে (২)

প্রেমভক্তি উত্তমা ভক্তি বলিয়া অভিহিত। সাধন ভক্তি দ্বারা ইহা অর্জ্জন করিতে হয়। এই প্রেমভক্তির অনেকগুলি সোপান আছে। সেই সোপানগুলি প্রেম-ভক্তি সাধনার অঙ্গ। শান্ত ভক্তদিগের কৃষ্ণনিষ্ঠারূপ প্রেম ভক্তি, জ্ঞানশূন্যা-ভক্তি অপেক্ষা উচ্চস্থানীয়। কিন্তু শান্ত ভক্তগণের কৃষ্ণনিষ্ঠারূপ প্রেম শ্রীকৃষ্ণের চিদৈশ্বর্য্য অনুভূতি-মূলক কৃষ্ণে নিষ্ঠা থাকিলেও, ইহাতে সেবা নাই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু 'এহো হয়" বলিয়া কেবল মাত্র অনুমোদন করিলেন।

"প্রভুকহে এহো হয় আগে কহ আর।"

রায় রামানন্দ পরম পণ্ডিত, তাঁহার অসীম শাস্ত্রজ্ঞান। তিনি প্রভুর মন বুঝিয়া তখন রাগমার্গের প্রেমভক্তির সোপানগুলি একে একে বলিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার উত্তর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

"রায় কহে দাস্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্যসার।"

প্রেমভক্তির প্রথম সোপান দাস্যভাবে প্রেমময় শ্রীভগবানের সেবা। ইহাকে দাস্যভাব বা দাস্যপ্রেম কহে। রায় রামানন্দ দাস্যপ্রেম সাধ্যসার বলিলেন এবং ইহার শাস্ত্র প্রমাণ স্বরূপ নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোক পাঠ করিলেন যথা—

যন্নাম শ্রুতিমাত্রেন পুমান ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিম্বা দাসানামবশিষ্যতে॥ (১)

শ্রীমদ্ভাগবত

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ
কদাহমৈকান্তিকনিত্য কিঙ্করঃ প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথ জীবিতম্॥ (২)

গোস্বামীপাদোক্তঃ প্রাচীন শ্লোক।

শুদ্ধ দাস্যপ্রেম উত্তমা ভক্তি সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে শ্রীভগবান আমার প্রভু,—আর আমি তাঁহার দাস,—এই জ্ঞান বিদ্যমান থাকায়,ঐশ্বর্য্যানুভূতি দ্বারা সম্ভ্রম,ভয়,হৃৎকম্প প্রভৃতি সংজাত হয়। ইহাদিগের দ্বারা সেবাসুখ সঙ্কোচ করে বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু কহিলেন "এহো হয় আগে কহ আর।" দাস্যভাবময় প্রেমভক্তিকে প্রভু সাধ্য বলিয়া অনুমোদন করিলেন মাত্র,—কিন্তু সাধ্যসার বলিয়া স্বীকার করিলেন না। এস্থলে ভাবময়ত্বাংশে অনুমোদন এবং সেবাসুখ সঙ্কোচকারিত্বাংশে অস্বীকার বুঝিতে হইবে।

প্রভু যখন দাস্যপ্রেম সম্বন্ধে "এহো হয়" বলিলেন রায় রামানন্দ তখন ভাবিয়া চিন্তিয়া সখ্যপ্রেমের কথা তুলিলেন।

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে সখ্যপ্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার॥ চৈঃ চঃ

রায় রামানন্দ সখ্যপ্রেমের মাহাত্ম্যসূচক ভাগবতের এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন।

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেন সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ।

অর্থ। শ্রীশুকদেব কহিলেন "যিনি জ্ঞানীদিগের নিকট পরম ব্রহ্মরূপে প্রতীয়মান হন, দাসভক্তদিগের নিকট পরদেবতারূপে প্রতীত হন, এবং মায়াশ্রিতদিগের নিকট নরবালকরূপে প্রকাশীভূত হন, সেই অনন্ত ঐশ্বর্য্যপূর্ণ,

---

(২) যদি কোন স্থান বা কোন ব্যক্তি হইতে কোন লাভ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি অর্জ্জন কর। তদ্বিষয়ে কেবল একমাত্র মূল্য লোভ, এবং এই লোভ কোটিজন্ম সুকৃতি দ্বারাও লাভ হয় না।

উক্ত দুইটি কবিতার মধ্যে প্রথমটি শ্রদ্ধামূলক, দ্বিতীয়টি লোভ-মূলক রাগানুগা ভক্তির সূচনা করিতেছে। রায় রামানন্দ এখন হইতে বৈধী ভক্তির কথা পরিত্যাগ করিলেন। তিনি এখন রাগ ভক্তিমার্গ সিদ্ধান্তকথা কহিতেছেন।

(১) শ্লোকার্থ। দুর্ব্বাসা ঋষি রাজা অম্বরীষকে কহিলেন, "যাঁহার নাম শ্রবণ স্পর্শ মাত্রেই জীবমাত্রেই নির্ম্মল ও নিষ্পাপ হয়, সেই তীর্থপদ শ্রীভগবানের দাসদিগের কোন সাধনই বাকি থাকে না।

(২) হে নাথ! আমি কবে তোমার ঐকান্তিক নিত্য কিঙ্কর হইয়া সর্ব্বদা তোমাকে চিন্তা করিয়া সেবা করিতে করিতে সনাথ জীবনে আনন্দিত হইব। অর্থাৎ, এক্ষণে তোমার কিঙ্করত্বের অভাবে অনাথ হইয়া দুঃখে আছি। তোমার ঐকান্তিক নিত্য কিঙ্কর হইলে, সনাথ হইব এবং আমার সকল দুঃখ দূর হইবে। আমি জীবনে পরমানন্দ পাইব।

এবং মাধুর্য্যময় স্বয়ং ভগবানের সহিত পুঞ্জপুঞ্জ পুণ্যশীল ব্রজরাখাল বালকগণ সানন্দে বিহার করিতেছেন।"

সখ্যপ্রেম, দাস্তপ্রেম অপেক্ষা উত্তম ; কারণ ইহাতে সঙ্কোচতা ভাব নাই, ভীতি নাই, প্রভুর ঐশ্বর্য্যানুভবে সম্ভ্রমাদি ভাব মনে উদয় হয় না। এইজন্য সখ্যপ্রেম বিশুদ্ধ। তজ্জন্য প্রভু কহিলেন "এহোত্তম আগে কহ আর।" দাস্যভাব অপেক্ষা সখ্যভাবের প্রশংসা করিয়া প্রভু রামানন্দ রায়কে কহিলেন "ইহা উত্তমা প্রেমভক্তি বটে, কিন্তু ইহাকে সাধ্যতত্ত্বের সার বলিতে পারি না। ইহার উপর আর কি আছে বল।"

রামানন্দ রায় প্রেমভক্তি সাধনার প্রসঙ্গ উঠাইয়াছেন, তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় সোপানের কথা বলিয়াছেন। এক্ষণে তৃতীয় সোপানে বাৎসল্য-প্রেমের কথা বলিলেন।

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।

রায় কহে বাৎসল্যপ্রেম সর্ব্ব সাধ্যসার ॥ চৈঃ চঃ

এই বলিয়া তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের দুইটি শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। যথা—

নন্দঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মান্ শ্রেয় এবং মহোদয়ং।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌযস্যাঃস্তনং হরিঃ। (১)

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎপ্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥ (২)

বাৎসল্য প্রেম, সখ্য প্রেম হইতে শ্রেষ্ঠ। কারণ সখ্য প্রেমে গাঢ় প্রেমানুরাগ নিবন্ধন তাড়ন ভর্ৎসনা, বন্ধনাদি নাই, গর্ভ ধারণ জনিত ক্লেশাদি,লালন পালন জনিত কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি নাই, এই জন্য বাৎসল্যপ্রেম, সখ্য অপেক্ষা উত্তম বলিয়া প্রভু ইহার প্রশংসা করিয়া কহিলেন "ইহাও উত্তম, আরও কি আছে বল।"

রায় রামানন্দ প্রভুর শ্রীবদনমণ্ডলে অপূর্ব্ব জ্যোতি দেখিতেছেন, তাঁহার শ্রীমুখারবিন্দে হাসির তরঙ্গ খেলিতেছে,—প্রেমাবতার প্রভু যেন প্রেমময় হইয়াছেন। তাঁহার নয়ন কোণে প্রেমালোক চমকিতেছে। ভক্তচূড়ামণি রামানন্দ রায় রসিকশেখর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের মনের ভাব বুঝিয়া প্রেমভক্তির শেষ সোপান কান্তাপ্রেমের কথা বলিলেন।

"রায় কহে কান্তাপ্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার"।

ব্রজের ভজন,—মাধুর্য্য ভজন। এই মাধুর্য্য ভজনের ক্রমবিকাশ দেখাইয়া প্রভুর প্রেরণায় রায় রামানন্দ একে একে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর ভাবের সাধনের কথা বলিলেন। বিধিভক্তির সাধনের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছেন, এক্ষণে প্রেমভক্তিসাধনের চরম কথা বলিলেন। বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞান প্রেমভক্তিসাধনের প্রথম সোপান দাস্যভাবের সন্নিকটেও আসিতে পারে না। শান্তভাবেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার নিবৃত্তি। প্রেমাবতার শ্রীগৌরভগবান তাঁহার প্রেমিক রসিকভক্ত রায় রামানন্দের মুখ দিয়া প্রেমভক্তি সাধনের ক্রমবিকাশ প্রদর্শন করাইলেন। প্রেমধর্ম্ম সাধনতত্ত্ব ব্রহ্মজ্ঞানের উপর। দাস্যপ্রেম প্রেমভক্তিসাধনের প্রারম্ভ। দাস্যভাবেই শ্রীভগবানের প্রতি জীবের প্রেমভক্তির প্রথম বিকাশ দৃষ্ট হয়। সখ্য ও বাৎসল্য এই দাস্যভাবেরই ক্রমোন্নতির স্তর ও প্রকাশ। মধুর ভাব অর্থাৎ কান্তাভাব ইহার চরম সীমা। রায় রামানন্দ প্রভুকে এক্ষণে এই কান্তাভাবের কথা বলিতেছেন। তিনি কান্তাভাবকে সাধ্যতত্ত্বসার বলিয়া তাহার শাস্ত্র প্রমাণ স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোক পাঠ করিলেন।

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ।
স্বর্যোষিতং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ ॥

(১) শ্লোকার্থ। রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ব্রহ্মণ। নন্দগোপ মহারাজ মহাফলযুক্ত কি শ্রেয় তপস্যা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহা অপেক্ষাও মহা ভাগাবতী শ্রীমতী যশোদাই বা কি শ্রেয় ব্রতাচরণ করিয়াছিলেন যাহার ফলে সাক্ষাৎ শ্রীভগবানকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইলেন।"

(২) শ্রীশুকদেব বলিতেছেন, "শ্রীমতী যশোদার সৌভাগ্যের অবধি নাই। শিববিরিঞ্চি শ্রীভগবানের যে প্রসাদ লাভে বঞ্চিত, এমন কি তাঁহার বক্ষস্থলস্থিতা লক্ষ্মীদেবীও যে প্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই বিমুক্তিদ অর্থাৎ প্রেমদাতা শ্রীকৃষ্ণ-ভগবান হইতে যশোদা মাতা তাদৃশ প্রসাদ লাভ করিলেন।

রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ড গৃহীতকণ্ঠ
লব্ধাশীষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥ (১)
তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মান মুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মথমন্মথঃ ॥ (২)

এই সকল শাস্ত্রীয় বাক্য দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে,প্রকৃত ভক্তিমান জনগণের মধ্যে শ্রীব্রজগোপিগণ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ এবং শ্রেয়গণের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থানে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা অবস্থিত। ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীবৃন্দারণ্যে শ্রীকৃষ্ণভগবানের সহিত কান্তাভাবে মধুর রস আস্বাদন করিয়া মধুর ভজন-পথ প্রদর্শন করেন। মধুর রসের ভজনের প্রবর্ত্তক কৃষ্ণানুরাগিনী ব্রজগোপীবৃন্দ। প্রেমানুরাগ ও প্রেমভক্তি এই মধুর ভজনের মূলমন্ত্র। নব যৌবন, প্রেমের হাসি, মধুর চাহনি, প্রেমসম্ভাষণ শ্রীভগবানের প্রেমপূজার এই সকল উপকরণ। লজ্জা, ধর্ম্ম, কুল, শীল, মানে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে আত্মসমর্পণ করাই এই প্রেমপূজার অর্ঘ। নিজাঙ্গ দ্বারা শ্রীভগবানের প্রেমসেবা ইহার নৈবেদ্য।

শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ আছে বটে কিন্তু বুদ্ধিমান ভাবুক নিজনিজ ভাবে একেবারে নিমজ্জিত না হইয়া যদি নিরপেক্ষভাবে বিচার করেন তাহা হইলে ভাবের তারতম্য বুঝিতে পারিবেন (৩)। শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্য ও মধুর,—ব্রজের ভজনের এই পঞ্চ ভাব। ইহাদিগের মধ্যে ক্রমান্বয়ে একের অন্যাপেক্ষা উত্তমতা প্রতিপন্ন করিয়া রায় রামানন্দ সর্ব্বোত্তম ভাব মধুর ভজনের কথা বলিতেছেন। যাহার যে ভাব তাহাই তাহার পক্ষে সর্ব্বোত্তম সন্দেহ নাই ; ভাবরাজ্যে যখন প্রেমভক্তির সাধক প্রবেশ করেন ভাবনিধি শ্রীভগবান তাঁহার ভাব সাধনায় তুষ্ট হইয়া কৃপা করিয়া ক্রমশঃ তাহাকে উচ্চ ভাবের অধিকার প্রদান করেন। শ্রীগৌরভগবান ভাবগ্রাহী, তিনি কৃপা করিয়া যাঁহাকে যে ভাব প্রদান করেন তাঁহার পক্ষে তাহাই সর্ব্বোত্তম ; ভাবরাজ্যের রাজা ভাবনিধি শ্রীগৌর-ভগবানভাব সাধন-সমরে যখন তাঁহার ভক্তরথীদিগকে নিযুক্ত করেন, তখন তাঁহাদিগের গুণ ও সাধনবলানুসারে ভাবের উপযুক্ত পদবী দান করেন। সকল ভক্ত-রথীই সমান পদবী লাভ করিবেন, তাহার কোন কারণ নাই। এই জন্য কবিরাজ গোস্বামী কহিলেন "তটস্থ" হয়ে বিচারিলে আছে তারতম"।

এখানে "তটস্থ" শব্দের অর্থ আপন ভাবে একেবারে বিভোর না হইয়া। আপন আপন ভাব আপনার পক্ষে সর্ব্বোত্তম হইলেও উত্তমাধিকারীর উত্তম ভাব আছে এবং সে ভাব তাঁহার পক্ষে সর্ব্বোত্তম এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভাবুক ভক্তের ভাবের সম্মান রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কাহারও ভাবের প্রতি কাহারও কটাক্ষ করা কখনই উচিত নহে। ভক্তিসাধকের সাধনপথে ইহা বিষম অন্তরায়।

রায় রামানন্দ মধুর রতির কথা কহিতেছেন। যাহার অপর নাম শৃঙ্গার রস। এই মধুর রসের মাধুর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি।
সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥ চৈঃ চঃ

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে স্থায়ী ভাব লহর্য্যাং—

যথোত্তরমসৌ স্বাদ বিশেষোল্লাস ময্যপি।
রতির্ব্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে ক্বাপি কস্যচিৎ ॥ (১)

---

(১) শ্লোকার্থ। শ্রীকৃষ্ণভগবান রাসোৎসবের সময় ব্রজ সুন্দরিগণের কণ্ঠে ভুজদণ্ড অর্পণ করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি যেরূপ ভগবত প্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন, শ্রীনারায়ণের বক্ষঃস্থলস্থিতা একান্ত রতিপ্রদা লক্ষ্মীদেবীর প্রতিও সেরূপ প্রীতিপ্রসাদ বিতরণ করেন নাই। সুতরাং নলিনীগন্ধশীলা শ্রীউপেন্দ্রাদিপত্নীগণের পক্ষে সেরূপ সৌভাগ্য লাভের আর সম্ভাবনা কি ? এখানে স্বকীয়া পরকীয়া ভেদ কথিত হইল।

(২) শুকদেব কহিলেন, "পীতাম্বরধর এবং বনমালাধারী প্রফুল্ল কমল শ্রীকৃষ্ণ মন্মথের মন্মথরূপে গোপীমণ্ডলীতে আবির্ভূত হইয়াছেন।

(৩) কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয় ॥
কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হৈয়া বিচারিলে আছে তারতম ॥ চৈঃ চঃ

---

(১) অর্থ। উত্তরোত্তর স্বাদবিশেষে উল্লাসময়ী এই রতি, বাসনাভেদে স্বাদী হইয়া কখন কাহারও সম্বন্ধে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

রায় রামানন্দ কহিলেন "প্রভো। সাধ্য অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রাপ্তির বহুবিধ উপায় আছে, কিন্তু উপায়বিশেষ অনুসারে কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য বিচার করিতে হইবে। সৌভাগ্যবান মানবগণ যে যে উপায় অবলম্বনে অধিকারী, সেই উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক তদবস্থাযোগ্য সাধ্যবস্তু যে কৃষ্ণপ্রাপ্তি, তাহাই তাঁহাদের পক্ষে শ্রেয়! বিশেষতঃ রসলোলুপ এবং রসলাভের অধিকারীদিগের পক্ষে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই রসবিষয়ে যে রাগোদয় হয় তাহাতে আবিষ্ট হইলে রসচতুষ্টয়ের তারতম্য উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে দেখিলে ঐ রসের মধ্যে তারতম্য যে আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। শান্তরসে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতারূপ গুণটি দাস্যরসে মমতাযুক্ত হইয়া অধিক সমৃদ্ধ। আবার সখ্যরসে কৃষ্ণৈকান্তনিষ্ঠতা ও মমতা বিশ্রম্ভের সহিত যুক্ত হইয়া অধিকতর প্রফুল্ল হইয়াছে; বাৎসল্যরসে আবার শান্ত দাস্য ও সখ্যের গুণত্রয় স্নেহাধিক্যের সহিত যুক্ত হইয়া প্রতীয়মান হয়। কান্তভাবরূপ মধুর রসে ঐ চারিটি গুণ সঙ্কোচশূন্য হইয়া অতিশয় মাধুর্য্যভাব লাভ করে। ইহাতে গুণাধিক্যক্রমে স্বাদাধিক্য বৃদ্ধি হয়। সুতরাং তটস্থ বিচারে মধুর রস বা শৃঙ্গাররস সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ॥

এই সকল রসতত্ত্ব-কথা রায় রামানন্দ প্রভুর চরণে নিবেদন করিতেছেন। তিনি প্রেমাবিষ্টভাবে শ্রবণ করিতেছেন।

রায় রামানন্দ পরম পণ্ডিত, সূক্ষ্মদর্শী ও শাস্ত্রজ্ঞ। তিনি বলিলেন—

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য গুণ মধুরেতে বৈসে॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
দুই তিন গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥ চৈঃ চঃ

এই বলিয়া ভাগবতের এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন :—

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥ (১)

এই কথা গুলির একটু বিষদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। উপরোক্ত পয়ার শ্লোকগুলির ভাবার্থ সাধারণ পাঠকবৃন্দের গম্য হইবে না বলিয়া নিম্নে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাত হইল (২)।

ইহার পর রায় রামানন্দ বলিলেন—
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকালে আছে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥ চৈ. চঃ

এই বলিয়া গীতার এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন :—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ॥

---

(২) অর্থ। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "হে গোপীগণ! আমার প্রতি ভক্তিমাত্রই সকল ভূতগণের মোক্ষের নিমিত্ত কল্পিত হয়। অতএব তোমাদিগের আমার প্রতি যে স্নেহ আছে, তাহা অতি কল্যাণকর, যেহেতু উহা দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(১) যেমন আকাশের শব্দ গুণ স্পর্শ গুণ বিশিষ্ট বায়ুতে আছে, সুতরাং শব্দ স্পর্শ বায়ুর দুইটি গুণ। বায়ুর গুণ রূপ-গুণ-বিশিষ্ট অগ্নিতে আছে সুতরাং অগ্নির শব্দ স্পর্শ ও রূপ এই তিনটি গুণ। অগ্নির গুণ রস-গুণবিশিষ্ট জলে আছে, সুতরাং জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, এই চারিটি গুণ। জলের গুণ, গন্ধ গুণবিশিষ্ট পৃথিবীতে আছে। সুতরাং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটি পৃথিবীর গুণ। এইরূপ শান্তরসের কৃষ্ণনিষ্ঠতা রূপ গুণ, সেবন গুণবিশিষ্ট দাস্যরসে আছে। সুতরাং দাস্যের কৃষ্ণনিষ্ঠা ও কৃষ্ণসেবা এই দুই গুণ। দাস্যের গুণ অসঙ্কোচ গুণবিশিষ্ট সখ্যরসে আছে। সুতরাং সখ্যরসের কৃষ্ণনিষ্ঠা কৃষ্ণসেবা কৃষ্ণে অসঙ্কোচ এই তিনটি গুণ। মমতাধিক্য গুণবিশিষ্ট বাৎসল্য রসে সখ্যের গুণ আছে। সুতরাং বাৎসল্যরসে কৃষ্ণনিষ্ঠা, কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণে অসঙ্কোচ এবং কৃষ্ণে মমতাধিক্য এই চারিটি গুণ। নিজাঙ্গ দ্বারা সেবন এই পাঁচটি গুণ। এ কারণ গুণাধিক্য নিবন্ধন উত্তরোত্তর প্রতিরসে স্বাদাধিক্য হওয়ায় এবং মধুর রসে সমস্ত রসের গুণ থাকায় উহা সর্ব্বতোভাবে অধিকতম স্বাদু এবং এই মধুর রসাত্মক গোপীপ্রেম দ্বারা পরিপূর্ণ রূপে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়; এইজন্য মধুর রসের ভজন সর্ব্বোত্তম। কিন্তু ইহার অধিকারী কোটির মধ্যে একজন। অনধিকারীর পক্ষে মধুর রসের ভজন পতনের কারণ হয়। অপ্রাকৃত রসাস্বাদন করিতে গিয়া প্রাকৃতরসানুভব হয়।

অর্থাৎ যে যে ভক্ত আমাকে যে যে ভাবে ভজনা করে, আমিও সেই সেই ভক্তকে সেই সেই ভাবে অনুগ্রহ করি। অতএব হে অর্জ্জুন! মনুষ্যগণ সর্ব্ব প্রকারেই আমার বর্ত্মের অনুসরণ করে।

ব্রজগোপীদিগের কৃষ্ণপ্রেমের তুলনা নাই। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন যথা গোপী প্রেমামৃতে শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ! নিগূঢ় প্রেমভাজনম্॥

অর্থাৎ হে পার্থ! যে গোপিকাগণ আপনার অঙ্গ আমাকে সমর্পণ করিয়া (সেই অঙ্গ নিজের নহে) অর্থাৎ আমার বলিয়া আভরণাদির দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহাদের অলঙ্কার বিভূষিত দেহ দেখিয়া আমি সুখ পাইব বলিয়া তাঁহারা ভূষণাদি ধারণ করেন, আত্ম-সুখের জন্য নহে। সেই গোপীকাগণ ভিন্ন অন্য কেহ আমার নিগূঢ় প্রেমভাজন হইতে পারে না। ব্রজ গোপী-গণের প্রেমভজনের অনুরূপ ভজন করিতে না পারিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের নিকট প্রেমঋণে বদ্ধ হইয়াছিলেন।

এই প্রেমের অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয় কহে ভাগবতে॥ চৈঃ চঃ

অর্থাৎ অন্যান্যরসে ভক্তের ভজনানুরূপ প্রতিভজনে শ্রীকৃষ্ণ সক্ষম হন, কিন্তু মধুর রসোৎফুল্ল প্রেমের ভজনের অনুরূপ প্রতিভজন দেখিতে না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে ব্রজসুন্দরীগণ! আমি তোমাদের নিকট ঋণী। এই হইল পয়ারের ভাবার্থ।

এই বলিয়া রায় রামানন্দ ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিলেন।

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষা পিবঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জয়গেহ শৃঙ্খলাঃসংবৃশ্চ তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

অর্থ। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন "হে গোপিকাগণ! আমার সহিত তোমাদের সংযোগ নির্দ্দোষ। অর্থাৎ কামময়রূপে প্রতীয়মান হইলেও উহা নির্ম্মল প্রেমময়। তোমরা যে প্রকারে দুর্জ্জয় গৃহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া আমাকে ভজন করিয়াছ, অর্থাৎ যেরূপ পরমানুরাগে আমার প্রতি আত্ম-সমর্পণ করিয়াছ, তোমাদিগের সেই সাধুকৃত্য দেব পরিমান আয়ুলাভ করিয়াও আমি করিতে পারিব না। তোমাদিগের সুশীলতা দ্বারা তাহার প্রতিকার হউক।"

এই কথাতে শ্রীকৃষ্ণভগবানের "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্" প্রতিজ্ঞাবাক্য ভঙ্গ হইল, কেন তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমান কৃষ্ণ শ্রীমুখ বচনে॥ চৈঃ চঃ

ব্রজগোপীবৃন্দ যেরূপভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমভজনা করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সেরূপ ভাবে ভজন করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ ব্রজ গোপিকাদিগের শ্রীকৃষ্ণে একনিষ্ঠা রতি, তাঁহাতে একনিষ্ঠ প্রেম। শ্রীকৃষ্ণের বহুনিষ্ঠ প্রেম এবং ব্রজগোপীকাবৃন্দ তাঁহাদিগের ভজন ধন শ্রীকৃষ্ণের জন্য লোক-বেদ-দেহব্যবহারাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহা পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল বলিয়া তিনি ব্রজ-গোপিকাদিগের নিকট চিরঋণী রহিলেন। সুতরাং কান্তাভাবে মধুর ভজনই সর্ব্বসাধ্যসার। রায় রামানন্দ ইহাই বুঝাইলেন।

তাঁহার কথা এখনও শেষ হয় নাই। তিনি পুনরায় বলিলেন—

যদ্যপি কৃষ্ণ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ধুর্য্য।
ব্রজদেবীর সঙ্গে তাঁর বাড়য়ে মাধুর্য্য॥ চৈঃ চঃ

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বসৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের আকার। তিনি সুন্দরের সুন্দর,—তাঁহার মাধুর্য্য উত্তমের উত্তম। তিনি চিরসুন্দর, তাহার প্রেমভাব চিরমধুর। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসমণ্ডলে ব্রজগোপীগণ বেষ্টিত হইয়া শোভা পাইতেছিলেন, তখন তাঁহার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

তত্রাতি শুশুভে তাভির্ভগবান দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মনীনাং হৈমানাং মহা মারকতো যথা॥ (১)

ইহার ভাবার্থ,—কৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্যই কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা, তথাপি ব্রজদেবীর সঙ্গ হইলে সে মাধুর্য্য অনন্তগুণে বৃদ্ধি হয়।

রায় রামানন্দের মধুর ভজন অর্থাৎ কান্তাভাবে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ হইলে প্রভু মধুর হাসিয়া কহিলেন "কান্তাভাবে শ্রীকৃষ্ণভজনই সাধ্যতত্ত্বের অবধি, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু রামানন্দ! তুমি পরম রসিক ভক্ত, কৃপা করিয়া ইহারও আগে যদি কিছু থাকে, তাহা বল।"

প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥ চৈঃ চঃ

রায় রামানন্দ দেখিলেন প্রেমভক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের চরম সোপান যে অপূর্ব্ব কান্তাভাব, তাহাতেও প্রভুর প্রশ্ন জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হইল না। তিনি বিস্মিত হইয়া প্রভুর শ্রীবদনের প্রতি চাহিয়া আছেন, আর মনে মনে ভাবিতেছেন "ইহার উপর আর যে কিছু আছে তাহা ত আমি জানি না এবং এরূপ প্রশ্ন করিবার পৃথিবীতে যে কোন লোক আছে, তাহাও বুঝি না। তবে প্রভুর প্রেরণায় আমার মনে হইতেছে ব্রজগোপিকাশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকার প্রেমই সাধ্য শিরোমণি।" এই ভাবিয়া তিনি প্রভুর চরণে করযোড়ে নিবেদন করিলেন, যথা শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃতে—

রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এত দিন নাই জানি আছয়ে ভুবনে॥
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্ব্ব শাস্ত্রেতে বাখানি। (২)

এই বলিয়া তিনি দুইটি শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। প্রথমটি শ্রীমদ্ভাগবতের এবং দ্বিতীয়টি পদ্মপুরাণের। যথা—

অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥ (১)
যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণো স্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ংতথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥ (২)

প্রভু রায় রামানন্দের মুখে শ্রীরাধাপ্রেমের মাহাত্ম্য শুনিয়া আনন্দে গদগদ হইলেন। কিন্তু ভক্তচূড়ামণি রায় রামানন্দের মুখ দিয়া শ্রীরাধিকার কৃষ্ণপ্রেমের গাঢ়ত্ব প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে একটি প্রশ্ন করিলেন। যথা শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃতে—

প্রভু কহে আগে কহ শুনিতে পাই সুখে।
অপূর্ব্ব অমৃত নদী বহে তোমার মুখে॥
চুরি করি রাধাকে নিল গোপীগণের ভয়ে।
অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে॥
রাধা লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ।
তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ॥

অর্থাৎ প্রভু কহিলেন "শ্রীরাধিকা যে শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা তাহার প্রমাণ কি? গোপীদিগের মধ্য হইতে শ্রীরাধিকাকে রাসের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ নির্জ্জনে লইয়া গিয়াছিলেন, ইহা ত ভাল বাসার কার্য্য নহে; ইহা ত চোরের

---

(১) শ্লোকার্থ। যেমন হেম মণিগণ মধ্যে মহা মারকত মণি শোভা পায়, সেইরূপ রাসমণ্ডল মধ্যে ভগবান দেবকীসুত ব্রজ-গোপিকাবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া অত্যন্ত শোভাশালী হইয়াছিলেন।

(২) সাধারণ ব্রজগোপীদিগের যে কৃষ্ণপ্রেম তন্মধ্যে শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেম সাধ্যশিরোমণি তত্ত্ব। সাধারণ জীবের পক্ষে শ্রীরাধিকার ভাব গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজনের উপদেশ নাই। সিদ্ধাবস্থায় এরূপ যোগ্যতা সম্ভব। সাধনাবস্থায় শ্রীরাধিকার সখি এবং তৎপরিচারিকাগণের ভাব অনুকরণীয়। উদ্ধব দর্শনে শ্রীরাধিকার যে ভাব মহাপ্রভুতে লক্ষিত হয়,—তাহা জীবের সাধ্য নহে।

(১) শ্লোকার্থ। রাসলীলায় শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে ব্রজগোপীকাগণ শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের সহিত শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন দর্শন করিয়া কহিলেন, "ইনিই নিশ্চয় সর্ব্বদুঃখহারী সর্ব্বাভীষ্ট ফলপ্রদান কর্ত্তা হরিকে আরাধনা করিয়া বশীভূত করিয়াছেন, যেহেতু আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগোবিন্দ ইহঁাকে ঐকান্ত স্থানে লইয়া গিয়াছেন। এই শ্লোকের "অনয়ারাধিত" এই অংশের দ্বারা রাধা নামের কারণও নির্দ্দেশ করিলেন। অর্থাৎ হরিকে যিনি আরাধনা করেন তিনিই রাধা।

(২) শ্রীমতি রাধিকা যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় তাঁহার কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ প্রিয়। সকল গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা।

কাজ। ইহাতেই বুঝিতে হইবে গোপিকাগণের অজ্ঞাতসারে শ্রীকৃষ্ণ ইঙ্গিত করিয়া শ্রীরাধিকাকে গুপ্তস্থানে লইয়া গিয়াছিলেন। অর্থাৎ গোপীদিগের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ এই কার্য্য করিয়াছিলেন। যদি গোপীদিগের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার প্রতি তাঁহার অত্যান্তিক প্রেমভাব দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার শ্রীরাধিকার প্রতি দৃঢ়ানুরাগের প্রমাণ ও পরিচয় পাওয়া যাইত। এই কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণের রাধাপ্রেম "অন্যাপেক্ষা" দোষে দূষিত। প্রভু হাসিয়া কহিলেন "রামরায়! তুমি পণ্ডিত ও রসজ্ঞ। তুমি ইহার বিচার করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দাও।"

রায় রামানন্দ মহা বিপদে পড়িলেন। প্রভুর এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাঁহার পক্ষে সাধ্যাতীত। কিন্তু প্রভু তাঁহাকে কৃপা করিয়া নিজ শক্তি দান করিয়াছেন। তাঁহার মুখ দিয়া অতি নিগূঢ় তত্ত্বকথা সকল প্রকাশ করিতেছেন। প্রভুর কৃপাবলে রায় রামানন্দ আজ সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা। তিনি প্রভুর চরণধূলি লইয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেন, যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

রায় কহে তবে শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে রাধাপ্রেমের নাহিক উপমা॥
গোপীগণের রাস নৃত্যমণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি ব'নে ফিরে বিলাপ করিয়া॥

এই বলিয়া রায় রামানন্দ রসিক ভক্তচূড়ামণি কবি শ্রীজয়দেব কৃত নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোক পাঠ করিলেন—

কংসারিরপি সংসার-বাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাং
রাধামাদায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ। (১)
ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণ ব্রণখিন্নমানসঃ
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনীতটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ।(২)

তিনি প্রভুকে কহিলেন "এই যে দুইটী শ্লোক আপনাকে শুনাইলাম, ইহার মর্ম্ম বিচার করিলে অমৃতের খনি উঠিবে।" প্রভুর প্রেরণা ও ইচ্ছায় রায় রামানন্দ এই শ্লোকের মর্ম্মার্থ বিচার করিতে বসিলেন। তিনি বলিলেন—

শত কোটী গোপী সঙ্গে রাস বিলাস।
তার মধ্যে এক মূর্ত্তি রহে রাধা পাশ॥
সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা॥ (৩)
ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।
তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হৈলা হরি॥
সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা।
রাসলীলা বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা॥
তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি তাঁর চিতে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেল রাধা অন্বেষিতে।
ইতস্ততঃ ভ্রমি কাঁহা রাধা না পাইয়া।
বিষাদ করেন কামবাণে খিন্ন হঞা॥
শত কোটি গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাপণ।
ইহাতেই আনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥ চৈঃ চঃ

রায় রামানন্দ বলিলেন "রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ শত কোটি গোপিকাবৃন্দের সঙ্গে শৃঙ্গার রাসবিলাস করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ সকল গোপীগণের সহিত এক দেহে একই সময়ে সমভাবে রমণ করিতে লাগিলেন। এক গোপী এক কৃষ্ণ এক কৃষ্ণ এক গোপী এইরূপে একেবারে শত কোটি গোপী সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলী মধ্যস্থ শ্রীরাধা সমীপে নিজ মূর্ত্তি রাখিয়া যখন রাসবিলাস করিতেছিলেন, তখন ইহা দেখিয়া শ্রীমতি রাধিকার মান হইল। কৃষ্ণপ্রেমের সর্ব্বত্র সমতা দেখিয়া, অর্থাৎ তিনি অন্য গোপীর স্কন্ধে যেরূপভাবে ভুজদণ্ড সমর্পণ করিয়া রহিয়াছেন, সেইরূপ ভাবে শ্রীরাধিকার স্কন্ধেও বাহু অর্পণ করিয়াছেন প্রাণকান্তের এই

(১) শ্লোকার্থ। কংসারি শ্রীকৃষ্ণ সম্যক সারভূত রাসলীলা বাসনার বদ্ধশৃঙ্খলা শ্রীরাধিকাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া অন্য ব্রজ-সুন্দরী সকলকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছিলেন।

(২) ইতস্ততঃ শ্রীরাধিকাকে অন্বেষণ করিয়া তাঁহাকে অপ্রাপ্তি নিবন্ধন অনঙ্গশরাঘাতে খিন্ন মন হইয়া কালিন্দীতটান্ত কুঞ্জে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিষাদে খেদ করিয়াছিলেন।

(৩) অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাব কুটিলা ভবেৎ।
অতোহেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি।
উজ্জ্বল নীলমণি।

সমভাব দেখিয়া শ্রীরাধার প্রেমের বামতা হইল। শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী মানিনী শ্রীরাধিকার তখন দুর্জ্জয় মান হইল; তিনি তৎক্ষণাৎ রাসমণ্ডল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। রাসলীলা ভঙ্গ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্যাকুল হইয়া তাঁহার প্রাণবল্লভার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। রসিকরাজ শ্রীকৃষ্ণের তীব্র বাসনা যে তিনি শ্রীরাধিকাকে লইয়া গোপিকাবৃন্দের সঙ্গে রাসলীলা সম্পূর্ণ করেন। তাঁহার এই রাসলীলা-বাসনার মূলদেশ শ্রীরাধা-প্রেম-শৃঙ্খলাবদ্ধ। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বাসনা শ্রীরাধিকারূপা নিগড়ে বাঁধা। তাই যখন শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, তাঁহার হৃদয়েশ্বরী রাসমণ্ডলী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তিনি প্রচণ্ড অনঙ্গবাণে বিদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ প্রাণবল্লভার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া কালিন্দীতটস্থ কুঞ্জপ্রান্তে একান্তে বসিয়া বিষাদে খেদ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে কিরূপ শ্রীরাধিকার প্রেমে অনুরক্ত তাহা ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন। শতকোটি ব্রজগোপীগণ একা শ্রীরাধিকার সমকক্ষ নহেন। শতকোটি গোপীবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণের রাসবিলাসবাসনা পূরণে অসমর্থা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে এই শতকোটি সুন্দরী ব্রজাঙ্গনাদিগের প্রেমপাশ ছিন্ন করিয়া শ্রীমতি রাধিকার জন্য ব্যাকুল হইয়া শ্রীযমুনা তীরে বসিয়া অনঙ্গবাণে জর্জ্জরিত হইয়া বিষাদসাগরে নিমজ্জমান হইলেন। ইহাতেই সেই কৃষ্ণপ্রেমময়ী বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার অপূর্ব্ব প্রেমমহাত্ম্য ও গুণ বুঝিয়া লউন। তিনি শ্রীকৃষ্ণে অত্যন্ত বল্লভা, তাঁহা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা আর কেহ নাই।"

রায় রামানন্দের মুখে শ্রীরাধিকার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু প্রেমানন্দে বিগলিত হইলেন। তাঁহার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর পাইয়া প্রভু প্রেমভাবে কহিলেন—

——"যাহা লাগি আইলাম তোমা স্থানে।
সেই সব তত্ত্ববস্তু হইল মোর জ্ঞানে॥
এবে জানিল সাধ্য সাধন নির্ণয়।
আগে আর কিছু শুনিবার মন হয়॥
কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধার স্বরূপ।
রস কোন তত্ত্ব, প্রেম কোন তত্ত্বরূপ॥
কৃপা করি এই তত্ত্ব কহত আমারে।
তোমা বিনা কেহ ইহা নিরূপিতে নারে॥" চৈঃ চঃ

প্রভুর এই কথা শুনিয়া রায় রামানন্দ করযোড়ে তাঁহার চরণে নিবেদন করিলেন —

————"ইহা আমি কিছুই না জানি।
যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী॥
তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুকপাঠ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট॥
হৃদয়ে প্রেরণ কর জিহ্বায় কহাও বাণী।
কি বলিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥" চৈঃ চঃ

কলির প্রচ্ছন্ন অবতার শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু চতুরের শিরোমণি,—তাঁহার চতুরতার তুলনা নাই। প্রচ্ছন্ন অবতারের এই প্রচ্ছন্ন ভাবটি বড়ই মধুর। তিনি বিনয়ের খনি,—দৈন্যের অবতার। যেমন তাঁহার অপরূপ রূপরাশি,—তেমনি তাঁহার অসীম অনন্ত গুণরাজি। এই জন্যই তাঁহাকে মহাজনগণ ভক্তাবতার বলিয়া থাকেন। প্রভু ভক্তোচিত দৈন্য সহকারে রায় রামানন্দের কথার উত্তর দিলেন, যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

প্রভু কহে "মায়াবাদী আমি ত সন্ন্যাসী।
ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে মোর মন নির্ম্মল হইল।
কৃষ্ণ-ভক্তিতত্ত্ব কহ তাঁহারে পুছিল।
তিঁহো কহে আমি জানি কৃষ্ণকথা।
সবে রামানন্দ জানে তিঁহো নাহি এথা॥
তোমার ঠাঁই আইলাম মহিমা শুনিয়া।
তুমি মোরে স্তুতি কর সন্ন্যাসী জানিয়া।"

এই কথা বলিতে বলিতে প্রভু কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে সর্ব্বতত্ত্বসার গুরুতত্ত্ব-কথা উঠাইলেন। রায় রামানন্দ প্রভুর সহিত প্রথম পরিচয়ে আপনাকে শূদ্রাধম বলিয়া দৈন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রভু তাঁহাকে কিরূপ সম্মান করিলেন দেখুন। প্রভু জলদগম্ভীর স্বরে কহিলেন—

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥ (১)
চৈঃ চঃ

অর্থাৎ কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা শূদ্রও বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের গুরু হইতে পারেন। (১) কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা শূদ্রকেও গুরুপদে বরণ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণান্তিকে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব শ্রবণ করিবেন।

এই কথা বলিয়া প্রভু রায় রামানন্দের বদনের প্রতি চাহিলেন। কিন্তু দেখিলেন তাঁহার বদন লজ্জায় অবনত। করযোড়ে তিনি প্রভুর শ্রীচরণ প্রান্তে মস্তক অবনত করিয়া আছেন। চতুর শিরোমণিপ্রভু পুনরায় দৈন্যসহকারে সুধামধুর বচনে কহিলেন—

"রামানন্দ রায়। আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী বলিয়া আমাকে বঞ্চনা করিও না। তোমার নিকট সাধ্যসাধন-তত্ত্ব সকলি জানিলাম। এক্ষণে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব-কথা বলিয়া আমার প্রেম-পিপাসা নিবারণ কর।

(১) শ্রীসম্প্রদায়ী শ্রীযামুনাচার্য্যের মন্ত্রগুরু শঠকোপাচার্য্য। ইনি রামানুজস্বামীরও মন্ত্রগুরু। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বহু কুলীন ব্রাহ্মণের মন্ত্রগুরু ছিলেন। যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী মহাশয় দাস গদাধরের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম শিক্ষাতে যে দীক্ষা, তাহাতে ব্রাহ্মণ গুরুর প্রয়োজন বটে কিন্তু কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনের যাঁহাদের বাসনা, যাহা সর্ব্বজীবের পরমার্থ, তাহা পূর্ণ করিতে হইলে, এই তত্ত্বজ্ঞানের গুরু হইবার অধিকার বিচারে বৈষ্ণব শাস্ত্র মতে এইরূপ সিদ্ধান্ত আছে যে, কৃষ্ণতত্ত্ব বেত্তা বিপ্রই হউন, শূদ্রজাতিই হউন, গৃহী বা সন্ন্যাসীই হউন, তিনি সর্ব্ববর্ণের গুরু হইতে পারেন। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে উচ্চবর্ণে যোগ্য গুরু বর্ত্তমানে হীনবর্ণজাত গুরু হইতে কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ অকর্ত্তব্য এরূপ যে বিধি আছে, তাহা লোকাপেক্ষী বিধিমার্গীয় বৈষ্ণবদিগের জন্য বিধি। যাঁহারা বিধি ও রাগমার্গের মর্ম্ম অনুশীলন করিয়া বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্তির আশা করেন, তাঁহাদের পক্ষে উপযুক্ত কৃষ্ণবেত্তা গুরু যে বর্ণে বা যে আশ্রমে পাওয়া যায় তাহা হইতে গ্রহণীয়। গুরুর যোগ্যতা একমাত্র কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞতার উপর নির্ভর করে, জাতি, বর্ণ বা আশ্রম বিশেষের উপর নির্ভর করে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে এই শাস্ত্র-তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিলেন।

সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন।
রাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন॥ চৈঃ চঃ

রায় রামানন্দকে প্রভু নিজ শক্তিশালী করিয়াছেন। প্রভুর ইচ্ছায় ও প্রেরণায় তিনি ব্রজের নিগূঢ় ভজনতত্ত্ব-রহস্য ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি করযোড়ে প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন—

——————'আমি নট তুমি সূত্রধার।
যেই মত নাচাও সেমত চাহি নাচিবার॥
মোর জিহ্বা বীণা যন্ত্র তুমি বীণা ধারী।
তোমার মনে যেই উঠে তাহাই উচ্চারি"॥ চৈঃ চঃ

এই বলিয়া রায় রামানন্দ প্রভুর চরণধূলি লইয়া শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব কহিতে আরম্ভ করিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
সর্ব্ব অবতারী সর্ব্ব কারণ প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার॥
সচ্চিদানন্দ তনু ব্রজেন্দ্র নন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্ব শক্তি সর্ব্ব রসপূর্ণ॥ (১)
বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কাম গায়ত্রী কাম বীজে যাঁর উপাসন॥
পুরুষ যোষিৎ কিম্বা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন॥ (২)
নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়।
সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয়॥ (৩)

(১) ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণং॥ ব্রহ্মসংহিতা

অর্থ। যিনি অনাদি হইয়াও আদি, সেই সর্ব্ব কারণ কারণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ গোবিন্দ নামে খ্যাত শ্রীকৃষ্ণ। অর্থাৎ যশোদানন্দনই পরমেশ্বর। আর সেই যশোদানন্দন পরমকৃষ্ণই শ্রীগৌরাঙ্গ।

(২) তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মান মুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধর স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবত।

এই শ্লোকের ভাবার্থ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

(৩) অখিল রসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ।
কলিত-শ্যামা-ললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি॥
ভক্তিরসামৃত সিন্ধু।

শৃঙ্গার রসরাজময় মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্ম পর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর ॥ (১)
লক্ষ্মীকান্তাদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী আদি নারীগণের করে আকর্ষণ ॥ (২)
আপন মাধুর্য্য হরে আপনার মন।
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥ (৩)

অর্থ। যিনি অখিল রসামৃতমূর্ত্তি, যাঁহার প্রসরণশালি রুচি দ্বারা তারকাপালি রুদ্ধ হইয়াছে, যিনি গৃহীত শ্যামললিত সেই রাধাপ্রেয়ান বিধু জয়যুক্ত হউন।

(১) বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর—
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবং।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারং সখি! মূর্ত্তিমানিবমধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥ গীতগোবিন্দ

অর্থ। হে সখি! অনুরঞ্জনের দ্বারা সর্ব্বগোপীগণের আনন্দ জন্মাইয়া এবং নীলকমল শ্রেণী হইতেও শ্যামল ও কোমলাঙ্গের দ্বারা তাঁহাদিগের হৃদয়ে অনঙ্গোৎসব উদয় করিয়া ও তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক স্বচ্ছন্দে প্রতি অঙ্গে আলিঙ্গিত হইয়া মূর্ত্তিমান শৃঙ্গাররসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বসন্তকালে ক্রীড়া করিতেছেন।

(২) কস্যানুভাবস্য ন দেব বিদ্মহে তবাংঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥
শ্রীমদ্ভাগবত।

অর্থ। নাগপত্নীগণ কহিলেন, হে দেব! এই মহানীচ কালীয়নাগের মন্দপুত্ররূপ তোমার চরণরেণু স্পর্শে যে অধিকার দেখিতেছি, তাহা তপঃ প্রভৃতি সর্ব্বসুকৃতি দুর্লভ, যেহেতু ব্রহ্মাদি সকল ভক্ত হইতে অধিক প্রিয়তমা লক্ষ্মী, নারায়ণরূপ তোমার ললনা হইয়াও গোপালরূপ তোমার চরণস্পর্শ কামনায় তপস্যা করিয়াছেন, কিন্তু সফল মনোরথ হন নাই। আর এই কালীয় নাগ নিজ মস্তকে তোমার সেই চরণ দ্বয়ের স্পর্শ সুখানন্দ লাভ করিয়াছে। ইহার মহিমা আর কি বলিব?

(৩) অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভ সমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥ ললিত মাধব।

অর্থ,—নব বৃন্দাবনে মণিভিত্তিতে আপনার প্রতিবিম্ব অবলোকন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "আমার চমৎকারকারী অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যপুর স্ফুরিত হইতেছে। ইহা আমি কখন দেখি নাই। ইহা দেখিয়া লুব্ধ হৃদয়ে শ্রীরাধিকার ন্যায় আমি স্বমাধুর্য্য উপভোগ করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

রায় রামানন্দ সংক্ষেপে এই কয়টি কথায় শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের স্বরূপতত্ত্ব কহিলেন। এই সংক্ষিপ্ত কথা কয়টির মধ্যে লঘু ভাগবতামৃত ও ষট্সন্দর্ভের সমস্ত তত্ত্বনিধির সার বস্তু নিহিত রহিয়াছে। ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিতে হইলে একখানি পৃথক বৃহৎ গ্রন্থ হয়। তত্ত্বপিপাসু কৃপাময় পাঠকবৃন্দ মূল গ্রন্থদ্বয় এবং টীকা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন রায় রামানন্দ সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব কি বলিলেন।

রায় রামানন্দ শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রাকৃত নবীন মদন বলিলেন, এবং কামবীজ ও কামগায়ত্রী দ্বারা তাঁহার উপাসনার কথা বলিলেন (১)। প্রাকৃত মদন

কামগায়ত্রীর ব্যাখ্যা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
কা	ম	দে	বা	য়	বি	দ্ম	হে,	পু	ষ্প	বা	না	য়

১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
ধী	ম	হি,	ত	ন্নোঽ	ন	ঙ্গ	প্র	চো	দ	য়াৎ

এই কামগায়ত্রী সার্দ্ধচতুর্বিংশতি অক্ষরাত্মক।

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ গোস্বামী কৃত কামগায়ত্রীর ব্যাখ্যা—

"কামেন অভিলাষেণ স্ববিষয় প্রীতিদার্ঢ্যেন দীব্যতি ক্রীড়তি। দিবাক্রীড়ায়াম্। তস্মৈ কামদেবায় বিদ্মহে (বিদ্‌লাভে বিদ্‌জ্ঞানে বা) ধীমহি ধ্যায়েমঃ। কামদেবায় (কথম্ভূতায়) পুষ্পবাণায় (পুষ্পং কমলং তদেব বানং যস্য তস্মৈ) তন্নোঽনঙ্গ কন্দর্পঃ ন অস্মান্ প্রচোদয়াৎ প্রকর্ষেণ প্রকৃষ্টরূপেন উদয়াৎ উদয়ং করোতীত্যর্থঃ। চকার সমুচ্চয়ে। ক্লীং পদেন মুর্ত্তিমান পুরুষঃ। কামপদেন গণ্ডদ্বয়ং। দেবপদেনাত্র আস্যম্ ভাল উচ্যতে। অভিলাষেণ স্ববিষয় প্রীতিদার্ঢ্যেন চন্দ্রমণ্ডলেন দীব্যতি ক্রীড়তি। তকারেন অর্দ্ধচন্দ্রঃ; ভালে তিলকঃ-চন্দ্রঃ। সার্দ্ধচন্দ্র চতুষ্টয়ং ইতো ভিন্ন শিরোঽবধি ক্রমাৎ ক্রমরূপেন বিংশত্যক্ষরেন বিংশতি চন্দ্রা উচ্যন্তে। কামগণ্ডদ্বয়ে স্নেহে বিলাসে সবিতৃকয়োরিতি ভাস্বদিঃ।

কা——ককার শ্চন্দ্রিমা চন্দ্র বিলাসানাবসানয়োঃ। ইতি কামপালঃ।

ম——মকারো মধুরে হাস্যে বিকাশেহ্না বিতৃকয়োঃ। ইতি ঋষভঃ
দে ইতি দা—দানে ঔনাদিকত্বাদেকারঃ। দা-মা-স্মা-ম্নো স্নাম্নামিতি এপ্রত্যয়ঃ।

দে——শ্চন্দ্রেতু বিলাসে চ গইণে মণ্ডলেঽপি চ ইতি দেব দ্যোতিঃ।
দেবশ্চন্দ্র মণ্ডলে আস্যে হরিদাস বিলাসয়োরিতি ব্যাঘ্রভূতিঃ।
ব ইতি বন্ বন্ সংভূতৌ বনধাতুঔণাদিকত্বাৎ পকম্যন্তাৎ ভাতে ডইতি ড-প্রত্যয়ঃ।

জীবের চিত্তক্ষুব্ধ করিয়া বিষয়াশক্ত করায়, অপ্রাকৃত মদন শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সকলের চিত্তক্ষুব্ধ করিয়া আপনাতে আসক্ত করান, এই নিমিত্ত বলিলেন তিনি "অপ্রাকৃত নবীন মদন"। কবিরাজ গোস্বামীও বলিয়াছেন :—

যিনি পঞ্চশর দর্প, স্বয়ং নব কন্দর্প,
নাম ধরে মদনমোহন ॥ ইত্যাদি।

যেমন শ্রুতিতে 'চক্ষুষশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনঃ" বলিয়া ব্রহ্ম নিরূপণ করিয়াছেন, সেইরূপ শ্রীশুকদেবও শ্রীমদ্ভাগবতে "সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথ" বলিয়া সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের খনি শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব স্বরূপের নিরূপণ করিয়াছেন। রায় রামানন্দ তাই বলিলেন" সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন।" তিনি রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের এই তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া প্রতিপন্ন করিলেন শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের কামকেলি সকল অপ্রাকৃত অর্থাৎ স্বরূপভূত সচ্চিদানন্দময় এবং প্রাকৃত কামের ক্ষোভক, সুতরাং বিশুদ্ধ হইতে বিশুদ্ধতম। চিন্ময় শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির অতীত অভিনব স্বরূপে বিরাজমান। মদন শব্দে প্রাকৃতভাবে কামতত্ত্ব বুঝায়। প্রাকৃত জগতে মাংসপিণ্ড জড় শরীরের পরস্পর আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে যে কাম উৎপন্ন হয়, তাহা অতি হেয়। এই কামতত্ত্বের গন্ধও "বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদনে" নাই। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধতত্ত্ব জানিতে পারিলে প্রাকৃতজীবের অপ্রাকৃত চিন্ময় অবস্থাতে অবস্থিতি হয়। সেই অবস্থা দ্বিবিধী স্বরূপগত ও বস্তুগত। তত্ত্বপ্রতীতি হইয়াছে, কিন্তু বস্তুত: জড়গন্ধ যায় নাই, এমত অবস্থায় চিন্ময় সম্বন্ধ কথঞ্চিৎ উদয় হইলেও বৃন্দাবনস্থিতি সম্ভাবনা হয়, কিন্তু বস্তুতঃ হয় না। স্থূল ও লিঙ্গময় জড়তত্ত্বের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় সম্বন্ধগন্ধরহিত হইলে বস্তুতঃ বৃন্দাবনস্থিতি বা বৃন্দাবনবাস হয়। স্বরূপ অবস্থাতে সাধনা আছে · সেই সময় চিন্ময় কামগায়ত্রী কামবীজে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা সিদ্ধ হয়। স্ত্রী-পুরুষ, স্থাবর জঙ্গম, সকলকেই সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ নিজ রূপে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। সেই জন্যই তিনি অপ্রাকৃত মদন, – তিনি মন্মথ-মন্মথ। কামগায়ত্রী ২৪॥ অক্ষরে একটী বেদমন্ত্র বিশেষ। কামক্রীড়া সতত্ত্বা "ক্লীং" বীজের নামই কামবীজ। ইহার অর্থ—"ক,-কাম দেব উদ্দিষ্টোঽ-প্যথ কৃষ্ণ উচ্যতে। ল,—ইন্দ্র। ঈ,-তুষ্টিবাচী সুখ দুখ

বা——প্রকারো লাস্তে লাবণ্যে ইন্দ্রায়ুধে শশধরে ইতি ভাস্বদিঃ। আকারান্ত বকারেন অর্দ্ধচন্দ্র প্রকীর্ত্তিতঃ ; লক্ষণাসুরোধাৎ।

য——যৎ চন্দ্রার্দ্ধং বৈভবক বিলাসে দারুণং ভয়মিতি ব্যাড়িঃ। যি শব্দাদি পঞ্চাক্ষরেণ দক্ষিণাবর্ত্তক্রমেন পঞ্চচন্দ্রা উচ্যন্তে,—তদ্‌যথা বিদ্মহে পুষ্প ইত্যাদি বানাদি পঞ্চাক্ষরেণ—বামাবর্ত্তাদিক্রমেন পঞ্চচন্দ্রা উচ্যন্তে। তদ্‌যথা বাণায় ধীমহি ইত্যাদি। তত্র ক্ষৌম্ভতস্য মতে স্বহস্তাৎ বামদক্ষিণরূপেণ দশাক্ষরেণ চন্দ্রা উচ্যন্তে। তত্র দক্ষিণাদিক্রমেণ হি শব্দাদি পঞ্চাক্ষরেণ পঞ্চচন্দ্রা উচ্যন্তে। তদ্‌যথাহি তন্নোঽনঙ্গ ইত্যাদি। প্রশব্দাদি পঞ্চাক্ষরণে পঞ্চচন্দ্রা উচ্চন্তে। প্রচোদয়াৎ ইত্যাদি।

ধি——বি শব্দো বিবিধে প্রাজ্ঞে অঙ্গনেচ শশধরে ইতি বিশ্বঃ। ভু, ধা ঞ ধারণ পোষণয়ো র্ধাতো রৌণাদিক অপ্রত্যয়ান্তা নিপাত ধা ধাতোর্দ্দাম ইতি নিপাতশ্চ ইতি।

ম——মঃ মকারো বিবিধে নৃত্যে তেজোরাশৌ শশধরে ইতি ভাস্বাদিঃ।

হে——হে শব্দো হেতুকে বিজ্ঞে ইন্দৌ গুণবসালশো ইতি কামতন্ত্রঃ।

পু——পকারো বিবিধে প্রাজ্ঞে বিধৌচ মুক্তিদামস্ ইতি রত্নহাসঃ।

বা——বা শব্দো বুদ্ধৌ প্রাজ্ঞে চ বিধৌ চন্দ্রাভিবাদয়ো ইতি গৌতমঃ।

পা——পাকারো বিষয়াবিষ্টে নিত্যচন্দ্র রসায়নে ইতি স্বভুতিঃ।

য——যকারশ্চন্দ্র বিশেচ বিশালাক্ষি রসাকরে ইতি ব্যাঘ্রভূতিঃ।

ধী——ধী শব্দো বুদ্ধৌ প্রাজ্ঞে চ বিধৌ চন্দ্রাভিবাদয়োঃ ইতি গৌতমঃ।

ম——মকারো মারুতে ব্রধ্নে প্রভাকরে নিশাকরে ইতি স্বভূতিঃ।

হি——হি শব্দোহি রসাবেশে হিঙ্গুলে চন্দ্রমণ্ডলে ইতি দেবজ্যোতিঃ।

অনঙ্গ——অনঙ্গোমদনে বিধেঽনঙ্গ চন্দ্র বিভাবলে ইতি গৌতমিঃ।

প্র——প্রশব্দো বিবিধে নৃত্যো প্রকৃষ্টে চন্দ্রমণ্ডলে ইতি ব্রহ্মভূতিঃ।

চো——চশ্চণ্ডেশে কচ্ছপেচ চঞ্চু গৌরে ভথৈব চ ইতি মেদিনী।

দ——দকারো বিবিধে নৃত্য চন্দ্রে বিদ্যাধরেঽপি চ ইতি ভাস্বদিঃ।

য়া——আসদৈ চ বিধায়াত্ত যাকারশ্চন্দ্র উচ্চতে ইতি চন্দ্রজ্যোতিঃ।

ৎ——তবস্তোত্র বিকাশেষু তকারশ্চন্দ্র উচ্যতে।

ক্লীং বীজের অর্থ।

ক কামদেব উদ্দিষ্টোঽপ্যথ কৃষ্ণ উচ্যতে। ল ইন্দ্র, ঈ তুষ্টিবাচ। সুখ দুঃখ প্রদক অং। কামবীজার্থ উক্তো বৈ তব স্নেহাৎ মহেশ্বরি।

ভাবার্থ। কামদেব মানবের হৃদয়ে কামনাবীজ উদ্দীপিত করিয়া থাকেন। সেই কামকে বিনাশ বা মোহদান করেন বলিয়া কৃষ্ণ আত্মারাম; কৃষ্ণের প্রসন্নতায় জীবের কাম নাশ হয় এবং নিরচ্ছিন্ন সুখলাভ হয়।

প্রদঞ্চ। অং,—কাম বীজার্থ, উক্তো বৈ তব স্নেহাৎ মহেশ্বরি।

ভাবার্থ,—কামদেব মানবের হৃদয়ে কামনাবীজ উদ্দীপিত করিয়া থাকেন, সেই কামকে বিনাশ বা মোহদান করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম। শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতায় জীবের কাম নাশ হয় এবং নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভ হয়।

অনন্ত বৈকুণ্ঠে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত অবতারের শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র আশ্রয়। যত ভক্ত, যত সাধক, যত উপাসক তাঁহাদিগের তিনিই একমাত্র আশ্রয় ও বিষয়। যত রস, যত তত্ত্ব, যত গুণ, এক্য তাঁহাতেই পর্য্যবসান। তিনি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণবিশিষ্ট পুরাণ পুরুষ ও পরম নারায়ণ; কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি স্থাবর, কি জঙ্গম সকলেরই তিনি চিত্তাকর্ষক। অধিক কি, নিজ সৌন্দর্য্যে তিনি নিজে বিমোহিত হইয়া আপনাকেই আস্বাদন করিতে সতৃষ্ট।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রজরস ভজনের মূলমন্ত্র কামগায়ত্রী ও কাম বীজ। এই কামগায়ত্রীকেই শৃঙ্গার রসরাজমূর্ত্তি মদনগোপাল শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ জ্ঞান করিতে হইবে। কামবীজসহ কামগায়ত্রী ভজন করিলে শ্রীবৃন্দাবনস্থ রাসমণ্ডলে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলবিগ্রহের নিত্যসেবা প্রাপ্ত হয়।

কামবীজ সহ মন্ত্র গায়ত্রী ভজিলে।
রাধাকৃষ্ণ লভে গিয়া শ্রীরাস মণ্ডলে॥ ভজন নির্ণয়।

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। তিনিই স্বয়ং ভগবান সর্ব্বাবতারী, সর্ব্ব-রস-সর্ব্বচিত্তাকর্ষক পীতাম্বরধারী, বনমালী শ্রীবৃন্দারণ্যের অপ্রাকৃত নবীন মদন। তিনি অখিলরসসিন্ধু, এবং নিখিলজনবন্ধু। এই সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক শ্রীবৃন্দাবনবিহারী শৃঙ্গাররসরাজমূর্ত্তি নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই ব্রজরস ভজনানন্দী রসিক ভক্তবৃন্দের একমাত্র হৃদয়ের ধন ও সাধনের ধন। আবার সেই অপ্রাকৃত নবীন মদনই কলির প্রচ্ছন্ন অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ।

রায় রামানন্দ শ্রীগৌরভগবানের প্রেরণায় তাঁহার চরণতলে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব যাহা বলিলেন, তাঁহাতে প্রভু পরম প্রীতি লাভ করিলেন। প্রচ্ছন্ন অবতার শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিততনু শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু আত্মতত্ত্ব ভক্তমুখে শুনিয়া আনন্দে গদগদ হইয়া কহিলেন, রামানন্দ! এক্ষণে শ্রীরাধা-তত্ত্ব বল শুনি। তোমার মুখে অমৃত নিঃশ্রাব হইতেছে। শ্রীরাধিকার স্বরূপতত্ত্ব বর্ণনা করিয়া আমার পিপাসিত কর্ণ শীতল কর"।

রায় রামানন্দ রসিক ভক্ত। তিনি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিত-বপু শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর চিহ্নিত দাস ও বিশেষ কৃপাপাত্র। শ্রীগৌরাঙ্গশক্তি শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণমিলিতপূর্ণা অভিন্না শক্তি। এই শক্তির মহান্ প্রভাব রায় রামানন্দের কথায় পরিপূর্ণভাবে পরিদৃশ্যমান হইতেছে। শ্রীগৌরভগবান তাঁহাকে তাঁহার নিজ শক্তি দান করিয়াছেন। সেই পরমা মহীয়সী গৌরাঙ্গ-শক্তি সাহায্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিরূপা যে শ্রীরাধা,—তাঁহার তত্ত্ব কহিতে লাগিলেন। যথা শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃতে—

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি মায়া শক্তি জীবশক্তি আন॥
অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি সবার উপরে॥ (১)
সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ তারে জ্ঞান করি মানি॥ (২)
কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥

(১) বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্ম সংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরীষ্যতে॥ বিষ্ণুপুরাণ।

অর্থ। বিষ্ণু শক্তি তিনপ্রকার ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা পরা, অবিদ্যা অপরা, ও কর্ম্মসংজ্ঞা তৃতীয়া।

(২) হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্বয্যেকা সর্ব্ব সংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরীমিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥ বিষ্ণুপুরাণ,

অর্থ। হে ভগবন! হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সম্বিৎ এই তিন মুখ্য অব্যভিচারিণী স্বরূপভূতা শক্তি সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত তোমাতেই অবস্থিত। কিন্তু হ্লাদকরী সাত্ত্বিকী, তাপকারী তামসী, এবং তদুভয় মিশ্রা রাজসী, এই ত্রিশক্তি বৰ্জ্জিত তোমাতে অবস্থিতি করিতে পারেন না।

সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাব রূপা রাধাঠাকুরাণী॥ (১)
প্রেমের স্বরূপদেহ প্রেমবিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত॥ (২)
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য তাঁর॥
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখি তাঁর কায়ব্যূহ রূপ॥

সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের অনন্তশক্তির মধ্যে তিন শক্তি প্রধান। অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং তটস্থা জীবশক্তি। ইহার মধ্যে চিচ্ছক্তিই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি। এই চিচ্ছক্তি ত্রিবিধরূপে প্রকাশ হইয়া ত্রিধা বিভক্ত। সচ্চিদানন্দ আনন্দঘনমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের সৎ বা নিত্যত্ব প্রকাশিকা শক্তির নাম সন্ধিনী, চিৎ বা চৈতন্য প্রকাশিকা শক্তির নাম সম্বিৎ, এবং আনন্দ বা আহ্লাদ প্রকাশিকা শক্তির নাম হ্লাদিনী। শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি আহ্লাদপ্রসূতি, সন্ধিনী তাপকরী, এবং সম্বিৎ উভয় মিলিত। এই হ্লাদিনী শক্তি শ্রীকৃষ্ণকে আহ্লাদ প্রদান করেন, অর্থাৎ সুখরূপ শ্রীকৃষ্ণ এই হ্লাদিনী শক্তির সাহায্যে লীলারস সুখসম্ভোগ করেন। তাঁহার ভক্তবৃন্দও এই হ্লাদিনী শক্তির সাহায্যে কৃষ্ণপ্রেম রসাস্বাদন করেন। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের আনন্দঘনরূপই লীলাপ্রকাশের মূল কারণ। শ্রীকৃষ্ণভগবানের অনন্তশক্তির মধ্যে তাঁহার এই হ্লাদিনীশক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। এই হ্লাদিনীশক্তির সাহায্যে ভক্তগণ ভগবতস্বরূপের রসাস্বাদন করেন এবং এই রসাস্বাদ করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয় মধ্যে যে রসভাব উদয় হয়, তাহার নাম আনন্দচিন্ময় রস বা প্রেম। এই প্রেম গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইলে স্থায়ী হয়, এই স্থায়ী প্রেমভাবের নাম মহাভাব। পরম প্রেমের সারভূতা এই মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকা। শ্রীরাধিকার শ্রীঅঙ্গ আনন্দ ও প্রেমস্বরূপ এবং তিনি কৃষ্ণ-প্রেমে সর্ব্বদা বিভাবিত। শ্রীকৃষ্ণের যত প্রেয়সী আছেন তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীরাধিকা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা, কারণ তিনি রূপে এবং সর্ব্বগুণে সর্ব্বাপেক্ষা বরীয়সী। এই জন্য তাঁহাকে "চিন্তামণি সার" বলিলেন। প্রাকৃত চিন্তামণি কালে ধ্বংশ হয়, কিন্তু মহাভাবরূপ চিন্তামণির ধ্বংশ নাই। যেমন চিন্তামণি যাহার বস্তু, তাহার সমস্ত বাসনা পূর্ণ করে, সেইরূপ মহাভাব চিন্তামণি শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের বস্তু, সুতরাং তিনি শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করিয়া পূর্ণানন্দ প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণের মনবাঞ্ছা পূর্ণ করাই তাঁহার এক মাত্র কার্য্য, তাঁহার ইহা ভিন্ন অন্য কার্য্য নাই। ললিতা বিশাখাদি সখিগণ শ্রীরাধিকার কায়ব্যূহ। ইঁহারা শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দদানকার্য্যের সাহায্য-কারিণী নিত্যসখি। শ্রীরাধাতত্ত্ব এই ভাবে বুঝাইয়া তখন রায় রামানন্দ মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণ-সেবার অপ্রাকৃত ও ভাবময় পারিপাট্য বর্ণনা করিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

---

(১) তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাব স্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী॥ উজ্জ্বলনীলমণি।

অর্থ। শ্রীরাধিকা ও চন্দ্রাবলী এই উভয়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রকারে শ্রীরাধিকাই শ্রেষ্ঠা। যেহেতু তিনি মহাভাবস্বরূপা এবং সর্ব্বগুণের খনি। এখানে মহাভাব বলিতে মাদনাখ্য মহাভাব বুঝিতে হইবে, কারণ এই হ্লাদিনী সার মাদনাখ্য মহাভাব শ্রীরাধিকা ভিন্ন অন্য কোন ব্রজদেবীতে বিরাজিত নাই। অন্যান্য ব্রজদেবীগণ মোহনাখ্য মহাভাবস্বরূপা।

(২) আনন্দ চিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য্য এব নিজরূপ তয়া কলাভিঃ॥
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো।
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ব্রহ্মসংহিতা

অর্থ। পরম প্রেমময় উজ্জ্বল রসে প্রতিভাবিত সেই হ্লাদিনী শক্তি-রূপা প্রিয়াগণের সহিত নিখিল গোলোকবাসীগণের এবং অন্যের আত্মস্বরূপ যিনি গোলোকে বাস করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

রাধাপ্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন।
তাহে সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বল বরণ॥
কারুণ্যামৃত-ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত-ধারায় স্নান মধ্যম॥
লাবণ্যামৃত ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজ লজ্জা শ্যাম-পট্ট সাটি পরিধান॥
কৃষ্ণ-অনুরাগ রক্ত দ্বিতীয় বসন।
প্রণয় মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন॥
সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম, সখী-প্রণয় চন্দন।
স্মিতকান্তি কর্পূর তিন অঙ্গে বিলেপন॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগ মদ ভর।
সেই মৃগ মদে বিচিত্র কলেবর॥
প্রচ্ছন্ন মান বাম্য ধম্মিল্য বিন্যাস।
ধীরা ধীরাত্মক গুণ অঙ্গে পট্টবাস॥
রাগ তাম্বুল রাগে অধর উজ্জ্বল।
প্রেম কৌটিল্য নেত্র যুগলে কজ্জল॥
সুদীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব হর্ষাদি সঞ্চারী।
এই সব ভাব ভূষণ সব অঙ্গে ভরি॥
কিল কিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি ভূষণ।
গুণশ্রেণী পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরণ॥
সৌভাগ্য তিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল।
প্রেম বৈচিত্ত্য রত্ন হৃদয় তরল॥
মধ্য বয়স সখি স্কন্ধে কর ন্যাস।
কৃষ্ণ লীলা-মনোবৃত্তি সখি আশ পাশ॥
নিজাঙ্গ সৌরভালয়ে গর্ব্ব-পর্য্যঙ্ক।
তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ॥
কৃষ্ণ নাম গুণ যশ অবতংস কাণে।
কৃষ্ণনাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে॥
কৃষ্ণকে করায় সোমরস মধু পান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্ব কাম॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম-রত্নের আকর।
অনুপম গুণগণ পূর্ণ কলেবর॥ (১)

(১) কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতি রাধিকৈকা
কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈকা ন চান্যা।

যাঁহার সৌভাগ্য গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঁই কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা॥
যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী।
যাঁর পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যাঁর সদগুণ গণনের কৃষ্ণ না পান পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার॥

কৃষ্ণলীলা অপ্রাকৃত। মনোবৃত্তিরূপা সখিবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণলীলা-রঙ্গিনী শ্রীরাধিকার কায়ব্যূহ। শ্রীরাধিকার প্রাকৃত কায়া নাই। আবর্ত্তিত কৃষ্ণস্নেহ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মমতাতিশয়ই তাঁহার উজ্জ্বল বর্ণ। সুকুমারীদিগকে ত্রিকাল স্নান করান রীতি, ইহা উদ্দেশ করিয়া রায় রামানন্দ বলিতেছেন, বয়ঃ সন্ধি অবস্থায় চাপল্য বিনাশ হওয়ায় প্রথমতঃ কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান, যৌবনরূপ অমৃতে মধ্যম স্নান তারুণ্যামৃত ধারায়,ইহা মাধ্যাহ্নিক স্নান,—শেষে লাবণ্যামৃত ধারায় সায়াহ্নের স্নান। অর্থাৎ কারুণ্য ও নিত্য নব রসের তারল্যে বা নিত্য নব রসের লাবণ্য-জলে রাধারূপ যেন মুহুর্মুহু স্নাত হইতেছেন। স্নানের পর বসন পরিধানের কথা বলিতেছেন। নিজের লজ্জাই শ্রীরাধিকার শ্যামবর্ণ পট্ট সাটী,—আর কৃষ্ণানুরাগই তাঁহার দ্বিতীয় অরুণবর্ণ বসন অর্থাৎ উত্তরীয় ওড়না। লজ্জারূপ শ্যাম সাটী এবং কৃষ্ণানুরাগ রূপ রক্ত সাটী যেন শ্রীরাধিকার শ্রীঅঙ্গের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। তিনি প্রণয়জাত মানরূপ কঞ্চুলিকা দ্বারা বক্ষ আচ্ছাদন করিয়াছেন। নিজ মৃদু হাস্যের অপূর্ব্ব কান্তিরূপ কর্পূর দ্বারা শ্রীরাধিকার সর্ব্বাঙ্গ বিলেপিত। শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গার রস রূপ কৌস্তুভরসে তাঁহার প্রতি অঙ্গ

জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠুরত্বং কুচেঽস্যা
বাঞ্ছাপূর্ত্তৈ প্রভবতি হরেঃ রাধিকৈকা ন চান্যা॥

শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত।

শ্লোকার্থ। শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়োৎপত্তি স্থান কে? একা শ্রীমতি রাধিকা। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা কে? অনুপম গুণশালিনী এক শ্রীরাধিকা, অন্য কেহ নহে। ইহাঁর কেশে কুটিলতা চক্ষুতে তরলতা, এবং কুচে নিষ্ঠুরত্বা সুতরাং শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের মনোবাঞ্ছা পূরণে সমর্থা। কুটিলতা, চঞ্চলতা, ও নিষ্ঠুরতা কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছে ইহাই আশ্চর্য্য।

চর্চ্চিত। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রচ্ছন্ন মানই তাঁহার সুদৃশ্য বেণী বিন্যাস। বেণীবিন্যাসের দুই গুচ্ছ,এক প্রচ্ছন্ন মান,অপর বাম্য। শ্রীরাধিকার শ্রীঅঙ্গ নায়িকার গুণরূপ পটবাসে অর্থাৎ সুগন্ধি চূর্ণ বিশেষে ভূষিত। অনুরাগরূপ তাম্বূলের রাগে তাঁহার বিম্বাধর রঞ্জিত। প্রেম কৌটিল্য তাঁহার নয়নের রসাঞ্জন।

শ্রীমতি রাধিকার শ্রীঅঙ্গের ভূষণের কথা এখন বলিতেছেন। এক সময়ে পাঁচটি কি ছয়টি কিম্বা সকল গুলি সাত্ত্বিক ভাব পরমোৎকর্ষে আরোহণ করিলে তাহার নাম হয় উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব। উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবই যুগপৎ সকলগুলি মহাভাবের উৎকর্ষের পরমাবধি অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সুদীপ্ত সাত্ত্বিক নাম ধারণ করে। এই সুদীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব এবং হর্ষাদি সঞ্চারী অর্থাৎ নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অববিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, ঔগ্র, অমর্ষ, অসূয়া, চাপলা, নিদ্রা, সুপ্তি, বোধ, এই ত্রয় স্ত্রিংশৎ সঞ্চারী ভাব। এই সকল ভাব-বৈচিত্র শ্রীমতির রাধিকার শ্রীঅঙ্গের ভূষণ। আরও তাঁহার বিংশতি প্রকার ভাব ভূষণে শ্রীঅঙ্গ বিভূষিত। তাহাকে কিলকিঞ্চিৎ ভাব বলে। যথা হাব, ভাব, হেলা, শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগলভতা ঔদার্য্য ধৈর্য্য, লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিৎ মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত, বিকৃত। যৌবন কালে রমণীদিগের প্রাণকান্তের প্রতি সর্ব্বদা অভিনিবেশ বশতঃ তদ্ভাবাক্রান্ত চিত্ত হইতে এই অলঙ্কার গুলির উদয় হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে প্রথম তিনটি অঙ্গজ এবং তাহার পরের সাতটি অযত্নজাত, এবং অবশিষ্ট দশটি স্বভাব জাত (১)। এই সকল ভাবভূষণে শ্রীমতি রাধিকার শ্রীঅঙ্গ সমলঙ্কৃত।

এক্ষণে তাঁহার গুণের কথা বলিতেছেন। ত্রিজগতের গুণরাশি শ্রীমতির শ্রীঅঙ্গের পুষ্পহার। তাঁহার বিশেষ গুণগুলির নাম এস্থলে লিখিত হইল। যথা—মধুরত্ব, নববয়স্ত্ব, চপলাক্ষত্ব, উজ্জ্বলস্মিতত্ব। চারুসৌভাগ্য-রেখাঢ্যত্ব, গন্ধোন্মাদিতমাধবত্ব,সঙ্গত প্রসরাভিজ্ঞত্ব, রম্যভাষিত্ব, নর্ম্ম-পণ্ডিতত্ব, বিনীতত্ব করুণাপূর্ণত্ব, বিদগ্ধত্ব, পাটবান্বিতত্ব, লজ্জাশীলত্ব, সুমর্য্যাদাত্ব, ধৈর্য্যশীলত্ব,গাম্ভীর্য্য-শীলত্ব, সুবিলসত্ব, মহাভাব পরমোৎকর্ষশালিত্ব, গোকুল-প্রেমবসতিত্ব, জগতশ্রেণীলসৎযশত্ব, গুর্ব্বর্পিত গুরুস্নেহত্ব, সখী প্রণয়বশত্ব, কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যত্ব, সন্ততাশ্রব কেশবত্ব। শ্রীমতি রাধিকার এই গুণ-গণের মধ্যে প্রথম ছয়টি গুণ কায়িক, তাহার পরের তিনটি গুণ বাচিক, তাহার পরের দশটি গুণ মানসিক, তাহার পরের ছয়টি গুণ পর সমন্ধগামী।

ইহার পর শ্রীমতির সৌভাগ্যের কথা বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের সকল প্রেয়সীগণ অপেক্ষা শ্রীরাধিকা পরম প্রেম-পাত্রী। এই খ্যাতিরূপ তিলকে শ্রীরাধিকার শ্রীললাট অলঙ্কৃত রহিয়াছে। প্রিয়তমের ও সন্নিকর্ষে প্রেমোৎকর্ষ স্বভাব বশতঃ বিচ্ছেদ বুদ্ধিতে যে আর্ত্তি,—তাহার নাম প্রেম-বৈচিত্য, সেই প্রেমবৈচিত্যরূপ রত্ন শ্রীমতির হৃদয়ে তরল হার মধ্যগরত্ন (ধুক্ ধুকি)। তিনি মধ্যবয়সী হইয়াও কিশোরী। মধ্যবয়স দ্বাদশ বর্ষ হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত। এই মধ্য বয়সী সখির স্কন্ধ দেশে শ্রীমতি কোমল কর বিন্যাস করিয়াছেন। তিনি নিজাঙ্গ সৌরভরূপ আলয়ে অর্থাৎ অন্তঃপুরে, গর্ব্বরূপ পালঙ্কে কৃষ্ণলীলাবিভাবিনী মনোবৃত্তি রূপা সখিগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া সতত কৃষ্ণানুচিন্তনে নিমগ্ন থাকেন এবং দিবানিশি কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণ যশ শ্রবণে উন্মত্ত থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের নাম যশ এবং গুণ শ্রীমতির কর্ণের ভূষণ। তাঁহার বদনে কৃষ্ণনামগুণ যশের প্রবাহ বহে। অর্থাৎ স্রোতের ন্যায় তাঁহার বচনে প্রাণ কৃষ্ণের নাম গুণ ও যশ কীর্ত্তনের বিরতি নাই। শ্রীকৃষ্ণকে উজ্জ্বল শৃঙ্গার রসের মাধুর্য্য আস্বাদন করানই তাঁহার কার্য্য। নিরন্তর কৃষ্ণেচ্ছা পূর্ণ করাই তাঁহার বাসনা। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী সত্যভামাও শ্রীমতি রাধিকার সৌভাগ্য বাঞ্ছা করেন। ব্রজসুন্দরীগণ কলাবতী হইয়াও শ্রীরাধিকার নিকট কলা বিলাস শিক্ষা করেন। লক্ষ্মীদেবী এবং পার্ব্বতী তাঁহার সৌন্দর্য্যাদি গুণ-সকল বাঞ্ছা করেন, দেবী অরুন্ধতী তাঁহার পাতিব্রত্য ধর্ম্ম

(১) এই সকল ভাবের লক্ষণ ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

বাঞ্ছা করেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই যাঁহার অনন্ত গুণ রাশির সীমা নির্দ্দেশ করিতে অক্ষম, সামান্য জীবে তাহা কি করিয়া গণনা করিবে? এই বলিয়া রায় রামানন্দ প্রভুর নিকটে শ্রীরাধাতত্ত্ব কথা প্রসঙ্গের উপসংহার করিলেন।

প্রভু রায় রামানন্দের মুখে মধুর হইতে মধুর হৃৎকর্ণ রসায়ন শ্রীরাধাতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া প্রেমানন্দে গদগদ হইয়া কহিলেন "রামানন্দ! তোমার মুখে মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীরাধিকাজির মহামহিমাময় পরম তত্ত্ব শ্রবণে আমার মন প্রাণ জুড়াইল, কর্ণ পবিত্র হইল। এক্ষণে কৃপা করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল বিলাসমহত্ব বল। ইহা তোমার মুখে শ্রবণ করিতে আমার বড়ই অভিলাষ হইয়াছে। তুমি আমার এ অভিলাষ পূর্ণ করিয়া আমাকে প্রেম-ঋণে চির-বদ্ধ কর। বাস্তবিক তোমার মুখে অমৃতের নদী, প্রবাহিত হয়"।

রায় রামানন্দ প্রভু-চরণকমলে শির লুণ্ঠিত করিয়া করযোড়ে পুনরায় বলিতে লাগিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

> রায় কহে কৃষ্ণ হয় ধীর ললিত।
> নিরন্তর কাম ক্রীড়া যাঁহার চরিত ॥
> রাত্রি দিন কুঞ্জে ক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে।
> কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়া রঙ্গে ॥ (১)

এই দুইটি পয়ার শ্লোকে রসশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং রসিক ভক্ত শ্রেষ্ঠ শ্রীল রায় রামানন্দ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল বিলাস-মহাত্ব-তত্ত্ব এক কথায় বলিলেন। তিনি; বলিলেন "শ্রীকৃষ্ণ ধীর ললিত, নায়ক সুতরাং তিনি নিরন্তর কামক্রীড়াপরায়ণ। তিনি রাত্রিদিন শ্রীমতি রাধিকার সঙ্গে ক্রীড়া রঙ্গে তাঁহার কৈশোর কাল সফল করেন"। এক্ষণে ধীরললিত" শব্দের কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। রসশাস্ত্রোক্ত চারি প্রকার নায়কের মধ্যে ধীরললিত গুণবিশিষ্ট নায়কই শ্রেষ্ঠ। ধীর ললিত নায়কের গুণগুলি এই—

> বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাস বিশারদঃ।
> নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায় প্রেয়সীবশঃ ॥
> ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

অর্থাৎ যিনি রসিক, নব যৌবনসম্পন্ন, হাস্যপরিহাস-পটু, এবং নিশ্চিন্ত তাহাকে, ধীরললিত বলে। ধীরললিত-গুণবিশিষ্ট নায়ক প্রেয়সীর বশীভূত।

শ্রীকৃষ্ণ ধীরললিত গুণবিশিষ্ট নায়ক। তিনি নিরন্তর কামক্রীড়াশীল। এস্থলে কাম অর্থে প্রেম। শ্রীকৃষ্ণ বহু-বল্লভ, কিন্তু তিনি শ্রীমতি রাধিকার প্রেমের একান্ত বশী-ভূত হইয়া সততই তাঁহার অধীন থাকেন। প্রেমবতী-দিগের মধ্যে শ্রীমতি রাধিকা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, এই জন্য প্রেম-ভিখারী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাপ্রেমে বাঁধা আছেন। তিনি নিরন্তর রাধাপ্রেমে উন্মত্ত। এই জন্য কবিরাজ গোস্বামী বলিলেন—

"নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত।"

শ্রীকৃষ্ণ রাত্রিদিন শ্রীমতি রাধিকার সহিত যমুনাতটস্থ কুঞ্জবনে ক্রীড়া করেন। কোন বিষয়েই তাঁহার চিন্তা নাই। তাঁহার পিতামাতা নন্দ যশোদাও তাঁহাকে ব্যবহারিককর্ম্মের কোনরূপ ভারার্পণ করেন না। কারণ তাঁহারা জানেন তাঁহাদিগের পুত্রটি বড় ক্রীড়াপরায়ণ, নিশ্চিন্ত হইয়া তিনি প্রেমলীলা করুন, ইহাই তাঁহাদের মনোভাব। ধীরললিত নায়কের একটি গুণ নিশ্চিন্ততা। এই গুণটি বিলাসব্যাপারে বিশেষ প্রশংসনীয়। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে এই গুণটি সবিশেষ পরিদৃশ্যমান রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, সর্ব্বদেব পূজ্য, সর্ব্বকার্য্যে সমর্থ হইয়াও তিনি প্রেয়সীবশ। এস্থলে প্রেয়সী অর্থে অনুরাগী ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবশ্যতার তারতম্য আছে। প্রেমবতী প্রেয়সীগণের অনুরাগের তারতম্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবশ্যতার তারতম্য লক্ষিত হয়। শ্রীমতি রাধিকার প্রেমানুরাগ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সুদৃঢ়া, প্রেমবতীদিগের মধ্যে তিনি সর্ব্ব

---

(১) বাচা সূচিত শর্ব্বরীরতিকলা প্রাগল্‌ভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনা মসৌ।
তদ্বক্ষোরুহ চিত্রকেলি মকরী পাণ্ডিত্য পারং গতঃ
কৈশোরং সফলী করোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ ॥ ভঃ রঃ সিঃ

শ্রেষ্ঠা,অতএব প্রেয়সী-প্রেমভিখারী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সর্ব্বতো-ভাবে অধীন এবং নিরন্তর তাঁহার সঙ্গে বিলাস করেন।

রায় রামানন্দ আর একটি কথা বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সঙ্গে ক্রীড়ারঙ্গে তাঁহার কৈশোর বয়স সফল করিলেন। কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর এই তিন প্রকার বয়স। পঞ্চ বর্ষ কাল পর্য্যন্ত কৌমার, পাঁচ হইতে দশবর্ষ কাল পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, দশ বৎসর হইতে পঞ্চদশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত কৈশোর। তাহার পর যৌবন। শৃঙ্গার-রসাস্বাদনে কৈশোর কালই প্রশস্ত। এই কৈশোর কাল আবার তিন ভাগে বিভক্ত, যথা আদ্য কৈশোর, মধ্য কৈশোর এবং অন্ত কৈশোর। অন্ত কৈশোর কালেই শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত রাসলীলা করিয়াছিলেন। কৈশোর বয়স ক্রীড়ার কাল। লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ ভগবান এই কৈশোর কালে লীলানুরক্ত হইয়া তাঁহার কৈশোর বয়স সফল করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকার প্রেম বিলাস অর্থাৎ রমণ অপ্রাকৃত। ইহাতে কামগন্ধ নাই। অকৈতব প্রেম ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেমসম্বন্ধ সংঘটন হয় না। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম প্রাকৃত কামগন্ধশূন্য। গোপী প্রেমও তাহাই। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসমহত্ব অতি-শয় নিগূঢ় বস্তু। ইহাতে প্রাকৃত মানববুদ্ধি প্রবেশ করিতে পারে না। স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু এই নিগূঢ় তত্বকথার শ্রোতা এবং তাঁহার বিশেষ কৃপাপাত্র রসশাস্ত্রে সুপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণভগবানের রসিক ভক্ত রায় রামানন্দ ইহার বক্তা।

প্রভু শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণবিলাস-তত্ব শুনিয়া হাসিতে হাসিতে রায় রামানন্দকে কহিলেন,—"এহো হয় আগে কর আর।" অর্থাৎ "ইহা ত বটেই তারপর আরও আছে, তাহা বল" রায় রামানন্দের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। তিনি প্রভুর শ্রীবদনের প্রতি চাহিয়াই রহিলেন। কোন কথা বলিতে পারিলেন না। প্রভুর প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন তাই ভাবিয়া তিনি আকুল হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু রায় রামানন্দের মুখের ভাব দেখিয়াই বুঝিলেন এক্ষণে তাঁহার হৃদয়ে বিশেষ শক্তিসঞ্চারের প্রয়োজন হইয়াছে। বড় নিগূঢ়তত্ব এক্ষণে তাঁহার মুখ দিয়া বাহির করিতে হইবে। প্রভু রামানন্দ রায়ের প্রতি প্রেমপূর্ণ নয়নে একটিবার চাহিলেন;—ভক্ত ও ভগবানের চারিচক্ষের শুভমিলন হইবামাত্র, বিদ্যুতের ন্যায় ভক্তের মনে রসতত্বের নিগূঢ় ভাব উদয় হইল। তখন রায় রামানন্দ প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন, প্রভুহে! তোমার চরণকমলে পূর্ব্বে যাহা নিবেদন করিলাম, তাহার উপর আর আমার বুদ্ধির গতি নাই। তবে একটি বড় গূঢ় কথা আপনার প্রেরণাতেই আমার এখনি মনে উদয় হইল। ইহাই আমার শেষ কথা এবং ইহা এক্ষণে আপনার চরণে নিবেদন করিতেছি, কৃপা করিয়া শ্রবণ করুন, কিন্তু ইহাতেও আপনার মনে সুখ হইবে কি না তাহা আমি জানি না। (১)। এই বলিয়া তিনি প্রেমবিলাসবিবর্ত্তসূচক নিজকৃত একটি গীত গাইলেন। রসতত্বের শেষ সীমাসূচক সেই অপূর্ব্ব গীতরত্নটি এই—

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাড়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ, না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জানি॥
এ সখি সে সব প্রেমকাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি॥
না খোঁজলু দূতী না খোজলু আন।
দুঁহুকে মিলনে মধ্যেতে পাঁচ বাণ॥
অবশোই বিরাগ তুহুঁ ভেল দূতী।
সুপুরুখ প্রেমক ঐ ছন রীতি॥

এই গানটির অর্থ সহজ ভাষায় নিম্নে লিখিত হইল(২)।

---

(১) প্রভু কহে এহ হয় আগে কহ আর।
রায় কহে ইহা বই বুদ্ধির গতি নাহি আর॥
যেবা প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়॥ চৈঃ চঃ

(২) কলহান্তরিতা শ্রীরাধিকা দূতীকে কহিলেন দূতি! শ্রীকৃষ্ণকে কহিও যে প্রথমতঃ নয়নভঙ্গী দ্বারা পূর্ব্বরাগ হইয়াছিল। সেই পূর্ব্বরাগ দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু সীমা প্রাপ্ত হয় নাই। আমি

ইহার তাৎপর্য্য মিলনের পূর্ব্বরাগ সময়ে নায়ক নায়িকার পরস্পরের নয়নের চাহনি হইতে অনুরাগের ভাব উদিত হয়। সেই অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে হইতে শেষ হইল না। তাহার অবধিও নাই। এই অনুরাগ শ্রীরাধাকৃষ্ণের স্বভাব-জনিত। রমণরূপ কৃষ্ণই যে তাহার কারণ, আর রমণীরূপ শ্রীরাধাই যে তাহার কারণ তাহা নহে। পরস্পরের দর্শনে যে অনুরাগ পরস্পরের মনে উদিত হয়, তাহাই মনোভব, অর্থাৎ মদন হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের উভয়ের মনকে পেষণ করিয়া একত্র করিয়াছিল। শ্রীরাধিকা কহিতেছেন সখিকে,—"বিচ্ছেদের সময়ে সে সকল প্রেমকাহিনী শ্রীকৃষ্ণ যদি ভুলিয়া থাকেন, এরূপ যদি বুঝিতে পার, তবে তাঁহাকে কহিও মিলন সময়ে আমরা কোন দূতী অন্বেষণ করি নাই। অনঙ্গরূপ পঞ্চবাণই আমাদের দুইজনের মিলনের মধ্যস্থ ছিল। আবার এখন বিচ্ছেদ সময়ে সেই অনুরাগ,—বিরাগ অর্থাৎ বিশিষ্ট রাগ বা বিচ্ছেদগত রাগ বা অধিরূঢ় ভাবরূপে হে সখি! তুমি দূতীরূপে কার্য্য করিতেছ। সুপুরুষের প্রেমেতে এই রীতিই সর্ব্বত্র দেখিবে"। ইহার মর্ম্ম এই সম্ভোগকালে অনুরাগ অনঙ্গরূপে মধ্যস্থ, বিপ্রলম্ভকালে সেইরূপ অধিরূঢ় ভাবাপন্ন দূতী হইয়া প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত অর্থাৎ বিপ্রলম্ভে সম্ভোগ মূর্ত্তি কার্য্যে দূতীস্বরূপ হইলে তাঁহাকে শ্রীমতি রাধিকা সখি বলিয়া সম্বোধন করিয়া এই কথাটি বলিতেছেন। ইহার মূল তাৎপর্য্য প্রেমবিলাস সম্ভোগেও যেরূপ আনন্দ,—বিপ্রলম্ভেও সেইরূপ। বিশেষ তঃ বিপ্রলম্ভে অধিরূঢ় মহাভাব রূপ সর্পে—রজ্জু ভ্রমের ন্যায় তমালাদিতে কৃষ্ণভ্রম জীবিত বিবর্ত্তভাবাপন্ন একরূপ সম্ভোগ উদয় হয়।

এক্ষণে "প্রেমবিলাস বিবর্ত্ত" বস্তুটি কি তাহা শুনুন। প্রেমময় বিলাসে বিবর্ত্ত অর্থাৎ সমবায় ইহা বাক্যার্থ। ইহার ভাবার্থ অতত্ত্বত! অন্যথা খ্যাতি, অর্থাৎ তত্ত্বতঃ পৃথক না হইয়া অন্যরূপে প্রতীয়মানতা এস্থলে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগাত্মক প্রেমময় বিলাসে নানাভেদ প্রতীতি হইলেও, তাহা স্বরূপতঃ হ্লাদিনীসার প্রেম, ইহাই ইহার প্রকৃত ভাবার্থ। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ একই তত্ত্ব! লীলারসাস্বাদনের জন্য ভিন্নরূপ ও দেহধারণমাত্র। যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

> রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্।
> দুই বস্তু ভেদ নাই শাস্ত্র পরমাণ॥
> মৃগমদ আর গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
> অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ॥
> রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
> লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥

রায় রামানন্দ রচিত পূর্ব্বোক্ত সুন্দর পদটি প্রেমবিলাস বিবর্ত্তের উদাহরণ। এই অপূর্ব্ব প্রেমভাবের সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। তত্ত্বসন্ধিৎসু কৃপাময় পাঠকবৃন্দ এ সম্বন্ধে ক্ষমা করিবেন।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ একতত্ত্ব, উভয়ের পরমৈক্য প্রতিপাদক রায় রামানন্দ কৃত এই গীতরত্নটিতে সাধ্যসাধনতত্ত্বের সার বস্তু নিহিত রহিয়াছে। নিরুপাধি প্রেমের ইহাই জলন্ত উদাহরণ। 'না সো রমণ না হাম রমণী" ইহা নিরুপাধি প্রেমের পরম ও চরম সিদ্ধান্ত। তুমি স্বামী, আমি স্ত্রী, তুমি রমণ, আমি রমণী, এইরূপ স্ত্রীপুংস ভেদজ্ঞান জনিত প্রেম সোপাধিক। নিরুপাধি প্রেমে আত্মসুখেচ্ছা নাই। "না সো রমণ না হাম রমণী" এই উভয়ের মধ্যে যে প্রেম ইহাই নিরুপাধি, সুতরাং অকৈতব। এই অকৈতব প্রেমেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়। ইহাই সাধ্যসাধনতত্ত্বের সার। রায় রামানন্দ স্বরচিত গীত দ্বারা ইহাই প্রভুকে বুঝাইলেন।

রায় রামানন্দের মত সুকণ্ঠ রসিক ভক্তের মুখে এই

তাঁহার পত্নী নহি, তিনিও আমার পতি নহেন, তথাপি তাঁহার এবং আমার মন কন্দর্প পেষণ করিয়া অভিন্ন করিয়াছিল। সখি! এই সকল প্রেমের কাহিনী তুমি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বলিও, বিস্মৃত হইও না। যখন আমাদের দুইজনের মিলন হয়, তখন দূতী কিম্বা অন্য কাহারও অন্বেষণ করিতে হয় নাই, পঞ্চবাণ মদন মধ্যস্থ হইয়া আমাদের দুইজনকে পরস্পরে মিলাইয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই কৃষ্ণ আমাতে বিরাগ অর্থাৎ বীত রাগ, সুতরাং তুমি দূতী হইলে। সুপুরুষের প্রেমের কি এই প্রকার রীতি?

নিগূঢ় ভজনতত্ত্ব-রহস্যপূর্ণ গীত শুনিয়া প্রেমানন্দে প্রভুর কণ্ঠস্বর গদগদ হইল। আর অধিকক্ষণ গান শুনিলে অত্যধিক প্রেমাবেশে আনন্দমোহপ্রাপ্ত হইবেন, এবং তাহা হইলে শ্রবণসুখে বাধা পড়িবে, এই আশঙ্কায় প্রভু গীত স্থগিত করিবার জন্য রায় রামানন্দের মুখ শ্রীহস্ত দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া গানে বাধা দিলেন (১)। অপর পক্ষে কেহ কেহ বলেন, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের এই নিগূঢ় ভজন-রহস্য প্রকাশযোগ্য নহে বলিয়া তিনি রায় রামানন্দের মুখ চাপিয়া ধরিলেন। অমনি ভক্তচূড়ামণি রায় রামানন্দ—

নিকাম সম্মোহভরালসাঙ্গো, গাঙ্গেয়গৌরং তমনঙ্গরম্যং।
প্রভুং প্রণম্যাথ পদাব্জমূলে, নিপত্য সংপ্রোথিত আননন্দ॥

চৈঃ চঃ কাব্য

অর্থাৎ তিনি অতিশয় মোহভরে অবশাঙ্গ হইয়া সুবর্ণ সদৃশ গৌরবর্ণ এবং কন্দর্পতুল্য রমনীয় শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের চরণকমলে নিপতিত হইলেন, এবং পরমানন্দে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে স্তুতিবন্দনা করিলেন। প্রভু প্রেমাবেশে উন্মত্ত হইয়া আসন হইতে উঠিয়া রায় রামানন্দকে প্রেমভরে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতকৃতার্থ করিয়া কহিলেন "ইহাই পরাৎপর অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম সারতত্ত্ব (২)। ইহাই সাধ্যতত্ত্বের অবধি। রায় রামানন্দ! তোমার কৃপায় আজ আমি ইহা জানিয়া কৃত কৃতার্থ হইলাম।"

প্রভু কহে সাধ্য বস্তু অবধি এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়॥ চৈঃ চঃ

বিদ্যানগরে গোদাবরী তীরস্থ বিপ্রগৃহে সেদিন যে আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইল তাহাতে সমস্ত জগত ব্রহ্মাণ্ড ডুবিল, শ্রীগৌরভগবানের বিশেষ কৃপাপাত্র রায় রামানন্দের প্রাণে যে প্রেমসুখতরঙ্গের উচ্ছ্বাস উঠিল, তাহা হইতে তাঁহার অভীষ্ট দেব শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিততনু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর আকণ্ঠ প্রেমসুধাপান করিলেন। সে অপূর্ব্ব আনন্দপূর্ণ উৎসব, ভক্ত ও ভগবানের সেই অভূতপূর্ব্ব প্রেমানন্দ আদান প্রদান-ব্যাপার ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। শ্রীপাদ কবিকর্ণপুর গোস্বামী লিখিয়াছেন—

ইত্থং দৃঢ়াশ্লেষ কলা-কলাপ-কল্লোল লোলান্তরয়োঃ স কোঽপি।
কালস্তদাসীৎ সুখসাগরোর্ম্মি কদম্বকৈঃ পর্ব্বতয়া পরীতঃ॥

অর্থাৎ ভক্ত ভগবানের সুদৃঢ় প্রেমালিঙ্গনকৌশলরূপ মহাতরঙ্গে উভয়েরই চিত্ত সতৃষ্ণ হইল। সুতরাং সুখসাগরে তরঙ্গমালার উচ্ছাসোৎসব অনির্ব্বচনীয় ও নিরতিশয় আনন্দপ্রদ হইয়া উঠিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ভক্তচূড়ামণি রায় রামানন্দ প্রভুর চরণকমলে নিপতিত হইয়া স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। তিনি কিরূপে তখন শ্রীগৌরভগবানের চরণাশ্রয় করিয়াছেন, তাহা শ্রীপাদ কবিকর্ণপুর গোস্বামী গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন যথা—

"তদা চিকুর কলাপং দ্বিধা কৃত্বা তেনৈব তচ্চরণ যুগং বেষ্টয়িত্বা নিপত্য গদিতং।" অর্থাৎ তিনি তাহার মস্তকের কেশকলাপ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তদ্বারা প্রভুর চরণ কমল বেষ্টনপূর্ব্বক ভূমিতলে নিপতিত হইয়া রহিলেন। তিনি প্রভুকে কি বলিয়া স্তব করিলেন তাহাও গ্রন্থে লিখিত আছে। যথা—

মহা রসিকশেখরঃ সরল নাট্যলীলা-গুরুঃ
স এব হৃদয়েশ্বর স্তমসি কে কিমু ত্বাং স্তুমঃ।
তবৈতদপি সাহজং বিবিধ ভূমিকা স্বীকৃতি-
র্নতেন যতি ভূমিকা ভবতি নোঽতিবিস্মাপনী॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

অর্থাৎ। প্রভু হে! তুমি মহা রসিকশেখর। এই রসময় সুমধুর লীলারঙ্গের গুরু সেই আমার হৃদয়াধিনাথ তুমি। আমি অতীব ক্ষুদ্র, তোমাকে আর স্তুতি কি করিব। তোমার বিবিধ বেশাদি ধারণ সাহজিক ভাব নহে। সুতরাং তোমার এই সন্ন্যাসী বেশও আমাকে চমৎকৃত করিয়াছে।

এই বলিয়া বহুক্ষণ তিনি প্রভুর চরণকমল ধারণ করিয়া

---

(১) এত বলি আপন কৃত গীত এক গাহিল।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তাঁর মুখ আচ্ছাদিল॥ চৈঃচঃ

(২) তত্তদাকর্ণ্যপরাৎপরং স, প্রভু প্রফুল্লেক্ষণ পদ্মযুগ্মঃ।
প্রেম প্রভাব প্রচলান্তরাত্মা, গাঢ়প্রমোদাত্তমথালিলিঙ্গ॥

শ্রীচৈতন্য চরিত মহাকাব্য।

অঝোর নয়নে ঝুরিলেন। প্রেমময় শ্রীগৌরভগবান, কলির প্রচ্ছন্ন অবতার,—তিনি চতুরের শিরোমণি। রায় রামানন্দ তাঁহার নিত্যদাস। তাঁহার মুখ দিয়া তিনি আরও অনেক তত্ত্বকথা প্রকাশ করাইবেন। কাজেই আত্মগোপন প্রয়োজন। তিনি রায় রামানন্দকে সস্নেহে শ্রীহস্তে ধরিয়া উঠাইয়া পুনরায় গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিয়া বসিতে আজ্ঞা দিয়া স্বয়ং আসনে উপবেশন করিলেন। উভয়েই সুস্থির হইয়া পুনরায় তত্ত্বকথার তরঙ্গ উঠাইলেন। প্রভু কহিলেন "রায় রামানন্দ! তোমার মুখে সকলি ত শুনিলাম। কিন্তু সাধ্যবস্তু ত সাধন ভিন্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কৃপা করিয়া এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্তু প্রাপ্তির উপায় বল, আমি শুনিয়া কৃতার্থ হই।"

সাধ্য বস্তু সাধন বিনা কেহ নাহি পায়।
কৃপা করি কহ রায় পাবার উপায়॥ চৈঃ চঃ

তখন রায় রামানন্দ করযোড়ে নিবেদন করিলেন, যথা, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

রায় কহে যেই কহাও সেই কহি বাণী।
কি কহিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥
ত্রিভুবন মধ্যে ঐছে আছে কোন বীর।
যে তোমার মায়ানটে হইবেক স্থির॥
মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা।
অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা॥

প্রভু কহিলেন 'বল বল শুনি।" যেমন বিষধর সর্প ফণা উত্তোলনপূর্ব্বক একান্তভাবে সাপুড়িয়ার সঙ্গীত শ্রবণ করে, তদ্রূপ স্থিরভাবে একান্ত অনুরাগের সহিত প্রভু তাঁহার মধুময় বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

"ধৃত ফণ ইব ভোগী গারুড়ীয়স্য গানং
তদুদিতমতিবত্যাকর্ণয়ন্ সাবধানং॥"

রায় রামানন্দ কহিতে লাগিলেন—

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবে না হয় গোচর॥
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হইতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখি বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখি লীলা বিস্তারিয়া সখি আস্বাদয়॥
সখি বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখি ভাবে যেই তাঁরে করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥ (১)
সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখির মন॥
কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়॥
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ সেক হইতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়॥ (২)

---

(১) বিভুরপি সুখরূপঃ স্বপ্রকাশোঽপি ভাবঃ
ক্ষণমপি নহি রাধাকৃষ্ণয়োর্য্যো ঋতে স্বাঃ।
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতীরিবেশঃ
শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ॥
শ্রীগোবিন্দলীলামৃত।

অর্থ। হে সখি! সর্ব্বব্যাপী হইয়াও ভগবান যেমন চিচ্ছক্তি ব্যতিত পুষ্টিলাভ করেন না, তদ্রূপ রাধাকৃষ্ণের ভাব সর্ব্বব্যাপক ও স্বপ্রকাশ হইয়াও সখি ব্যতিত ক্ষণকালের নিমিত্তও রসপুষ্টি করিতে সমর্থ হয় না। অতএব এই সখিগণের পদ কোন্ রসিক ভক্ত আশ্রয় না করেন?

(২) সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধোর্হ্লাদিনী নাম শক্তেঃ,
সারাংশ প্রেমবল্ল্যাঃ কিশলয়দল পুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ।
সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃত রস নিচয়ৈরুল্লসন্ত্যা মমুষ্যাং,
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাৎ শতগুণমধিকং সন্তি যত্তন্ন চিত্রং॥
শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত।

অর্থ। ব্রজকুমুদবিধু শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির সারাংশ যে প্রেম তদ্রূপ শ্রীরাধালতার কিশলয় পত্র এবং পুষ্পাদি সদৃশ সখিগণ, অতএব তাঁহারা শ্রীরাধিকা সদৃশ। এই হেতু কৃষ্ণলীলামৃতরস দ্বারা রাধালতা-সিক্ত এবং উল্লাসযুক্ত হইলে পত্র পুষ্পাদিরূপ সখিগণের যে স্বীয় সেক হইতে শতগুণে অধিক উল্লাস হয় ইহা আশ্চর্য্য নহে।

যদ্যপি সখির কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করান সঙ্গম॥
নানা ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্ম কৃষ্ণসঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায়॥
আন্যোহন্যে বিশুদ্ধ প্রেমে করে রস পুষ্ট।
তা সবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট॥
সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম॥ (১)
নিজেন্দ্রিয় সুখ হেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণ সুখে তাৎপর্য্য গোপীভাব বর্য্য॥
নিজেন্দ্রিয় সুখ বাঞ্ছা নাহি গোপীকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার॥ (২)
সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদ ধর্ম্ম ত্যজি সে কৃষ্ণকে ভজয়॥
রাগানুগা মার্গে তাঁরে ভজে যেইজন।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে।
ভাব যোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥

তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ্ শ্রুতিগণ।
রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ (১)
সমদৃশ শব্দে কহে শ্রুতির গোপীদেহ প্রাপ্তি।
অংঘ্রি পদ্মসুধা কহে কৃষ্ণসঙ্গানন্দ।
বিধিমার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র॥ (২)
অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥
সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাঁহাঙ্ঘ্রি সেবন।
সখিভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
গোপী অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে।
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিল ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

এই হইল ব্রজের মধুর পরকীয়া রসের নিগূঢ় সাধনতত্ত্ব। লীলাপরায়ণা শ্রীরাধিকা হইতে রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ লীলাসুখময় মধুর রসাস্বাদন করিয়া মুগ্ধ হন। ফলতঃ জীবকে লীলারস

---

(১) প্রেমৈব গোপরামানাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োহপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎ প্রিয়াঃ॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

অর্থ। শ্রীব্রজবধূদিগের প্রেমই কাম নামে খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছে। যে হেতু উদ্ধবাদি ভগবতপরায়ণ মহানুভাবগণ এতাদৃশ কামতত্ত্ব অভিমানরূপ ভাবের দ্বারা উপলক্ষিত ও প্রেমাতিশয় করিতেছেন।

(২) যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ। শ্রীমদ্ভাগবত।

অর্থ। শ্রীরাসমণ্ডল হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান হইলে গোপিকাগণ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "হে প্রিয়! তোমার যে অতি সুকোমল চরণারবিন্দে ব্যথা লাগিবে বলিয়া কঠিন স্তনে ধীরে ধীরে ধারণ করিয়া থাকি, তুমি সেই চরণ দ্বারা বন ভ্রমণ করিতেছ। অতএব তোমার কোমল চরণ কঙ্করাদি দ্বারা ব্যথিত হইতেছে না কি? ইহা ভাবিয়া আমাদের বুদ্ধি মোহ প্রাপ্ত হইতেছে।"

(১) নিভৃতমরুন্মনোক্ষ দৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োহপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগ ভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোহঙ্ঘ্রি সরোজসুধাঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবত।

অর্থ। শ্রুতিগণ শ্রীভগবানকে কহিলেন প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক সুদৃঢ় যোগযুক্ত মুনিগণ যাহা হৃদয়ে উপাসনা করেন, শত্রুগণ অনিষ্ট চেষ্টায় তোমাকে স্মরণ করিয়াও, তাহাই প্রাপ্ত হয়, এবং অপরিচ্ছিন্ন তোমাকে পরিচ্ছিন্নরূপে দর্শনপূর্ব্বক ভুজগেন্দ্রদেহ সদৃশ তোমার ভুজদণ্ডে বিষক্তবুদ্ধি ব্রজস্ত্রীগণ তোমার শ্রীচরণের স্পর্শমাধুরী প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং প্রত্যভিমানিনী দেবতারূপ আমরা কামব্যূহ দ্বারা তৎসদৃশ হইয়া, তাঁহাদের আনুগত্য লাভ করিয়া তোমার শ্রীচরণ স্পর্শ মাধুরী প্রাপ্ত হইব।

(২) নায়ং সুখাপো ভগবান দেহিনাং গোপিকাসুতঃ
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥ শ্রীমদ্ভাগবত।

অর্থ। গোপীকানন্দন ভগবান ভক্তিমান জনগণের যেরূপ সুখলভ্য দেহাভিমানী তাপসাদির এবং নিবৃত্তাভিমানী আত্মভূত জ্ঞানীদিগেরও সেরূপ সুলভ নহেন।

আস্বাদন করান শ্রীভগবানের লীলাপ্রকাশের যেমন উদ্দেশ্য, লীলামধু আস্বাদনে স্বকীয় হৃদয়স্থিত আনন্দকে পূর্ণানন্দে প্রবাহে উচ্ছ্বাসিত করাও তেমনি লীলাপ্রকাশের অপর উদ্দেশ্য। আনন্দলীলাময় শ্রীভগবান এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্যে এইরূপ প্রেমানন্দের বিনিময় হইয়া থাকে। এই অপূর্ব্বপ্রেমানন্দের অপূর্ব্বমাধুরী আছে,—সেই মাধুরীর আবার অপূর্ব্বলহরী আছে। মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকা ভিন্ন জীবজগতে এই প্রেমলহরী উঠাইবার শক্তি আর কাহারও নাই। শ্রীকৃষ্ণলীলায় এই মহাভাবময়ী হ্লাদিনীশক্তির বিকাশ সখির আনুগত্য ভিন্ন হইতে পারে না। লীলাময় শ্রীভগবানের আনন্দচিন্ময়রসের যতগুলি বৃত্তি আছে, তাহারাই এই মহাভাবকে পরিপুষ্ট করিয়া থাকে, সুতরাং আনন্দচিন্ময়রসের এই সকল মহাভাবই সখি প্রকৃতি।

ব্রজের শ্রীকৃষ্ণভজন মধুরভজন। রাগময়ী ব্রজবনিতাদিগের ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভক্তি তাহার নাম রাগানুগা বা রাগাত্মিকা। রাগানুগা ভক্তিসাধন ও বৈধীভক্তি সাধন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। রাগানুগা ভক্তিসাধনের অধিকারী অতিশয় বিরল। ব্রজগোপিকাগণের অনুগা হইলে তবে রাগানুগা ভক্তিতে লোভ জন্মে এবং তাহার অধিকারী হওয়া যায়। এই রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠ ব্রজবাসীজনের ভাবাদির মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া, "আমি এইরূপ ভাব কবে পাইয়া ধন্য হইব" এইরূপ লালসাময়ী বাসনাই লোভোৎপত্তির লক্ষণ। এই লোভোৎপত্তিবিষয়ে শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা করে না (১)। রাগানুগা ভক্তিসাধকের কর্ত্তব্য,—

> কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতং।
> তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥ ভঃ রঃ

ভাবার্থ। (১) এই সাধনার স্মরণই মুখ্য সাধন। এই কারণে নিজ ভাবোচিত লীলারঙ্গবিলাসী শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে করিতে এবং স্বাভিলষনীয় শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী, ললিতা, বিশাখা ও রূপমঞ্জরী প্রভৃতি সখিদিগকে স্মরণ করিতে করিতে, সেই সেই কথায় (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-রসকথায়) রত হইয়া সামর্থ থাকিলে শরীরের দ্বারা ব্রজে বাস করিবে। ইহাই হইল তাৎপর্য্য।

কি প্রকারে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা করিবে, তাহাও শাস্ত্রে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যথা—

> সেবা সাধকরূপেন সিদ্ধরূপেন চাত্রহি।
> তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥

ভাবার্থ। নিজ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক এবং নিজ অভিষ্ট কৃষ্ণজন অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী, ললিতা, বিশাখা ও শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি সখিবিষয়ক ভাব লাভ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ সাধকরূপে অর্থাৎ যথাবস্থিত দেহে সমুচিত দ্রব্যাদি দ্বারা এবং সিদ্ধরূপে অন্তশ্চিন্তিত তৎসাক্ষাৎ সেবোপযোগী দেহে মন দ্বারা উপস্থাপিত সুচিত দ্রব্য দ্বারা ব্রজলোকানুসারে অর্থাৎ সাধকরূপে ব্রজলোক শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামী প্রভৃতি এবং সিদ্ধরূপে ব্রজলোকক শ্রীরূপ-মঞ্জরী প্রভৃতির অবলম্বিত পন্থানুসারে সেবা করিবে।

রাগানুগীয় সাধক কি প্রকারে সিদ্ধ দেহ চিন্তা করিবেন তাহা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন যথা—

> সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানাং বাসনাময়ীম্।
> আজ্ঞা সেবাপরাং তত্তৎরূপালঙ্কারভূষিতাম্॥

ভাবার্থ। শ্রীললিতাবিশাখা শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতির আজ্ঞায় শ্রীরাধামাধবের সেবাপরা এবং কৃষ্ণ-মনোহররূপে ভূষিতা ও শ্রীরাধিকার নির্ম্মাল্য বসন ভূষণে ভূষিতা সখিগণের সঙ্গিনীরূপে আপনার মনোময়ী মূর্ত্তি চিন্তা করিবে (২)

---

(১) রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসী জনাদয়ঃ।
তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধি কারবান্।
তত্তদ্ভাবাদি মাধুর্য্য শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তি লক্ষণং॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

(১) শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় দ্বয়ের টীকার মতানুসারে এই ভাবার্থ লিখিত হইল।

(২) তথাহি সনৎকুমার তন্ত্রে—
আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাং।
রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিং॥
রাগানুগীয় সাধক ভক্ত সখিদিগের মধ্যে আপনাকে রূপযৌবনসম্পন্না কিশোরীরূপে চিন্তা করিবে।

রাগানুগামার্গে অনুৎপন্ন রতি সাধক ভক্তগণ আপনার বাঞ্ছিত সিদ্ধদেহ মনোমধ্যে পরিকল্পনা করিয়া তাহা দ্বারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবাদি করিয়া থাকেন, কিন্তু জাতরতি সাধকদিগের সিদ্ধদেহ স্বয়ং স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। রাগানুগা ভক্তি সে সকল সৌভাগ্যবান ভক্তদিগের হৃদয়ে উদয় হইয়াছেন, তাঁহারা সিদ্ধদেহে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা করিয়া পরানন্দ লাভ করেন। ইহাঁদিগের সংখ্যা অতি বিরল, কোটির মধ্যে একজন এরূপ সাধক দেখিতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। কিন্তু তাঁহারা পৃথিবীর ভূষণ,—জীবজগতের পরম মঙ্গলকারী। তাঁহাদের করুণায় কলিহত জীব যোগীন্দ্রগণ-দুর্লভ পরমোৎকৃষ্ট রাগানুগা-ভক্তিলাভে সমর্থ হয়।

গোপীপ্রেমে নিজসুখ তাৎপর্য্য নাই। কৃষ্ণসুখই গোপীপ্রেমের তাৎপর্য্য। এই জন্য ব্রজগোপীবৃন্দ লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, লজ্জা, ভয়, অপমান, মান সকলি ত্যাগ করিয়া অকরণীয় কার্য্য সকলও করিয়া থাকেন। কারণ তাঁহাদের ভজনধন শ্রীকৃষ্ণের জন্য তাঁহারা সকলি করিতে পারেন। তাই রায় রামানন্দ বলিলেন,—

সখির স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণ সহ নিজ লীলায় নাহি সখির মন॥

এই কথাটির বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ব্রজগোপিকাবৃন্দ নবযৌবনসম্পন্না, পরমা সুন্দরী এবং রতিবিলাসপরায়ণা। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকার কেলি-বিলাস করাইয়া তাঁহাদিগের মনে যে সুখ হয়, ইহা শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদিগের নিজকেলি সুখ হইতে তাঁহারা কোটি গুণ আনন্দদায়ক বলিয়া বোধ করেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গমে তাঁহাদিগের মন ধাবমান হয় না। প্রচুর সুখ পাইলে অল্প সুখে মন প্রধাবিত হইবে কেন? জগতের সাধারণ রীতি এই, যদি কোন সখী স্বীয় প্রাণবল্লভের সহিত গুপ্তপ্রণয় করে, তাহা ব্যক্ত হইলে সখির প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ হয় এবং তাহার প্রতি প্রীতি থাকে না। নায়িকা নানা প্রকার আশঙ্কা করিয়া স্বীয় প্রাণবল্লভের নিকট এরূপ ক্ষেত্রে সখি সমর্পণ করিতেও পারেন না। কারণ ইহাতে প্রাণবল্লভের প্রতি স্নেহের হ্রাস হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু শ্রীমতি রাধিকা ও তাঁহার প্রিয়তমা সখিদিগের শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এ রীতি নহে। সখিগণকে শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিবার পূর্ব্বে শ্রীমতি রাধিকা মনে করেন, আমি একা কামমহোদধি রসিকশেখর ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের কাম পূরণে সমর্থা নহি, অতএব আমার সদৃশ রূপযৌবনসম্পন্না সুন্দরী সখিগণ তাঁহাকে সমর্পণ করিব। শ্রীমতির মনে কৃষ্ণ-প্রেমোৎকর্ষে এইরূপ বাসনা উদিত হইলে তাঁহার সখিগণকে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত নানা প্রকার ছল উদ্ভাবন করিয়া তাঁহাদিগকে কুঞ্জে পাঠান। কুঞ্জ হইতে বিস্মৃত ক্ষুদ্র ঘটিকা আনয়ন প্রভৃতি শ্রীমতির ছল তাঁহার সখিগণ অবগত হইয়া, মনে মনে বিচার করেন, কাম মহোদধি শ্রীকৃষ্ণ প্রচুরতর সুরতভিলাষে অতিশয় ক্ষীণাঙ্গী শ্রীরাধিকার মত কোমল শ্রীঅঙ্গে ক্লেশাতিশয় প্রদান করায় তিনি আমাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট রতিরঙ্গ করিতে পাঠাইতেছেন। শ্রীমতি রাধিকার ক্লেশ নিবারণ এবং তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করা এবং শ্রীকৃষ্ণের সুখেচ্ছাই সখিবৃন্দের কার্য্য। অতএব তাঁহারা অনভিষ্ট বিষয়েও প্রবৃত্তা হন। এই অভিপ্রায়ে স্বীয় অনন্য কৃষ্ণসঙ্গেও তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি হয়। এইরূপ প্রেমভাব দেখিয়া প্রেমনিধি শ্রীকৃষ্ণের মনে পরম সুখ হয়, এবং শ্রীকৃষ্ণের সুখ দেখিয়া গোপিকাবৃন্দেরও মনে বড় আনন্দ হয় (১)।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের এই প্রেমলীলা ঐশ্বর্য্য, সখ্য, দাস্য, কিম্বা বাৎসল্যভাবে আস্বাদন করা যায় না। এই অত্যুত্তমলীলারসাস্বাদন সখিদিগেরই একমাত্র অধিকার। ফলতঃ তাঁহারাই এই মধুর লীলা প্রকাশ করেন, এবং তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণকে লীলারস সম্ভোগ করাইয়া পরিতৃপ্ত হন। যেহেতু তাঁহাদিগের প্রেম অহৈতুক। উহা কাম নামে অভিহিত হইলেও বাস্তবিক প্রাকৃত কাম নহে। ব্রজগোপিকাবৃন্দের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমভক্তির নামই কাম। উদ্ধবাদি ভক্তবৃন্দও এইরূপ প্রেমভক্তি বাঞ্ছা করেন।

---

(১) এই সকল তাৎপর্য্য উজ্জ্বল নীলমণির আনন্দচন্দ্রিকা টীকা হইতে অনুবাদিত।

রায় রামানন্দ তৎপরে বলিলেন—

সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদধর্ম্ম ত্যজি সে কৃষ্ণকে ভজয় ॥
রাগানুগা মার্গে তারে ভজে যেই জন।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ চৈঃ চঃ

এই কথা গুলিরও একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন॥ বেদধর্ম্ম অর্থে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, যাহাকে প্রভু প্রথমেই "বাহ্য" বলিয়াছেন। এস্থলে গোপীভাবামৃতলুব্ধ রসিকভক্তগণের দুইপ্রকারে বেদধর্ম্ম ত্যাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রথমতঃ অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত মহাত্মাদিগের লোক সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত বেদধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও তাহাতে পুরুষার্থ বুদ্ধি ত্যাগ; দ্বিতীয়তঃ লোক সংগ্রহানিচ্ছুক ব্যক্তিগণের সর্ব্বথা কর্ম্মত্যাগ। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণের কর্ম্মাদিতে পুরুষার্থ বুদ্ধি ত্যাগ করিলেও, কর্ম্মাদি অনুষ্ঠানের নিমিত্ত সময়ে সময়ে বেগ পাইতে হয়, কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তিগণের তাহা পাইতে হয় না। তাহা হইলেও লোকোপকারী বলিয়া প্রথমোক্ত মহাত্মাদিগের মহিমা অধিক।

এই বেদধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যিনি রাগানুগাবর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, তাঁহারই ব্রজের গোপীভাবামৃত পানে লোভ জন্মে। ব্রজের ধন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় রাগানুগাভক্তি যাজন। এই প্রেমভক্তি সাধন ব্রজসুন্দরীদিগের আনুগত্য ভিন্ন সিদ্ধ হয় না। সখিগণের অনুগা না হইলে ব্রজের ভজন সিদ্ধ হয় না। এইরূপ মধুর ভজনের অন্য উপায় নাই। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সুখবিভু ও ভাব স্বয়ং প্রকাশশীল হইলেও সখিগণের সাহায্য ভিন্ন রসপুষ্টি করিতে কেহই সমর্থ নহেন।

বিধিমার্গে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায় না বলিয়া শ্রুতিগণ গোপীভাব অঙ্গীকার করিয়া সিদ্ধদেহে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকুণ্ড প্রভৃতি নিত্য ধামে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল সেবা করেন। পরে সখিভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরণ প্রাপ্ত হন।

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রেয়সী ব্রজসুন্দরী গোপিকাগণের অনুগা না হইয়া ঐশ্বর্য্যভাবে যাঁহারা "স্বয়ং গোপিকা সদৃশী শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী হইব" এই বাসনায় ব্রজজীবন নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর মনে করিয়া বিধিমার্গে তাঁহাকে ভজনা করেন, তাঁহারা ব্রজেন্দ্র নন্দনকে প্রাপ্ত হন না। তাই রায় রামানন্দ বলিলেন—

গোপী অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্র নন্দনে ॥

ইহার দৃষ্টান্ত লক্ষ্মীদেবী। ইনি বহু তপস্যা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা রসাস্বাদনের অধিকারিণী হন নাই।

রায় রামানন্দের কথা শেষ হইলে প্রভু আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে শ্রীভুজদণ্ডে আবদ্ধ করিয়া দুই জনে গলাগলি করিয়া বহুক্ষণ অঝোর নয়নে ঝুরিলেন। দুইজনে সেদিন সমস্ত রাত্রি সেই নির্জ্জন বিপ্রগৃহে বসিয়া কান্দিয়া কাটাইলেন। পরদিবস প্রাতে উভয়ে নিজ নিজ কার্য্যে চলিলেন। বিদায়কালে রায় রামানন্দ প্রভুর চরণ ধারণ করিয়া অতি বিনীতভাবে কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন—

"মোরে কৃপা করিতে তোমার ইহাঁ আগমন।
দিন দশ রহি শোধ মোর দুষ্ট মন ॥
তোমা বহি অন্য নাহি জীব উদ্ধারিতে।
তোমা বহি অন্য নাহি কৃষ্ণ-প্রেম দিতে ॥" চৈঃ চঃ

চতুর চূড়ামণি প্রভু দৈন্যের অবতার। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবানের এই দৈন্যভাবটি বড়ই মধুর। প্রভুর শ্রীমুখের দৈন্যপূর্ণ কথাগুলি যেন মধুভরা। এত মধুমাখা কথা কখন কেহ কাহারও মুখে শুনে নাই। এত বিনয়, এত দীনতা যে জগতে ছিল, তাহা পূর্ব্বে কেহ জানিত না। রায় রামানন্দের কথায় প্রভু কি উত্তর দিলেন শুনুন। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

প্রভু কহে আইলাম শুনি তোমার গুণ।
কৃষ্ণকথা শুনি শুদ্ধ করাইতে মন ॥
যৈছে শুনিল তৈছে দেখিল তোমার মহিমা।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস জ্ঞানে তুমি সীমা ॥
দশদিনের কা কথা? যাবৎ আমি জীব।
তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব ॥

নীলাচলে তুমি আমি থাকিব এক সঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥

রায় রামানন্দ লজ্জায় অধোবদন হইলেন। তিনি আর মুখ তুলিয়া প্রভুর সহিত কথা কহিতে পারিলেন না। প্রভুর চরণধূলি লইয়া তখনকার মত তিনি বিদায় হইলেন। বিদায়কালে কৃপানিধি প্রভু তাঁহাকে পুনরায় গাঢ় প্রেমালিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিলেন। 209701

সন্ধ্যাকালে রায় রামানন্দ পুনরায় আসিয়া প্রভুর সহিত সেই বিপ্রগৃহে মিলিত হইলেন। পুনরায় তাঁহাদিগের ইষ্টগোষ্ঠী আরম্ভ হইল। প্রভু প্রশ্নকর্ত্তা, রায় রামানন্দ উত্তরদাতা। এই সকল প্রশ্নোত্তরে ব্রজের ভজনতত্ত্ব অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। কৃপাময় সুধী পাঠকবৃন্দ ইহাতে ব্রজরসাস্বাদন করুন।

প্রভু কহে কোন্ বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার।
রায় কহে কৃষ্ণভক্তি (১) বিনা বিদ্যা নাহি আর॥
কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি।
কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি॥
সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন সম্পত্তি গণি।
রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥
দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর॥
মুক্ত মধ্যে কোন্ জন মুক্ত করি মানি।
কৃষ্ণপ্রেম যাঁর সেই মুক্ত-শিরোমণি॥ (২)
গান মধ্যে কোন্ গান জীবের নিজধর্ম্ম।
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি (৩) যেই গীতের মর্ম্ম॥
শ্রেয়ো মধ্যে কোন্ শ্রেয়ো জীবের হয় সার।
কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ বিনা শ্রেয়ো নাহি আর॥
কাহার স্মরণ জীবে করে অনুক্ষণ।
কৃষ্ণনাম গুণ লীলা প্রধান স্মরণ॥
ধ্যেয় মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান।
রাধাকৃষ্ণ পদাম্বুজ ধ্যান প্রধান॥
সর্ব্ব ত্যজি জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস।
ব্রজভূমি বৃন্দাবন যাঁহা লীলা রাস॥
শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা কর্ণরসায়ন॥
উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান।
শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম॥
মুক্তি ভক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দোঁহার গতি।
স্থাবরদেহ দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি॥ (৪)
অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান॥ চৈঃ চঃ

প্রভু সর্ব্বশেষে প্রশ্ন করিলেন "যাঁহারা মুক্তি (সাযুজ্য মুক্তি) বাঞ্ছা করেন, এবং যাঁহারা ভক্তি (প্রেমভক্তি) বাঞ্ছা করেন, এই উভয়বিধ সাধকভক্তদিগের গতি কোথায়?" রায় রামানন্দ ইহার উত্তরে যাহা বলিলেন, তাহা শ্লেষাত্মক হইলেও প্রকৃত কথা। তিনি বলিলেন "যাঁহারা সাযুজ্য মুক্তি বাঞ্ছা করেন, তাঁহাদিগের গতি স্থাবর দেহে (বৃক্ষ পর্ব্বতাদির দেহে) অবস্থিত। অর্থাৎ বৃক্ষ পর্ব্বতাদি দেহী সুখভোগে বঞ্চিত এবং অজ্ঞানে পূর্ণ। সেই রূপ মুক্তিবাঞ্ছাশীল সাধকগণ সুখভোগে বিমুখ ও অজ্ঞানে পূর্ণ। শ্রীভগবানের চিদানন্দ দেহ না মানিয়া তাঁহাকে নিরাকার ব্রহ্ম নির্দ্দেশ করায় জ্ঞানীগণ অজ্ঞানী। দেবদেহে যে সকল জীব অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা

(১) কৃষ্ণভক্তি বিদ্যার নাম এস্থলে কৃষ্ণভক্তিপ্রতিপাদক শাস্ত্র। শাস্ত্রজ্ঞান ব্যতিত যথাযথ ভক্তিস্বরূপ অবগত হওয়া যায় না, এই জন্য কৃষ্ণভক্তি প্রতিপাদক শাস্ত্রাভ্যাসই যথার্থ বিদ্যা নাম বাচ্য!

(২) "নিশ্চলা ত্বয়ি যা ভক্তিঃ সা মুক্তি পরকীর্ত্তিতা।" এই শ্লোকের সিদ্ধান্ত কহিলেন।

(৩) শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-কেলি অর্থে এস্থলে তাঁহাদিগের উজ্জ্বলরসময়ী লীলাকথা।

(ক) জড়ভোগহীন মুক্তিবাদীগণ চরমে স্থাবর দেহ ও জড়ভোগ যুক্ত ভুক্তিবাদী পরলোকে দেবদেহ লাভ করেন।

নিরন্তর সুখ ভোগ করেন, এবং তাঁহাদের মন সর্ব্বদা জ্ঞানে পরিপূর্ণ থাকে। এইরূপ ভক্তি অর্থাৎ প্রেমভক্তি বাঞ্ছাকারী সাধকবৃন্দ সর্ব্বদা সুখ ভোগ করেন এবং তাঁহারা অব্যাহত জ্ঞানে পরিপূর্ণ থাকেন।

এইরূপে প্রভু সে রাত্রি কৃষ্ণকথারসরঙ্গে যাপন করিলেন। রায় রামানন্দের কথা শুনিয়া প্রভু কখন অঙ্গভঙ্গী করিয়া প্রেমানন্দে মধুরনৃত্য করেন, কখন প্রেমাবেশে কীর্ত্তনকরেন কখনও অঝোর নয়নে প্রেমাশ্রুপাত করেন। এইভাবে রাত্রি শেষ হইয়া গেল। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"নৃত্য গীত রোদনে হৈলা রাত্রি শেষে।"

প্রভাতে প্রভু ভৃত্য উভয়েই নিজ নিজ কার্য্যে চলিলেন। সন্ধ্যাকালে পুনরায় আসিয়া রায় রামানন্দ প্রভুর সহিত, একান্তে মিলিত হইলেন। কতক্ষণ কৃষ্ণকথা রসরঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া তিনি প্রভুর রাতুল চরণকমল দুই খানি দুই হস্তে ধারণ করিয়া প্রেমভরে কান্দিতে কান্দিতে গদগদ কণ্ঠে নিবেদন করিলেন—

কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব সার।
রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব বিবিধ প্রকার॥
এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন।
ব্রহ্মাকে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ॥
অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়ে।
বাহিরে না কহ বস্তু প্রকাশে হৃদয়ে॥
এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে।
কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে॥
পহিলে দেখিনু তোমা সন্ন্যাসী স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম গোপরূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা।
তাঁর গৌরকান্ত্যে তোমার শ্যাম অঙ্গ ঢাকা॥
তাহাতে প্রকট দেখি বংশীবদন।
নানা ভাবে চঞ্চল তাহে কমল নয়ন॥
এই মতে দেখি তোমা হয় চমৎকার।
অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার॥ চৈঃ চঃ

রায় রামানন্দ তাঁহার মনের সন্দেহ প্রকাশ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর চরণকমলে এই ভাবে মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন তিনি প্রথমে শ্রীগৌরভগবানকে গোদাবরীতটে সন্ন্যাসীরূপে দর্শন করেন (১)। পূর্ব্ব রাত্রিতে তিনি তাঁহার নিয়মিত উপাসনার পর শ্রীকৃষ্ণভগবানের রূপ চিন্তা করিতে করিতে দেখিলেন তাঁহার অভিষ্টদেব যেন একটি গৌরবর্ণ ন্যাসী রূপে তাঁহার নিকটে আসিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে কখন দর্শন করিবার সৌভাগ্য পান নাই। এমন কি তাঁহার নাম পর্য্যন্ত শুনিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। তিনি তাঁহার অভীষ্টদেবকে সন্ন্যাসীরূপে দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন চিত্তে পুনরায় ধ্যানস্থ হইলেন। এইরূপে তিনি তিন বার দেখিলেন সেই কষিতকাঞ্চনবর্ণ সন্ন্যাসীমূর্ত্তি তাহার সমগ্র হৃদয় খানি অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার চির উপাস্যদেব শ্যামসুন্দর মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি সেখানে নাই। তখন তিনি মহা উদ্বিগ্ন হইয়া নয়ন উন্মীলন করিয়া এদিক ওদিক চাহিতেই সম্মুখে সেই গৌরবর্ণ সন্ন্যাসীটিকে দেখিতে পাইলেন। রামানন্দ রায় অমনি সেই সন্ন্যাসীরূপী সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণে নিপতিত হইলেন। তিনি চতুর্দ্দিকে গৌরময় দেখিলেন (২)। তিনি তখন হাসিতে হাসিতে প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলে—

"মোর অভ্যন্তরে তুমি আইলা কেমনে।
বড় ভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণে॥ চৈঃ মঃ

---

(১) শ্রীমুরারীগুপ্তের কড়চা অনুসারে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল শ্রীগ্রন্থ রচিত। ঠাকুর লোচন দাস লিখিয়াছেন, প্রভু রায় রামানন্দের গৃহে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন দানে কৃতার্থ করেন। শ্রীপাদ মুরারীগুপ্তের মূল শ্লোক দুইটি নিম্নে লিখিত হইল।

স স্বগৃহে কৃষ্ণপূজাবসানে ধ্যায়ন্ পরং ব্রহ্ম ব্রজেন্দ্রনন্দনং।
দদর্শ বারত্রয়মদ্ভুতং মহদ্গৌরাঙ্গ মাধুর্য্যমতীববিস্মিতঃ॥
উন্মীল্য নেত্রে চ তদেব রূপং দৃষ্ট্বা পরং ব্রহ্ম সন্ন্যাসবেশম্।
প্রণম্য মূর্দ্ধ্না বিহিতঃ কৃতাঞ্জলিঃ পপ্রচ্ছ কুত্রত্য ভবানিতি প্রভো॥

(২) যে ছিল সেখানে কৃষ্ণ খেতরক্ত স্ফুর্ত্তি।
সবহুঁ দেখয়ে রাজা এ পীত মূরতি॥
পশুপক্ষ বৃক্ষ আর যত লতা পাতা।
গৌর অঙ্গ ছটায় ঝলমল করে তথা॥ চৈঃ মঃ

প্রভু মধুর হাসিয়া উত্তর করিলেন "তুমি আমাকে চিনিতে পার নাই, আমিহ তোমার অভীষ্টদেব। আমি তোমার নিকট স্বপ্রকাশ করিতে আসিয়াছি।" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে—

পুনর্ব্বার হৈলা প্রভু শ্যাম কলেবর।
ত্রিভঙ্গ মুরলীমুখ বর পীতাম্বর॥
রাধা বামে পরমা সুন্দরী মহামতি।
চৌদিকে বেড়িয়া গোপী বরাঙ্গ যুবতী॥ চৈঃ মঃ

রায় রামানন্দ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি দর্শন করিলেন বটে, কিন্তু তিনি দেখিলেন শ্রীরাধিকার গৌরবর্ণ শ্রীঅঙ্গকান্তিতে শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ শ্রীঅঙ্গ আচ্ছাদিত। (১) ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারতত্ত্বপ্রকাশক "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।

তখনি পুনরায় শ্রীগৌরভগবান নিজ সন্ন্যাসমূর্ত্তিতে পুনঃ প্রকাশ হইলেন। রায় রামানন্দ প্রভুর এইরূপ অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ লীলারহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে না পারিয়া তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইয়া কহিলেন।

"অকপটে কহ প্রভু ইহার কারণ।"

শ্রীভগবান চিরদিন শঠশিরোমণি। ভক্তকে অশেষ বিশেষে পরীক্ষা করাই তাঁহার কার্য্য। তাহাতে আবার কলিযুগে তিনি প্রচ্ছন্ন অবতার। তিনি বাক্‌চাতুরীতে অত্যন্তপটু। ভক্তচূড়ামণি রায় রামানন্দ বলিলেন, "প্রভুহে! কৃপা করিয়া "অকপটে" ইহার কারণ বল। তাঁহার মনের বাসনা শ্রীগৌরভগবান স্বমুখে তাঁহার নিকট অবতার-তত্ত্ব প্রকাশ করেন। কিন্তু চতুর ভক্ত হইতেও শ্রীভগবান সর্ব্বভাবে সুচতুর। তাহাতে তিনি এখানে কলির প্রচ্ছন্ন অবতার। তিনি স্ব ভাব ব্যক্ত না করিয়া অপূর্ব্ব বাক্‌ভঙ্গী করিয়া ভক্তকে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন—

——"কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়।
প্রেমের স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়॥
মহা ভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তাঁর মূর্ত্তি
সর্ব্বত্রে হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥
রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।
যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমার স্ফুরয়॥" চৈ চঃ

এই বলিয়া প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোক পাঠ করিলেন,—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ (১)
বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং, ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্ট-তনবো, ববৃষুঃ স্ম॥ (২)

রায় রামানন্দ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। পূর্ব্বলীলায় তিনি বিশাখাসখি ছিলেন। তিনি প্রভুর সকল তত্ত্বই জানেন। এ উত্তরে তিনি প্রভুর প্রচ্ছন্নভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন,—

(১) পয়ার শ্লোকে "তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা"। এরূপ লিখিত আছে। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের বামে অবস্থিতা হইলে তবে ব্রজ-যুগল শ্রীমূর্ত্তির পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়! কিন্তু এস্থলে "কাঞ্চনপুত্তলিকা" শ্রীরাধিকা সম্মুখে আসিলেন কেন? এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের উদ্দেশ্য সূচিত হইয়াছে। শ্রীরাধিকাজি শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আসিয়া বাহুযুগল প্রসারণ করিয়া তাঁহার অঙ্গকান্তির দ্বারা প্রাণবল্লভের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া তাঁহাকে "গৌর" করিলেন, এরূপ ব্যাখ্যাও বৈষ্ণবাচার্য্যের মুখে শুনিয়াছি।

(১) শ্লোকার্থ। হরি যোগীন্দ্র নিমি রাজাকে কহিলেন, "মহারাজ। যে ভগবান্ মশকাদি সর্ব্বভূতে নিয়ন্তৃরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাঁহার নিরতিশয় ঐশ্বর্য্য সর্ব্বভূতে যিনি অবলোকন করেন, কোনরূপ তারতম্য দেখেন না, এবং যিনি সেই ভগবানে সর্ব্বভূত অবলোকন করেন, কিন্তু জড় মলিন ভূতের আশ্রয় বলিয়া ঐশ্বর্য্য প্রচ্যুতি দেখেন না, তাঁহাকে উত্তম ভাগবত বলা যায়। কিম্বা আপনার যেরূপ ভগবানে প্রেম, তাহা সর্ব্বভূতে যিনি অবলোকন করেন, তিনিই উত্তম ভাগবত।"

(২) ব্রজদেবীগণ বলিলেন, "হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ বেণু দ্বারা যখন গোপীগণকে আহ্বান করেন, তখন বনলতা ও বনতরুগণ আপনাতে স্ফুরিত শ্রীকৃষ্ণ অভিব্যক্ত করিতে করিতে ফলপুষ্পাদির ভরে নম্রশাখ হইয়া এবং অঙ্কুরোদ্গম স্থলে প্রেমে হৃষ্টতনু হইয়া মধুধারা রূপ অশ্রুবর্ষণ করিয়া থাকে।" এস্থলে বংশীধ্বনি শুনিয়া নিজের যে অবস্থা হয় সেই অবস্থা তরুলতাদিতে দেখায়, উত্তম ভাগবত গণ্য হইলেন।

——প্রভু তুমি ছাড় ভারিভুরি।
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি ॥
রাধিকার ভাব-কান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার ॥
নিজ গূঢ় কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন।
আনুসঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন ॥
আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার।
এবে কপট কর তোমার কোন ব্যবহার ॥ চৈঃ চঃ

রামানন্দ রায় অতি সুস্পষ্ট কথায় শ্রীগৌরভগবানকে কহিলেন, "ওহে বিদগ্ধ নাগর শিরোমণি! আমি তোমার সকলি জানি, আমার নিকট তুমি কপটতা করিও না। তুমি কৃপা করিয়া আমাকে কেশে ধরিয়া উদ্ধার করিতে আসিয়াছ, এখন কপটতা ছাড়িয়া আমার মনের সন্দেহটা দূর করিয়া দাও। আমি শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে তোমার এই কনককান্তি গৌরাঙ্গমূর্ত্তি প্রথমে সন্ন্যাসী বেশে দর্শন করিলাম, ইহাতে আমার মনে সন্দেহ হইল, সেই গোপীকার মনচোরা মদনমোহন শ্যামসুন্দর সন্ন্যাসীর বেশে কেন আমার হৃদয়ে উদয় হইলেন। পরক্ষণেই তুমি কনকপ্রতিমা শ্রীমতী রাধিকাকে সম্মুখে করিয়া শ্যামসুন্দর মূর্ত্তিতে আমাকে দেখা দিলে। কিন্তু আমি দেখিলাম শ্রীরাধিকার গৌরবর্ণ শ্রীঅঙ্গকান্তিতে তোমার সে শ্যামবর্ণ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। তোমার গোপবেশ, তোমার শ্রীবদনে বেণু সকলি দেখিলাম, শুধু শ্যামবর্ণের পরিবর্ত্তে গৌরবর্ণ দেখিলাম, ইহার মর্ম্ম আমাকে বুঝাইয়া দাও।" শ্রীভগবানের স্বরূপতত্ত্বসন্ধিৎসু ভক্তচূড়ামণি শ্রীল রামানন্দ রায় এইভাবে সর্ব্ব অবতারসার শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব জানিতে চাহিলে, স্বয়ং ভগবান কলির প্রচ্ছন্ন অবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর হাসিয়া তাঁহাকে স্ব স্বরূপ দেখাইলেন। রায় রামানন্দ দেখিলেন,—

"রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ।"

"এই যে রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ" ইহা সাধনজগতে অভিনব বস্তু। স্বয়ং ভগবানের এই রূপটিও অভিনব রূপ। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর নিত্যপার্ষদ এবং ভক্তবৃন্দের মধ্যে এপর্য্যন্ত কেহই তাঁহার এই "রসরাজ মহাভাব দুইএক রূপের" প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। রায় রামানন্দ পরম সুকৃতিবান্, মহাপুরুষ তাই প্রভু তাঁহাকে তাঁহার অবতারের সারতত্ত্ব শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল বিলাসের একীভূত অপূর্ব্ব মিলন-মূর্ত্তির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝাইয়া দিলেন। এই অভিনব ভাবময় শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তির এরূপ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ইতিপূর্ব্বে কেহ কখন দেখিবার সুকৃতি বা সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। প্রভু স্বয়ং একথা রায় রামানন্দকে বলিয়াছিলেন। এই "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ" অপূর্ব্ব একীভূত শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলনমূর্ত্তির কথা শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুরও তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত শ্রীগ্রন্থে আভাস দিয়া গিয়াছেন (১)। এই শ্রীগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীগ্রন্থের বহু পূর্ব্বে রচিত হন।

রসরাজ মহাভাবের যুগলবিলাসমূর্ত্তি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিতবপু শ্রীগৌরভগবানকে রায় রামানন্দ তাঁহার চিরাভিলষিত পরতত্ত্ব বলিয়া বুঝিয়া লইলেন। প্রেমানন্দে তিনি তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে প্রভুর চরণমূলে নিপতিত হইলেন। প্রেমাবেগে তিনি সেই অপূর্ব্ব মহামহিমাময় মহামিলন-মূর্ত্তির শ্রীচরণ স্পর্শসুখানুভবের আকাঙ্ক্ষায় নিজ মস্তক ভূমিতলে লুটাইলেন, কিন্তু সে আশা তাঁহার পূর্ণ হইল না। প্রভু তাঁহার শ্রীকরকমল স্পর্শ দ্বারা রায় রামানন্দের আনন্দমূর্চ্ছা ভঙ্গ করাইলেন। রায় রামানন্দ তখন পুনরায় সেই সন্ন্যাসরূপী, শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দেখিলেন।

(১) স্বয়ং দেবো যত্র দ্রুত কনকগৌরঃ করুণয়া
মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বলরসবপুঃ প্রাদুরভবৎ।
নবদ্বীপে তস্মিন্ প্রতি ভবন ভক্ত্যুৎসব সময়ে
মনোমে বৈকুণ্ঠেদপিচ মধুরে ধাম্নি রমতে ॥ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

অর্থাৎ আমার চিত্ত শ্রীনবদ্বীপধামে বিলসিত হইতেছে। এই নবদ্বীপ ধামে কষিত কাঞ্চন বর্ণ স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকার স্বরূপপ্রযুক্ত শৃঙ্গাররসময় শরীরবিশিষ্ট হইয়া করুণা করিয়া যুগলবিলাস করিয়াছিলেন। অতএব বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রীধাম নবদ্বীপ অধিকতর মাধুর্য্যময়। ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে পরতত্ত্বের অভিন্ন স্ফূর্ত্তি শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র। তিনিই বিভিন্ন স্ফূর্ত্তিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তি।

তাঁহার বিস্ময়ের তখন আর অবধি রহিল না। প্রভু তাঁহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিয়া নিভৃতে টানিয়া লইয়া হস্তধারণ করিয়া মধুর সপ্রেমবচনে মৃদুস্বরে হাসিয়া কহিলেন,—

"তোমা বিনা এইরূপ না দেখে কোন জন।
মোর তত্ত্ব-লীলারস তোমার গোচরে॥
অতএব এইরূপ দেখাইল তোমারে।
গৌর দেহ নহে মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন॥
গোপেন্দ্রসুত বিনা তিঁহো না স্পর্শে অন্য জন।
তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্ম মন॥
তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন।
তোমার ঠাঞি আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম্ম।
লুকাইলে প্রেমবলে জান সর্ব্ব মর্ম্ম॥
গুপ্তে রাখিহ কথা না করিহ প্রকাশ॥
আমার বাউল চেষ্টা লোকে উপহাস।
আমি এক বাউল তুমি দ্বিতীয় বাউল॥
অতএব তোমায় আমায় হই সমতুল॥" (২)

পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলমিলন আর এই একত্রিত ও একীভূত শক্তি ও শক্তিমানের মহামিলন দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাব। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন রসতত্ত্বে দেহ-ভেদ আছে। সখিবৃন্দ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন করাইয়া যে আনন্দ উপভোগ করেন, এই মহা মহিমাময় নিত্য মিলন-ভাবে উচ্চাধিকারী প্রকৃত গৌরভক্ত-হৃদয়ে তদপেক্ষা অধিকতর আনন্দ অনুভূত হয়। তাহার মর্ম্ম আছে। মহা-ভাবস্বরূপিনী শ্রীরাধিকার প্রেম-প্রভাবাধিক্যে প্রেমরসময়-রূপ শ্রীকৃষ্ণ নিজ দেহ পর্যন্ত উৎসর্গ করিলেন। "রসরাজ মহাভাব একরূপ।" মিলনে শ্যামসুন্দরের শ্যামাঙ্গ প্রেমময়ী শ্রীরাধিকার গৌরাঙ্গে পরিণত হইয়া একটি অভিনব রাধা-ভাবদ্যুতিসুবলিত অভিন্ন মদন শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি প্রকটিত হইলেন। প্রেমস্পর্শমণি শ্রীরাধিকার শ্রীঅঙ্গস্পর্শে শ্রীশ্যাম-সুন্দরের শ্যামাঙ্গ গৌরাঙ্গ হইলে রসময়ীও রসময় প্রেমাধিক্যে একত্রীভূত হইলেন।

রাধিকার প্রেম গুরু: আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥ চৈ: চ:

ইহা শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। শ্রীমতি রাধিকার প্রেমে তিনি বিহ্বল হইয়া বলিয়াছেন—

পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥
নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হইতে কোটিগুণ রাধাপ্রেমাস্বাদ॥ চৈ: চ:

এই উদ্ভট লোভে পড়িয়াই শ্রীকৃষ্ণভগবান প্রেমময়ী শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তি চুরি করিয়া রাধা-প্রেমরসা-স্বাদনের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়া-ছিলেন। শ্রীরাধিকার ভাবে শ্রীকৃষ্ণ তনু ও মন বিভাবিত করিয়া তাঁহার অত্যন্তবল্লভা প্রিয়াজির সহিত নিত্য স্বরূপে মিলিত হইলেন। ইহাই প্রেমের চরমোৎকৃষ্ট মহামিলন। ইহাই "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ"। ইহা শ্রীভগবানের অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময়ী লীলারহস্য। ইহাই তাঁহার অলৌকিক অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

অলৌকিক লীলা এই পরম নিগূঢ়।
বিশ্বাসে পাইয়ে তর্কে হয় বহুদূর॥

পরে বলিলেন—

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণ।
যাঁহার সর্ব্বস্ব তারে মিলে এই ধন॥

ইহার উপরে আর কথা নাই। এইভাবে প্রভু দশ দিন রাত্রি রায় রামানন্দ সঙ্গে কৃষ্ণকথারঙ্গে কাল যাপন করিয়া একদিন তাঁহাকে বলিলেন,—

(২) শ্রীমন্মহাপ্রভু রাম রায়কে কহিলেন, এই সকল নিগূঢ় রস-তত্ত্বকথা তর্কনিষ্ঠ জগতে হাস্য পরিহাসের বিষয় হইবে; অতএব তুমি ইহা অনধিকারীর নিকট প্রকাশ করিও না। কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইলে জড়চেষ্টা বিগত হইয়া জীবের রাগানুভাব জনিত প্রেমচেষ্টা সকল সাধারণ ভোগপর দৃষ্টিতে বাতুলতা মাত্র বলিয়া মনে হয়। অতএব জড় বিচারে তুমি ও আমি উভয়েই বাতুল এবং উভয়েই সমান।

বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে।
আমি তীর্থ করি তাঁহা আসিব অল্প কালে॥
দুই জনে নীলাচলে রহিব এক সঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥ চৈঃ চঃ

এই বলিয়া তিনি পুনর্ব্বার তাঁহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। রায় রামানন্দ আনমনা হইয়া গৃহে চলিলেন।

কবিরাজ গোস্বামী রামানন্দ-গৌরাঙ্গ মিলনের উপসংহারে লিখিয়াছেন—

সংক্ষেপে কহিল রামানন্দের মিলন।
বিস্তারি বর্ণিতে নারে সহস্র বদন॥
সহজে চৈতন্যচরিত ঘন দুগ্ধপুর।
রামানন্দ-চরিত্র তাহে খণ্ড প্রচুর॥
রাধাকৃষ্ণ লীলা তাতে কর্পূর মিলন।
ভাগ্যবান যেই সেই করে আস্বাদন॥
যেই ইহা একবার পিয়ে কর্ণ দ্বারে।
তার কর্ণ লোভে ইহা ছাড়িতে না পারে॥
সর্ব্বতত্ত্ব জ্ঞান হয় ইহার শ্রবণে।
প্রেমভক্তি হয় রাধা কৃষ্ণের চরণে॥
চৈতন্যের গূঢ় তত্ত্ব জানি ইহা হৈতে।
বিশ্বাস করি শুন তর্ক না করিহ চিতে॥

শ্রীভগবানের অলৌকিক লীলা-কথায় সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে যিনি না পারেন, তাঁহার মত দুর্ভাগ্য আর কে আছে? যাহার এই দুর্ভাগ্য হয়,তাহার ইহলোক পরলোক নষ্ট হয়। একথাও কবিরাজ গোস্বামীর—

অলৌকিক লীলায় যার না হয় বিশ্বাস।
ইহলোক পরলোক তার হয় নাশ॥ চৈঃ চঃ

শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর গোস্বামীর করচা অনুসারে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই সকল নিগূঢ় রসতত্ত্ব-কথা লিখিয়াছেন। রায় রামানন্দ এবং স্বরূপ দামোদর গোস্বামী শ্রীনীলাচলে প্রভুর সহিত সর্ব্বদা থাকিতেন; প্রভুর গম্ভীরালীলার নিত্যসঙ্গী এই দুই মহাপুরুষ। রায় রামানন্দের মুখে প্রভুর এই সকল লীলা-কাহিনী শুনিয়া শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর গোস্বামী তাঁহার করচা লিখেন।

রায় রামানন্দ পূর্ব্বলীলার বিশাখা সখি ছিলেন। তাই রসতত্ত্বে তিনি এতাদৃশ উচ্চাধিকারী। তাঁহার চরণে কোটি কোটি নমস্কার।

রামানন্দ রায়ে মোর কোটি নমস্কার।
যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার॥ চৈঃ চঃ

সপ্তম অধ্যায়।

প্রভুর নীলাচলে পুনরাগমন।

—:○*○:—

প্রভুর আগমন শুনি নিত্যানন্দ রায়।
উঠিয়া চলিলা প্রেমে থেহ নাহি পায়॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

প্রভুর আলালনাথে শুভাগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সগণ প্রেমানন্দে নাচিতে নাচিতে ছুটিলেন। দুই বৎসর পরে তিনি তাঁহার প্রাণগৌরাঙ্গকে দেখিবেন, সেই আনন্দে আত্মহারা হইয়া নিতাইচাঁদ পথে চলিয়াছেন। তাঁহার দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান নাই। জগদানন্দ ও দামোদর পণ্ডিত, মুকুন্দ ও গোপীনাথাচার্য্য সকলেই প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে করিতে পথে চলিয়াছেন। বহু-লোক সঙ্গে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যও চলিয়াছেন। প্রভুর সকল ভক্তগণই সঙ্গে আছেন। তাঁহাদিগের আনন্দের আজ অবধি নাই। প্রভু কৃষ্ণদাসকে পূর্ব্বেই শ্রীনীলাচলে পাঠাইয়াছেন। তিনিও ইহাদিগের সঙ্গে আছেন। প্রভু গোবিন্দকে সঙ্গে করিয়া আসিতেছেন।

পথে তাঁহার সহিত ভক্তবৃন্দের শুভ মিলন হইল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য,—পথে আনন্দের তুফান উঠিল। সকলের মুখেই হাসি। সমুদ্রের তীরে আসিয়া প্রভু একে একে ভক্তবৃন্দকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন।

প্রভুকে দর্শন করিয়া প্রেমাবেগে সকলেই কান্দিয়া আকুল হইলেন।

প্রভু প্রেমাবেশে সবা কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে সবে করে আনন্দে ক্রন্দন॥ চৈঃ চঃ

আনন্দময় প্রভুর কনককেতকী সদৃশ নয়নদ্বয়ে শত ধারায় প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইতেছে, তিনি তাঁহার আজানুলম্বিত সুবলিত বাহুযুগল প্রসারণ করিয়া সর্ব্ব লোককে নিজ ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া প্রেমালিঙ্গন-সুখ-তরঙ্গে ভাসাইলেন। সমুদ্রতীরে আনন্দের শত শত উৎস উঠিল। উচ্চ হরিনাম গানে সমুদ্রতীর মুখরিত হইল। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আসিয়া প্রেমাশ্রুসিক্ত দেহে প্রভুর চরণকমলে নিপতিত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে হস্ত ধরিয়া উঠাইয়া গাঢ় প্রেমালিঙ্গন করিলেন। ভট্টাচার্য্য প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন।

প্রভু তাঁরে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গনে।
প্রেমাবেশে সার্ব্বভৌম করেন ক্রন্দনে॥

কৃপাম্বুধি শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের অঙ্গে তাঁহার শ্রীকরকমল স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে সুস্থির করিলেন। পরে হাসিতে হাসিতে কহিলেন "ওহে ভট্টাচার্য্য! আমি বহুদেশ ভ্রমণ করিলাম, বহুলোকের সঙ্গ করিলাম কিন্তু তোমার মত পরম ভাগবত কোথাও দেখিলাম না। কেবল রায় রামানন্দকে দেখিলাম, কিন্তু তিনি ত প্রাকৃত মনুষ্য নহেন" (১)। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর শ্রীমুখে আত্মপ্রসংশার কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ লজ্জায় অধোবদন রহিলেন। পরে করযোড়ে প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন "প্রভুহে! এ দাস আপনার একান্ত শ্রীচরণাশ্রিত। আত্মগ্লানিরূপ অগ্নিতে একেত হৃদয় দিবানিশি দগ্ধ হইতেছে, তাহার উপর এই আত্মপ্রসংশারূপ ঘৃতাহুতি দিয়া আর অভিমান বাড়াইবেন না। রায় রামানন্দ প্রাকৃত মনুষ্য নহেন, তাহা আমি জানিয়াই তাঁহার সহিত সঙ্গ করিতে বলিয়াছিলাম"। প্রভু মধুর হাসিয়া উত্তর করিলেন "ভট্টাচার্য্য! তোমারই কৃপায় আমি রামানন্দ রায়ের সঙ্গলাভে ধন্য হইয়াছি। ইহার জন্য তোমার নিকট আমি চিরঋণী রহিলাম।" সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পুনরায় লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। ইহার পর সর্ব্ব ভক্তগণসঙ্গে প্রভু প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীনীলাচলধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বাগ্রে তিনি ভক্তবৃন্দ সঙ্গে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনে চলিলেন। বহুদিন পরে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল। তিনি প্রেমাবেশে বহুক্ষণ নৃত্য কীর্ত্তন করিলেন। জগন্নাথের সেবকগণ প্রভুর জন্য মালা প্রসাদ লইয়া আসিলে প্রভু তাহা ভক্তিভরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে বন্দনা করিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সকল সেবকই একে একে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। বহুদিন পরে প্রভুকে দেখিয়া তাঁহাদিগের মনে আজ বড় আনন্দ হইয়াছে। রাজগুরু কাশী মিশ্রঠাকুর আসিয়া সেই স্থানে প্রভুর চরণতলে তাঁহার শিরদেশ লুণ্ঠিত করিলেন। অতিশয় সম্মানের সহিত প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুকে লইয়া যাইয়া সেদিন নিজ গৃহে ভিক্ষা করাইলেন। প্রভুর সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, প্রভৃতি সকলেই ভট্টাচার্য্যের নিমন্ত্রণে সেদিন তাঁহার গৃহে মধ্যাহ্ন ভোজন করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য অতি উত্তম মহাপ্রসাদ আনাইয়া সকলকে পরম পরিতুষ্ট করিয়া আকণ্ঠ ভোজন করাইলেন। বহুদিন পরে প্রভু সেদিন শ্রীশ্রীজগন্নাথের প্রসাদ পাইলেন। শাক ব্যঞ্জন তিনি পুনঃ পুনঃ চাহিয়া লইলেন। বহুপরিমাণে প্রসাদ তাঁহাকে পরিবেশিত হইল। তিনি নাফ্‌রা ব্যঞ্জন পুনঃ পুনঃ চাহিয়া লইলেন। ভোজনান্তে তিনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহেই বিশ্রাম করিলেন। ভট্টাচার্য্য স্বয়ং প্রভুর পাদ সম্বাহণ করিলেন।

ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে করাইল শয়ন।
আপনে সার্ব্বভৌম করে পাদ সম্বাহন॥ চৈঃ চঃ

প্রভু তাঁহাকে নিষেধ করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই

---

(১) শ্রীমহাপ্রভু। সার্ব্বভৌম এতাবদ্দূরং পর্য্যটিতং ভবৎ সদৃশঃ কোঽপি ন দৃষ্টঃ কেবলমেব রামানন্দ রায়ঃ সম্বলৌকিক ইব ভবতি।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

শুনিলেন না। প্রভুর নিতান্ত অনুরোধে তিনি তখন ভোজন করিতে গেলেন। দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু সে রাত্রি সার্ব্বভৌম-ভবনেই রহিলেন। সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া তিনি সকলকে তীর্থযাত্রার কথা কহিলেন। সকলেই মহা আগ্রহ সহকারে তাঁহার শ্রীমুখের কথা শুনিয়া প্রেমানন্দে আত্মহারা হইলেন। কোথা দিয়া যে সে রাত্রি কাটিয়া গেল, তাহা কেহ বুঝিতেই পারিলেন না।

মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র শুনিলেন, প্রভু নীলাচলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ডাকিয়া তিনি প্রভুর বাসার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে বলিলেন। পণ্ডিত কাশী মিশ্র রাজার গুরু। তাঁহার গৃহে প্রভুর বাসার বন্দোবস্ত হইল। কাশী মিশ্রের গৃহ শ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দিরের সন্নিকট এবং একান্ত স্থান। রাজা প্রতাপরুদ্রের অভিমতে তাঁহার গুরুগৃহে এবার প্রভুর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। রাজগুরু কাশী মিশ্র পরম ভাগবত, ভক্তিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, প্রভু তাঁহার গৃহে অবস্থান করিবেন শুনিয়া তিনি আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

> কাশী মিশ্র কহে আমি বড় ভাগ্যবান।
> মোর ঘরে প্রভুপাদের হবে অবস্থান॥ চৈ চঃ

গুরুগৃহে প্রভুকে বাসা দিবার, রাজা প্রতাপরুদ্রের মনে বাসনা হইল কেন? তিনি প্রভুর কৃপা ভিখারী, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে তিনি একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে বলিয়াছেন, প্রভু বিষয়ীর সংস্রব চাহেন না। বিষয়ীর মুখ পর্য্যন্ত দেখেন না। রাজা প্রতাপরুদ্র গুরুগৃহে নিত্য গমন করেন, গুরুর চরণসেবা করেন, তিনি ভাবিলেন প্রভুকে গুরুগৃহে স্থান দিলে, তিনি নিত্য প্রভুর দর্শন পাইবেন। প্রভু তাঁহাকে দর্শনদানে বঞ্চিত করিলেও তিনি প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন-লোভ ছাড়িতে পারিবেন না। ইহাই রাজার মনোগত ভাব। এই জন্যই তিনি গুরুগৃহে প্রভুর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। কিন্তু প্রভু এখানেও তাঁহাকে দর্শন দিতেন না।

প্রভু পুনরায় শ্রীনীলাচলে আসিয়াছেন। নীলাচলবাসী নরনারীবৃন্দ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া প্রভু দর্শনে চলিল। সকলেই শুনিল প্রভু রাজগুরু কাশী মিশ্রের গৃহে বাসা লইয়াছেন। সেখানে বহু লোকের সংঘট্ট হইল। প্রভু সকলকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন। কাশী মিশ্র প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। দেহ, গেহ, আত্মা সকলি তিনি প্রভুর চরণকমলে সমর্পণ করিলেন। এই সময় প্রভু কৃপা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার ঐশ্বর্য্যময় চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখাইলেন। (১)

প্রভু সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া নীলাচলে আসিয়া অধিক দিন ছিলেন না। তিনচারি মাস পরেই দক্ষিণ দেশ যাত্রা করিয়াছিলেন। শ্রীনীলাচলচন্দ্রের একান্ত ভক্ত সেবকবৃন্দ তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ ও সৌভাগ্য পান নাই। তজ্জন্য তাঁহারা বিশেষ দুঃখিত ছিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মুখে তাঁহারা প্রভুর গুণ গান শুনিয়া তাঁহার সহিত মিলনাশায় নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। তাঁহারা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে একদিন বলিলেন "প্রভুর সহিত আমাদিগের মিলন করিয়া দিতে হইবে"। এই সকল ভক্তবৃন্দকে সঙ্গে করিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য একদিন কাশী মিশ্রের গৃহে আসিলেন। প্রভুর চরণ বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু! আপনার যোগ্য বাসা ইহা নহে, তবে কৃপা করিয়া আপনি যে ইহা অঙ্গীকার করিয়াছেন, ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য। মিশ্র ঠাকুর আপনার পরম ভক্ত, আপনি কৃপা করিয়া তাঁহার আশা পূর্ণ করিয়াছেন, ইহা আপনার অসীম দয়ার পরিচয়।" দয়াময় প্রভু মধুর হাসিয়া কি সুন্দর উত্তর করিলেন তাহা শুনিয়া প্রাণ শীতল করুন। এমন পরম দয়াল প্রভু আর কোথায় পাইবেন? প্রভু বলিলেন,—

> ———"এই দেহ তোমা সবাকার।
> যেই তুমি কহ সেই সম্মত আমার॥" চৈঃ চঃ

---

(১) কাশী মিশ্র পড়িলা আসি প্রভুর চরণে।
গেহ সহিত আত্মা তাঁরে কৈল নিবেদনে॥
প্রভু চতুর্ভুজ মূর্ত্তি তারে দেখাইল।
আত্মসাৎ করি তারে আলিঙ্গন কৈল॥ চৈঃ চঃ

তিনি গৌরমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার সঙ্গীগণ ভক্তবৎসল প্রভুর বিনয়নম্র মধুর বচনসুধা পান করিয়া আনন্দে গদ গদ হইলেন। তাঁহাদের নয়নে প্রেমাশ্রুধারা বহিল, তাঁহারা প্রভুর চরণে নিপতিত হইয়া কান্দিতে লাগিলেন, ইহার পর নীলাচলবাসী ভক্তবৃন্দ একে একে প্রভুকে দর্শন করিয়া কহিলেন—

তদানীমস্মাকং সমজনি ন তাদৃক্ সুভগতা
গতাস্তেনাস্মাকং পরম করুণা নেক্ষণ পথং।
ইদানীং নো ভাগ্যাং সমঘটত যজ্জঙ্গমমিমং
স্বয়ং নীলাদ্রীশং বত নয়নপাতৈর্বিচিনুমঃ॥

শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক।

অর্থ। অহো! তখন আমাদের তাদৃশ সৌভাগ্যের উদয় হয় নাই, তজ্জন্যই এই পরম কারুণিক শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দর্শন পাই নাই। কিন্তু এক্ষণে আমাদিগের শুভাদৃষ্টবশতঃ আমরা আজ সচল জগন্নাথদেবকে নয়ন ভরিয়া দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তখন প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন—

এই সব লোক প্রভু বৈসে নীলাচলে।
উৎকণ্ঠিত হঞা আছে তোমা মিলিবারে॥
তৃষিত চাতক যৈছে মেঘে হাহাকার।
তৈছে এই সব প্রভু কর অঙ্গীকার॥ চৈঃ চঃ

এই বলিয়া তিনি একে একে উপস্থিত ভক্তগণের পরিচয় দিতে লাগিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

জগন্নাথ সেবক এই নাম জনার্দ্দন।
অনবসরে করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ সেবন॥
কৃষ্ণদাস নাম এই স্বর্ণবেত্র ধারী।
শিখি মাহাতী এই লিখন অধিকারী॥
প্রদ্যুম্ন মিশ্র ইহঁ বৈষ্ণব প্রধান।
জগন্নাথ মহা সো আর (১) ইহঁ দাস নাম॥
মুরারী মাহাতী শিখি মাহাতীর ভাই।
তোমার চরণে বিনু অন্য গতি নাই॥

(১) সো আর=সুপকার পাচক।

চন্দনেশ্বর সিংহেশ্বর মুরারি ব্রাহ্মণ।
বিষ্ণুদাস ইহোঁ ধ্যায়ে তোমার চরণ॥
প্রহর রাজ মহাপাত্র ইহোঁ মহামতি।
পরমানন্দ মহাপাত্র ইহার সংহতি॥
এই সব বৈষ্ণব এই ক্ষেত্রের ভূষণ।
একান্ত ভাবে ভজে সবে তোমার চরণ॥

এই সকল উড়িষ্যাবাসী গৌরভক্তবৃন্দ প্রভুর চরণে নিপতিত হইয়া তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিলেন। প্রভু একে একে সকলকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। এমন সময়ে সেখানে চারিটি পুত্র সঙ্গে করিয়া ভবানন্দ রায় আসিয়া প্রভুর চরণতলে পতিত হইলেন। ভবানন্দ রায় রায় রামানন্দের পিতা;—তাঁহার পঞ্চ পুত্র। রামানন্দ রায় জ্যেষ্ঠ। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ভবানন্দ রায়ের পরিচয় দিলে প্রভু তাঁহাকে প্রেমানন্দে আলিঙ্গন করিলেন, বহু সম্মান ও স্তুতি করিয়া নিকটে বসাইয়া রায় রামানন্দের কথা বলিলেন (১)। ভক্তচূড়ামণি রায় রামানন্দের কথা কহিতে কহিতে শ্রীগৌরভগবান তাঁহার গোষ্ঠীর প্রকৃততত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। প্রভু কহিলেন—

রামানন্দ হেন রত্ন যাঁহার তনয়।
তাঁহার মহিমা লোকে কহিলে না হয়।

অর্থাৎ রায় রামানন্দের মত ভক্তচূড়ামণি যাঁহার পুত্র তাঁহার পূর্ব্বতত্ত্ব লোককে না বলিলে কি থাকা যায়! প্রভু এক্ষণে ঈশ্বরাবেশে কথা বলিতেছেন। তাঁহার শ্রীবদনের অপূর্ব্ব জ্যোতিতে গৃহ আলোকিত হইয়াছে। সকলেই তাঁহার দিব্যজ্যোতিপূর্ণ শ্রীবদন মণ্ডলের প্রতি নির্নিমেষ লোচনে চাহিয়া আছেন, সকলেই উৎকর্ণ হইয়া আছেন, প্রভু কি বলেন শুনিবেন। শ্রীগৌরভগবান ভবানন্দকে কহিলেন—

(১) সার্ব্বভৌম কহে এই রায় ভবানন্দ॥
ইহার প্রথম পুত্র রায় রামানন্দ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
স্তুতি করি কহে রামানন্দ বিবরণ॥ চৈঃ চঃ

"সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি তোমার পত্নী কুন্তী।
পঞ্চ পাণ্ডব তোমার পঞ্চ পুত্র মহামতি॥" চৈঃ চঃ

সর্ব্বসমক্ষে ভগবানভাবে প্রভু ভবানন্দ-তত্ত্ব জগতে প্রকাশ করিলেন। সকলে শুনিয়া আনন্দে হরিধ্বনি করিলেন। ভবানন্দ রায় লজ্জায় অধোবদন হইলেন। তিনি চারিটি পুত্র লইয়া পুনরায় প্রভুর চরণতলে নিপতিত হইয়া প্রেমানন্দবিগলিত গদগদ বচনে কহিলেন—

"————আমি শূদ্র বিষয়ী অধম।
মোরে স্পর্শ তুমি এই ঈশ্বর লক্ষণ॥
নিজগৃহ বিত্ত ভৃত্য পঞ্চ পুত্র সনে।
আত্ম সমর্পিল আমি তোমার চরণে॥
এই বাণীনাথ রহিবে তোমার চরণে।
যবে যেই আজ্ঞা সেই করিবে সেবনে॥
আত্মীয় জ্ঞান করি সঙ্কোচ না করিবে।
যেই যবে ইচ্ছা তোমার সেই আজ্ঞা দিবে।" চৈঃ চঃ

ভবানন্দ রায় সমৃদ্ধিশালী গৃহস্থ। তাঁহার সংসারে কিছুরই অভাব নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রায় রামানন্দ বিদ্যানগরের রাজা। তাঁহার সংসার রাজার সংসার। তিনি সগোষ্ঠী প্রভুর শরণাগত হইলেন। একটি পুত্র চিরজীবনের জন্য প্রভুসেবায় নিযুক্ত করিলেন। ভবানন্দ রায়ের শ্রীগৌরভগবানের প্রতি সহজপ্রীতি, তাঁহাকে সন্ন্যাসী দেখিয়া একটি পুত্রকে তাঁহার সেবা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া প্রভুর প্রতি তাঁহার সহজপ্রীতি ও ভালবাসার লক্ষণ দেখাইলেন। শ্রীগৌরভগবান ইহাতে তাঁহার প্রতি পরম তুষ্ট হইয়া অতি সুস্পষ্ট কথায় ভগবানভাবে সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার গোষ্ঠীর নিত্য কিঙ্করত্বের জয়ডঙ্কা বাজাইলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

প্রভু কহে কি সঙ্কোচ নহ তুমি পর।
জন্মে জন্মে তুমি মোর সবংশে কিঙ্কর॥

এই কথা বলিয়াই প্রভু তাঁহার ভগবানভাব সঙ্কোচ করিলেন। তাঁহার প্রচ্ছন্ন অবতার-তত্ত্বের কথা স্মরণ হইল। তিনি তখন আত্মগোপন করিয়া হাসিয়া ভবানন্দ রায়কে কহিলেন "পাঁচ সাত দিনের মধ্যে রামানন্দ রায় এখানে আসিবেন। তাঁহার সহিত একত্র থাকিতে পারিলে আমি কৃতার্থ মনে করিব," (১)। এই বলিয়া কৃপানিধি প্রভু পুনর্ব্বার তাঁহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গনদানে কৃতকৃতার্থ করিলেন। ভবানন্দ রায়ের পুত্রগণের মস্তকে দয়াময় প্রভু চরণ স্পর্শ করিয়া কৃপাশীর্ব্বাদ করিলেন। বাণীনাথ শ্রীগৌরাঙ্গদাস হইলেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ইহার পর সকলকে বিদায় দিলেন। সকলে প্রভুর চরণবন্দনা করিয়া নিজ নিজ কার্য্যে গমন করিলে শ্রীগৌরভগবান একটি লীলারঙ্গ প্রকট করিলেন। এক্ষণে কাশী মিশ্র ঠাকুরের গৃহে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও প্রভু একা আছেন। আর কেহ নাই। প্রভু তাঁহার দক্ষিণ দেশ ভ্রমনের সঙ্গী কালা কৃষ্ণদাসকে ডাকিলেন। কৃষ্ণদাস অতি সরল ব্রাহ্মণ। তিনি প্রভুর সম্মুখে আসিয়া অপরাধীর ন্যায় করযোড়ে দাঁড়াইলেন। করুণাময় প্রভু তাঁহার প্রতি একবার করুণ নয়নে চাহিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

————"ভট্ট! শুন ইহার চরিত।
দক্ষিণ গেলেন ইহোঁ আমার সহিত॥
ভট্টমারী হৈতে গেলা আমারে ছাড়িয়া।
ভট্টমারী হৈতে ইহায় আনিলা উদ্ধারিয়া॥
ইবে আমি ইহা আনি করিল বিদায়।
যাঁহা তাঁহা যাহ আমা সনে নাহি দায়॥ চৈঃ চঃ

ভক্তবৎসল অদোষদরশী প্রভু শুধু এই মাত্র বলিলেন যে এই বিপ্র ভট্টমারী হইতে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন এবং কেশে ধরিয়া তিনি তাঁহাকে শ্রীনীলাচলে আনিয়াছেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট ভিতরের কথা কিছুই বলিলেন না। কারণ কৃষ্ণদাস নিজ কুকর্ম্মের অনুশোচনায় একেত মরমে মরিয়া আছেন, ইহার উপর প্রভু যদি সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া তাঁহার সেই গর্হিত স্ত্রীসঙ্গবিষয়ক কথাটি বলেন, তাহা হইলে তিনি প্রাণে মরিবেন। ভট্টমারীর বামাচারী সন্ন্যাসীদিগের

(১) দিন পাঁচ সাত ভিতরে আসিবে রামানন্দ।
তাহার সঙ্গে পূর্ণ হবে আমার আনন্দ। চৈঃ চঃ

প্রলোভনে পড়িয়া তিনি স্ত্রীধন লোভে প্রভুর সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিলেন, সর্ব্বজ্ঞ প্রভু ইহা জানিতে পারিয়া নিজ দাসকে কেশে ধরিয়া নরককুণ্ড হইতে কিরূপে উদ্ধার করিয়া ছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তবৎসল প্রভু ভক্তের মনোবেদনা জানিয়া মূল কথাটি গুহ্য রাখিলেন, কিন্তু তিনি যে কৃষ্ণদাসের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা তাঁহার কথাতেই প্রকাশ হইল। তিনি বলিলেন—

ইবে ইহা আমি ইহা আনি করিল বিদায়।
যাহাঁ তাঁহা যাহ আমা সনে নাহি দায়॥

এ কথাটির কিন্তু তাৎপর্য্য আছে। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু প্রভৃতি সকলে মিলিয়া জিদ করিয়া বড় ভাল লোক বলিয়া কৃষ্ণদাসকে প্রভুর সঙ্গে দিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয়শিষ্য এবং একান্ত অনুগত দাস। দাসের দাসকে শ্রীভগবান কিরূপ অনুগ্রহ করেন, তাঁহার এই কার্য্যেই বিশেষ বুঝিতে পারা যায়। কৃপানিধি শ্রীগৌর-ভগবান শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে তাঁহার প্রিয়তম শিষ্যের কুকর্ম্মের কথা কিছুই বলিলেন না। সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার কুকর্ম্মের কথাও বলিলেন না। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে নির্জ্জনে ডাকিয়া তাঁহার কুকর্ম্মের একটু আভাস দিলেন মাত্র। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার প্রিয় সেবককে প্রভুর হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। প্রভু তাঁহাকে কি করিয়া ছাড়িয়া আসেন? কৃষ্ণদাস যে তাঁহার প্রাণের অধিক তিনি যে শ্রীনিত্যানন্দ-দাস। শত কুকর্ম্ম করিলেও কৃপানিধি প্রভু তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিতে পারেন না। তাই তাঁহাকে কৃপা করিয়া কেশে ধরিয়া যাঁহার দাস তাঁহার নিকটে দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনি স্পষ্টই বলিলেন "আর আমার দায় নাই। ইহাঁর সম্বন্ধে আমি আজ দায় হইতে খালাস হইলাম।" অর্থাৎ এক্ষণে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার নিজ দাসের ভার লউন। দয়ার সাগর প্রভু আমার তাঁহার দাসানুদাসের উপর বড়ই কৃপাবান। ভক্তবৎসল দয়াময় প্রভুর এই কার্য্যটিতে ইহাই সপ্রমাণিত হইল।

কৃষ্ণদাসের এই অপরাধের সহিত ছোট হরিদাসের অপরাধের তুলনা হইতেই পারে না। প্রভু কর্ত্তৃক ছোট হরিদাস বর্জ্জন এবং কৃষ্ণদাস বর্জ্জন এই দুইটী লীলারঙ্গ-রসেরও তুলনা হইতে পারে না। ছোট হরিদাস প্রভুর নিজ দাস, কৃষ্ণদাস প্রভুর দাসানুদাস। নিজদাসের প্রতি প্রভু সামান্য অপরাধের জন্য যে কঠোর শাস্তি বিধান করিয়াছিলেন, তাঁহার দাসানুদাসের প্রতি তাহা করিলেন না। পুত্রাপেক্ষা পৌত্র প্রপৌত্রের উপর মানুষের মায়া অধিক দেখা যায়। শ্রীভগবান নরবপু পরিগ্রহ করিয়া নরলীলা করিতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার পক্ষেও এই নরপ্রকৃতি সুলভ মায়াবশ্যতা স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়।

কৃষ্ণদাসকে যখন প্রভু এই ভাবে বর্জ্জন করিলেন, তখন তিনি তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইয়া কান্দিতে লাগিলেন। প্রভু কিন্তু কিছুই শুনিলেন না, তিনি মধ্যাহ্ন কৃত্য করিতে উঠিয়া গেলেন। তাহার পর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এই কথা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত এবং মুকুন্দের নিকট বলিলে তাঁহারা পরামর্শ করিয়া কৃষ্ণদাসকে নবদ্বীপ পাঠাইবার ইচ্ছা করিলেন। কারণ প্রভুর দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাগমনবার্ত্তা শচী বিষ্ণুপ্রিয়া ও নদীয়ার ভক্তবৃন্দকে দিতে হইবে। সত্বর এক-জন লোক নবদ্বীপে পাঠান প্রয়োজন। অতএব সকলে মিলিয়া এই সূত্রে কৃষ্ণদাসকে নবদ্বীপে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। কারণ প্রভুর আদেশ,—নীলাচলে তিনি থাকিতে পারিবেন না। কৃষ্ণদাস জীয়ন্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন। তিনি আহারাদি ত্যাগ করিয়াছেন। সকলে তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন "প্রভুর আজ্ঞা লইয়া তোমাকে নবদ্বীপে পাঠাইব,—সেখানে তুমি শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইবে।" কৃষ্ণদাসের মনে এত দুঃখের মধ্যেও কিছু শান্তি বোধ হইল, তাঁহার মধ্যে হাসির রেখা দেখা দিল, কারণ প্রভুকে ছাড়িয়া প্রভুর জননী ও ঘরণীর সেবা পরিচর্য্যাভার পাইলেও তাঁহার মনে শান্তিলাভ হইবে। সকলে মিলিয়া একদিন প্রভুর নিকট যাইয়া কহিলেন "প্রভু! তোমার দক্ষিণ দেশ গমন বার্ত্তা শ্রবণে শচীমাতা এবং শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু প্রভৃতি নদীয়ার ভক্তবৃন্দ উদ্বিগ্ন আছেন! তোমার নীলাচলে প্রত্যাগমণ

সংবাদ সত্বর তাঁহাদিগকে দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে। যদি আজ্ঞা হয় তবে একজন লোক পাঠাই।" প্রভু কহিলেন "উত্তম কথা, তোমাদের ইচ্ছা হইয়াছে, একজন লোক পাঠাও।"

"প্রভু কহে কর সেই যে ইচ্ছা তোমার।"

প্রভুকে তাঁহারা বলিলেন না, যে কৃষ্ণদাসকে নবদ্বীপে পাঠাইবেন। ইহারও কারণ আছে! তাঁহাদিগের ভয় কৃষ্ণদাসের নাম শুনিলে পাছে প্রভু পুনরায় বিরক্ত হন।

কৃষ্ণদাস নবদ্বীপে চলিলেন। ইহার পর নীলাচলে কেহ তাঁহাকে দেখিতে পান নাই; তবে তিনি আর নীলাচলে আসিতে সাহস করেন নাই। তিনি শ্রীধাম নবদ্বীপেই বাস করিলেন। তাঁহার দুরদৃষ্টের সহিত শুভাদৃষ্টের সংযোগ হইল। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবায় বঞ্চিত হইয়া শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া-সেবায় নিযুক্ত হইলেন। নদীয়ার অবতার দয়ার অবতার। কেশে ধরিয়া কুপথগামী দাসানুদাস কৃষ্ণদাসকে নরককুণ্ড হইতে উদ্ধার করিলেন, তাঁহার অপরাধের শাস্তি দিলেন না, এমন কি অপরাধটি কি, তাহা পর্য্যন্ত কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন না, কারণ প্রভু যে আমার অদোষদরশী। কুপথগামী ভৃত্যানুভৃত্যকে কৃপা করিয়া তিনি উচ্চাধিকার প্রদান করিলেন,— নবদ্বীপে জননী ও ঘরণীর সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার ভক্তবাৎসল্যের পূর্ণ পরিচয় দিলেন। অপরাধী ভক্তের প্রতি দয়াময় শ্রীভগবান এইরূপেই দণ্ড বিধান করেন। এইজন্যই তাঁহার নাম ভক্তবৎসল। প্রভু হে! পতিত অধম তারিতেই ভূতলে তোমার অবতার গ্রহণ। এই জীবাধমকে কৃপা করিয়া কেশে ধরিয়া উদ্ধার কর। তবে ত বুঝিব তুমি পতিতপাবন এবং অধমতারণ।

পতিত তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
আমা বহি ত্রিজগতে পতিত নাহি আর॥

নবদ্বীপে গৌরশূন্য গৃহে যাইয়া কৃষ্ণদাস সর্ব্বাগ্রে প্রভুর আঙ্গিনার ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া সর্ব্বাগ্রে শচীদেবীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাগমন ও তাঁহার কুশল সংবাদ জানাইলেন। তাঁহাদিগকে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ দিলেন। বৃদ্ধা শচীমাতা পুত্রের কুশল সংবাদ পাইয়া আনন্দে কান্দিয়া আকুল হইলেন। অন্তরালে দাঁড়াইয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সকলি শুনিলেন, নয়নজলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া গেল। তাঁহারা উভয়ে কৃষ্ণদাসকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎপরে অদ্বৈতপ্রভুর গৃহে যাইয়া কৃষ্ণদাস প্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণবার্ত্তা কহিলেন। তিনি প্রতিদিন শচীমাতার নিকটে বসিয়া প্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণ কথা কহিতেন; শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী অন্তরালে বসিয়া শুনিতেন। কৃষ্ণদাসের মুখে গৌরকথা শুনিয়া উভয়ে কান্দিয়া বিহ্বল হইতেন। কৃষ্ণদাস কিছুদিন নবদ্বীপে বাস করিলেন, পরে শান্তিপুরে গিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি কৃষ্ণদাসকে বিশেষ কৃপা করিতেন।

এই সময়ে শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরী তীর্থ ভ্রমণ করিয়া দক্ষিণ দেশ হইতে গঙ্গার তীরে তীরে নবদ্বীপে আসিয়া পৌছিলেন। তিনি প্রভুর মন্দিরে শচীমাতার নিকট অতিথি হইলেন। শচীমাতা বিশেষ সম্মান সহকারে তাঁহাকে ভিক্ষা করাইলেন। শচীমাতার নিকট তিনি প্রভুর নীলাচলে শুভাগমন সংবাদ পাইয়া সত্বর নীলাচলে যাইতে মনস্থ করিলেন। শচীমাতা তাঁহাকে কান্দিতে কান্দিতে বিদায় দিলেন। পুত্রের নিকট কত কথা বলিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু প্রাণের আবেগে তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। পুরী গোসাঞি শ্রীগৌরাঙ্গ-জননীর মনদুঃখ বুঝিয়া হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইলেন। তিনিও বালকের মত কান্দিয়া ফেলিলেন। প্রভুর একটি ভক্ত-ব্রাহ্মণের সঙ্গে পুরী গোসাঞি নীলাচল যাত্রা করিলেন। এই বিপ্রের নাম কমলাকর (১)। শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরী গোসাঞি যথাসময়ে বারানসী হইয়া শ্রীপুরুষোত্তমে পৌছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শন না করিয়াই অগ্রে কাশীমিশ্রের গৃহাভিমুখে প্রভু-দর্শনে চলিলেন। পথে চলিতে চলিতে পুরীগোস্বামী উৎকণ্ঠার সহিত মনে মনে বলিতেছেন—

(১) প্রভুর এক বিপ্র-ভক্ত কমলাকর নাম।
তারে লঞা নীলাচলে করিল প্রয়াণ॥ চৈঃ চঃ

কদাসৌ দ্রষ্টব্যঃ সখলু ভগবান ভক্ততনুমা-
নিতি প্রৌঢ়োৎকণ্ঠা বিলুলিত মহোমানসমিদং।
চিরাদস্য প্রাপ্তঃ স খলু ফলকালো মম পুন
র্ন জানে কীদৃক্ষং জনয়তি ফলং ভাগ্য বিটপী॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

অর্থাৎ ভক্তরূপধারী শ্রীভগবানকে কবে দেখিব বলিয়া আমার মন বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। এতদিনের পর আমার সৌভাগ্য-তরু ফলবান হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু কিরূপ ফল হইবে তাহা জানি না।

কাশীমিশ্র ঠাকুরের গৃহে যাইতে হইলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দির হইয়া যাইতে হয়। পুরী গোসাঞি প্রেমবিহ্বলহৃদয়ে প্রভু দর্শনে যাইতেছেন। তাঁহার কোন দিকেই লক্ষ্য নাই। শ্রীমন্দির-সম্মুখে দেখিয়া আপন মনে কহিতেছেন—"ভগবান্ শ্রীজগন্নাথ ক্ষম্যতাং ত্বামনালোক্য তমুপসর্পামি তত্তাদৃশী মুৎকণ্ঠাং সর্ব্বজ্ঞো জানস্ত্যেব।" অর্থাৎ "হে ভগবান্! হে জগন্নাথ! আপনাকে দর্শন না করিয়াই আমি অগ্রে শ্রীগৌরভগবানের দর্শনে যাইতেছি, এই অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আমার মনের উৎকণ্ঠা অবশ্যই আপনি জানিতে পারিতেছেন।"

পুরী গোসাঞি এইরূপ মনে মনে বলিতেছেন এমন সময় শ্রীমন্দিরের দ্বারে কোলাহল শ্রবণ করিলেন, কারণ প্রভু বহু ভক্তগণসহ শ্রীবিগ্রহ দর্শনে আসিতেছেন। প্রভুকে সম্মুখে দেখিয়াই পুরী গোসাঞি প্রেমানন্দে গদগদ হইয়া তাঁহার জয়গীতি গাইলেন যথা, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে—

জয়তি-কলিত নীলশৈলচন্দ্রে
ক্ষণরস চর্ব্বণ রঙ্গনিস্তরঙ্গঃ।
কণকমণি শিলাবিলাসি বক্ষঃ
স্থল গলদশ্রুমজস্র রোমহর্ষঃ॥ (১)

(১) অর্থ। যিনি শ্রীনীলাচলচন্দ্রের দর্শনজনিত অপূর্ব্ব রসাস্বাদন কৌতুকে নিশ্চল হইয়াছেন এবং নয়নাশ্রুতে কাঞ্চন মণিশিলা সদৃশ যাঁহার বক্ষঃস্থল সিক্ত হইতেছে এবং শ্রীঅঙ্গ সদাই রোমাঞ্চিত হইতেছে, সেই গৌরচন্দ্র জয়যুক্ত হউন।

প্রভু পুরী গোস্বামীকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন এবং সসম্ভ্রমে তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রেমাবেশে পুরী গোসাঞি প্রভুকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন করিলেন।

প্রেমাবেশে কৈল প্রভু তাঁর চরণ বন্দন।
তিঁহো প্রেমাবেশে কৈল প্রভুরে আলিঙ্গন॥ চৈঃ চঃ

উভয়েই প্রেমানন্দ-সাগরে ডুবিলেন। কিয়ৎকালের জন্য উভয়ের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইল। পরে সুস্থির হইয়া প্রভু পুরী গোসাঞিকে কহিলেন "শ্রীপাদ! আপনার সঙ্গে থাকিতে আমার বড় বাসনা। কৃপা করিয়া আপনি নীলাচলে বাস করুন"। পুরী গোসাঞি উত্তর করিলেন "আমারও বড় ইচ্ছা তোমার সঙ্গে সর্ব্বদা থাকি, এই জন্যই গৌড় দেশ হইতে ছুটিতে ছুটিতে তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। আমি নবদ্বীপে গিয়াছিলাম। সেইখানেই তোমার দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাগমন সংবাদ পাইয়া এখানে আসিতেছি।" এই বলিয়া তিনি প্রভুকে নবদ্বীপের সকল সমাচার কহিলেন। তিনি শচীমাতার কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিলেন। মাতৃভক্ত প্রভু তাঁহার মাতৃদেবীর উদ্দেশে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। পুরী গোসাঞি আরও বলিলেন "নদীয়ার ভক্তগণ শীঘ্রই তোমাকে দর্শন করিতে নীলাচলে আসিবেন। তাঁহাদিগের বিলম্ব দেখিয়া আমি অগ্রেই আসিলাম।" ইহা শুনিয়া প্রভুর মনে বড় আনন্দ হইল। তিনি নিজ বাসায় আসিয়া কাশী মিশ্র ঠাকুরকে বলিয়া সেখানে একটি নির্জ্জন গৃহে পুরীগোসাঞির বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। একটি সেবকের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন (১)। দুইজনে একত্রেই রহিলেন। কৃষ্ণকথারসে উভয়ে দিবানিশি মত্ত থাকিতেন।

স্বরূপ দামোদর গোস্বামী পূর্ব্বেই নীলাচলে আসিয়াছেন। তিনিও প্রভুর সহিত কাশীমিশ্র ঠাকুরের গৃহেই

(১) কাশী মিশ্রের আবাসে নিভৃতে এক ঘর।
প্রভু তাঁরে দিল আর সেবার কিঙ্কর॥ চৈঃ চঃ

থাকেন। স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি। কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

পাণ্ডিত্যের অবধি, কথা নাহি কার সনে।
নির্জ্জনে রহেন সব লোক নাহি জানে॥
কৃষ্ণরস-তত্ত্ববেত্তা দেহ প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ॥
গ্রন্থ, শ্লোক, গীত কেহো প্রভু আগে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে পাছে প্রভু শুনে॥
ভক্তি সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ যেই আর রসাভাস।
শুনিতে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস॥
অতএব স্বরূপ আগে করে পরীক্ষণ।
শুদ্ধ হয় যদি করায় প্রভুকে শ্রবণ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীত করে প্রভুর আনন্দ॥
সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব সম শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদর সম আর নাহি মহামতি॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম।
শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের হয় প্রাণ সম॥

স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর এই পরিচয়েই যথেষ্ট। তিনি সর্ব্বদা প্রভুর নিকটে থাকেন। প্রভু তাঁহাকে প্রাণ-তুল্য দেখেন (১)।

প্রভু একদিন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ সঙ্গে নিজ বাসায় বসিয়া কৃষ্ণকথা কহিতেছেন, এমন সময়ে তথায় শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী গোসাঞির ভৃত্য পরম কৃষ্ণভক্ত বিরক্ত বৈষ্ণব গোবিন্দ আসিয়া প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন—

"ঈশ্বর পুরীর ভৃত্য গোবিন্দ মোর নাম।
পুরীগোসাঞির আজ্ঞায় আইনু তব স্থান॥
সিদ্ধি প্রাপ্তি কালে গোসাঞি আজ্ঞা কৈলা মোরে।
কৃষ্ণচৈতন্য নিকট রহি সেব যাই তাঁরে।" চৈঃ চঃ

গোবিন্দ আরও বলিলেন "কাশীশ্বর পণ্ডিত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া এখানেই আসিবেন। আমি গুরুদেবের আজ্ঞায় অগ্রেই আসিয়াছি।" প্রভু গোবিন্দের প্রতি শুভদৃষ্টি করিয়া বিনয় বচনে কহিলেন—

———"পুরীশ্বর বাৎসল্য করি মোরে।
কৃপা করি মোর ঠাঞি পাঠাইলা তোমারে॥" চৈঃ চঃ

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সেখানে ছিলেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত; প্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত হইয়াও তাঁহার পাণ্ডিত্য-বুদ্ধি এখনও সম্পূর্ণ নাশপ্রাপ্ত হয় নাই। তিনি প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "পুরী গোসাঞি শূদ্র সেবক কেন রাখিলেন?" লীলাময় শ্রীগৌরভগবান এই কথা শুনিয়া একটু মধুর হাসিলেন; গোবিন্দের প্রতি স্নেহ-দৃষ্টিপাত করিয়া ভট্টাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

———"ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদ পরতন্ত্র॥
ঈশ্বরের কৃপা জাতি কুলাদি না মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে॥
স্নেহলেশাপেক্ষা মাত্র ঈশ্বর কৃপার।
স্নেহ বশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার॥
মর্য্যাদা হৈতে কোটি সুখ স্নেহ আচরণে।
পরম আনন্দ হয় যাহার শ্রবণে॥" চৈঃ চঃ

কি সুন্দর কথাটি প্রভু বলিলেন। এমন পরমোদার প্রকৃতি এবং ভগবত্তত্ত্ববিশেষজ্ঞ না হইলে নদীয়ার ব্রাহ্মণ বালকটি কি জগদ্গুরু হইতে পারিতেন? তিনি বলিলেন "ঈশ্বরের কৃপা জাতি কুলাদি না মানে" ইহা বেদবাক্য। আর একটি অতি সুন্দর সিদ্ধান্ত করিলেন, ভগবদ্ভজন সম্বন্ধে

---

(১) এই স্বরূপ গোসাঞিকে লক্ষ্য করিয়া কবিকর্ণপুর গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

প্রিয় স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততানরূপে স্ব বিলাসরূপে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বরূপ গোস্বামিকে কি বলিয়াছিলেন পূজ্যপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথা শুনুন,—

স্বরূপ রস-মন্দিরে ভবসি মন্মুদামাস্পদং
ত্বমত্র পুরুষোত্তমে ব্রজভুবীব মে বর্ত্তমে।
ইতি স্বপরিষত্তমৈঃ পুলকিনংব্যধাৎ তঞ্চ যো
চিরাসতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্র প্রভুঃ॥

"মর্য্যাদা হইতে কোটী সুখ স্নেহ আচরণে।" এখানে প্রভু মাধুর্য্য ভজনের শ্রেষ্ঠতা বুঝাইলেন।

এই সকল কথা বলিয়া প্রভু আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং গোবিন্দকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিলেন। গোবিন্দ প্রেমানন্দে অধীর হইয়া প্রভুর চরণতলে নিপতিত হইলেন। করুণাময় প্রভু তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া নিকটে বসিতে আজ্ঞা দিয়া পুনরায় আসন পরিগ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে ধর্ম্মরক্ষক প্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে একটি প্রশ্ন করিলেন। তিনি শাস্ত্র কথা উঠাইয়াছিলেন, এই জন্য প্রভু তাঁহার নিকট শাস্ত্র বিচার প্রার্থনা করিলেন। তিনি ভঙ্গী করিয়া প্রশ্ন করিলেন—

———"ভট্টাচার্য্য! করহ বিচার।
গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য সে আমার॥
ইহাকে আপন সেবা করাইতে না যুয়ায়।
গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন কি করি উপায়॥" চৈঃ চঃ

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন "প্রভু! গুরু-আজ্ঞাই বলবান্। শাস্ত্রমতে গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা কর্ত্তব্য নহে। "আজ্ঞাং গুরুণাং হ্যবিচারনীয়া"। আপনি গোবিন্দকে দাস বলিয়া অঙ্গীকার করুন।"

প্রভু সার্ব্বভৌমের কথায় গোবিন্দকে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ-সেবার অধিকার দিলেন। গোবিন্দ প্রভুর কৃপা-প্রসাদ পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন—

গোবিন্দ কহয়ে মোর সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক কিম্বা নরকে পতন॥ চৈঃ চঃ

একথা গোবিন্দ কেন এবং কখন বলিয়াছিলেন,—প্রভুর সে অপূর্ব্ব লীলাকথা পরে বলিব। গোবিন্দের ভাগ্যের সীমা নাই। প্রভু তাঁহাকে আজ কৃপা করিয়া যে উচ্চাধিকার দান করিলেন, এপর্য্যন্ত তাঁহার ভক্তবৃন্দ কেহ তাহা পান নাই। তাঁহার ভাগ্য শিববিরিঞ্চিবাঞ্ছিত। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"গোবিন্দের ভাগ্য-সীমা না যায় বর্ণন।"

গোবিন্দের চরণে কোটি কোটি নমস্কার। রায় রামানন্দ এবং স্বরূপ দামোদর গোসাঞি যে সেবাধিকার পান নাই, আজ গোবিন্দ তাহা পাইলেন।

গোবিন্দ প্রভু-সেবায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার সৌভাগ্য দেখিয়া সকল ভক্তগণ তাঁহাকে সম্মান করিতে লাগিলেন। প্রভুর নিকট যে সকল বৈষ্ণব আসেন গোবিন্দ তাঁহাদিগেরও সেবা-পরিচর্য্যা করেন। এই সময়ে বিষ্ণুদাস এবং প্রদ্যুম্ন মিশ্র আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। পরে কাশীশ্বর আসিলেন।

শ্রীনীলাচলে প্রভু কৃষ্ণকথারসরঙ্গে দিবানিশি মত্ত থাকেন। তাঁহার বাসায় কাশীমিশ্র ঠাকুরের গৃহে নিরন্তর হরিনাম সংকীর্ত্তন হয়, বৈষ্ণব সমাগম হয়। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রতিদিন দুই বেলা প্রভু দর্শনে আসেন। ইতি মধ্যে একদিন মুকুন্দ আসিয়া প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন "প্রভু! ব্রহ্মানন্দ ভারতী আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। আজ্ঞা দেন ত তাঁহাকে এখানে লইয়া আসি"। প্রভু কহিলেন "মুকুন্দ! তিনি গুরু। আমিই তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেছি।" এই বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

ব্রহ্মানন্দ ভারতী কেশব ভারতীপ্রভুর গুরু ভাই। এই জন্য প্রভু তাঁহাকে গুরু বলিলেন। ব্রহ্মানন্দ ভারতী সন্ন্যাসী, শান্ত ভক্ত। তিনি পরম পণ্ডিত, সমস্ত ভারতবর্ষের লোক তাঁহাকে পরম সাধু বলিয়া সম্মান করেন। তাঁহার অতি সুন্দর আকৃতি, জ্যোতিপূর্ণ প্রকাণ্ড শরীর। তাঁহাকে দেখিলেই লোকের ভক্তি হয়। তিনি মৃগচর্ম্মাম্বর পরিধান করেন, এবং নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা করেন।

প্রভু ভক্তবৃন্দসহ ব্রহ্মানন্দ ভারতীর নিকটে আসিলেন। তিনি বহির্দ্বারের সন্নিকট একটি গৃহে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি প্রভুর নাম শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। প্রভুকে সম্মুখে দেখিয়াই তিনি চিনিলেন,—ইনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন,—

কনক পরিঘ দীর্ঘ দীর্ঘবাহুঃ
স্ফুটতব কাঞ্চন কেতকী দলাভঃ।

নব দমনক মাল্য লাল্যমান

দ্যুতিরতিচারুপতিঃ সমুজ্জিহীতে ॥ (১)

শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক—

প্রভু তাঁহাকে দেখিয়াও না দেখার ভাণ করিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া মুকুন্দকে কহিলেন "মুকুন্দ! ভারতী গোসাঞি কোথায়?" মুকুন্দ কহিলেন "প্রভু। তিনি এই যে এখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন"। প্রভু উত্তর করিলেন "না, তোমার ভ্রম হইয়াছে, ইনি তিনি নহেন। তিনি হইলে চর্ম্মাম্বর পরিধান করিবেন কেন? তুমি কাহাকে কি বল জ্ঞান নাই।"

প্রভু কহে "তিহোঁ নহে তুমি অগেয়ান।

অন্যেরে অন্য কহ নাহি তোমার জ্ঞান॥

ভারতী গোসাঞি কেনে পরিবেন চাম॥" চৈ চঃ

ব্রহ্মানন্দ ভারতী প্রভুর এই কথা শুনিয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন "আমার চর্ম্মাম্বর পরিধান ইহার ইহাঁর চক্ষে ভাল বোধ হইতেছে না। ইহা সম্ভব। কারণ—

দম্ভৈকমাত্র প্রথনায় কেবলং চর্ম্মাম্বরত্বাদি ন বস্তু সাধনং।

চলদ্ভিরুর্বীমৃজুনৈব বর্ত্মনা সুখেন গম্যস্য সমাপ্যতেঽবধিঃ॥

চৈঃ চঃ নাটক

অর্থাৎ "চর্ম্মাম্বরাদি বাহ্যবেশ পরিধান কেবল মাত্র অহঙ্কার প্রকাশক, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা সাধনের উপযোগী কিছুই নহে। ফলতঃ যাঁহারা সরল পথে চলেন, তাঁহারা অনায়াসেই গম্য স্থানের শেষ সীমা পাইতে পারেন। অতএব আমার এই চর্ম্মাম্বরে আর প্রয়োজন নাই। আমার আজ উত্তম শিক্ষা হইল"! এই ভাবিয়া তিনি চর্ম্মাম্বর ত্যাগের বাসনা প্রকাশ করিলেন। অন্তর্যামী প্রভু অমনি দামোদর পণ্ডিতের প্রতি করুণ নয়নে চাহিয়া ইঙ্গিত করিলেন। দামোদর তৎক্ষণাৎ বহির্ব্বাস আনিয়া দিলেন এবং ব্রহ্মানন্দ ভারতী তাহা লইয়া পরিধান করিলেন, এবং চর্ম্মবাস চিরদিনের মত পরিত্যাগ করিলেন। তখন প্রভু আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন(১)। ভারতী গোসাঞি ভীত হইয়া থতমত খাইয়া প্রভুর চরণে করযোড়ে নিবেদন করিলেন, "তুমি জগতগুরু। জীবশিক্ষার জন্য তোমার এই অবতার। আমাকে প্রণাম করিয়া তুমি জীবকে গুরুভক্তি যে কি বস্তু তাহা শিখাইলে। কিন্তু তুমি যে কি বস্তু, তাহা আমি তোমার কৃপায় জানিয়াছি। কৃপা করিয়া তুমি আর আমাকে প্রণাম করিও না।" এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন।

নীলাচলস্য মহিমা নহি মাদৃশেন

শক্যোনিরূপয়িতুমেব মলৌকিকত্বাৎ।

এতে চর স্থিরতয়া প্রতিভাসমানে

দ্বে ব্রহ্মণী যদিহ সংপ্রতি গৌরনীলে। (২)

চৈঃ চঃ নাটক

চতুর চূড়ামণি প্রভু ভারতী গোসাঞির কথা উল্টাইয়া চতুরতার সহিত হাসিয়া উত্তর করিলেন—

——"সত্য কহি তোমার আগমনে।

দুই ব্রহ্ম প্রকটিলা শ্রীপুরুষোত্তমে॥

ব্রহ্মানন্দ নাম তুমি গৌরব্রহ্ম চল।

শ্যামব্রহ্ম জগন্নাথ বসিয়াছে অচল॥ চৈঃ চঃ

ব্রহ্মানন্দ ভারতী গোসাঞি পরম রূপবান্, তাঁহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, প্রকাণ্ড শরীর; জ্যোতিপূর্ণ নয়নদ্বয়। দেখিলেই তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া বোধ হয়। প্রভু এইজন্য তাহাকে সচল গৌরব্রহ্ম বলিলেন। ভারতী-গোসাঞি প্রভুর কথায় লজ্জিত হইয়া সার্ব্বভৌম

---

(১) অর্থ। এই ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। আহা কাঞ্চন নির্ম্মিত অর্গলের ন্যায় যাঁহার ভুজদ্বয় দীর্ঘ, প্রফুল্ল কনককেতকীদলের ন্যায় যাঁহার শ্রীঅঙ্গকান্তি এবং নবীন দমনকের মালায় যাঁহার অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে, ইনিই সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রমণীয় পাদবিন্যাস করত আমার সম্মুখে আসিয়া উদয় হইয়াছেন।

(১) চর্ম্ম ছাড়ি ব্রহ্মানন্দ পরিল বসন।

প্রভু আসি কৈল তাঁর চরণ বন্দন॥ চৈঃ চঃ

(২) অর্থ। এই নীলাচলের মহিমা মাদৃশ ব্যক্তি নিরূপণ করিতে অসমর্থ। যেহেতু সম্প্রতি নীল ও গৌরবর্ণ ব্রহ্মদ্বয় স্থাবর ও জঙ্গমরূপে এখানে একত্রে বিরাজ করিতেছেন অর্থাৎ এখানে সচল এবং অচল দুই জগন্নাথই বিরাজমান।

ভট্টাচার্য্যকে মধ্যস্থ মানিলেন। কারণ তিনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, তাহার উপর নৈয়ায়িক। ভারতীগোসাঞি কহিলেন যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

ভারতী কহে সার্ব্বভৌম! মধ্যস্থ হইয়া।
ইহা সহ আমার ন্যায় বুঝ মন দিয়া॥
ব্যাপ্য ব্যাপকভাবে জীবব্রহ্ম জানি।
জীব ব্যাপ্য ব্রহ্ম ব্যাপক, শাস্ত্রেতে বাখানি॥

অর্থাৎ যিনি ব্যাপ্য তিনি জীব, আর যিনি ব্যাপক তিনি ভগবান। যাহার অল্পদেশ বৃত্তি তাহার নাম "ব্যাপ্য" এবং যাহার বহুদেশ বৃত্তি, তাহার নাম 'ব্যাপক"। ভারতীগোসাঞি বুঝাইলেন শ্রীগৌরভগবান তাঁহার চর্ম্মাম্বর ছাড়াইলেন, ইহাতে তিনি হইলেন জীব, এবং প্রভু হইলেন ব্যাপক শ্রীভগবান।

চর্ম্ম ঘুচাইয়া কৈলে আমার শোধন।
ব্যাপ্য ব্যাপকত্বে এইত কারণ॥ চৈঃ চঃ

শ্রীগৌরভগবান তাঁহার বহুদিনের সংস্কার দূর করিলেন, তাঁহাকে বুদ্ধিযোগ দান করিলেন, এই বুদ্ধিবলে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব নিরূপণ করিলেন; শ্রীনীলাচলচন্দ্রে এবং শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রে পৃথক দেখিলেন না। সে কথা তিনি প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে কহিলেন, এক্ষণে সময় ও সুযোগ বুঝিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে মধ্যস্থ করিয়া সেই মহাভারতীয় শ্লোক-রত্নটি তিনি পাঠ করিলেন। যথা—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গোবরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ সম শান্তো নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণঃ॥

প্রভুকে দেখাইয়া ব্রহ্মানন্দভারতী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে কহিলেন—

এই সব নামের ইহোঁ হয় নিজাস্পদ।
চন্দনাক্ত, প্রসাদ ডোর শ্রীভুজে অঙ্গদ॥ চৈঃ চঃ

তিনি কহিলেন, "সার্ব্বভৌম! ঐ দেখ শ্রীভগবানের শাস্ত্রোক্ত সকল লক্ষণগুলিই ইহাঁতে বর্ত্তমান; সুবর্ণ সদৃশ-বর্ণ, বরাঙ্গ, চন্দনাঙ্গদী, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনাক্ত ডোরে ইহাঁর চন্দনাঙ্গদী নাম সার্থক হইয়াছে। ইনি সন্ন্যাসাশ্রম অর্থাৎ চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাঁতে সমগুণ বর্ত্তমান অর্থাৎ ইনি ভগন্নিষ্ঠ বুদ্ধিবিশিষ্ট, শান্ত, সুশীল এবং শান্তিপরায়ণ, অর্থাৎ নিবৃত্তিপরায়ণ। এই সকল গুণের গুণমণি, ঐ দেখ, আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। ইহাঁকে দর্শন করিয়া আমার মনে আজ অভূতপূর্ব্বে আনন্দের উদয় হইয়াছে, সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। নদীয়ার অবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রে আর শ্রীনীলাচলচন্দ্রে কিছুমাত্র প্রভেদ দৃষ্ট হইতেছে না। ইনি নরব্রহ্ম আর উনি দারুব্রহ্ম"। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন, "ভারতীগোসাঞি! আপনার জয় হউক! আপনি প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন।" তখন প্রভু আর কি করেন,—তিনি এক্ষণে ভক্তের নিকট ধরা পড়িয়াছেন! কিন্তু তিনি কলির প্রচ্ছন্ন অবতার, প্রচ্ছন্নত্ব রক্ষা করা তাঁহার কার্য্য; তাই তিনি বলিলেন, যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

প্রভু কহে যেই কহ সেই সত্য হয়।
গুরুশিষ্য ন্যায়ে সত্য শিষ্য পরাজয়॥

অর্থাৎ শিষ্যবাক্যের সত্যতা থাকিলেও গুরুবাক্যই শিষ্যের বাক্যের উপর জয় লাভ করে। গুরুবাক্য সর্ব্বকাল শিষ্য বাক্যাপেক্ষা অধিক আদরনীয়। মহাপ্রভু কহিলেন এই ন্যায় মতে ভারতীগোসাঞি গুরু এবং তিনি তাঁহার শিষ্যাভিমান করায় ভারতীর বাক্য জয়লাভ করিল।

ভারতীগোসাঞি তথাপিও প্রভুকে ছাড়িলেন না। তিনি কহিলেন—

ভক্ত ঠাঁই তুমি হার এ তোমার স্বভাব।
আর এক শুন তুমি আপন প্রভাব॥
আজন্ম করিল আমি নিরাকার ধ্যান।
তোমা দেখি কৃষ্ণ হৈলা মোর বিদ্যমান॥
কৃষ্ণনাম মুখে স্ফুরে মনে নেত্র কৃষ্ণ।
তোমাকে তদ্রূপ দেখি হৃদয় সতৃষ্ণ॥
বিল্বমঙ্গল কহিল যৈছে দশা আপনার।
ইহা দেখি সেই দশা হইল আমার॥ চৈঃ চঃ

এই বলিয়া শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরের উক্তি সেই শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন যথা—

অদ্বৈত বীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ স্বানন্দ সিংহাসনলব্ধ দীক্ষাঃ
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন। (১)

ব্রহ্মানন্দ ভারতীগোসাঞি প্রভুকে দর্শনমাত্রেই তাঁহার আজন্মসাধনা নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাভাব হৃদয় হইতে দূরীভূত করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি অতি সুস্পষ্ট কথায় প্রভুকে বলিলেন, "আর আমার কোন চিন্তা নাই। আমার নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার ফল আমি আজ পাইয়াছি। নিরাকার ব্রহ্ম সাকার হইয়া আমার সম্মুখে সাক্ষাৎ উদয় হইয়াছেন। আমার হৃদয়ে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণ উদয় হইয়া যে পরমানন্দ দিতেছেন, তাহার তুলনা নাই তুমিই সেই পরমানন্দময় শ্রীকৃষ্ণ। আমি তোমাকে পাইয়া জীবনসার্থক মনে করিলাম। তুমি আমাকে কৃপা করিয়া চরণের দাস করিয়া রাখ"।

শ্রীগৌরভগবান ভক্তের নিকট ধরা পড়িয়াছেন,—আর কি করিবেন। রায় রামানন্দকে যাহা বলিয়াছিলেন, ভারতীগোসাঞিকেও তাহাই বলিলেন। সেই এক কথা।

প্রভু কহে তোমার গাঢ় প্রেমা হয়।
যাঁহা নেত্রে পড়ে তাঁহা শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরায়॥ চৈ: চ:

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নীরবে প্রভুর লীলারঙ্গ দেখিতেছেন, তাঁহাকে ভারতীগোসাঞি মধ্যস্থ মানিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট কথাই বলিলেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

ভট্টাচার্য্য কহে দুঁহার সুসত্য বচন।
আগে যদি কৃষ্ণ দেন সাক্ষাৎ দর্শন॥
প্রেম বিনা কভু নহে তাঁর সাক্ষাৎকার।
ইঁহার কৃপাতে হয় দর্শন ইঁহার॥

অর্থাৎ তিনি বলিলেন, "কৃষ্ণপ্রেম গাঢ় হইলে এরূপ হয়, একথা ঠিক। প্রভু যথার্থই বলিয়াছেন। কিন্তু আবার যাঁহার কৃষ্ণপ্রেম নাই, তাঁহাকে কৃপা করিয়া শ্রীকৃষ্ণভগবান যদি সাক্ষাৎ দর্শন দেন, কিম্বা যদি প্রচ্ছন্নভাবেও তিনি সাক্ষাৎ দর্শন দেন, কিম্বা যদি হৃদয়েও উদয় হন তাহা হইলেও ঐরূপ হয়"। প্রভু এইকথা শুনিয়া কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে কহিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

প্রভু কহে "বিষ্ণু" "বিষ্ণু" কি কহ সার্ব্বভৌম।
অতি স্তুতি হয় এই নিন্দার লক্ষণ॥

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আর কিছু বলিলেন না। তিনি প্রভুর শ্রীবদনের প্রতি চাহিয়া আনন্দে হাসিয়া ফেলিলেন। প্রভু শ্রীবদন অবনত করিয়া দামোদর পণ্ডিতকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ভারতীগোসাঞির ভিক্ষার উদ্যোগ আমার বাসায় করিও।" এই বলিয়া প্রভু তাঁহাকে লইয়া নিজ বাসায় আগমন করিলেন। সেখানে কাশী মিশ্রকে বলিয়া তাঁহার জন্য একটি নির্জ্জন কুটীরে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। একটী ভৃত্যের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। শ্রীপাদ ব্রহ্মানন্দ ভারতী গোসাঞি সেইদিন হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ ভজনে নিযুক্ত হইলেন॥ তিনি নীলাচল ছাড়িয়া আর কোথাও যাইলেন না।

কাশীশ্বর গোসাঞি পূর্ব্বে আসিয়াছেন। তিনিও প্রভুর দাসত্বে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি দীর্ঘাকার এবং অতিশয় বলবান পুরুষ ছিলেন। প্রভু যখন শ্রীজগন্নাথ দর্শনে যাইতেন, কাশীশ্বর গোসাঞি আগে যাইয়া লোকের ভিড় সরাইয়া দিয়া প্রভুর জন্য পথ করিতেন। রাম ভদ্রাচার্য্য এবং ভগবান আচার্য্য প্রভুর একান্ত ভক্ত। তাঁহারাও গৃহ সংসার ত্যাগ করিয়া নীলাচলে প্রভুর নিকটে আসিয়াছেন। এক্ষণে প্রভুর যতগুলি অন্তরঙ্গ ভক্ত, প্রায় সকলেই নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

যত নদ নদী যৈছে সমুদ্রে মিলয়।
ঐছে মহাপ্রভুর ভক্ত যাঁহা তাঁহা হয়॥

(১) অর্থ। আমরা অদ্বৈতপথের পথিকগণের আরাধ্য ছিলাম এবং নিত্যানন্দ সিংহাসনে পূজালাভ করিতাম। অহো! কোন গোপবধূ লম্পট শঠ বলপূর্ব্বক আমাদিগকে দাস করিয়াছে।
ইহা ব্যাজস্তুতি। আত্ম নিন্দামুখে শ্রীগোপবধূদিগের আনুগত্য লাভ দ্বারা প্রশংসাতিশয় করা হইল।

সবে আসি মিলিলা প্রভুর শ্রীচরণে।
প্রভু কৃপা করি সবারে রাখিলা নিজস্থানে॥

নবদ্বীপ হইতে প্রভুর পরম প্রেমপাত্র গদাধর পণ্ডিত, শ্রীপাদ পরমানন্দপুরী গোস্বামীর সহিত পূর্ব্বেই নীলাচলে আসিয়া তাঁহার প্রাণবল্লভের সহিত মিলিত হইয়াছেন। তাঁহার সহিত প্রভুর একান্ত ভক্ত জগদানন্দ পণ্ডিতও আসিয়াছেন।(১) জগদানন্দ প্রভুর অভিমানী ভক্ত। প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন,—ভাল খান না, ভাল পরিধান করেন না। ইহাতে জগদানন্দ বড় দুঃখী। প্রভুর সন্ন্যাসবেশ দেখিলে তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যায়। কি উপায়ে প্রভুকে ভাল করিয়া খাওয়াইবেন,—তিনি কেবল এই চেষ্টায় থাকেন।

প্রভু এক্ষণে শ্রীনীলাচলে ভক্তবৃন্দসহ কীর্ত্তন বিলাস-রসে উন্মত্ত হইয়াছেন। তাঁহার বাসায় অহোরাত্র হরি-সংকীর্ত্তনধ্বনি শ্রুত হয়। ভক্তবৃন্দসহ তিনি প্রেমানন্দে আছেন। ঠাকুর লোচনদাস লিখিয়াছেন—

তবে নীলাচলে প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
কীর্ত্তনবিলাস করে আছে নানা রঙ্গে॥
অনেক ভকতগণ মিলিলা তথায়।
প্রেম বিলসয়ে আপে নাচয়ে নাচায়॥
নানাদেশে আছেন যতেক ভক্তগণে।
ক্রমে ক্রমে মিলিলেন চৈতন্যচরণে॥
আনন্দে আছয়ে প্রভু নীলাচলধামে।
কহিব সকল পাছু অনেক প্রকাশে॥

প্রভুর নীলাচল-লীলা অতিশয় রহস্যপূর্ণ। কয়েক বৎসর মাত্র গত হইয়াছে, তিনি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে তিনি যে সকল লীলারঙ্গ প্রকট করিলেন, তাহা একটু স্থিরভাবে পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যায় তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি দর্শনের প্রভাব কিরূপ, তাঁহার শ্রীমুখের একটি বাণীর কিরূপ অদ্ভুত শক্তি, তাঁহার শ্রীবদন-নিঃসৃত মধুর হরিনাম মহামন্ত্রের ক্রিয়া কিরূপ অদ্ভুত। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর একটি পাদবিক্ষেপে, তাঁহার শ্রীমুখের একটি মধুময় উপদেশবাণীতে, তাঁহার কমলনয়নের একটি কৃপাকটাক্ষে,তাঁহার শ্রীঅঙ্গের মধুময় বাতাসে যাহা আছে, ধর্ম্মজগতের সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ মন্থন করিয়া তাহা পাওয়া যাইবে না। তিনি মায়াবাদী ব্রহ্মানন্দ ভারতী গোসাঞিকে যে ভাবে উদ্ধার করিলেন,ইহা একটু বিচার করিয়া দেখিলেই, এই কথার সত্যতা উপলব্ধ হইবে। তাঁহার সহিত কোন শাস্ত্র-বিচার হইল না, কোন মন্ত্রতন্ত্রাদির ক্রিয়া হইল না, অথচ ব্রহ্মানন্দ ভারতীর শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনমাত্র এই যে দিব্য-জ্ঞানলাভ হইল, তাহা কোটিযুগ সাধনার ফলেও হয় না। সাধ করিয়া কি মহাজন কবি লিখিয়া গিয়াছেন—

কি কহব শতশত তুয়া অবতার।
একেলা গৌরাঙ্গচাঁদ জীবন আমার।"

অষ্টম অধ্যায়।

নদীয়ার ভক্তবৃন্দের শ্রীনীলাচলে গমন এবং গজপতি প্রতাপরুদ্রের সহিত পরিচয়।

—০:*:০—

মহাপ্রভুর গণ যত আইলা গৌড় হৈতে।
ভট্টাচার্য্য একে একে দেখাহ আমাতে॥ চৈ: চরিতামৃত
মহারাজ প্রতাপরুদ্রের উক্তি।

কালা কৃষ্ণদাস নবদ্বীপে যাইয়া প্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে শ্রীনীলাচলে প্রত্যাগমন-সংবাদ শচী-বিষ্ণুপ্রিয়াকে এবং নদীয়ার ভক্তবৃন্দকে দিয়াছেন। নীলাচলে প্রভু-দর্শনে যাইবেন বলিয়া সকলেই আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদিগের গভীরতম দুঃখান্ধকারের মধ্যেও একটি আশার প্রদীপ মিটিমিটি জ্বলিতেছিল। প্রভু নীলাচলে আছেন, বৎসরের একবারও তাঁহার শ্রীমুখ দেখিতে পাইবেন।

---

(১) কতিচিচ্ছ দিনানি তত্রৈতে গময়িত্বা যুগপত্তথা যযুঃ।
স গদাধর পণ্ডিতোঽপ্যয়ং জগদানন্দ মহাশয়োঽপিচ ।।
শ্রীচৈতন্যচরিত।

কিন্তু তাঁহারা যখন শুনিলেন তাঁহাদের জীবনসর্ব্বস্বধন শ্রীগৌরাঙ্গনিধি নীলাচল হইতে দক্ষিণ দেশ যাত্রা করিয়াছেন, তখন তাঁহাদিগের সেই ক্ষীণ আশা-প্রদীপটি যেন সহসা নির্ব্বাপিত হইল। তাঁহারা মনে মনে স্থির করিলেন, প্রভু যদি ফিরিয়া না আসেন, তাঁহারা প্রাণ আর রাখিবেন না। নদীয়াবাসী ভক্তবৃন্দ নীলাচলে লোক পাঠাইয়া অনুসন্ধান করিলেন প্রভু কত দিনের জন্য তীর্থভ্রমণে গিয়াছেন, তিনি পুনরায় নীলাচলে আসিবেন কি না। কারণ প্রভু নিজ মুখে তাঁহাদিগকে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতভবনে বলিয়া গিয়াছেন, তিনি শ্রীনীলাচলে বাস করিবেন, সেখানে যাইলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। কিন্তু তিনি নীলাচলে গিয়া দুই মাস কাল থাকিয়াই তীর্থ ভ্রমণে দূরদেশে চলিলেন, ইহার কারণ নদীয়াবাসী ভক্তবৃন্দ বুঝিতে না পারিয়া বড়ই বিপন্ন হইলেন। তাঁহাদিগের বড় আশা ছিল, রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীক্ষেত্রে গমন করিবেন, তাঁহাদের জীবনধন শ্রীগৌরাঙ্গনিধির শ্রীবদনচন্দ্র দেখিবেন, তাঁহাদের সে আশায় ছাই পড়িল। দুইবার রথ যাত্রার সময় কাটিয়া গেল,—দুই অষাঢ় গত হইল, প্রভু নীলাচলে নাই, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা দেখিতে নদীয়ার একটি লোক যাইলেন না। প্রতি বৎসর কেহ না কেহ নবদ্বীপ হইতে রথযাত্রা দর্শন করিতে নীলাচলে যাইতেন, কিন্তু এই দুই বৎসর আর কেহই যাইলেন না। নদীয়াবাসী ভক্তবৃন্দ যখন শুনিলেন প্রভু চিরদিনের মত নবদ্বীপের মত নীলাচল ত্যাগ করেন নাই, তীর্থ দর্শন করিয়া পুনরায় সেখানে ফিরিবেন, তখন তাঁহাদিগের প্রাণে আশার সঞ্চার হইল, তবে প্রভুর পুনরায় দর্শন পাইব, এই আশায় বুক বান্ধিয়া তাঁহারা এই দুই বৎসর কাল মহা উৎকণ্ঠার সহিত আশাপথ চাহিয়া আছেন। এই দীর্ঘকালব্যাপী প্রভুর অদর্শনজনিত বিরহে তাঁহারা মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছেন, গৌর-বিরহ-দুঃখানলে তাঁহাদিগের মন, প্রাণ, হৃদয় ও দেহ দগ্ধীভূত হইয়াছে, তাঁহারা প্রভু-বিরহশোকে কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়াছেন, কেবলমাত্র তাঁহার দর্শনাশায় প্রাণ রাখিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা প্রভুর নীলাচলে শুভাগমন সংবাদ পাইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। এই শুভসংবাদটি তাঁহাদিগের মৃতপ্রায় জীবন রক্ষার পক্ষে মৃতসঞ্জীবনী সুধা হইল। তাঁহারা আনন্দে নাচিয়া উঠিলেন। আর তাঁহাদের কোন কষ্টই রহিল না।

এখন শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা বলি। প্রভুর বাসমন্দিরে তাঁহার বৃদ্ধা জননী ও তরুণী ঘরণী দিবানিশি গৌরবিরহে মগ্ন থাকেন। প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর হইতেই তাঁহারা আর গৃহ সংসারে মন দেন না। যাঁহাকে লইয়া গৃহসংসার, যখন তিনিই গৃহে নাই, তখন গৃহে আর বনে প্রভেদ কি? শচীমাতা তাঁহার দুঃখিনী পুত্রবধূটিকে লইয়া দিবানিশি গৌরকথা কহেন। গৌরকথার প্রভাবে তাঁহারা এপর্য্যন্ত জীবন ধরিয়া আছেন। যদি কেহ গৃহে আসেন, তিনিও গৌরকথা-সমুদ্র-তরঙ্গে মগ্ন হন, সেখানে আন্ কথা নাই, আন্ চিন্তা নাই। শ্রীগৌরাঙ্গজননী শুনিয়াছেন, তাঁহার পুত্র দক্ষিণ দেশ গমন করিয়াছিলেন, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও শুনিয়াছেন তাঁহার প্রাণবল্লভ এক্ষণে বহুবল্লভ হইয়াছেন, তাঁহার শ্রীমুখের হরিনাম গানে সর্ব্বদেশের লোক মুগ্ধ হইয়া তাঁহার চরণাশ্রয় করিতেছে, সমগ্র দক্ষিণ দেশবাসীকে তাঁহার প্রাণবল্লভ বৈষ্ণব করিয়াছেন। তিনি নীলাচলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, সিন্ধুকূলে প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছেন, মধুর হরিনাম দিয়া তিনি সর্ব্বজীবকে আনন্দসাগরে ভাসাইতেছেন—

প্রাণনাথ মোর সিন্ধুকূলে প্রেমে নাচিছে।
হরি বোলে কত লোক সুখে ভাসিছে। ধ্রু।

ইহাতেই পতিপ্রাণা গৌরবক্ষবিলাসিনী নবদ্বীপময়ী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সুখ। তিনি সকল সুখ ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু গৌরকথা রসাস্বাদনরূপ আনন্দ এবং গৌরাঙ্গ-যশঃকীর্ত্তি প্রকাশরূপ সুখের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। গৌরকথা শুনিতে পাইলে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সকল দুঃখ ভুলিয়া যান, শ্রীগৌরাঙ্গের-যশঃকীর্ত্তি-গান শুনিলে তিনি আনন্দে আত্মহারা হন। এই সুখেই তিনি জীবন রাখিয়াছেন। কালা কৃষ্ণদাস নবদ্বীপে আসিয়া

প্রভুর দেশভ্রমণ-কাহিনী সকলি বলিয়াছেন, গৌরাঙ্গ-ঘরণী প্রভুর লীলারঙ্গ সকলই শুনিয়াছেন। প্রভুর মন্দিরে শ্রীপরমানন্দ পুরীগোসাঞি আসিয়াছিলেন, তাঁহার মুখেও তিনি প্রাণবল্লভের লীলাকথা শুনিয়াছেন। যখন যেখানে যে প্রভুর কথা শুনে, সর্ব্বাগ্রে আসিয়া শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট তাহা বলে; কারণ তাহারা জানে গৌরকথা শ্রবণই এক্ষণে তাঁহাদিগের জীবনধারণের একমাত্র উপায়। শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে নাই, কিন্তু তাঁহার অনন্ত লীলারঙ্গ-কথা সর্ব্বনদীয়াবাসীর মুখে সর্ব্বদা গীত হইতেছে, তাঁহার অপরূপ রূপরাশির কথা, তাঁহার অনন্ত গুণরাজির কথা নদীয়ার আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে নিরন্তর গীত ও শ্রুত হইতেছে। প্রভুর প্রেরিত প্রসাদ শচীমাতা পাইলেন, তিনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে দিলেন। প্রিয়াজি কৃতার্থ বোধ করিলেন, প্রেমাশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। তাঁহার মনে বড় আনন্দ হইল; কেন না, তাঁহার প্রাণবল্লভ তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন। এখন তাঁহার এই কৃপাকণা পাইলেই তিনি কৃতকৃতার্থ মনে করেন। অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরভগবান ইহা জানেন, তাই জননী ও ঘরণীকে স্মরণ করিয়া শ্রীনীলাচল হইতে তাঁহাদিগের জন্য লোক দ্বারা প্রসাদ পাঠান। জননীর নাম করিয়া কান্দিয়া আকুল হন, ঘরণীর নাম করিতে পারেন না; কারণ তিনি সন্ন্যাসী; সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীর নাম স্মরণ করা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ।

শচীমাতাকে দর্শন করিতে গৌর-গৃহে নদীয়ার ভক্তবৃন্দ নিত্য আসেন। তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিয়া তাঁহার পদতলে বসিয়া গৌরকথা বলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী অন্তরালে দাঁড়াইয়া শ্রবণ করেন। প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাগমন সংবাদ পাইবামাত্র, নদীয়ার সর্ব্বভক্তগণ প্রভুর শ্রীমন্দিরে মিলিত হইলেন। শচীআঙ্গিনায় সেদিন মহা আনন্দোৎসব হইল। "জয় নবদ্বীপচন্দ্রের জয়" রবে সর্ব্ব নদীয়া প্রকম্পিত হইল। শচীমাতার নয়নযুগলে প্রেমাশ্রু-নদী প্রবাহিত হইল, তিনি কান্দিতে কান্দিতে সর্ব্ব লোককে আশীর্ব্বাদ করিলেন "বাবা তোমরা বাঁচিয়া থাক, আমার মাথার যত চুল, তত বৎসর তোমাদের পরমায়ু হউক। তোমরা আমাকে আজ যে শুভসংবাদ দিলে, তাহাতে আমার প্রাণ বাঁচিল। নিমাই আমার বেঁচে আছে, আমাদের স্মরণ করিয়াছে, এই আমার যথেষ্ট। এত দুঃখের মধ্যেও এই আমার আনন্দ। এই আনন্দে তোমরা বাপ, আমাকে যেন বঞ্চিত করিও না।" ভক্তবৃন্দ শচীমাতার কথা শুনিয়া কান্দিয়া আকুল হইলেন। সকলে তাঁহাকে বলিলেন "মা! আমরা এই রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচলে যাইয়া প্রভুকে দেখিয়া আসিব। তুমি আজ্ঞা কর, আমরা শ্রীগৌরাঙ্গচরণ-দর্শনে যাত্রা করি"। শচীমাতা কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন "বাপ সকল! তোমরা স্বচ্ছন্দে নীলাচল গমন কর, আমার নিমাইকে একবার আমাকে দেখা দিয়া যাইতে কহিও। সোনার বাছার চাঁদবদন খানি আমি বহুদিন দেখি নাই। একবার নিমাইর চাঁদ বদন দেখিতে পাইলেই আমার সকল দুঃখ দূর হইবে। আমি নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারি"। বৃদ্ধা শচীমাতার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল। তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। ভক্তবৃন্দ সকলে অতি কষ্টে তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী গৃহাভ্যন্তরে মৃতবৎ পড়িয়া আছেন। তাঁহার নিকটে সখি কাঞ্চনমালা বসিয়া আছেন। সখির নয়নজলে দেবীর পরিধানবস্ত্র সিক্ত হইতেছে। দেবীর নয়নজলে ভূমিতল সিক্ত হইতেছে। এই নীরব রোদনই শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ভজন।

ভক্তবৃন্দ শচীমাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া শ্রীনীলাচল-যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অনেকেই শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নিকটে ছুটিলেন। তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীনীলাচলযাত্রার শুভ দিন স্থির করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তিন দিন মহা সমারোহে মহোৎসব দিলেন। তাঁহার অক্ষয় ভাণ্ডার। প্রভুর কৃপায় তাঁহার গৃহে কোন দ্রব্যেরই অভাব নাই। প্রভুদর্শনে যাইবেন, এই আনন্দে তিনি উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। গৃহে তিন দিবস পর্য্যন্ত নদীয়ার ভক্তবৃন্দকে রাখিয়া নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। অন্যান্য স্থানের ভক্তগণকে সংবাদ দিলেন। তাঁহারাও

আসিয়া শ্রীঅদ্বৈতভবনে মিলিত হইলেন। কাঞ্চনপাড়া হইতে শিবানন্দ সেন, কুলীন গ্রামের গুণরাজ ও সত্যরাজ খান, শ্রীখণ্ড হইতে শ্রীনরহরি সরকারের ভ্রাতাগণ আসিলেন। মুকুন্দের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বাসুদেব দত্ত, দামোদরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্করপণ্ডিত, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, সকলেই চলিলেন। অদ্বৈতপ্রভুর নিকট হরিদাস ছিলেন। তিনি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর চরণে করযোড়ে নিবেদন করিলেন "এ অধম কি প্রভু দর্শনে যাইতে পারে?" হরিদাসের যবন খ্যাতি, যবনের শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শনে অধিকার নাই। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন "হরিদাস! কোন ভয় নাই। তুমি আমার সঙ্গে চল। তুমি না যাইলে প্রভু দুঃখিত হইবেন। তুমি না যাইলে আমারও যাওয়া হইবে না"। হরিদাস কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন "আমি কিন্তু শ্রীক্ষেত্রের মধ্যে যাইব না, দূরে থাকিয়া প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিব। কারণ আমি নীচ জাতি। আমার স্পর্শে ক্ষেত্রবাসী মহাত্মাদিগের শরীর অপবিত্র হইবে"। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু হাসিয়া কহিলেন "সে সকল কথা প্রভু জানেন, তিনি তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন"। হরিদাস আশা পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে প্রায় চারি শত নদীয়ার ভক্ত সঙ্গে করিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীনীলাচল যাত্রা করিলেন। প্রভুদর্শনে এই তাঁহাদের প্রথম নীলাচলযাত্রা, তাঁহারা সকলেই নবদ্বীপে আসিয়া শচীআঙ্গিনায় একত্রিত হইলেন। শচীমাতাকে প্রণাম করিয়া সকলেই তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। শচীমাতা ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী স্বহস্তে প্রভুর জন্য নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দিলেন। সকলেই নিজনিজ গৃহ হইতে নানা প্রকার উপহার লইয়া যাইতেছেন। শচীমাতা একে একে সকল লোকের হাত ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিয়া দিলেন, "তোমরা সকলে মিলিয়া আমার নিমাইকে একবার নবদ্বীপে ধরিয়া আনিয়া আমাকে দেখাইও। আমি তাহার চাঁদমুখ খানি বহুদিন দেখি নাই। তাহাকে বলিও একটিবার যেন সে তাহার দুখিনী জননীকে দেখা দেয়"। এই কথা বলিতে বলিতে তিনি ভূমিতলে বসিয়া পড়িলেন, আর উঠিতে পারিলেন না, আর তাঁহার কথা কহিবার শক্তিও রহিল না। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী গৃহদ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন, আর গৌরভক্তবৃন্দকে দর্শন করিতেছেন। তাঁহাকে ধরিয়া সখি কাঞ্চনমালা দাঁড়াইয়া আছেন। চক্ষের জলে দুই জনেরই বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে।

শচীমাতার পদধূলি লইয়া নদীয়ার ভক্তগণ শুভদিনে শ্রীনীলাচল যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে সংকীর্ত্তন যজ্ঞানুষ্ঠানের সমস্ত দ্রব্যাদি চলিল। খোল, করতাল ও মন্দিরা, নিশান, ডঙ্কা সমস্তই চলিল। ইহা তাঁহাদের ভজনের উপকরণ, যুগধর্ম্ম প্রচারের প্রয়োজনীয় বস্তু।

এই সময় নীলাচলের পথ অতিশয় দুর্গম ছিল। হিন্দু-মুসলমানে যুদ্ধ চলিতেছিল। শত্রু দলের লোক পথের স্থানে স্থানে গুপ্তভাবে নিযুক্ত প্রহরী হিন্দুদিগের উপর বড়ই অত্যাচার করিত। কিন্তু প্রভুর কৃপায় নদীয়ার ভক্তবৃন্দের পথে কোনই বিপদ ঘটিল না। দুই মাসকালব্যাপী পথশ্রমের পর স্বচ্ছন্দে তাঁহারা শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। ভক্তবৃন্দের পায়ে নূপুর, হাতে করতাল, বদনে হরিনাম। তাঁহারা মধুর নয়নরঞ্জন নৃত্য করিতে করিতে সংকীর্ত্তনরঙ্গে পথে চলিয়াছেন। গৌর-আনা-গোসাঞি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু সর্ব্বাগ্রে কটি দোলাইয়া ভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে হুঙ্কারগর্জ্জন করিয়া বলিতেছেন, "জয় জগন্নাথের জয়, জয় নবদ্বীপচন্দ্রের জয়", আর এই জয়ধ্বনি সহস্রমুখে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। নীলাচলবাসী এমন প্রাণমনোন্মাদকারী নয়নরঞ্জন দৃশ্য কখন দেখেন নাই। নদীয়ার ভক্তবৃন্দ এই ভাবে চিত্রোৎপলা নদীতীরে আসিয়া পৌঁছিলেন॥ মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র রথযাত্রা উপলক্ষে তখন নীলাচলে আসিয়াছেন। তিনি একথা শুনিলেন, অপূর্ব্ব এই দৃশ্য দেখিবার জন্য তিনি কিরূপ ব্যগ্র হইলেন, সে সকলকথা পরে বলিব।

কৃপাময় পাঠকবৃন্দ! নদীয়ার ভক্তবৃন্দকে এখানে রাখিয়া একবার আমাদের ভাবনিধি প্রভুর নিকটে আসুন।

রথযাত্রার পূর্ব্বে স্নানযাত্রা। শ্রীক্ষেত্রে অতিশয় ধুম-ধামের সহিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা পর্ব্বের অনুষ্ঠান হয়। গ্রীষ্মের সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানোৎ-সব হয়। পঞ্চদশ দিবস তাঁহার দর্শন বন্ধ হয়। প্রভু নিত্য নিয়মিতরূপে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করেন। শ্রীমন্দিরে যাইয়া যখন তিনি দেখিলেন দর্শন বন্ধ, তখন প্রভু মাথায় হাত দিয়া শ্রীমন্দিরদ্বারে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার দুঃখ ভক্তগণ কেহ বুঝিলেন না। তিনি অধোবদনে অঝোরনয়নে বুঝিতেছেন। তাঁহার নয়নজলে সেখানে যেন নদীর স্রোত প্রবাহিত হইল। ভক্তবৃন্দ প্রভুর অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। তিনি কাহাকেও কিছু বলিতেছেন না, কেবল রোদন করিতেছেন। অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কাতর কণ্ঠের ক্ষীণস্বরে কহিলেন "আমার প্রাণ-বল্লভের শ্রীমুখ না দেখিয়া আমার প্রাণ ফাটিয়া গেল। এই পঞ্চদশ দিন আমি কি করিয়া প্রাণ ধরিব? তখন ভক্তগণ বুঝিলেন প্রভুর দুঃখ কি? শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পঞ্চদশ দিবস দর্শন বন্ধ, আর কি প্রভু নীলাচলে থাকিতে পারেন? তিনি পাগলের ন্যায় ছুটিলেন,—বাহ্যজ্ঞান নাই। ভক্তগণও সঙ্গে ছুটিলেন। প্রভু ছুটিতে ছুটিতে একেবারে আলালনাথে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে আসিয়াও মন সুস্থির করিতে পারিলেন না। নদীয়ার ভক্তবৃন্দ রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আসিতে-ছেন, প্রভু তাহা জানেন,—ভক্তবৃন্দও জানেন। এ সময়ে প্রভুর শ্রীক্ষেত্রে থাকা উচিত, ইহা তাঁহারা প্রভুকে বুঝাইয়া বলিলেন। কিন্তু তিনি কথা কহিলেন না। তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমুখচন্দ্র না দেখিয়া বড়ই কাতর হইয়াছেন। তিনি কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা কহিলেন না। এইভাবে প্রভু আলালনাথে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পড়িয়া আছেন। নীলাচলের সকল লোকেই প্রভুর এইরূপ অকস্মিকভাবে শ্রীক্ষেত্র ত্যাগে বিস্মিত হইল। রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্রও শুনিলেন প্রভু আলালনাথে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি দুঃখিত হইয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ডাকাইলেন। তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন "আপনি যেমন করিয়া পারেন প্রভুকে এই রথযাত্রার সময়ে শ্রীক্ষেত্রে লইয়া আসুন। তিনি না আসিলে রথযাত্রাই হইবে না।" সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কি করেন। স্বয়ং আলালনাথে ছুটিলেন। প্রভুর অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন। তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, প্রভু কিছুতেই আসিলেন না, কারণ শ্রীক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের পঞ্চদশ দিবস দর্শন নাই। সার্ব্ব-ভৌম ভট্টাচার্য্য সেখানেই রহিলেন। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলেন, "নদীয়ার ভক্তগণ আসিতেছেন, তোমাকে যদি তাঁহারা দেখিতে না পান, সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন, তুমি ভক্তবৎসল, ভক্তের জন্য তুমি সকলই করিতে পার, চল প্রভু! ভক্তের মুখ চাহিয়া নিজদুঃখ দূর কর। তোমার জন্য নদীয়ার ভক্তবৃন্দ প্রাণে মরিয়া নীলাচলে আসিতেছে। তুমি এত অবুঝ হইও না।" প্রভু তখন শ্রীক্ষেত্রে পুনরাগমন করিতে সম্মত হইলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া শ্রীক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন। সর্ব্বভক্তবৃন্দ শত-মুখে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

প্রেমনিধি প্রভুর শ্রীজগন্নাথ-দর্শনসুখের গাঢ়ত্ব অনুভব করা জীব-শক্তির কার্য্য নহে। এই যে প্রভুর শ্রীজগ-ন্নাথের অদর্শনে নীলাচল ত্যাগ, ইহার মর্ম্ম মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য। "শ্রীভগবানের প্রেমচেষ্টা মানুষে কি করিয়া বুঝিবে? এ সকল বিষয়ের বিচার না করাই ভাল। কৃপাময় পাঠকবৃন্দ! প্রভুর এই লীলারঙ্গটি মনে মনে ধ্যান করুন। ইহা ধ্যানের বিষয়,—বুঝাইবার বিষয় নহে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্রের শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রীতির কথা কিছু বলিব। ইহা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও ইহাতে মধু আছে। গৌরভক্তভৃঙ্গগণ গৌরকথা-মধু আহরণে সতত চেষ্টিত থাকেন। এই প্রসঙ্গে গৌরকথা-মধু আছে, অতএব ইহা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নহে।

রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শনাভিলাষী হইয়া শ্রীক্ষেত্রে আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন স্নান-যাত্রা উপলক্ষে পঞ্চদশ দিবস বন্ধ হইয়াছিল বলিয়া প্রভু

মনের দুঃখে ছুটিয়া আলালনাথে পলায়ন করিয়াছিলেন। রাজাপ্রতাপরুদ্র ইহা শুনিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে পাঠাইয়া প্রভুকে পুনরায় নীলাচলে আসিয়াছেন। তাঁহার মনের একান্ত বাসনা প্রভুর সহিত মিলিত হন। কিন্তু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে বলিয়াছেন প্রভু বিষয়ীর সঙ্গ করেন না। ইহাতে রাজা প্রতাপরুদ্র বিষম মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছেন বটে. কিন্তু প্রভুর চরণ-দর্শনাশা ছাড়েন নাই। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উপর তিনি এই দুরূহ কর্ম্মের ভার দিয়াছেন। উপযুক্ত পাত্রেই এই উপযুক্ত কর্ম্মভার ন্যস্ত হইয়াছে। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, যাহাতে রাজার প্রতি প্রভু কৃপাদৃষ্টি করেন, তিনি সময় ও সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছেন। সম্মুখে রথযাত্রা, নদীয়ার ভক্তবৃন্দ আসিতেছেন,—নীলাচলে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। সকলকেই প্রভু কৃপা বিতরণ করিতেছেন। গজপতি প্রতাপরুদ্র জগন্নাথ-সেবক ভক্তিমান্ রাজা। প্রভুর প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা, তাঁহার চরণে অচলা ভক্তি। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ইহা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একদিন তিনি প্রভুর নিকটে আসিয়া দেখিলেন তিনি একটি নিভৃত স্থানে একাকী বসিয়া মালাজপ করিতেছেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া নিকটে বসিলেন। প্রভুকে একা পাইয়া মনের কথাটি বলিবার এখন অবসর পাইলেন। তিনি করযোড়ে প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন "প্রভুহে! যদি অভয়দান করেন, অদ্য আপনার চরণে একটী কথা নিবেদন করি।" সর্ব্বজ্ঞপ্রভু ভট্টাচার্য্যের মনের কথাটি জানেন। কাজেই উত্তর করিলেন—

——"কহ তুমি কিছু নাহি ভয়।
যোগ্য হইলে করিব অযোগ্য হইলে নয়॥" চৈঃ চঃ

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বহুদর্শী, বুদ্ধিমান এবং সুচতুর প্রবীন পণ্ডিত। প্রভুর শেষ কথাটি শুনিয়াই বুঝিলেন, তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। তবে যখন প্রভু অভয় দিয়াছেন, কথাটি বলিয়া দেখি, তিনি কি বলেন। এই ভাবিয়া ভয়ে ভয়ে কহিলেন "মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র আপনার শ্রীচরণদর্শনভিখারী। তিনি বিশেষ উৎকণ্ঠাযুক্ত হইয়া দিন যাপন করিতেছেন (১)। আপনি কৃপা করিয়া তাঁহার মনবাঞ্ছা পূর্ণ করুন, এই আমার নিবেদন।" শ্রীগৌরভগবান এই কথা শুনিবামাত্র মালা রাখিয়া দুইহস্তে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া নারায়ণ স্মরণ করিয়া বিরক্তভাবে কহিলেন—

"সার্ব্বভৌম! কেন কহ অযোগ্য বচন।
সন্ন্যাসী বিরক্ত, আমাব রাজ দবশন,
স্ত্রী দরশন সম বিষের ভক্ষণ॥"

তথাহি—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত! হন্ত! বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥ (১)
চৈঃ চঃ নাটক

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর কথা শুনিয়া থতমত খাইয়া কহিলেন "প্রভু! তুমি যাহা বলিলে সকলি সত্য। রাজা কিন্তু জগন্নাথের সেবক এবং পরম ভক্ত"।

প্রভু গম্ভীরভাবে ভট্টাচার্য্যের মুখের প্রতি চাহিয়া ভ্রুভঙ্গী করিয়া কহিলেন—

---

(১) মহারাজ প্রতাপরুদ্রের উৎকণ্ঠার কথা তাঁহার উক্তি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের শ্লোক পাঠে বুঝিতে পারিবেন।

অদূরচেষ্টা মম রাজ্যচেষ্টা, সুখস্য ভোগশ্চ বভূব রোগ।
অতঃপরং চেৎ স ন বীক্ষতে মাং ন ধারয়িষ্যে বত জীবনঞ্চ॥

অর্থ। আমার রাজ্য রক্ষা আর ভাল লাগিতেছে না, সুখৈশ্বর্য্য ভোগ রোগের মত বোধ হইতেছে। এখনও যদি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি না করেন, তবে আর এজীবন ধারণ করিব না। রাজার এই কথা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন।

(১) অর্থ। নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভজনোন্মুখ, এবং পর পারে যাইতে ইচ্ছুক ব্যক্তির বিষয়ী ও কামিনীগণের সন্দর্শন বিষ ভক্ষণ হইতেও অসাধু অর্থাৎ অনিষ্টকর।

"তথাপি রাজা কাল সর্পাকার।
কাষ্ঠ নারী স্পর্শে যৈছে উপজে বিকার॥" চৈঃ চঃ

তথাহি—

আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।
যথাহের্ম্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি॥ (১)
চৈঃ চঃ নাটক

প্রভু এই কথা বলিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে উত্তরের অবসর না দিয়াই ভয় দেখাইয়া পুনরায় কহিলেন "যদ্যেব পুনরুচ্যতে তদাত্র ন পুনরহং দ্রষ্টব্যঃ" অর্থাৎ—

ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে।
পুন যদি কহ আমা এথা না দেখিবে॥ চৈঃ চঃ

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ভয় পাইলেন। প্রভুকে আর কোন কথা বলিবার তাঁহার সাহস হইল না। তিনি বিষণ্ণ বদনে প্রভুর চরণ বন্দনা করিয়া সেদিন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রভুকর্ত্তৃক রাজা প্রতাপরুদ্রের বিষম পরীক্ষার এই সূচনামাত্র। লোকশিক্ষার অনুরোধে দয়াময় শ্রীগৌরভগবান ভক্তোত্তম জগন্নাথসেবক রাজা প্রতাপরুদ্রকে বিষম পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সে সকল লীলাকথা যথাক্রমে বর্ণিত হইবে।

রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্রের শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রীতি যে অকপট, তাহা তাঁহার কার্য্য দেখিলেই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। রায় রামানন্দ তাঁহার অধিকৃত কাঞ্চী প্রদেশস্থ বিদ্যা নগরের রাজ প্রতিনিধি। তাঁহাকে বিদ্যানগরের রাজা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রভুর আদেশ —তিনি বিষয় ত্যাগ করিয়া শ্রীনীলাচলধামে তাঁহার নিকটে আসুন। রায় রামানন্দ প্রভুর বিশেষ কৃপাপাত্র! তিনি গৃহী বৈষ্ণব,—অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ করিতেছিলেন। প্রভুর ইঙ্গিত পাইবামাত্র রাজা প্রতাপরুদ্রকে লিখিলেন "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আপনার দক্ষিণ দেশের রাজধানী বিদ্যানগরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশ,—আমি তাঁহার সঙ্গে নীলাচলে থাকি। আমার অন্য ইচ্ছা হইতে পারে না। তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। আপনি পরম সুকৃতিবান্ রাজা। কারণ তিনি আপনার রাজ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। আমার নিবেদন,—আমাকে এই বিষয়-বিষ হইতে মুক্ত করুন"। রাজা প্রতাপরুদ্র রায় রামানন্দকে বিশেষ রূপে জানিতেন। ইহার উপর আবার শুনিলেন প্রভু তাঁহাকে দর্শনদানে কৃপা করিয়াছেন। তাঁহার বিদ্যানগরের রাজ্যভার অপর এক জন যোগ্য ব্যক্তির হস্তে দিয়া ভক্ত চূড়ামণি রায় রামানন্দকে তৎক্ষণাৎ বিষয়মুক্ত করিয়া দিলেন। রাজার শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রীতির পূর্ণ পরিচয় তাঁহার এই কার্য্যে পাওয়া গেল।

রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে রাজধানী কটক হইতে রায় রামানন্দ শ্রীক্ষেত্রে আসিলেন। রাজকার্য্যের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। রায় রামানন্দ শ্রীক্ষেত্রে আসিয়াই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন না করিয়াই অগ্রে প্রভুর বাসায় যাইয়া তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন। প্রভু তাঁহাকে দেখিয়া প্রেমানন্দে কান্দিয়া ফেলিলেন। আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া তাঁহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া দুই জনেই প্রেমাবেগে বহুক্ষণ অঝোর নয়নে ঝুরিলেন। ভক্তবৃন্দ রায় রামানন্দের সহিত প্রভুর এইরূপ অপূর্ব্ব স্নেহ-ব্যবহার দেখিয়া বিস্মিত হইলেন (১)। রায় রামানন্দ তাঁহার প্রতি রাজার দয়া প্রকাশের কথা সকলি বলিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

রায় কহে তোমার আজ্ঞায় রাজাকে কহিল।
তোমার ইচ্ছায় রাজা মোরে বিষয় ছাড়াইল॥
আমি কহিল আমা হৈতে না হয় বিষয়।
চৈতন্যচরণে রহোঁ যদি আজ্ঞা হয়॥

(১) চিত্রপটস্থ স্ত্রী ও বিষয়ীদিগের মূর্ত্তি দেখিয়া নিষ্কিঞ্চন প্রভৃতির ভয় হওয়া উচিত। সেহেতু সর্পদর্শনে যেরূপ মনে ক্ষোভ হয়, সেইরূপ সর্পের আকার দেখিয়াও হয়॥

(১) রায় প্রণতি কৈল প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন॥
রায় সনে প্রভুর দেখি স্নেহ ব্যবহার।
সব ভক্তগণে মনে হৈল চমৎকার॥ চৈঃ চঃ

তোমার নাম শুনি রাজা আনন্দিত হৈল।
আসন হৈতে উঠি মোরে আলিঙ্গন কৈল ॥
তোমার নাম শুনি হৈল মহাপ্রেমাবেশে।
মোর হাতে ধরি কহে পিরীতি বিশেষে ॥
"তোমার যে বর্ত্তন তুমি খাও সে বর্ত্তন।
নিশ্চিন্ত হইঞা সেব প্রভুর চরণ ॥
আমি ছার যোগ্য নহি তাঁর দরশনে।
তাঁরে যেই সেবে তার সফল জীবনে ॥
পরম কৃপালু তিঁহো ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কোন জন্মে মোরে অবশ্য দিবেন দরশন ॥"
যে তাঁহার প্রেম-আর্ত্তি দেখিল তোমাতে।
তার এক লেশ প্রীতি নাহিক আমাতে ॥

প্রভুর নিকটে আবার সেই রাজা প্রতাপরুদ্রের কথা,—বিষয়ীর কথা। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যাহার জন্য সেদিন বিড়ম্বিত হইয়াছেন। কিন্তু ভক্তবৎসল প্রভু ভক্তচূড়ামণি রায় রামানন্দের নিকটে রাজার সম্বন্ধে এবার ভিন্ন ভাবে কথা কহিলেন। দয়াময় প্রভু তাঁহার অন্তরের কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতেছেন না। কিন্তু প্রকারান্তরে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তের নিকট নিজ মনোভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

প্রভু কহেন তুমি "কৃষ্ণভকত প্রধান।
তোমারে যে প্রীতি করে সেই ভাগ্যবান ॥
তোমাকে এতেক প্রীতি হইল রাজার।
এই গুণে কৃষ্ণ তাঁরে করিবেন অঙ্গীকার।"

এই বলিয়া প্রভু নিম্নলিখিত শাস্ত্রীয় বচনটি পাঠ করিলেন (১)। এক্ষণে বিচার্য্য প্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে কেনই বা বলিলেন "রাজার কথা মুখে আনিলে আমি নীলাচল ছাড়িয়া পলায়ন করিব", আর রায় রামানন্দকেই বা কেন এত আশার কথা বলিলেন? ইহাই প্রভুর লীলারঙ্গ। শ্রীগৌরভগবানের লীলারহস্য ভেদ করিবার শক্তি কাহারও নাই। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বুঝিতে।
বুদ্ধি প্রবেশ নাহি তাতে না পারি বর্ণিতে ॥

একই বিষয় প্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকটে এক ভাবে বলিলেন, আবার তাহাই রায় রামানন্দের নিকটে অন্যভাবে কহিলেন। দয়াময় শ্রীগৌরভগবান রাজা প্রতাপরুদ্র সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অতি কঠোর কথা। রায় রামানন্দকে যাহা কহিলেন, ইহা অতি মধুর কথা। ভক্তবৎসল প্রভু লোকশিক্ষার জন্য সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে যাহা বলিলেন, তাহাতে তিনি স্বয়ং দুঃখিত। তিনি জানেন, তাঁহার অবিদিত কিছুই নাই। তিনি জানেন, তাঁহার ভক্ত রাজা প্রতাপরুদ্রের কর্ণে একথা যাইবে, এবং ইহা শুনিয়া রাজা নিদারুণ মনঃকষ্ট পাইবেন। ভক্তদুঃখহারী শ্রীগৌরভগবান ভক্তদুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত রায় রামানন্দকে রাজার সম্বন্ধে এই সকল আশাপ্রদ মধুর কথা কহিলেন। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানেন, রায় রামানন্দ এখনি যাইয়া রাজার নিকট এ সকল কথা বলিবেন এবং ইহা শুনিয়া রাজা প্রতাপরুদ্রের তাপিত প্রাণ শীতল হইবে। সাধে করিয়া কি কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লীলা অমৃতের সার।
এক লীলা প্রবাহে বহে শত শত ধার ॥

---

(১) যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ! নমে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা স্তে মে ভক্ততমা মতা ॥ গীতা

অর্থ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন "হে পার্থ! যে জন কেবল আমার ভক্ত সে আমার ভক্ত নহে। যে জন আমার ভক্তের ভক্ত অর্থাৎ আমার ভক্তদিগকে ভজনা করে, সেই আমার সর্ব্বোৎকৃষ্টতম ভক্ত।

(ক) আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্ ॥ পদ্মপুরাণ।

অর্থ। মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিলেন "হে দেবি! সকল দেবতার আরাধনার মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ। তাহা হইতে বিষ্ণুভক্তগণের সমর্চ্চন শ্রেষ্ঠতর।

(খ) মদ্ভক্তপূজ্যাভ্যধিকা। অর্থাৎ আমার পূজা হইতে আমার ভক্তের পূজা অভ্যধিক।

শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-সাগর অনন্ত, অপার, অগাধ গম্ভীর। ইহাতে প্রবেশ করিবার শক্তি আমাদের নাই। এই অগাধ-গম্ভীর লীলা-সাগর-তীরে দাঁড়াইয়া লীলালেখকগণ তীরস্থ বারিস্পর্শ সুখানুভব করেন মাত্র। একথাও কবিরাজ গোস্বামীর।

চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অগাধ গম্ভীর।
প্রবেশ করিতে নারি স্পর্শি রহি তীর॥

রায় রামানন্দ শ্রীনীলাচলে আসিয়া প্রথমেই প্রভুর শ্রীচরণ-দর্শনে আসিয়াছেন। প্রভুর চরণ বন্দনা করিয়া শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরী গোসাঞি, ব্রহ্মানন্দ ভারতী গোসাঞি, স্বরূপ দামোদর গোস্বামী, এবং শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন। তাহার পর জগদানন্দ, মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের সহিত মিলিত হইলেন। সকলেই রায় রামানন্দের কথা প্রভুর শ্রীমুখে শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার সহিত কথা কহিয়া বুঝিলেন, তিনি কি বস্তু। তিনি যখন পুনরায় প্রভুর চরণ বন্দনা করিয়া বিদায় চাহিলেন, শ্রীগৌরভগবান মধুর হাসিয়া তাঁহাকে কহিলেন 'রায় রামানন্দ! কমললোচন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি কেমন দেখিলে?"। রায় রামানন্দ কহিলেন "প্রভু হে! আমার ভাগ্যে এখন পর্য্যন্ত শ্রীবিগ্রহ দর্শনলাভ হয় নাই। প্রথমেই আমি আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিয়াছি। এক্ষণে আপনি অনুমতি করুন শ্রীজগন্নাথ দর্শনে যাই।" প্রভু ইহা শুনিয়া যেন চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন—

————"রায়! তুমি কি কর্ম্ম করিলা।
ঈশ্বর না দেখি আগে এথা কেন আইলা॥ চৈঃ.চঃ

রায় রামানন্দ কোনরূপ চিন্তা না করিয়া একেবারেই স্পষ্ট উত্তর দিলেন—

————"চরণ রথ হৃদয় সারথী।
যাঁহা লঞা যায় তাঁহা যায় জীব-রথী॥
আমি কি করিব মন ইহাঁ লঞা আইল।
জগন্নাথ দরশন বিচার না কৈল॥" চৈঃ চঃ

চতুর চূড়ামণি প্রভু একথার আর উত্তর না করিয়া কহিলেন "রায় রামানন্দ! এক্ষণে যাও শীঘ্র শ্রীজগন্নাথ দর্শন কর, তাহার পর গৃহে যাইয়া আত্মীয় স্বজনের সহিত মিলিও।" প্রভুর আদেশবাণী শিরোধার্য্য করিয়া রায় রামানন্দ শ্রীজগন্নাথদর্শনে চলিলেন।

কৃপাময় পাঠকবৃন্দ এক্ষণে একবার মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্রের নিকটে আসুন। তাঁহার অবস্থাটি একবার মনশ্চক্ষে দর্শন করুন। মহারাজ প্রতাপরুদ্র প্রবল প্রতাপান্বিত সূর্য্যবংশীয় স্বাধীন নরপতি। তাঁহার সাম্রাজ্য ভারতবর্ষের অর্দ্ধেক স্থান লইয়া বিস্তৃত। তাঁহার মত সুখৈশ্বর্য্যশালী নরপতির আবার দুঃখ কিসের? তিনি ভগবদ্ভক্ত, সাধুসজ্জন প্রতিপালক,সৎকর্ম্মানুষ্ঠানকারী, তাঁহার উপর শ্রীশ্রীনীলাচলচন্দ্রের অপার কৃপা; তাঁহার আবার দুঃখ কি? এই প্রশ্ন স্বতঃই কৃপাময় পাঠকবৃন্দের মনে উদিত হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাজা প্রতাপরুদ্রের মত দুঃখী জীবজগতে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। তাঁহার দুঃখের কথা পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি। তিনি নির্জ্জন গৃহে একাকী বিরলে বসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর কৃপালালসায় উন্মত্তের ন্যায় যে প্রলাপ বাক্য কহিয়াছিলেন, তাহা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শুনিয়াছিলেন; সে কথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। কৃপাময় পাঠকবৃন্দের অবশ্যই সেই শ্লোকটি স্মরণ আছে। না থাকে ত পুনরায় সেই শ্লোকার্থ শুনুন। মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র কাতর কণ্ঠে বলিতেছিলেন "অহো! রাজ্য-রক্ষা আমার আর ভাল লাগিতেছে না। সুখৈশ্বর্য্যভোগ রোগভোগ বোধ হইতেছে। এখনও যদি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি না করেন, তবে আর এ ছার জীবন রাখিব না।" (১) নদীয়ার সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ

দ্বারাপাহুর্মহতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠ বর্ত্মসু।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবোজনার্দ্দনঃ। শ্রীমদ্ভাগবত।

অর্থ। বিদুর মৈত্রেয়কে কহিলেন "ভগবানকে বা ভগবানের বৈকুণ্ঠ লোক পাইবার পথ স্বরূপ মহৎগণের সেবা অল্পপুণ্য ব্যক্তির দুর্লভ।

(১) অতুলচেষ্টা মম রাজ্যচেষ্টা, সুখস্ত ভোগশ্চ বভূব রোগঃ।
অতঃপরং চেৎ স ন বীক্ষতে মাং ন ধারয়িষ্যে বত জীবনাক॥
শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক।

কুমারটির কৃপালাভে বঞ্চিত হইলে প্রবল প্রতাপান্বিত স্বাধীন নরপতি গজপতি প্রতাপরুদ্র প্রাণ রাখিবেন না, এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি বসিয়া আছেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এ বিষয়ে তাঁহার মন্ত্রী ও প্রধান সহায়। তিনি বিধিমতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু প্রভুর মন টলাইতে পারিতেছেন না॥

মহারাজ প্রতাপরুদ্র তাঁহার রাজভবনে একটি নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে একাকী বসিয়া আছেন, তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ডাকাইতে পাঠাইয়াছিলেন; ভট্টাচার্য্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বসিতে আসন দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ভট্টাচার্য্য মহাশয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রভুর চরণে আমার জন্ম কি নিবেদন করিয়াছেন? সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সকল কথা প্রকাশ করিয়া, রাজার নিকট বলিলেন, যথা শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃতে—

> মোর লাগি প্রভুপাদে কৈলে নিবেদন।
> সার্ব্বভৌম কহে কৈল অনেক যতন॥
> তথাপি না করে তিহোঁ রাজদরশন।
> ক্ষেত্র ছাড়ে পুনঃ যদি করি নিবেদন॥

অর্থাৎ প্রভু রাজদর্শন করিবেন না, এসম্বন্ধে যদি পুনরায় তাঁহাকে অনুরোধ করা হয়, তাহা হইলে তিনি শ্রীনীলাচল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। এই কথা শুনিয়া মহারাজ প্রতাপরুদ্র মনে যে কিরূপ বিষম ব্যথা পাইলেন তাহা কৃপাময় পাঠকবৃন্দ মনে মনে কল্পনা করিয়া লউন,—সে দুঃখ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। রাজা প্রতাপরুদ্র ক্ষণকাল নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় দিয়া প্রবল বেগে বারিধারা নিপতিত হইতে লাগিল। তিনি ঘনঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। পরে কথঞ্চিত সুস্থির হইয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের প্রতি চাহিয়া কহিলেন —

> অদর্শনীয়ানপি নীচ জাতীন্
> স বীক্ষতে চারু তথাপি নো মাম্।
> মদেক বর্জ্জ্যং কৃপয়িষ্যতীতি
> নির্ণীয় কিং সোঽবততার দেবঃ॥ (১)

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পুনরায় কহিলেন—

> জ্ঞাতৈব তস্ত কিল সত্যগিরঃ প্রতিজ্ঞা
> সংপ্রত্যহো ক্রিয়ত এষ ময়াপি পক্ষঃ।
> প্রাণাংস্ত্যজামি কিমু বা কিমু বা করোমি,
> তৎপাদ পঙ্কজযুগং নয়নাধ্বনীনং॥ (২)

শ্রীচৈতন্ত চন্দ্রোদয় নাটক।

রাজা প্রতাপরুদ্র যাহা কহিলেন, তাহা এক্ষণে কবিরাজ গোস্বামীর মধুমাখা ভাষায় শ্রবণ করুন। কবিকর্ণপুর-গোস্বামীর কথার প্রতিধ্বনি করিলেন কবিরাজ গোস্বামী। যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

> পাপী নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার।
> শুনি জগাই মাধাই তিহোঁ করিল উদ্ধার॥
> প্রতাপরুদ্র ছাড়ি করিবেন জগত উদ্ধার।
> এই প্রতিজ্ঞা করি জানি করিয়াছেন অবতার॥
> তাঁর প্রতিজ্ঞা না করিব রাজদর্শন।
> মোর প্রতিজ্ঞা তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন॥
> যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন।
> কিবা রাজ্য কিবা দেহ সব অকারণ।

ইহা ভগবদ্ভক্তের অভিমানের কথা,—ভগবতানুগ্রহমূলক বৈষ্ণবীয় তেজের কথা। এইরূপ ভক্তাভিমানপূর্ণ অকপট ভাবোক্তি শ্রীভগবানের বড় প্রিয়।

---

(১) শ্লোকার্থ। হা ধিক্! দর্শন অযোগ্য যবনাদি নীচ জাতিগণকেও যিনি কৃপাকারুণ্যদৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করিতেছেন, কিন্তু আমার প্রতি কৃপাবলোকন করিলেন না; তবে কি একমাত্র আমাকে বর্জ্জন করিয়া জগতকে কৃপা করিবেন বলিয়াই কি সেই শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ভূতলে অবতার গ্রহণ করিয়াছেন?

(২) সত্যবাদী সেই শ্রীগৌরভগবানের প্রতিজ্ঞা আমি অবগত হইয়াছি; এক্ষণে আমিও এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, হয় আমি প্রাণত্যাগ করিব, না হয় তাঁহার চরণারবিন্দযুগল নেত্রগোচর করিয়া জীবন সার্থক করিব।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য রাজা প্রতাপরুদ্রের শ্রীগৌরাঙ্গানুরাগ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ভক্ত ও ভগবানের সঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়া তিনি কিছু চিন্তিত হইলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র ভট্টাচার্য্যের মুখের ভাব দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য রাজা প্রতাপরুদ্রের অধ্যাত্মিক উন্নতিকর্ম্মের মন্ত্রী। রাজকার্য্যের মন্ত্রীর দায়িত্ব স্বতন্ত্র। অধ্যাত্মিক কার্য্যের মন্ত্রীর কার্য্য স্বতন্ত্র। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এসম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে দূতীর কার্য্য করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীমতি রাধিকার মিলন করাইতে তাঁহার সখিবৃন্দ যাহা করিতেন, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে তাহাই করিতে হইতেছে। ইহা বড় বিষম কার্য্য,—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীগণকে বলিলেন, "তোমাদের সখিকে আমি চিনি না, জানি না, তিনি রাজকন্যা আমি রাখাল,—তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ কি?" সখিগণ বলিলেন, "আমাদের রাধিকা রাজকন্যা হইলেও তোমার অনুরাগিনী, তোমার প্রেমভিখারিণী তোমার জন্য তিনি প্রাণ দিতে পারেন। কৃষ্ণ হে! তুমি আমাদের সখির প্রাণ,—ওকথা তুমি মুখে আনিও না। সখি যদি শুনেন প্রাণ রাখিবেন না"। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের এই দূতী ভাব ও প্রভুর শ্রীকৃষ্ণভাব। ইহা ত হইবারই কথা, কারণ তিনিইত শ্রীকৃষ্ণ। রাজা প্রতাপরুদ্রের শ্রীরাধিকার ভাব। শ্রীগৌরভগবান ভাবনিধি এবং ভাবগ্রাহী। ভাবভক্তির সহিত প্রেমভক্তির সংমিশ্রণে যে সুদৃঢ় প্রেমরজ্জু প্রস্তুত হয়, তাহাতেই শ্রীভগবান ভক্তের নিকট আবদ্ধ হন। রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর অনুরাগী ভক্ত। প্রভুর প্রতি তাঁহার আশ্চর্য্য প্রেমভক্তি দেখিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—

পুনর্গত্বা ক্রয়ামহহ তদিদং নৈব ঘটতে
সনির্ব্বন্ধস্তস্য ব্রঢ়িম গরিমদ্রাঘিমঘনঃ।
সুদুর্ব্বারোহপ্যস্য প্রথিম পটিম প্রৌঢ়িমবহো
মহারাগঃ কশ্চিৎ কমপি ন বিজেতুং প্রভবতি। (১)

চৈঃ চঃ নাটক।

(১) অর্থ। আহা! রাজা ত প্রগাঢ় অনুরাগের চরম সীমায় অধিরোহন করিয়াছেন; আমি এখন কি করি? তবে কি পুনর্ব্বার যাইয়া প্রভুকে বলিব? কিন্তু বলিলেও রাজার সহিত প্রভুর মিলন ঘটিবে বলিয়াও বোধ হয় না। কারণ তাঁহার প্রতিজ্ঞা অতীব গুরুতর, এবং রাজারও অনুরাগ অতিশয় প্রবল এবং অপরিহার্য্য। এইজন্য এতদুভয়ের (প্রতিজ্ঞা ও অনুরাগের) মধ্যে কেহ কাহাকেও পরাজয় করিতে পারিতেছেন না।

এই ভাবিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

———"দেব! না কর বিষাদ।
তোমার উপর প্রভুর হবে অবশ্য প্রসাদ॥
তিহোঁ প্রেমাধীন তোমার প্রেম গাঢ়তর।
অবশ্য করিবেন কৃপা তোমার উপর।" চৈঃ চঃ

এই কথা বলিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য রাজাকে একটি পরামর্শ দিলেন। সেই পরামর্শটি এই,—রথযাত্রার দিন যখন প্রভু সর্ব্বভক্তগণ সঙ্গে প্রেমাবিষ্ট হইয়া রথাগ্রে নৃত্য করিবেন, এবং প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম করিবেন। সেই সময় আপনি রাজবেশ ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণববেশে ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের শ্লোক পাঠ করিতে করিতে প্রভুর চরণ ধারণ করিবেন। কৃষ্ণনাম শুনিলে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিবে না, তখন তিনি আপনাকে বৈষ্ণব জ্ঞানে প্রেমালিঙ্গন দান করিবেন। মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র এইকথা শুনিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন "ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আমি তাহাই করিব, কিন্তু এই বিষয়টি অনুগ্রহ করিয়া আপনি গোপনে রাখিবেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ইহা স্বীকার করিলেন।

রায় রামানন্দকে রাজা প্রতাপরুদ্র সম্বন্ধে প্রভু যাহা বলিয়াছিলেন, তিনি তাহা রাজাকেও বলিয়াছেন এবং সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকেও বলিয়াছেন। রাজা সে কথা ভট্টাচার্য্যের নিকট প্রকাশ করিলেন না। আশার কথা প্রকাশ করিয়া বলিবার তিনি প্রয়োজন বুঝিলেন না। আশা ফলবতী না হইলে বিশ্বাস নাই, এই ভাবিয়া সে সকল কথা রাজা গোপন রাখিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কিন্তু রাজার সন্তপ্তচিত্ত এবং উদ্বিগ্ন মন শান্ত করিবার জন্য সেকথা তাঁহাকে বলিলেন।

রামানন্দ রায় আজি তোমার প্রেম গুণ।
প্রভু আগে কহিল তাতে ফিরিয়াছে মন॥ চৈঃ চঃ

রাজা প্রতাপরুদ্র ইহা শুনিয়া মনে কিছু সুখ পাইলেন বটে, কিন্তু কোন কথা কহিলেন না। তিনি রথযাত্রার দিন গণিতে লাগিলেন।

কৃপাময় পাঠকবৃন্দ! এক্ষণে নদীয়ার ভক্তবৃন্দের নিকটে পুনরায় চলুন। তাঁহাদিগকে চিত্রোৎপলা নদীতীরের নিকটে রাখিয়া আমরা বহুদূর আসিয়া পড়িয়াছি। দুইশত নদীয়ার ভক্তবৃন্দ নরেন্দ্র সরোবরের তীরে একত্রিত হইয়া মহাসঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞারম্ভ করিয়াছেন। নৃত্য-গীত-বাদ্য ও হরিধ্বনিতে নীলাচল মুখরিত হইয়াছে। মধুর মৃদঙ্গনাদে, করতালের ঝন্‌ঝনায়, ভক্তবৃন্দের পদের নূপুরধ্বনিতে এবং সর্ব্বোপরি উচ্চ হরিনাম গানে, সমগ্র নীলাচলে এক অপূর্ব্ব আনন্দের উৎস উঠিয়াছে। সহস্র সহস্র লোক এই অপূর্ব্ব হরিসঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে যোগদান করিয়াছে। রাজা প্রতাপরুদ্র ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যে সময়ে নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন, সেই সময়ে একজন দৌবারিক আসিয়া রাজাকে সংবাদ দিল—

দেব!
পর সহস্রাঃ সহসৈব পারে, চিত্রোৎপলং যে মনুজাঃ সমূঢ়াঃ।
কিং তৈর্থিকাস্তে পরচক্রজাঃ কিং শ্রুত্বৈব কোলাহল
মাগতোঽস্মি॥ (১) চৈঃ চঃ নাটক।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য রাজাকে বুঝাইয়া দিলেন, এই সকল লোক নবদ্বীপবাসী। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয়তম ভক্ত পার্ষদগণ, তাঁহার বড় সাধের নদীয়ার ভক্তবৃন্দ অদ্য প্রভুর সহিত তাঁহাদিগের মিলন হইবে।—ইষ্টগোষ্ঠী হইবে। ইঁহাদিগের বাসার বন্দোবস্ত করা চাই, তাঁহাদের বিশিষ্ট আদর অভ্যর্থনার প্রয়োজন।

রাজা প্রতাপরুদ্র ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—
————"পড়িছারে আমি আজ্ঞা করিব।
বাসা আদি যে চাহি পড়িছা সব দিব॥
মহাপ্রভুর গণ যত আইলা গৌড় হইতে।
ভট্টাচার্য্য! একে একে দেখাহ আমাতে॥" চৈঃ চঃ

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিলেন "মহারাজ! উত্তম কথা,—চলুন, আপনি তন্নিকটস্থ অট্টালিকার উপরে আরোহন করুন; গোপীনাথ আচার্য্য নদীয়ার সকল ভক্তবৃন্দকে চিনেন, আমি অনেককে চিনি না। তিনি আপনাকে সকল ভক্তগণের পরিচয় দিবেন।" এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে গোপীনাথ আচার্য্যও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এক্ষণে তিন জনে মিলিয়া সেখানে গিয়া রাজ অট্টালিকার উপরে উঠিলেন,—রাজা প্রতাপরুদ্রের মনে আজ বড় আনন্দ। প্রভুর নিত্য-পার্ষদগণের তিনি আজ দর্শন পাইবেন। ইহা তাঁহার বড় সৌভাগ্যের কথা। তাঁহার মনে এখন আর দুঃখ নাই। কারণ ভক্তের দর্শন পাইলেই ভগবানের দর্শন লাভ হয়। ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস।

উচ্চ হরিসংকীর্ত্তনের ধ্বনিতে শ্রীনীলাচল ধাম পরিপূর্ণ হইল। মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র এরূপ আনন্দোৎসব পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য রাজাকে কহিলেন "মহারাজ! সম্মুখে এই যে সংকীর্ত্তনধ্বনি হইতেছে, উহার পৃথক্ পৃথক্ ভাব সকলের অর্থ বোধগম্য না হইলেও কর্ণে যেন মধু ঢালিয়া দিতেছে। এই অপূর্ব্ব ধ্বনি শুনিয়া প্রেমানন্দে হৃদয় যেন উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে" (১)। এই কথা শুনিয়া রাজা কহিলেন "অহো! এমন ভগবন্নাম-সঙ্কীর্ত্তন-কৌশল ত কখন দেখি নাই। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিলেন "ইহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই সৃষ্টি করিয়াছেন। পূর্ব্বে ইহা

(১) অর্থ। দৌবারিক বলিল, "মহারাজ! সহস্রাধিক লোক চিত্রোৎপলা নদীর পারে হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা তৈর্থিক কিম্বা অপর রাজার সৈন্য তাহা আমি জানি না, কেবল কোলাহলধ্বনি শুনিয়াই আসিয়াছি।

(১) সংকীর্ত্তনধ্বনিরয়ং পুরহিতোঽবিভক্ত
সর্ব্বার্থ এব সমভূচ্ছ্রবণ প্রমোদী।
শব্দগ্রহেণ তদনন্তরমস্ত রূপো
লব্ধার্থ এব পুনরস্ত বিধোবভূব॥ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ঃ নাটক।

ছিল না। (১) এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে স্বরূপ দামোদর গোস্বামী এবং প্রভুর সেবক গোবিন্দ মালা প্রসাদ লইয়া নদীয়ার ভক্তবৃন্দকে সাদর আহ্বান করিতে আসিয়াছেন,—প্রভু তাঁহাদিগকে পাঠাইয়াছেন। রাজা প্রতাপরুদ্র, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এবং গোপীনাথ আচার্য্য এই তিন জন একত্রে সুবৃহৎ রাজ-অট্টালিকার উপরিভাগে বসিয়া দেখিতেছেন। রাজা কহিলেন "ভট্টাচার্য্য! এই দুই মূর্ত্তি কে আমাকে বল"। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিলেন,—"ঐ যে সুন্দর মূর্ত্তি সন্ন্যাসীটিকে দেখিতেছেন উহাঁর নাম স্বরূপ দামোর গোস্বামী। উনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বিতীয় কলেবর। আর ঐ যে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখিতেছেন, উহাঁর নাম গোবিন্দদাস, প্রভুর ভৃত্য। প্রভু তাঁহার নদীয়ার ভক্তবৃন্দের সম্মান ও গৌরব রক্ষা করিবার জন্য মালাচন্দন-প্রসাদ পাঠাইয়াছেন। স্বরূপ গোসাঞি সর্ব্বপ্রথমে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে মাল্যচন্দন পরাইলেন, তৎপরে গোবিন্দ তাঁহাকে দ্বিতীয় মালা ভেট দিলেন এবং দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। গোবিন্দের সহিত শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পরিচয় নাই; রিক্ত হস্তে তাদৃশ মহৎ ব্যক্তি দর্শন নিষিদ্ধ। এই জন্য গোবিন্দ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে দ্বিতীয় মালা দিলেন। শান্তিপুরনাথ স্বরূপ গোসাঞিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইনি কে?" স্বরূপ গোসাঞি উত্তর করিলেন "ইহাঁর নাম গোবিন্দ! ইনি শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী গোসাঞির সেবক। পুরী গোসাঞি ইহাঁকে প্রভুর সেবা করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। এই জন্য প্রভু ইহাঁকে নিকটে রাখিয়াছেন।" রাজা প্রতাপরুদ্র আমাদের গৌর-আনা-গোসাঞিকে দেখিয়া কহিলেন "এই আশ্চর্য্য তেজঃপুঞ্জকলেবর বৃদ্ধমহাপুরুষটি কে? ইহাঁর গলদেশে দুই জনে মালা দিলেন, উনি কে? গোপীনাথ আচার্য্য উত্তর করিলেন "এই মহাপুরুষের নাম, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য; এই মহাপুরুষের তপোবলে ও আকুল আহ্বানে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইনিই আমাদের "গৌর-আনা-গোসাঞি"। ইহার পর গোপীনাথ আচার্য্য একে একে, শ্রীবাসপণ্ডিত, বক্রেশ্বরপণ্ডিত, চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতি ভক্তগণকে দেখাইয়া দিলেন এবং তাঁহাদের পরিচয় দিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিলেন "বাল্যে ময়া দৃষ্টা বেত্তৌ।" অর্থাৎ বাল্যকালে আমি ইহাঁদিগকে দেখিয়াছি। রাজা প্রতাপরুদ্র ভক্তিভরে সকলকেই প্রণাম করিতেছেন, আর গোপীনাথ আচার্য্যকে উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছেন" ইনি কে? উনি কে?" এইরূপে গোপীনাথ আচার্য্য রাজা প্রতাপরুদ্রকে নদীয়ার সর্ব্বভক্তগণকে দেখাইয়া দিলেন; তাঁহাদিগের নাম যথা,—গঙ্গাদাস পণ্ডিত, শঙ্কর পণ্ডিত,মুরারি গুপ্ত,নারায়ণ পণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর,হরিভট্ট, নৃসিংহানন্দ, শিবানন্দ সেন, বাসুদেব দত্ত, গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব ঘোষ, (প্রভুর তিন কীর্ত্তনীয়া), রাঘব পণ্ডিত, শ্রীমান ও শ্রীকান্ত, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীধর, আখরিয়া বিজয়, বল্লভসেন, পুরুষোত্তম সঞ্জয়, সত্যরাজ খান্, মুকুন্দ দাস, নরহরি সরকার, রঘুনন্দন, খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব এবং সুলোচন প্রভৃতি।

রাজা প্রতাপরুদ্র অপূর্ব্ব তেজঃপুঞ্জ শরীরধারী এই সকল দিব্যমূর্ত্তি বৈষ্ণবগণকে দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়া বিস্ময়ের সহিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে কহিলেন, যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

রাজা কহে দেখি আমার হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণবের ঐছে তেজ নাহি দেখি আর॥
কোটি সূর্য্য সম সভার উজ্জ্বল বরণ।
কভু নাহি শুনি এই মধুর কীর্ত্তন॥
ঐছে প্রেম, ঐছে নৃত্য, ঐছে হরিধ্বনি।
কাঁহা নাহি দেখি ঐছে কাঁহা নাহি শুনি।

ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন—

——————তোমার সুসত্য বচন।
চৈতন্যের সৃষ্টি এই নাম সঙ্কীর্ত্তন॥

(১) রাজা। নিরূপ্য ঈদৃশং কীর্ত্তন-কৌশলং কাপি ন দৃষ্টং।
সার্ব্বভৌম। ইয়মিয়ং ভগবদ্‌চৈতন্যসৃষ্টিঃ॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

অবতার চৈতন্য কৈল ধর্ম্ম প্রচারণ।
কলিকালের ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন॥
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁর করে আরাধন।
সেই ত সুমেধা, আর কলিহত জন॥" ১) চৈঃ চঃ

রাজা প্রতাপরুদ্র এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন "যখন শাস্ত্র প্রমাণে ইহা সিদ্ধ হইল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তখন পণ্ডিতগণ ইহাঁতে বিতৃষ্ণ কেন?" সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইলেন—

————তাঁর কৃপা লেশ হয় যারে।
সেই সে তাঁহারে কৃষ্ণ করি লৈতে পারে॥
তাঁর কৃপা নাহি যারে পণ্ডিত নহে কেনে।
দেখিলে শুনিলে তাঁরে ঈশ্বর না মানে" ॥ (২) চৈঃ চঃ

নদীয়ার ভক্তবৃন্দ একাধিক দলবদ্ধ হইয়া উচ্চ হরি সঙ্কীর্ত্তন ও উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির পশ্চাৎভাগে রাখিয়া কাশীমিশ্র ভবনের দিকে প্রভু দর্শনে চলিয়াছেন। প্রেমানন্দে তাঁহারা উন্মত্ত হইয়া চলিয়াছেন। তাঁহার দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান নাই। জয় শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের জয়" রবে শ্রীনীলাচলধাম প্রকম্পিত হইতেছে। রাজা প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌমকে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "কথমমী জগন্নাথাং যং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা অগ্রতঃ শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণালয়মেব প্রবিশন্তি?" অর্থাৎ ইহাঁরা কেন শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির পশ্চাতে রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবাসে অগ্রে প্রবেশ করিতেছেন? রাজার একথা বলিবার উদ্দেশ্য নদীয়ার ভক্তবৃন্দ অগ্রে জগন্নাথ দর্শন না করিয়া কেন শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু দর্শনে যাইতেছেন?

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য অতি সুন্দর একটি কথায় ইহার উত্তম উত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন "ঈশ্বরের প্রতি স্বাভাবিক প্রেমের ইহাই রীতি।" (১) ইহার ভাবার্থ নদীয়ার ভক্তবৃন্দের প্রভুর প্রতি সহজ প্রেম। তাঁহারা প্রভুকে প্রাণের অধিক ভালবাসেন। সকলেই তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য সবিশেষ উৎকণ্ঠিত। তাঁহারা শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আসিয়াছেন, জগন্নাথ দর্শন করিবেন, মনে আনন্দ পাইবেন; তাঁহাদের ভালবাসার বস্তু, প্রীতির আধার নবদ্বীপচন্দ্রকে অগ্রে না দেখিয়া জগন্নাথ দর্শন ভাল লাগিবে না কেন? প্রভুকে সঙ্গে লইয়া জগন্নাথ দর্শন করিলে তবে তাঁহাদের মনে সুখ হইবে। তাই তাঁহারা প্রেমের বশীভূত হইয়া অগ্রে প্রভুদর্শনে যাইতেছেন। রাজা প্রতাপরুদ্র বুঝিলেন প্রভুর প্রতি নদীয়াবাসী ভক্তবৃন্দের কিরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ।

তাহার পরে রাজা দেখিলেন ভবানন্দ রায়ের পুত্র বাণীনাথ পাঁচ সাত জন লোক সঙ্গে করিয়া প্রচুর মহাপ্রসাদ লইয়া প্রভুর বাসার দিকে চলিলেন। রাজা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভট্টাচার্য্য! এত প্রসাদ আজ প্রভুর বাসায় যাইতেছে কেন?" ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন "মহারাজ! বাণীনাথ প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া এই কার্য্য করিতেছেন। নদীয়ার ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তন-শ্রান্ত হইয়াছেন। এই মহাপ্রসাদ দ্বারা তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করা হইবে।" রাজা প্রতাপরুদ্র সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন "সকল তীর্থক্ষেত্রেই মুণ্ডন ও উপবাস করা শাস্ত্রবিধি। শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া ইহাঁরা কিরূপে প্রসাদ অঙ্গীকার করিবেন?" (২) সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এই প্রশ্নের উত্তর অতি সুন্দর ভাবে দিলেন যথা, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

ভট্ট কহে তুমি কহ সেই বিধি ধর্ম্ম।
এই রাগমার্গে আছে সূক্ষ্ম ধর্ম্মমর্ম্ম॥

---

(১) কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবত॥

(২) তথাপি তে দেব! পদাম্বুজ দ্বয় প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥ ঐ অর্থ। ব্রহ্মা কহিলেন হে দেব! তোমারি চরণ কমলদ্বয়ের প্রসাদ লেশানুগৃহীত ব্যক্তি তোমার মহিমার তত্ত্ব অবগত হয়, কিন্তু কোন ব্যক্তি চিরকাল বিচার করিয়াও তাহা জানিতে পারে না।

(১) সার্ব্বভৌম। এবএব নৈসর্গিকস্য প্রেম্নো মহিমা। চৈঃ চঃ নাটক

(২) রাজা। ভট্টাচার্য্য মুণ্ডনং চোপবাসশ্চ সর্ব্বতীর্থেষ্বয়ং বিধিরিতি বচনমুল্লঙ্ঘ্যামি অত্র প্রসাদ মুখী করিষ্যতি।

ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞা ক্ষৌর উপোষণ।
প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা প্রসাদ ভক্ষণ॥
বিশেষে শ্রীহস্তে প্রভু করেন পরিবেশন। (৩)
এত লাভ ছাড়ি কেন করিবে উপোষণ॥
তাঁহা উপবাস যাঁহা নাহি মহাপ্রসাদ।
প্রভু আজ্ঞা প্রসাদ ত্যাগ হয় অপরাধ॥
পূর্ব্বে শ্রীহস্তে প্রভু প্রসাদান্ন মোরে আনি দিল।
প্রাতে শয্যায় বসি আমি সেই অন্ন খাইল॥
যারে কৃপা করি করে হৃদয়ে প্রেরণ।
কৃষ্ণাশ্রয়ে ছাড়ে সেই বেদ-লোক-ধর্ম্ম॥

এই বলিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত (১) শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি রাজা প্রতাপরুদ্রকে বুঝাইলেন "শ্রীভগবানের যাহাতে সন্তোষ হয়, তাহাই প্রকৃত কর্ম্ম। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু নদীয়ার ভক্তবৃন্দের প্রাণসর্ব্বস্ব, তিনিই তাঁহাদিগের পরমেশ্বর, তাঁহাকে ভিন্ন অন্য ঈশ্বর তাঁহারা জানেন না। তাঁহাকে সন্তোষ দানই ইহাদিগের উদ্দেশ্য, তীর্থযাত্রার ফলে ইহাঁদিগের বাসনা নাই।" রাজা তখন বুঝিলেন নদীয়ার ভক্তবৃন্দ কিরূপ উচ্চাধিকারী সাধক ভক্ত এবং শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুরপ্রতি তাঁহাদিগের কিরূপ প্রগাঢ়প্রেমভক্তি! প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া রাজা নদীয়াবাসী সর্ব্বভক্তগণের উদ্দেশে ভূমিষ্ট হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, এবং এই সকল মহাত্মাগণের চরণধূলি প্রাপ্তির আশায় অট্টালিকা হইতে নিম্নে অবতরণ করিলেন। কাশীমিশ্রকে এবং পড়িছা পাত্রকে ডাকাইয়া আদেশ করিলেন—

"প্রভু স্থানে আসিয়াছে যত ভক্তগণে।
সবারে স্বচ্ছন্দ বাসা স্বচ্ছন্দ প্রসাদ।
স্বচ্ছন্দে দর্শন করাইহ যেন নহে বাদ॥
প্রভুর আজ্ঞা ধরিহ দুঁহে সাবধান হৈঞা।
আজ্ঞা নহে তবু করিহ ইঙ্গিত বুঝিয়া॥" চৈঃ চঃ

এই বলিয়া রাজা উভয়কে বিদায় দিয়া নদীয়ার ভক্তবৃন্দ যে পথে গিয়াছেন, সেই স্থানের ধূলি লইয়া ভক্তিপূর্ব্বক নিজ মস্তকে প্রদান করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য রাজার গৌরভক্তানুরাগ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

নবম অধ্যায়।

শ্রীক্ষেত্রে প্রভুর সহিত নদীয়ার ভক্তবৃন্দের মিলন, শ্রীনীলাচলে মহাসংকীর্ত্তন।

—০:*:০—

চারিদিকে চারি সম্প্রদায় উচ্চস্বরে গায়।
মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করে গৌর রায়॥
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্র, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও গোপীনাথ আচার্য্যকে বিদায় দিয়া রাজপথের একপার্শ্বে সামান্য লোকের ন্যায় দাঁড়াইয়া নদীয়ার ভক্তবৃন্দের অনুষ্ঠিত ভুবনমঙ্গল শ্রীহরিসংকীর্ত্তন-যজ্ঞ দর্শন করিতে লাগিলেন। রাজা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে কহিলেন "ভট্টাচার্য্য! আপনি ভাগ্যবান্। আপনি যাইয়া এই সকল ভক্তবৃন্দের

---

(৩) সার্ব্বভৌম। স খবন্ত পন্থাঃ। সাতু ভগবতঃ পারোক্ষিকীহ্যাজ্ঞা ইয়ন্তু সাক্ষাৎকারিণী তত্রাপি ভগবতা স্বহস্তেন প্রসাদীক্রিয়মানং জগন্নাথ প্রসাদান্নং অত্র কা বিপ্রতিপত্তিঃ। ঐ

(১) যদা যস্যানুগৃহ্লাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥

অর্থ। রাজা প্রাচীনবর্হিঃকে শ্রীনারদ মুনি কহিলেন, "মহারাজ! যদি বল জ্ঞানীগণ ও কর্ম্মীগণ শ্রীভগবানকে না।জানিতে পারেন, তবে কে জানিবে? এই প্রশ্নের উত্তর "ভক্তই জানিবে"। তাহা হইলে কি প্রকারে ভক্ত হয় এবং কি লক্ষণ দ্বারা ভক্ত জানিতে পারা যায় তাহা বলুন? ইহার উত্তর "ভক্তজন যখন নিজ মনোমধ্যে 'হে প্রভো! আমাকে সংসার হইতে উদ্ধার কর।" এই বলিয়া শ্রীভগবানকে আত্মনিবেদন করিতে থাকে, তখন ভগবান তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তখন সেই ভক্ত লৌকিক ব্যবহারে ও কর্ম্মকাণ্ডে পরিনিষ্ঠিত মতি ত্যাগ করে।

সঙ্গ করুন, ইহাঁদিগের সাদর সম্ভাষণাদি অপূর্ব্ব সুখবিলাস দর্শন করুন। আমি এ সুখে বঞ্চিত, আমার সে অধিকার নাই, আমি হতভাগ্য।" (১) ভট্টাচার্য্য দুঃখিত চিত্তে বিদায় লইয়া কাশীমিশ্র-ভবনাভিমুখে চলিলেন। দূরে থাকিয়া গোপীনাথ আচার্য্যের সঙ্গে তিনি নীলাচলে সর্ব্বপ্রথম এই মহান্ বৈষ্ণব-সম্মিলনী দর্শন করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বার দক্ষিণে রাখিয়া নদীয়ার ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তন করিতে করিতে কাশী-মিশ্র-ভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। কনককান্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রভু নিজজন সঙ্গে তাঁহার আজানুলম্বিত সুললিত বাহুযুগল উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া শ্রীবদনে মধুর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সেই মহান্ ভক্তমণ্ডলী সমীপে উদয় হইলেন। প্রভুর সর্ব্বাঙ্গে চন্দনচর্চ্চিত,—গলদেশে ফুলমালা,—তাঁহার মহাজ্যোতির্ম্ময় শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভক্তবৃন্দ আনন্দ-সাগরে ভাসিলেন। সে আনন্দ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। শ্রীপাদ কবিকর্ণপুর গোস্বামী লিখিয়াছেন—

তেষাং তেষাং বাসরাণাং বর্ণনীয়ং ন কিঞ্চন।
সুখসাগর এবাসীৎ সর্ব্বা বিপ্লাবয়ন দিশঃ॥

সর্ব্বাগ্রে অদ্বৈতপ্রভু, তাঁহার সঙ্গে অবধূত শ্রীনিত্যা-নন্দপ্রভু, তৎপশ্চাৎ শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ আছেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীগৌরভগবানের চরণ বন্দনা করিলেন। প্রভু তাঁহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে তিনি প্রণাম করিলেন; প্রেমানন্দে গরগর হইয়া শ্রীনিতাইচাঁদ প্রভুকে গাঢ় প্রেমা-লিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। দুই ভ্রাতায় বহুক্ষণ প্রেমালিঙ্গন বদ্ধ রহিলেন। দুই জনের প্রেমাশ্রুধারায় দুই জন সিক্ত হইলেন। পরে একে একে দয়াময় ভক্তবৎসল শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু শ্রীবাসাদি সকল ভক্তগণকে প্রেমালিঙ্গন দানে কৃত-কৃতার্থ করিলেন। সকলেই কাশীমিশ্র ভবনে প্রবেশ করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য দূরে দাঁড়াইয়া এই অপূর্ব্ব আনন্দোৎসব ও ভক্তভগবানের প্রেমমিলন দেখিতেছেন। তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন—

অহো আশ্চর্য্যং।

যুগান্তেহনন্তঃ কুক্ষেরিব পরিসরে পল্লবলঘো
রমী সর্ব্বে ব্রহ্মাণ্ডক সমুদয়া দেববপুষঃ।
যথাস্থানং লব্ধাঽবসরমিহ যান্তি স্ম শতশঃ
সহস্রং লোকানাং বত লঘুনি মিশ্রাশ্রমপদে
পুরোহবলোক্য অয়ে অয়মসৌ॥ (১)

শ্রীচৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটক

নবদ্বীপবাসী গোপীনাথ আচার্য্য গিয়া নদীয়ার ভক্তবৃন্দের সহিত মিলিলেন। তিনি তাঁহাদিগের পূর্ব্বপরিচিত। প্রভু সকলেরই নাম ধরিয়া প্রেমসম্ভাষণ করিতে লাগি-লেন। তিনি স্বয়ং শ্রীহস্তে প্রত্যেককে প্রসাদী মাল্য-চন্দনে ভূষিত করিলেন। ভক্তবৃন্দ মহানন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এখনও দূরে দাঁড়াইয়া এই অপূর্ব্ব ভক্তভগবানের মিলনানন্দোৎসব দেখি-তেছেন। তিনি এক্ষণে ইহাঁদিগের সম্মুখে যাইলে রসভঙ্গ হইবে এইজন্ত গোপীনাথ আচার্য্যকে সেখানে উপস্থিত থাকিয়া সকল বন্দোবস্ত করিতে বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন(২)। কিয়ৎদূর যাইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। নদীয়ার ভক্তবৃন্দের সঙ্গসুখ-লোভ তাঁহার হৃদয়ে প্রবল হইল। শ্রীমন্মাহাপ্রভুর সহিত চারি চক্ষে মিলন হইলে তিনি তাঁহাকে ইঙ্গিতে নিকটে আকর্ষণ করিলেন।

---

(১)। রাজা। ভট্টাচার্য্য। উপসৃত্য বিলোকয়েদমন্যোন্য সম্ভাষণ কৌতূহলং সতি তাদৃশোঽধিকারে মমৈব তাদৃশ পরমানন্দ ভোগাদকিঞ্চেন। শ্রীচৈতন্ত চন্দ্রোদয় নাটক।

(১) অর্থ। আহা! কি আশ্চর্য্য। যুগান্ত সময়ে বটপত্রশায়ী শিশুরূপী সেই ভগবানের অশ্বথদল সদৃশ ক্ষুদ্রতম কুক্ষিমধ্যে এই সকল ব্রহ্মাণ্ড যেরূপ অনায়াসে অবস্থিতি করিয়াছিল, তদ্রূপ এই লঘুতর মিশ্রালয়ে শত সহস্র লোক বিনাক্লেশে প্রবেশ করিতেছে।

মিশ্রের আবাস সেই হয় অল্প স্থান।
অসংখ্য বৈষ্ণব তাঁহা হৈল পরিমান।। চৈঃ চঃ

(২) সার্ব্ব। ন মমেদানী মুপসর্পণং মামবলোক্য রসান্তরং ভবিতু মর্হতি।

গোপীনাথ আচার্য্য এবং সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য উভয়েই প্রভুর সম্মুখে যাইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। ভক্তবৎসল প্রভু উভয়কে প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিয়া সর্ব্বভক্তগণের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন।

ভট্টাচার্য্য আচার্য্য আইলা প্রভু স্থানে।
যথাযোগ্য মিলন করিল সভা স্থানে॥ চৈঃ চঃ

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু গোপীনাথ আচার্য্যকে দেখিয়া বলিলেন "তুমি বিশারদের জামাতা আমি তাহা জানি" (২) এই বলিয়া তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে প্রভু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সহিত পরিচয় করিয়া দিলে তিনি নিজকৃত শ্লোক দ্বারা শান্তিপুরনাথের চরণ বন্দনা করিলেন। যথা—

অদ্বৈতায় নমস্তেঽস্তু মহেশায় মহাত্মনে।
যৎপ্রসাদেন গৌরাঙ্গচরণে জায়তে রতি॥

এই বলিয়া তিনি শ্রীঅদ্বৈতচরণে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া কৃতকৃতার্থ মনে করিলেন। শান্তিপুরনাথ তাঁহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে পরমানন্দ দান করিলেন। তৎপরে একে একে তিনি নদীয়ার সকল ভক্তবৃন্দের সহিত মিলিত হইলেন।

পরে প্রভু নদীয়ার ভক্তবৃন্দের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে বলিলেন—

"আজি আমি পূর্ণ হইলাম তোমার আগমনে।"

অদ্বৈতপ্রভু করযোড়ে নিবেদন করিলেন—

————"ঈশ্বরের এই স্বভাব হয়।
যদ্যপি আপনে পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যময়।
তথাপি ভক্তসঙ্গে তাঁর হয় সুখোল্লাস।
ভক্তসঙ্গে করে নিত্য বিবিধ বিলাস॥" চৈঃ চঃ

তাহার পর প্রভু বাসুদেব দত্তকে সম্মুখে দেখিয়া নিকটে ডাকিলেন। তাঁহার অঙ্গে শ্রীহস্ত দিয়া প্রেমভরে কহিলেন "যদ্যপি মুকুন্দ শিশুকাল হইতে আমার সঙ্গে আছে, কিন্তু তোমাকে দেখিলে আমার মনে বড় সুখ হয়, কারণ তুমি তাহার অগ্রজ।" মুকুন্দ প্রভুর শ্রীকরস্পর্শে পুলকিতাঙ্গ হইয়া কান্দিতে কান্দিতে প্রভুর চরণ ধারণ করিয়া নিবেদন করিলেন—

————মুকুন্দ আদৌ পাইল তোমার সঙ্গ।
তোমার চরণ প্রাপ্তি সেই পুনর্জন্ম॥
ছোট হঞা মুকুন্দ এবে হৈলা মোর জ্যেষ্ঠ॥
তোমার কৃপাপাত্র তাতে সর্ব্বগুণশ্রেষ্ঠ॥ চৈঃ চঃ

ভক্তদিগের মতে প্রভুর কৃপা যিনি অগ্রে লাভ করিয়াছেন, তিনিই জ্যেষ্ঠ। মুকুন্দ বাসুদেব দত্তের কনিষ্ট ভ্রাতা, কিন্তু শিশুকাল হইতেই প্রভু তাঁহাকে কৃপা করিয়া আসিতেছেন। এই জন্য বাসুদেব বলিলেন মুকুন্দ ছোট ভাই হইয়াও তাঁহার জ্যেষ্ঠ হইল। ইহা আত্যন্তিক প্রীতি ও ভালবাসার কথা। নদীয়াবাসী ভক্তগণের শ্রীগৌরাঙ্গানুরাগ অতুলনীয়। ভক্তবৎসল প্রভুও ভক্তের সম্বন্ধ সর্ব্বদা মান্য করিয়া তাঁহার ভক্তবাৎসল্যের প্রমাণ দিলেন। দয়াময় প্রভু বাসুদেবের কথা শুনিয়া মধুর হাসিলেন, এবং আদর করিয়া প্রভু তাঁহাকে কহিলেন "বাসুদেব! তোমার জন্য দক্ষিণ দেশ হইতে দুইখানি গ্রন্থ আনিয়াছি, স্বরূপের নিকট তাহা রাখিয়াছি।" প্রভু ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত শ্রীগ্রন্থদ্বয়ের কথা বলিলেন। বাসুদেব স্বরূপ দামোদর গোসাঞির নিকট হইতে শ্রীগ্রন্থ দুইখানির প্রতিলিপি করিয়া লইলেন। তাঁহার দেখাদেখি সকল ভক্তবৃন্দই এই দুইখানি পরম মঙ্গল শ্রীগ্রন্থ নকল করিয়া সঙ্গে লইলেন। এইরূপে দক্ষিণ দেশ হইতে আনীত এই গ্রন্থ রত্নদ্বয়ের প্রচার হইল।

অনন্তর প্রভু আসন হইতে উঠিয়া শ্রীবাসপণ্ডিতের নিকটে যাইয়া প্রেমাবেগে অধীর হইয়া একেবারে তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। প্রভুর পরম ভক্ত শ্রীবাসপণ্ডিত তাঁহার এই কার্য্যে মরমে মরিয়া যাইলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে কান্দিতে দুই বাহু প্রসারণ করিয়া প্রভুকে ধরিলেন, এবং তাঁহার চরণ প্রান্তে নিজ মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া পরম আর্ত্তি সহকারে স্তবস্তুতি

---

(২) অলিন্দ্য জানামি ভবন্তং বিশারদস্য জামাতরং॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক.

করিতে লাগিলেন (১)। কাশীমিশ্র ভবনে এই যে অত্যদ্ভুত করুণ দৃশ্য প্রকটিত হইল, ইহাতে উপস্থিত সর্ব্বভক্তগণের হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইল ; প্রভুকে এইরূপ ভাবে ভক্ত-মর্য্যাদা রক্ষা করিতে দেখিয়া সর্ব্বভক্তগণের চিত্ত ও মন সংশোধিত হইল। তাঁহারা ভক্তপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া কান্দিয়া আকুল হইলেন। প্রেমময় ভক্তবৎসল প্রভুর প্রেমাবেগ শান্ত হইলে তিনি সুস্থির হইয়া শ্রীবাসপণ্ডিতের নিকটে বসিলেন এবং তাঁহার অঙ্গে শ্রীহস্ত দিয়া প্রেমভরে মধুর বচনে কহিলেন 'পণ্ডিত! তোমরা চারি ভ্রাতাই আমাকে স্নেহবাৎসল্যে কিনিয়া রাখিয়াছ। তোমাদের গুণের ধার আমি শোধ দিতে পারিব না। শ্রীবাস পণ্ডিত অতিশয় দৈন্যসহকারে কান্দিতে কান্দিতে করযোড়ে প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন "প্রভু হে! দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গ হে! তুমি বিপরীত কথা কহিতেছ। তোমার অহৈতুকী কৃপা-মূল্যে আমরা চারি ভাই তোমার চরণকমলে বিক্রীত হইয়া আছি। তোমার কৃপায় যেন বঞ্চিত না হই, ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।"

তাহার পর প্রভু দামোদর পণ্ডিতকে দেখিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্কর পণ্ডিত সম্বন্ধে কহিলেন, "দামোদর! এই যে তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাটি, আমার প্রতি ইহার শুদ্ধপ্রেম, তোমার সগৌরব প্রীতিতে আমি যদিও আবদ্ধ আছি, কিন্তু আমি তোমার কনিষ্ঠ ভাইটিকে আমার নিকটে রাখিতে চাই"। এই কথা বলিয়াই প্রভু গোবিন্দের প্রতি চাহিলেন। এই করুণ কটাক্ষের মর্ম্ম "গোবিন্দ! তুমি ইহাকে সেবা শিখাইবে"। দামোদর পণ্ডিত আনন্দে গদ গদ হইয়া কহিলেন "শঙ্কর আমার অনুজ হইয়াও তোমার কৃপায় আজ অগ্রজ হইল।"

দামোদর কহে শঙ্কর ছোট আমা হৈতে।
এবে আমার বড় ভাই তোমার কৃপাতে॥ চৈঃ চঃ

এই বলিয়া প্রভু-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তাহার প্রাণ প্রিয়তম ভাইটিকে সেই দিন হইতে প্রভুসেবায় নিযুক্ত করিলেন। শঙ্করপণ্ডিত প্রভুর গম্ভীরা লীলা-কক্ষে তাঁহার সহিত এক গৃহে শয়ন করিতেন। প্রভুর চরণ দু'খানি বক্ষে ধারণ করিয়া উপাধানরূপে শয়ন করিতেন, পাছে তিনি উঠিয়া প্রেমাবেশে কোথায় চলিয়া যান। এইজন্য ভক্ত-বৃন্দ তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন "শ্রীগৌরাঙ্গ-পাদোপধান" সে সকল মধুর লীলাকথা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

শিবানন্দ সেনকে নিকটে ডাকিয়া তাঁহার অঙ্গে শ্রীহস্তার্পণ করিয়া প্রভু স্নেহভরে কহিলেন "শিবানন্দ! আমার প্রতি তোমার একান্ত অনুরাগ তাহা আমি জানি" (১)। এই কথা শুনিয়া ভক্তচূড়ামণি শিবানন্দ সেন প্রেমাবিষ্ট হইয়া এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন,—

নিমজ্জতোঽনন্ত ভবার্ণবান্তশ্চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ।
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানীমনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ॥

চৈঃ চঃ নাটক (২)।

কৃপানিধি প্রভু ইহা শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন। সে মধুর হাসিতে শিবানন্দের তাপিত প্রাণ শীতল হইল। তিনি অঝোর নয়নে রাঘব পণ্ডিতের প্রতি চাহিয়া কহিলেন "রাঘব! তুমি আমার অতিশয় প্রণয়ের পাত্র। "ত্বমতিপ্রেমপাত্রমসি মে"। রাঘব পণ্ডিত আনন্দে গদগদ হইয়া প্রভুর চরণতলে নিপতিত হইলেন। তিনি আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। অত্যধিক প্রেমানন্দে অভিভূত হইয়া তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

---

(১) ততো মহাপ্রভু ধৃত্বা শ্রীবাসস্য পদাম্বুজং।
বহুধা বিহ্বলো ভূত্বা চকার স্তুতিমুত্তমাং॥
সোঽপি বিপ্রাগ্র্যো বিকলোমর্ত্ত্যকায় ইবা ভবৎ।
ননাম ভূরি সুকৃতো বচনৈর্বাস্তবদ্ভূশং॥

শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য।

(১) শ্রীগৌরাঙ্গ। শিবানন্দ। ত্বমতীবমষ্যনুরক্তোঽসীতি জানামি।

চৈঃ চঃ নাটক

(২) অর্থ। হে অনন্ত! আমি ভবসাগর মধ্যে ডুবিয়াছিলাম। চিরকালের পরে অদ্য তাহার তটস্বরূপ তোমাকে প্রাপ্ত হইলাম। হে ভগবান্। হে পরম দয়াময়। তুমিও তোমার দয়া প্রদর্শনের অত্যুত্তম পাত্র অদ্য পাইলে।

মুরারিগুপ্ত গৃহের বাহিরে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িয়া আছেন। তিনি আর প্রভুর নিকটে আসিতে পারেন নাই। তাঁহার অপূর্ব্ব দৈন্য ও আর্ত্তি দেখিয়া নীলাচলের ভক্তবৃন্দ বিস্মিত হইয়াছেন। মুরারিকে না দেখিয়া প্রভু ব্যস্ত হইয়া যেন তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। "মুরারি! মুরারি!" বলিয়া সস্নেহে বারম্বার সম্বোধন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া কয়েক জনভক্ত মুরারিকে ধরিয়া আনিয়া প্রভুর চরণতলে হাজির করিলেন। দুই-গুচ্ছ তৃণ দশনে ধরিয়া অতি দীনভাবে মুরারি আসিয়া দূরে করযোড়ে প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন (১)। কৃপানিধি শ্রীগৌরভগবান মুরারিকে দেখিয়া আসন হইতে উঠিলেন। তিনি তাঁহাকে যেমন আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন, দৈন্যাবতার মুরারি পশ্চাৎপদ হইয়া করযোড়ে কান্দিতে কান্দিতে প্রভুর চরণে নিপতিত হইয়া নিবেদন করিলেন—

"মোরে না ছুঁইহ মুঞি অধম পামর।
তোমার স্পর্শযোগ্য নহে পাপ কলেবর।" চৈঃ চঃ

ভক্তবৎসল প্রভু তখন কহিলেন "মুরারি! তুমি দৈন্য সম্বরণ কর। তোমার এরূপ দৈন্য দেখিলে আমার প্রাণ ফাটিয়া যায়।" এই বলিয়াই প্রভু তাঁহাকে বলপূর্ব্বক গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন, এবং আপনার নিকটে বসাইয়া সস্নেহে তাঁহার শ্রীকরকমল দ্বারা অঙ্গের ধূলা ঝাড়িয়া দিতে লাগিলেন (২)। মুরারি প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-স্পর্শে একেবারে আনন্দস্বরূপ হইলেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান রহিত হইল। তিনি জড়বৎ নিশ্চেষ্টভাবে প্রভুর পাদ-মূলে বসিয়া নয়নজলে তাঁহার শ্রীচরণ ধৌত করিতে-লাগিলেন।

শ্রীপাদ চন্দ্রশেখর আচার্য্য গৃহের এক কোনে বসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর শ্রীবদনচন্দ্রের প্রতি অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন। করুণাময় প্রভু মুরারি গুপ্তকে তদবস্থায় রাখিয়া সেখান হইতে আচার্য্যরত্নের নিকটে যাইলেন; ইনি প্রভুর মেসো হন। প্রভুর প্রতি ইঁহার বাৎসল্যস্নেহ ভাব। শিশুকালে প্রভুর পিতৃবিয়োগ হইলে, ইনি প্রভুকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করেন। প্রভু ইঁহাকে পিতৃতুল্য সম্মান করেন। শ্রীপাদ চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের নিকটে যাইয়া প্রভু তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকটে বসিয়া স্নেহময়ী জননীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আচার্য্যরত্ন প্রভুর মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক শ্রীঅঙ্গে হস্তস্পর্শ করিয়া প্রেমা-নন্দে গদগদ হইয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। তাঁহার কোন কথারই উত্তর দিতে পারিলেন না। কৃপা-নিধি প্রভু তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া তাঁহাকে পুনঃ প্রণাম করিয়া সেখান হইতে উঠিলেন। নিকটেই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বসিয়া ছিলেন। প্রভু তাঁহার নিকট বসিয়া কিছুক্ষণ প্রেম-কথা কহিলেন। পরে গঙ্গাদাস পণ্ডিত, হরিভট্ট প্রভৃতির সহিত প্রেম সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাদিগকেও এইরূপে আনন্দসাগরে ভাসাইলেন। নদীয়ার ভক্তবৃন্দকে এইভাবে পুনঃপুনঃ প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতকৃতার্থ করিয়া প্রভুর মনে আজ বড় উল্লাস হইল।

"সভারে সম্মানি প্রভুর হইল উল্লাস।"

এক্ষণে প্রভু চতুর্দ্দিকে প্রেমবিস্ফারিত নয়নে চাহিতে লাগিলেন। যেন অন্য কাহারও অনুসন্ধান করিতেছেন। হরিদাসকে না দেখিতে পাইয়া এত আনন্দের মধ্যেও শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর মন উদাস বোধ হইল। হরিদাস শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রের ভিতর আসেন নাই। প্রভুর সহিত কি করিয়া মিলিবেন? তিনি দূরপথে রহিয়া প্রভুর শ্রীচরণকমল স্মরণ করিয়া প্রেমানন্দে উচ্চনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। প্রভু যখন বিষণ্ণমনে হরিদাসের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কয়েকজনভক্ত ছুটিয়া যাইয়া হরিদাসকে কহিলেন—

---

(১) মুরারি না দেখি প্রভু করে অন্বেষণ।
মুরারি লইতে ধাঞা আইলা বহুজন।
তৃণ দুই গুচ্ছ মুরারি দশনে ধরিয়া।
মহাপ্রভুর আগে গেলা দৈন্য দীন হঞা॥ চৈঃ চঃ

(২) এত বলি প্রভু তাঁরে করি আলিঙ্গন।
নিকটে বসাইয়া করে অঙ্গ সম্মার্জ্জন। ঐ

"প্রভু তোমায় মিলিতে চাহে চলহ তুরিতে।"

হরিদাস করযোড়ে নিবেদন করিলেন—

———————"মুঞি নীচ ছার।
মন্দির নিকটে যাইতে নাহি অধিকার॥
নিভৃতে টোটা মধ্যে যদি স্থান খানিক পাঙ।
তাঁহা পড়ি রহোঁ একা কাল গোয়াঙ॥
জগন্নাথের সেবক মোর স্পর্শ নাহি হয়।
তাঁহা পড়ি রহোঁ মোর এই বাঞ্ছা হয়॥" চৈঃ চঃ

ভক্তগণ প্রভুর নিকট গিয়া হরিদাসের এই সকল দৈন্য কথা বলিলেন। হরিদাসের দৈন্য-আর্ত্তির কথা শুনিয়া তিনি মনে আনন্দ পাইলেন বটে; কিন্তু ইহাতে তাঁহার কোমল হৃদয় একেবারে দ্রব হইয়া গেল। কিন্তু মনের ব্যথা তিনি মনেই রাখিলেন। কাহাকেও তখন কিছু বলিলেন না। এমন সময়ে কাশীমিশ্র ঠাকুর দুইজন পড়িছা সঙ্গে লইয়া প্রভুর সম্মুখে আসিয়া তাঁহার চরণ-বন্দনা করিলেন। প্রভু তাঁহাদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি কালে কাশীমিশ্রঠাকুর কহিলেন "প্রভু! তোমার নদীয়ার ভক্ত-বৃন্দের দর্শন পাইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। তাঁহাদিগের পদরজে আমার কুটীর আজ ধন্য হইল। এক্ষণে আজ্ঞা দিন তাঁহাদিগের বাসার সংস্থান করিয়া দিই, প্রসাদান্নের বন্দোবস্ত করিয়া দিই।" প্রভু গোপীনাথ আচার্য্যকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন "তুমি ইঁহাদিগের সঙ্গে যাইয়া ভক্তবৃন্দের বাসার সুব্যবস্থা কর।" বাণীনাথকে ডাকিয়া কহিলেন "তুমি মহাপ্রসাদের বন্দোবস্ত কর।" কাশীমিশ্র ঠাকুরকে নিভৃতে লইয়া যাইয়া প্রভু কহিলেন—

— "আমার নিকটে এই পুষ্পের উদ্যানে।
একখানি ঘর আছে পরম নির্জ্জনে॥ (১)
সেই ঘর আমাকে দেহ আছে প্রয়োজন।
নিভৃতে বসিঞা তাহা করিব স্মরণ॥" চৈঃ চঃ

কাশীমিশ্র ঠাকুর উত্তর করিলেন "প্রভু! তোমারই ত সব, তবে আর চাহিয়া লজ্জা দাও কেন? তোমার যে স্থান প্রয়োজন হয় স্বইচ্ছায় লও। আমাকে আজ্ঞাকারী দাস মনে করিয়া যখন যে আজ্ঞা করিবে, আমি তাহাই পালন করিব" এই কথা বলিয়া তিনি বিদায় হইলেন। হরিদাসের জন্য প্রভু যে এই নির্জ্জন কুটীর-খানি স্থির করিলেন, তাহা তখন কেহ বুঝিতে পারিলেন না।

ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত করিয়া আসিলে প্রভু ভক্তদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"মহাপ্রভু কহে শুন বৈষ্ণবগণ।
নিজ নিজ বাসা সবে করহ গমন।
সমুদ্র স্নান করি কর চূড়া দরশন।
তবে এথা আসি আজি করিবে ভোজন"॥

প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া সকলে গোপীনাথ আচার্য্যের সঙ্গে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট বাসায় গমন করিলেন।

যখন প্রভু একান্ত হইলেন, তিনি হরিদাসের অন্বেষণে পথে বাহির হইলেন। সঙ্গে কেহ নাই, প্রভু একাকী রাজপথে চলিয়াছেন। কিছু দূর যাইয়া দেখি-লেন, পথের এক পার্শ্বে নির্জ্জন স্থানে বসিয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া হরিদাস উচ্চ নামসঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। প্রভুকে হঠাৎ সম্মুখে দেখিয়াই তিনি দণ্ডবৎ হইয়া চরণ তলে দীর্ঘবৎ হইয়া পড়িলেন। অমনি দয়াময় প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। প্রভু ও ভৃত্য দুই জনেই প্রেমাবেশে অধীর হইয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। উভয়ের অঙ্গ উভয়ের নয়ন ধারায় সিক্ত হইল। প্রভুর গুণ স্মরণ করিয়া, এবং তাঁহার এই অযাচিত কৃপার নিদর্শন পাইয়া হরিদাস প্রেমে আকুল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল প্রভুও হরিদাসের দৈন্য ও আর্ত্তি দেখিয়া বিকল হইয়া প্রেমানন্দে ঝুরিতে লাগিলেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

দুই জন প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে।
প্রভু গুণে ভৃত্য বিকল প্রভু ভৃত্যগুণে॥ চৈঃ চঃ

হরিদাস কিছুক্ষণ পরে আত্মসম্বরণ করিয়া কাঁদিতে

(১) এক্ষণে ইহা সিদ্ধবকুল মঠ নামে খ্যাত।

কান্দিতে প্রভুর চরণ ধরিয়া নিবেদন করিলেন "প্রভুহে! আমাকে স্পর্শ করিও না, আমি নীচ জাতি, অস্পৃশ্য নরাধম পামর"। দয়ার অবতার শ্রীগৌরভগবান পরম প্রেমভরে ঠাকুর হরিদাসের মহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া উত্তর করিলেন—

————"তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ, তপদান॥
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ ন্যাসী হইতে তুমি পরম পাবন"॥ চৈঃ চঃ

এই বলিয়া প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন।

অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যাঃ
ব্রহ্মানূচুর্ণাম গৃণন্তি যে তে॥ (১)

হরিদাস প্রভুর শ্রীমুখে আত্মস্তুতি শ্রবণ করিয়া মরমে মরিয়া যাইলেন। তিনি দুই কর্ণে হস্তপ্রদান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিলেন। তাঁহার আর্ত্তি দেখিয়া করুণাবতার শ্রীগৌরভগবানের কোমল প্রাণ যেন ফাটিয়া গেল। তিনি হরিদাসকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইলেন। নিকটস্থ পুষ্পোদ্যানে তাঁহাকে লইয়া যাইয়া পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট একটি নিভৃত কুটীর দেখাইয়া দিলেন। সেই নির্জ্জন স্থানে প্রভু ও ভৃত্য উভয়ে একত্রে বসিলেন। প্রভু হরিদাসকে কহিলেন,—

এই স্থানে রহ, কর নাম সঙ্কীর্ত্তন।
প্রতিদিন আসি আমি করিব মিলন॥
মন্দিরের চক্র দেখি করিহ প্রণাম।
এই ঠাঞি তোমার আসিবে প্রসাদান্ন॥ চৈঃ চঃ

নদীয়ার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুকে এই জন্য মহাজনগণ করুণার অবতার, দয়ার অবতার বলিয়া গিয়াছেন। করুণার অবতার বলিয়াই তিনি সর্ব্বাবতারসার। এত করুণা, এত দয়া, এত প্রেম, এত স্নেহ শ্রীভগবান কোন অবতারেই প্রকাশ করেন নাই। হরিদাস যবনান্নে প্রতিপালিত বলিয়া আপনাকে অস্পৃশ্য মনে করেন, তিনি শ্রীনীলাচলে প্রবেশ করিতে সাহস করেন না, কারণ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবকবৃন্দ যদি তাঁহাকে স্পর্শ করেন, তাঁহা হইলেই সর্ব্বনাশ হইবে,—জগন্নাথদেবের সেবা বন্ধ হইবে। শ্রীগৌরভগবান হরিদাসের মনোভাব বুঝিয়া তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিলেন। তিনি তাঁহার জন্য একটি স্বতন্ত্র নিভৃত স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন; হরিদাস শ্রীনীলাচলে আসিয়াছেন,—প্রভু দর্শন করিতে; কিন্তু প্রভু থাকেন শ্রীমন্দিরের সন্নিকটে রাজগুরু কাশীমিশ্রের গৃহে। সেখানে যাইবার তাঁহার অধিকার নাই। কাজেই কৃপানিধি প্রভু বলিলেন "আমি নিত্য আসিয়া তোমাকে দর্শন দিব।" দয়াময় প্রভু জানেন হরিদাস ভিক্ষায় যাইবেন না, কারণ তাঁহার বিশ্বাস, তাঁহার স্পর্শে গৃহী বৈষ্ণবগণ অপবিত্র হইবেন। তাই কৃপাময় প্রভু তাঁহার প্রসাদেরও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। শ্রীগৌরভগবান দেখিলেন, হরিদাস শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আসিয়াছেন, শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনে তিনি বঞ্চিত, ইহাতে তাঁহার মনে দুঃখ, এই জন্যই প্রভু বলিলেন দূর হইতে শ্রীমন্দিরের চক্র দেখিয়া প্রণাম করিও তাহাতেই তোমার জগন্নাথদর্শনের ফল হইবে।" হরিদাস প্রভুর শ্রীমুখের আজ্ঞাবাণী শ্রবণ করিয়া পুলকিতাঙ্গ হইলেন। আনন্দে অধীর হইয়া প্রভুর সম্মুখে তিনি দুই বাহু তুলিয়া উচ্চ হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং অঙ্গভঙ্গী করিয়া অদ্ভুত প্রেমনৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রভুও তাঁহার সহিত নৃত্যকীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইলেন। বহুক্ষণ উভয়ে নৃত্য কীর্ত্তন করিয়া সুস্থির হইয়া বসিলেন। পরে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, জগদানন্দ ও দামোদর পণ্ডিত, এবং

---

(১) অর্থ। যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান, সে ব্যক্তি চণ্ডাল হইলেও পূজ্যতম। যেহেতু যাঁহারা তোমার নাম গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের তপস্যা, হোম, তীর্থস্নান, সদাচার এবং সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করা হয়।

মুকুন্দ প্রভৃতি প্রভুর অন্বেষণে সেখানে আসিয়া হরিদাসের সহিত মিলিত হইলেন। হরিদাস চরণের ধূলির মত দীনাতিদীন হইয়া সকলের সহিত প্রভুর গুণগান করিলেন। তাহার পর শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু প্রভৃতি সকলে মিলিয়া সমুদ্র স্নান করিয়া প্রভুকে নিজ বাসায় আনিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু এবং শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ তাহার পর সমুদ্র স্নানে যাইলেন। স্নান করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চূড়াদর্শন করিয়া সকলে প্রভুর বাসায় কাশীমিশ্র ভবনে মধ্যাহ্নকৃত্য করিতে আসিলেন। পূর্ব্বে বাণীনাথ ও গোপীনাথ আচার্য্য বহুবিধ প্রসাদান্ন প্রচুর পরিমাণে প্রভুর বাসায় আনাইয়া রাখিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর সর্ব্বভক্তবৃন্দকে এক এক করিয়া যোগ্যাসনে বসাইলেন এবং স্বহস্তে প্রসাদ পরিবেশন করিতে লাগিলেন। সচল জগন্নাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প প্রসাদান্ন দিতে আসে না। তিনি এক এক জনের পাতে তিন চারি জনের ভক্ষ্য বস্তু দিতে লাগিলেন (১)। ভক্তবৃন্দ প্রভুর এইরূপ কাণ্ড কারখানা দেখিয়া মৃদু মধুর হাসিতেছেন, এবং হাত তুলিয়া বসিয়া আছেন। প্রভু ভোজনে না বসিলে কেহ প্রসাদ পাইতে পারেন না। স্বরূপ গোস্বাঞি তখন প্রভুকে বলিলেন,—

তুমি না বসিলে কেহ না করে ভোজন।
তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী রহে যত জন।
গোপীনাথ আচার্য্য করিয়াছে নিমন্ত্রণ॥
আচার্য্য আসিয়াছে ভিক্ষার প্রসাদান্ন লঞা।
পুরী, ভারতী, আছে তোমার অপেক্ষা করিঞা॥
নিত্যানন্দ লঞা ভিক্ষা করিতে বৈস তুমি।
বৈষ্ণবের পরিবেশন করিতেছি আমি॥ চৈঃ চঃ

তখন প্রভু বুঝিলেন তিনি পরিবেশন করিলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে না। তাঁহার মনে বড় সাধ ছিল তিনি স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া জগন্নাথের প্রসাদ সকলকে খাওয়াইবেন। সে সাধ পূর্ণ করিলে কাহারও আহার হইবে না, এই ভাবিয়া প্রভু নিরস্ত হইলেন। হরিদাসের কথা তিনি ভুলেন নাই। গোবিন্দের হস্তে দিয়া অতিশয় যত্ন সহকারে হরিদাসের জন্য সেই পুষ্পোদ্যানের কুটীরে অগ্রে প্রসাদান্ন পাঠাইয়া পরে প্রভু সকল সন্ন্যাসী ও ভক্তগণ লইয়া ভোজনে বসিলেন। স্বরূপ গোসাঞি, দামোদর পণ্ডিত এবং জগদানন্দ এই তিন জনে মিলিয়া বৈষ্ণব দিগকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। জগদানন্দ পণ্ডিত প্রভুর পাত্রে উত্তম উত্তম ব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে দিতে লাগিলেন। প্রভু যতই নিষেধ করেন, তিনি ততই তাঁহার পাত্রে প্রসাদান্ন দেন! ভক্তের ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর পরমানন্দে সকলি ভোজন করিলেন। কারণ কিছু রাখিলেই সর্ব্বনাশ! জগদানন্দ অভিমানী ভক্ত,—তিনি রাগ করিয়া কি এক কাণ্ড করিয়া ফেলিবেন! প্রভু তাঁহাকে ভয় করেন। মধ্যে মধ্যে উচ্চ হরিধ্বনিতে এবং জয়ধ্বনিতে কাশীমিশ্র-ভবন মুখরিত হইল। বৈষ্ণবের ভোজনেও ভজনক্রিয়া আছে। শ্রীভগবানের প্রসাদ শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তিপূর্ব্বক গ্রহণ, এবং নামানন্দে বিভোর হইয়া প্রসাদ ভোজনানন্দানুভব,—ইহা বৈষ্ণবের একটী ভজনাঙ্গ। প্রভুর বাসায় আজ যে মহোৎসব, ইহা প্রেমোৎসব এবং ভোজনোৎসব। এই ভোজনোৎসব পরিসমাপ্তি হইলে সকলে হরিধ্বনি করিয়া আচমন করিলেন। বৈষ্ণবের প্রসাদ মহামহাপ্রসাদ। তাহা লইয়া অন্যান্য ভক্তবৃন্দের মধ্যে মারামারি পড়িয়া গেল। প্রভুর ভোজন-পাত্র লুট হইল। অবধূত নিতাইচাঁদ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর সর্ব্বাঙ্গ প্রসাদান্নে ভূষিত করিলেন। শান্তিপুরনাথ প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া অবধূত নিত্যানন্দ প্রভুর দুই হস্ত ধারণ করিয়া আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া অঙ্গভঙ্গী করিয়া মধুর নৃত্যারম্ভ করিলেন। তাঁহার পরিধান বসন খসিয়া ভূমিতলে পতিত হইল। তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া কটি দোলাইয়া মধুর নৃত্য করিতেছেন দেখিয়া ভাবনিধি প্রভুর মনে বড় আনন্দ হইল। তিনি স্বয়ং শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে বসন পরাইয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পরে শান্তিপুর

(১) সভারে বসাইল প্রভু যোগ্যক্রম করি।
শ্রীহস্তে পরিবেশন কৈল গৌরহরি॥
অল্প অন্ন না আইসে দিতে প্রভুর হাতে।
দুই তিন জনার ভক্ষ্য দেন এক পাতে॥ চৈঃ চঃ

নাথ প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন আচমনাদি কার্য্য সমাপন হইল। প্রভু সকলকে স্বহস্তে মাল্যচন্দনে ভূষিত করিলেন। তাঁহার পর সকলে নিজ নিজ বাসায় বিশ্রাম করিতে যাইলেন।

সন্ধ্যাকালে পুনরায় সকলে প্রভুর বাসায় কাশীমিশ্র-ভবনে আসিলেন। এমন সময়ে রায় রামানন্দ প্রভুর নিকটে আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। প্রভু তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিয়া নদীয়ার সকল ভক্তবৃন্দের সহিত মিলন করিয়া দিলেন। রায় রামানন্দ আনন্দে বিহ্বল হইয়া একে একে সর্ব্বভক্তগণের চরণ ধুলি গ্রহণ করিলেন। সকলেই তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। ভক্তবৎসল প্রভু ভক্তচূড়ামণি রায় রামানন্দের প্রসংশা শতমুখে করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিলেন না। ভক্তের ভগবান ভক্তের গুণকীর্ত্তন করিতে সহস্র বদন হইলেন। নদীয়ার ভক্তবৃন্দ বিস্মিত হইয়া প্রভুর শ্রীমুখে ভক্তের গুনগান শুনিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন।

সন্ধ্যাকালে শ্রীজগন্নাথদেবের ধুপ আরতির সময় প্রভু সর্ব্বভক্তগণ সঙ্গে শ্রীমন্দিরে যাইয়া মহাসঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। জগন্নাথের সেবকগণ সকলকে মাল্য চন্দনে ভূষিত করিলেন। চারিদিকে চারি সম্প্রদায় কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তাহার মধ্যভগে শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ত্রিভুবন-ভুলান মনোহররূপে নয়নরঞ্জন মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। আটটি মৃদঙ্গ এবং বত্রিশ জোড়া করতাল একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল। মৃদঙ্গ করতালের রবে শ্রীমন্দির প্রাঙ্গন প্রকম্পিত হইল; ঘন ঘন হরিধ্বনিতে গগনমণ্ডল পূর্ণ হইল। ভুবনমঙ্গল কীর্ত্তনধ্বনি চতুর্দ্দশ লোক ভরিয়া ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিল।

কীর্ত্তনের মহামঙ্গল ধ্বনি যে উঠিল।
চতুর্দ্দশ লোক ভরি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল॥ চৈঃ চঃ

নীলাচলবাসী সর্ব্বলোক আজি মন্দিরপ্রাঙ্গনে একত্রিত হইয়াছে। শ্রীমন্দিরদ্বারে পথিপার্শ্বে ভীষণ লোকসংঘট্ট হইল। নীলাচলবাসী নরনারীবৃন্দ এই মহাসঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞ দেখিয়া বিস্মিত হইল। এইরূপ অপূর্ব্ব কীর্ত্তন তাহারা পূর্ব্বে কখন দেখে নাই। প্রভু এই চারি সম্প্রদায় লইয়া নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন,—তাঁহার অগ্র পশ্চাৎ চারিসম্প্রদায় কীর্ত্তন করিতেছে। প্রভুর শ্রীঅঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক ভাব লক্ষণ সকল পরিদৃষ্ট হইতেছে। অশ্রু, কম্প, পুলক, কদম্ব, প্রস্বেদ প্রভৃতি প্রেমের বিকার দেখিয়া সর্ব্বলোক বিস্মিত হইল। প্রভু হুংকার গর্জ্জন করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার কমল নয়নদ্বয় দিয়া পিচকারীর ধারার মত প্রেমাশ্রু-ধারা নির্গত হইতেছে, তাহাতে চতুর্দ্দিকের লোক সকল স্নান করিতেছে। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহাকে ধরিয়া ধীরে ধীরে কীর্ত্তনের সঙ্গে যাইতেছেন, পাছে আছাড় খাইয়া ভূমিতলে পতিত হন এবং আঘাত প্রাপ্ত হন। কীর্ত্তনানন্দে প্রভু উন্মত্ত হইয়াছেন, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই। নদীয়ার ভক্তগণ বহুদিন পরে তাঁহাদিগের জীবন-সর্ব্বস্ব ধনকে পাইয়া পরমানন্দে নৃত্য কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহাঃ দিগেরও বাহ্যজ্ঞান নাই। প্রভু এক্ষণে শ্রীমন্দিরের পশ্চাতে রহিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

বেড়া নৃত্য মহাপ্রভু করি কথোক্ষণ।
মন্দিরের পাছে রহি করেন কীর্ত্তন॥
চারি দিগে চারি সম্প্রদায় উচ্চৈঃস্বরে গায়।
মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করে গৌররায়॥

অনেকক্ষণ এই ভাবে উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়া প্রভুর শ্রান্তি বোধ হইল; তিনি স্থিরভাবে একস্থানে দাঁড়াইলেন এবং চারিজন মহান্তকে চারি সম্প্রদায়ে নৃত্য করিতে আদেশ দিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু প্রথম সম্প্রদায়ে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু দ্বিতীয় সম্প্রদায়ে, তৃতীয় সম্প্রদায়ে বক্রেশ্বরপণ্ডিত এবং চতুর্থ সম্প্রদায়ে শ্রীবাসপণ্ডিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু মধ্যে দাঁড়াইয়া এই অপূর্ব্ব নৃত্যকীর্ত্তনরঙ্গ দর্শন করিতে লাগিলেন। সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞেশ্বর শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র চতুঃসম্প্রদায়ের মধ্যে ভুবনমোহন মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছেন, সকলেই দেখিতেছেন, তাঁহার প্রতি করুণনয়নে সকলেই চাহিয়া

আছেন। এইভাবে প্রভু তখন কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন (১)। নৃত্য করিতে করিতে যিনি প্রভুর সম্মুখে আসেন, প্রভু তাঁহাকে সপ্রেম গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করেন। এই ভাবে নদীয়ার ভক্তবৃন্দ প্রভুকে লইয়া মহাসঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন এবং সমগ্র নীলাচলবাসী ইহা দেখিয়া প্রেমানন্দ-সাগরে ভাসিতেছে। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

মহা নৃত্য, মহাপ্রেম, মহাসঙ্কীর্ত্তন।
দেখি প্রেমানন্দে ভাসে নীলাচলজন॥

এরূপ আনন্দোৎসব, এরূপ অপূর্ব্ব নৃত্যকীর্ত্তন শ্রীনীলাচলে পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র অট্টালিকার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া নিজগণের সহিত এই মহাসঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞ দর্শন করিতেছেন। ভক্তবৃন্দ সহ সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুকে প্রেমাবেশে মধুর নৃত্য করিতে দেখিয়া রাজা আনন্দে বিহ্বল হইয়া অনর্গল প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতেছেন। প্রভুর সহিত মিলিত হইবার উৎকণ্ঠা তাঁহার শতগুণ বর্দ্ধিত হইতেছে। তিনি রথযাত্রার দিন গণিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র নবদ্বীপবাসী ভক্তবৃন্দসহ মহাসঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞ সমাপনান্তে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুষ্পাঞ্জলি আরতি দর্শন করিয়া সর্ব্বভক্তগণ সঙ্গে বাসায় আসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে রাজাদেশে জগন্নাথের সেবকগণ প্রচুর পরিমাণে অতি উত্তম উত্তম প্রসাদ আনিয়া প্রভুর বাসায় উপস্থিত হইলেন। কীর্ত্তনশ্রান্ত ভক্তবৃন্দকে প্রভু স্বয়ং এই প্রসাদ বণ্টন করিলেন। সকলেই প্রেমানন্দে হরিধ্বনি করিতে করিতে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। তাহার পর সকলে মিলিয়া কিছুক্ষণ প্রভুর সহিত বসিয়া হরিকথা কহিলেন। রাত্রি প্রায় দেড়প্রহর অতীত হইল। প্রভু সকল ভক্তগণকে নিজ নিজ বাসায় শয়ন করিতে আদেশ করিলেন। ভক্তবৃন্দ প্রভুর শ্রীচরণকমল বন্দনা করিয়া সে দিনের মত বিদায় লইলেন। নদীয়ার ভক্তবৃন্দ যতদিন প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে ছিলেন, প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহারা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে প্রভুর সহিত এইরূপ নৃত্যকীর্ত্তনোৎসবে মত্ত হইতেন। কীর্ত্তনানন্দে নীলাচলধাম মুখরিত হইল। চিদানন্দময় দারুব্রহ্মে পরমানন্দময় নরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোরাঙ্গসুন্দরের আনন্দঘন মূর্ত্তির বিকাশ হইল। সর্ব্বনীলাচল আনন্দময় বোধ হইল; নদীয়ার ভক্তবৃন্দ নীলাচল গৌরময় দেখিলেন। ভাগ্যবান নিত্যদাসগণ অনেকে অচল জগন্নাথের স্থানে সচল জগন্নাথকে দেখিয়া পরানন্দ অনুভব করিলেন। এই জন্যই প্রভুকে ভক্তবৃন্দ "সচল জগন্নাথ" বলিতেন। পরে মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্রও একথা বলিয়াছিলেন।

নদীয়ার ভক্তবৃন্দ প্রভুকে এক একদিন করিয়া নিজ নিজ বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহ হইতে সযত্নে আনীত ভোজ্যদ্রব্যের দ্বারা পরম পরিতোষ পূর্ব্বক তাঁহাকে ভিক্ষা করাইলেন। প্রভুর যাহাতে প্রীতি, প্রভু যাহা খাইতে ভালবাসেন, নদীয়ার ভক্তবৃন্দ সেই সকল বস্তু অতিশয় যত্ন করিয়া মাথায় বহিয়া নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে আনিয়াছেন। শচী-বিষ্ণুপ্রিয়াদত্ত প্রীতি উপহারও শ্রীবাসপণ্ডিত সঙ্গে আনিয়াছেন। প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া সেই সকল প্রীতি-উপহার একে একে তাঁহার ভোজনপাত্রে দিয়া শ্রীবাসপণ্ডিত বলিলেন "এসকল তোমার নিজ গৃহের বস্তু। শচীমাতা যত্ন করিয়া তোমার জন্য পাঠাইয়াছেন। স্নেহময়ী জননীর নাম শুনিয়াই প্রভু মাতৃ-প্রেমে বিভোর হইয়া কান্দিয়া ফেলিলেন,—তাঁহার ছল ছল করুণাভরা অরুণ নয়ন দুটি দেখিয়া শ্রীবাসপণ্ডিত আর সে কথা তুলিলেন না।

(১) তাঁহা এক ঐশ্বর্য্য তাঁর হৈল প্রকটন।
চারিদিকে নৃত্য গীত করে যত জন।
সবে দেখে করে প্রভু আমারে দর্শন॥
চারি জনের নৃত্য প্রভুর দেখিতে অভিলাষ।
সেই অভিলাষে করে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ॥
দর্শনে আবেশ তাঁর দেখি মাত্র জানে।
কেমতে চৌদিকে দেখে ইহা নাহি জানে॥
পুলিন ভোজনে যেন কৃষ্ণ মধ্যস্থলে।
চৌদিকের সখা কহে আমারে নেহালে॥ চৈঃ চঃ

এইরূপে শ্রীনীলাচলে ভক্তভগবানের যে মিলন হইল ইহা অতি অপূর্ব্ব। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

"এই ত কহিল প্রভুর কীর্ত্তনবিলাস।
যেবা ইহা শুনে হয় চৈতন্যের দাস"॥

ইহা হইল ফলশ্রুতি। এই যে ভক্তভগবানে অপূর্ব্ব মিলনসুখ, নদীয়াবাসী ভক্তবৃন্দের প্রভু দর্শনে এই যে মনের অভূতপূর্ব্ব আনন্দোচ্ছাস, ব্রহ্মানন্দের সহিত ইহার তুলনা হয় না। নদীয়ার ভক্তবৃন্দ ব্রহ্মানন্দ তুচ্ছ মনে করেন। প্রভুকে দেখিয়া তাঁহাদিগের যে আনন্দ, যে সুখ, তাহা যে কি বস্তু, তাহা তাঁহারাই জানেন। তাঁহারা প্রভুর নিত্যপার্ষদ, নিত্যদাস। প্রভুর দাসত্ব ভিন্ন অন্য বিষয়ে তাঁহাদের মন যায় না, প্রভুর শ্রীমুখ দর্শন সুখই তাঁহারা পরম ও চরম সুখ মনে করেন। তাঁহারা,—

"চৈতন্যের দাসত্ব বই নাহি জানে আর।" চৈঃ চঃ

দশম পরিচ্ছেদ।

—:○*○:—

নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার উদ্যোগ ও রাজা প্রতাপ রুদ্রের উৎকণ্ঠা। রাজপুত্রের সহিত প্রভুর মিলন। শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির-মার্জ্জন-লীলা।

—:○*○:—

উত্তুঙ্গেন নভস্থলং তরলয়ন্মার্ত্তণ্ডবিম্বং মুহুশ্চুম্বন্ দেবসভাজনবিধিং সংপাদয়ন্নির্ভরং।
ব্রহ্মাণ্ডান্তর সংস্থিতস্য নয়নানন্দোৎসবোৎসাহকঃ
সাটোপং মুরবৈরিণো বিজয়তে লক্ষ্মীময়ঃস্যন্দনঃ॥ (১)

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক॥

ইতি পূর্ব্বে প্রভুর সহিত রাজা প্রতাপরুদ্রের মিলন জন্য উৎকণ্ঠার কথা বলিয়াছি। রাজার গৌরাঙ্গানুরাগের পরিচয়, কৃপাময় পাঠকবৃন্দ পূর্ব্বেই পাইয়াছেন; এখানে আরও কিছু বলিব। দক্ষিণ দেশ হইতে প্রভু যখন শ্রীনীলাচলে প্রত্যাগমন করেন, তখন, রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার রাজধানী কটক নগরে ছিলেন। সেখান হইতে তিনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বহু অনুনয় বিনয় করিয়া প্রভুর সহিত মিলনের জন্য পত্র লেখেন। তদুত্তরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য লিখেন "প্রভুর আজ্ঞা পাইলাম না। পরে পুনরায় চেষ্টা করিব।" রাজা এই পত্র পাইয়া মনে দারুণ ব্যথা পাইয়া পুনরায় লিখিলেন—

প্রভুর নিকটে আছেন যত ভক্তগণ।
মোর লাগি তাঁ সভারে করিহ নিবেদন॥
সেই সব দয়ালু মোরে হইয়া সদয়॥
মোর লাগি প্রভু পদে করেন বিনয়॥
তাঁ সভার প্রসাদে মিলোঁ শ্রীপ্রভুর পায়।
প্রভু কৃপা বিনা মোরে রাজ্য নাহি ভায়॥
যদি মোরে কৃপা না করিবেন গৌরহরি।
রাজ্য ছাড়ি যোগী হই, হইব ভিখারি॥ চৈঃ চঃ

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এই পত্র পাঠ করিয়া বিষম চিন্তিত হইলেন। সর্ব্বভক্তগণকে রাজার সেই অপূর্ব্ব পত্র খানি দেখাইলেন। রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্রের এতাদৃশ গৌরাঙ্গানুরাগ দর্শনে ভক্তবৃন্দ বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইলেন। সকলেই বলিলেন "প্রভু কখনই রাজার সহিত মিলিত হইবেন না, আমরা যদি তাঁহাকে এবিষয়ে অনুরোধ করি, তাহা হইলে তিনি বড় দুঃখিত হইবেন।" সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য রাজা প্রতাপরুদ্রের মর্ম্মী বন্ধু। রাজার সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ-মিলনে তিনি দূতীর কার্য্য করিতেছেন। তিনি একথা শুনিয়া বলিলেন "একবার

---

(১) অর্থঃ। সমধিক উচ্চতাবশতঃ যে রথ আকাশমণ্ডলকে চঞ্চল করিতেছে, সূর্য্যমণ্ডলকে মুহুর্মুহু স্পর্শ করিতেছে, এবং যে রথ দেবসভার আনন্দ সম্যক বর্দ্ধন করিতেছে, এবং ব্রহ্মাণ্ড ভিন্ন অন্তরস্থিত জনগণেরও নয়নানন্দোৎসবে উৎসাহ-প্রদান করিতেছে, সেই মুরবৈরী জগন্নাথদেবের রথ সগর্ব্বে জয়যুক্ত হউক।

চলুন, সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিয়া দেখি। প্রভুকে রাজার সহিত মিলনের অনুরোধ করিব না, রাজব্যবহারে দুই একটি কথা কহিয়া দেখিব, প্রভুর মন কিরূপ"। এই বলিয়া সকলে মিলিয়া প্রভুর বাসায় চলিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এবার শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে এই বিষম কার্য্যের পাণ্ডা নিয়োগ করিয়া কহিলেন "শ্রীপাদ! আপনি যদি প্রভুকে রাজার জন্য একটি কথা বলেন, তাহা হইলে কার্য্য সিদ্ধি হয়। রাজা পরমভক্ত, আপনার চরণে তাঁহার বিশেষ নিবেদন, যাহাতে প্রভু তাঁহাকে কৃপা করেন"। অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু হাসিয়া কহিলেন, "ভট্টাচার্য্য! তুমি এই কার্য্যে দৌত্যরূপে নিযুক্ত হইয়াছ। তোমার দ্বারাই প্রভু এই কার্য্য সিদ্ধি করিবেন। তবে যখন বলিতেছ, আমি প্রভুকে অবশ্য বলিব"। এইরূপ পরামর্শ করিয়া সকলে মিলিয়া প্রভুর নিকট চলিলেন। প্রভু তখন তাঁহার নিজ বাসায় বসিয়া মালা জপ করিতেছেন। প্রভুর অনুমতি লইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া সকলে আসন গ্রহণ করিলেন। সকলেরই ইচ্ছা প্রভুকে রাজার কথা বলেন, কিন্তু কাহারও সাহস হইতেছে না। অন্তর্যামী প্রভু তাঁহাদের মনের কথা জানিয়াছেন; কিন্তু তাহা প্রকাশ না করিয়া করুণ নয়নে সকলের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন "এসময়ে তোমাদের মুখের ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, কিছু বলিতে আসিয়াছ, কিন্তু তাহা বলিতে পারিতেছ না,—ইহারই বা কারণ কি? (১) শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সাহসে ভর করিয়া তখন কহিলেন, "প্রভু হে! তোমাকে একটি কথা বলিতে চাই, সে কথাটি না বলিয়া আর থাকিতে পারিতেছি না, কিন্তু বলিতেও ভয় হইতেছে। সে কথাটি যোগ্য হউক আর অযোগ্য হউক, তোমার নিকট আমরা বলিতে চাই। তুমি যদি অভয় দাও তবে বলি"। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু হাসিয়া কহিলেন "শ্রীপাদ! সকল কথাই আপনি আমাকে অকপটে বলিতে পারেন"। প্রভুর শ্রীমুখের আশ্বাসবাণী পাইয়া তখন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কহিলেন "রাজা প্রতাপ রুদ্র তোমার কৃপাপ্রার্থী। তিনি পরম ভক্ত। তুমি যদি কৃপা করিয়া তাঁহাকে দর্শন দানে কৃতার্থ না কর, তিনি রাজ্যত্যাগ করিয়া যোগী হইবেন।"

"তোমা না মিলিলে রাজা চাহে যোগী হৈতে"।

ভক্তবৎসল প্রভুর মন এইকথায় দ্রব হইল বটে; কিন্তু লোকশিক্ষার জন্য প্রকৃত মনের ভাব প্রকাশ না করিয়া বাহিক বিরক্তির ভান করিয়া বলিলেন "শ্রীপাদ! আপনাদের সকলের ইচ্ছা আমি বিষয়ীর সঙ্গ করি। আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী, ইহাতে আমার পরমার্থ ত নাশ হইবেই, লোকেও নিন্দা করিবে। লোক ত পরের কথা, এই যে দামোদরপণ্ডিত ইনিও আমাকে ভৎসনা করিবেন। ইহাঁকে আমি আপনাদের অপেক্ষা বড় ভয় করি। ইহাঁর বাক্যদণ্ড আমি সহ্য করিতে পারিব না। আপনাদিগের কথায় আমি রাজার সহিত মিলিতে পারিব না, কিন্তু যদি দামোদর পণ্ডিত কহেন, তাহা হইলে আমি এই কার্য্য করিতে পারি" (১)। ইহাঁদিগের মধ্যে দামোদর পণ্ডিতও ছিলেন। তিনি পরম নিরপেক্ষভাবে কথা বলিতেন। প্রভু সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার আশ্রমধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে রক্ষা হয়, তিনি তাহার প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখিতেন। মধ্যে মধ্যে এই সূত্রে প্রভুকে তিনি বাক্যদণ্ড দিতেন। দামোদরের বাক্যদণ্ড প্রভু বড় ভালবাসেন। এই বাক্যদণ্ড-লীলাকথা যথাস্থানে বিস্তারিত বর্ণিত হইবে। দামোদর পণ্ডিত প্রভুর কথা শুনিয়া কথঞ্চিত লজ্জিত হইলেন বটে, কিন্তু উত্তর দিতে ছাড়িলেন না। তিনি প্রভুকে বলিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

দামোদর কহে "তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব তোমার গোচর॥

(১) প্রভু কহে কি কহিতে সবার আগমন।
দেখি যে কহিতে চাহ না কহ কারণ॥ চৈঃ চঃ

(১) পরমার্থ থাকুক লোকে করিবে নিন্দন।
লোক রহু দামোদর করিবে ভৎসন॥
তোমা সভার আজ্ঞায় আমি না মিলি রাজারে।
দামোদর কহে যদি তবে মিলি তাঁরে॥ চৈঃ চঃ

আমি কোন্ ক্ষুদ্র জীব তোমাকে বিধি দিব।
আপনি মিলিবে তাঁরে তাহাও দেখিব॥
রাজা তোমায় স্নেহ করে তুমি স্নেহবশ।
তাঁর স্নেহে করাবে তাঁরে তোমার পরশ॥
যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম স্বতন্ত্র।
তথাপি স্বভাবে হও প্রেমপরতন্ত্র॥"

দামোদর পণ্ডিতের কথা শুনিয়া প্রভু নীরব রহিলেন। দামোদর যাহা বলিলেন, তাহা অতি স্পষ্ট কথা,—তাহার আর উত্তর নাই। তিনি একেবারে অতি সুস্পষ্ট কথায় সর্ব্বসমক্ষে প্রভুকে কহিলেন "প্রভু হে! তুমি আর ভারিভুরি করিও না, তুমি আপনিই রাজার সহিত মিলিত হইবে, আমরা তাহাও দেখিব।" এইরূপ স্পষ্ট কথায় প্রভুর মনে বড় সুখ হইল। তিনি দামোদর পণ্ডিতের মুখের দিকে একটিবার করুণ নয়নে চাহিলেন। চাহিয়াই মস্তক অবনত করিলেন। এই প্রেম-কটাক্ষের মর্ম্ম "দামোদর! তুমিই আমার অন্তরের প্রকৃত ভাব বুঝিয়াছ। আমি ভক্তের সম্পূর্ণ বশীভূত। রাজা আমাকে প্রেমভক্তি-ডোরে আবদ্ধ করিয়াছেন, এবন্ধন মুক্ত করা আমার সাধ্য নহে।" উপস্থিত ভক্তবৃন্দ বুঝিলেন প্রভুর মন কোমল হইয়াছে, রাজার মনবাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করিবেন। প্রভু যখন আর কথা কহেন না, তখন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কহিলেন, যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

নিত্যানন্দ কহে ঐছে হয় কোন জন।
যে তোমারে কহে কর রাজ-দরশন॥
কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয়।
ইষ্ট না পাইলে নিজ প্রাণ সে ছাড়য়॥
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী হয় তাহাতে প্রমাণ।
কৃষ্ণ লাগি পতি আগে ছাড়িলেক প্রাণ॥
তৈছে যুক্তি করি যদি কর অবধান।
তুমিহ না মিল তারে রহে তার প্রাণ॥
এক বহির্ব্বাস যদি দেহ কৃপা করি।
তাহা পাঞা প্রাণ রাখে তোমার আশা ধরি॥

করুণাময় প্রভুর করুণ হৃদয় মথিত হইল। তিনি আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। তিনি অধোবদনে কি ভাবিতেছিলেন, এক্ষণে শ্রীবদন তুলিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি করুণনয়নে চাহিয়া মধুর বচনে কহিলেন "শ্রীপাদ! আপনারা সকলেই পরম পণ্ডিত, আমার পক্ষে যাহা ভাল হয় তাহাই করিবেন।" (১) শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবানের ইচ্ছাশক্তি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু। তিনি প্রভুর মনোভাব বুঝিয়া গোবিন্দের নিকট হইতে তাঁহার একখণ্ড বহির্বাস চাহিয়া লইয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের হস্তে দিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সেই বস্ত্র লইয়া রাজা প্রতাপরুদ্রকে দিলেন। রাজা প্রভুর প্রসাদী বস্ত্রখণ্ড পাইয়া প্রেমানন্দে মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। সেইদিন হইতে পরম ভক্তিভরে সেই বস্ত্ররূপী প্রভুকে নিত্য-পূজা করিতে লাগিলেন (২)। এই যে প্রভুর প্রসাদী বস্ত্রদান, ইহা, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপায় হইল। এতদিন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের অনুগত হইয়া রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীগৌরাঙ্গ-কৃপা প্রাপ্তির চেষ্টা করিতেছিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যখন তাঁহাকে শেষবার লিখিলেন রাজার সহিত তাঁহার মিলন প্রভুর অভিপ্রেত নহে, তখন রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শরণ লইলেন। তিনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে যে পত্র লিখেন, তাহাতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নাম বিশেষ করিয়া লিখিত ছিল। রাজা নদীয়ার ভক্তবৃন্দের শরণ লইলেন, ইহা তাঁহার পত্রের মর্ম্মে বুঝিতে পারা যায়। রাজা প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পত্রে লিখিয়াছিলেন—

প্রভুর নিকটে আছে যত ভক্তগণ।
মোর লাগি তাঁ সবারে করিহ নিবেদন॥
সেই সব দয়ালু মোরে হইয়া সদয়।
মোর লাগি প্রভু পদে করেন বিনয়॥
তাঁ সবার প্রসাদে মিলে শ্রী প্রভুর পায়।
প্রভু কৃপা বিনা মোরে রাজ্য নাহি ভায়॥ চৈঃ চঃ

(১) প্রভু কহে তুমি সব পরম বিদ্বান।
যেই ভাল হয় সেই কর সমাধান॥ চৈঃ চঃ

(২) বস্ত্র পাঞা আনন্দিত হৈল রাজার মন।
প্রভুরূপ করি করে বস্ত্রের পূজন॥ চৈঃ চঃ

ভক্তের কৃপা ভিন্ন শ্রীভগবানের কৃপাকটাক্ষ লাভ হয় না; তাই রাজা ভক্তের শরণ লইলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা ভিন্ন শ্রীগৌরাঙ্গচরণ লাভ হয় না, সেইজন্য রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর চরণে শরণ লইলেন। ভক্তচূড়ামণি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের দ্বারায় তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপালাভ করিলেন। দয়াল নিতাইচাঁদের কৃপায় তিনি প্রভুর প্রসাদী বস্ত্র পাইলেন। অন্য কাহারও দ্বারায় এই কার্য্যটি হইত না।

রাজা প্রতাপরুদ্র শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ, ভক্তিমান্ হিন্দু রাজা। তিনি শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত আছেন। ভক্তিপথের পথিক হইতে হইলে ভক্তের চরণাশ্রয় ব্যতিত শ্রীভগবানের কৃপালাভ একেবারেই অসম্ভব তাহা তিনি জানেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পরম গৌরভক্ত, রায় রামানন্দও ততোধিক; অতএব এই দুই ভক্তবীরের সাহায্যে রাজা সফলকাম হইবেন, তাহা তিনি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলেন। রথযাত্রার পূর্ব্বে একদিন রাজা রায় রামানন্দকে নিভৃতে ডাকিয়া অতিশয় দৈন্য ও আর্ত্তি সহকারে তাঁহার দুইখানি হস্ত ধারণ করিয়া কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন—

মহাপ্রভু মহা কৃপা করেন তোমারে।
মোরে মিলাইতে অবশ্য সাধিবে তাঁহারে॥ চৈঃ চঃ

রায় রামানন্দ রাজাকে বহুক্ষণ সান্ত্বনা করিলেন, বহু আশা দিলেন। প্রভুর শ্রীচরণে তিনি তাঁহার প্রেমভক্তির সকল কথাই জানাইবেন, এই বলিয়া তিনি রাজার নিকট বিদায় লইয়া প্রভুর বাসায় যাইলেন। প্রভু নিভৃতে বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন, রায় রামানন্দ সেখানে যাইয়া প্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন। প্রভু তাঁহাকে বসিতে অনুমতি দিলেন এবং তাঁহার সহিত কৃষ্ণকথারসরঙ্গে মগ্ন হইলেন। প্রসঙ্গক্রমে রায় রামানন্দ রাজা প্রতাপরুদ্রের শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও তাঁহার সেবানিষ্ঠার কথা উঠাইলেন। প্রভু রাজার বহু প্রশংসা করিলেন। রায় রামানন্দ রাজমন্ত্রী, ব্যবহারজীবি, সুযোগ বুঝিয়া রাজার গৌরাঙ্গপ্রীতির কথা তুলিলেন। প্রভু বাধা দিলেন না; তিনি কথাগুলি শুনিলেন। ইহাতে রায় রামানন্দের মনে বড় আশা হইল; তিনি প্রভুর চরণ ধরিয়া নিবেদন করিলেন—

"একবার প্রতাপরুদ্রে দেখাহ চরণ।"

প্রভু এবার উত্তর করিলেন "দেখ রায় রামানন্দ! তুমি পরম পণ্ডিত। তুমিই বিচার করিয়া দেখ, আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী, রাজা পরম বিষয়ী। সন্ন্যাসী হইয়া রাজার সহিত মিলন আমার পক্ষে উচিত হয় না। বিষয়ী লোকের সঙ্গ করিলে সন্ন্যাসীর ইহলোক পরলোক উভয়ই নষ্ট হয়। পরলোক ত দূরের কথা,—ইহ সংসারের লোকেরা ইহা দেখিয়া আমাকে উপহাস করিবে" (১)। প্রভুর কথা শুনিয়া রায় রামানন্দ করযোড়ে তাঁহার চরণে নিবেদন করিলেন—"প্রভু! তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তুমি ত পরতন্ত্র নহ, তোমার আবার লোকনিন্দার ভয় কি?" কলির প্রচ্ছন্ন অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবানের একথা ভাল লাগিল না। তিনি আত্মগোপন করিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধভাবে উত্তর করিলেন—

————আমি মনুষ্য, আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি॥
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়।
শুক্ল বস্ত্রে মসি বিন্দু যৈছে না লুকায়॥ চৈঃ চঃ

চতুরচূড়ামণি রায় রামানন্দ হাসিয়া উত্তর করিলেন "প্রভু হে! পতিতপাবন হে! কতশত পাপীকে তুমি কৃপা করিয়া বিষয়-বিষকূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছ। রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্র তোমার ভক্ত, জগন্নাথসেবক,—তাঁহার প্রতি একবার কৃপাকটাক্ষ কর।" প্রভুর করুণ হৃদয় দ্রব হইল। ভক্তবৎসল ভগবানের ভক্তের প্রতি অসীম কৃপা। ভক্তের ভগবান প্রচ্ছন্ন অবতার শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু রাজার প্রতি তাঁহার কৃপার পরিচয় দিয়া সতর্কভাবে রায় রামানন্দকে কহিলেন যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

(১) প্রভু কহে রামানন্দ কহ বিচারিঞা।
রাজারে মিলিতে যুয়ায় সন্ন্যাসী হইঞা॥
রাজার মিলনে ভিক্ষুর দুই লোক নাশ।
পরলোক রহু লোক করে উপহাস॥ চৈঃ চঃ

প্রভু কহে "পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দুপাতে কেহো না করে পরশ॥
যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্ব্ব গুণবান্।
তাঁহারে মলিন করে এক রাজা নাম॥
তথাপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয়।
তবে আনি মিলাহ মোরে তাঁহার তনয়।
"আত্মা বৈ জায়তে পুত্র" এই শাস্ত্র বাণী।
পুত্রের মিলনে যেন মিলিলা আপনি।"

রায় রামানন্দ পরম চতুর এবং বুদ্ধিমান রাজমন্ত্রী। তিনি বুঝিলেন প্রভু যখন রাজপুত্রের সহিত মিলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, রাজার সহিত অবশ্যই পরে মিলিবেন,—ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। রায় রামানন্দ আনন্দে গদগদ হইয়া প্রভুর চরণধূলি লইয়া রাজবাড়ীর দিকে ছুটিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র একাকী নিভৃত কক্ষে বসিয়াছিলেন। রায় রামানন্দ তাঁহাকে বন্দনা করিয়া কহিলেন "মহারাজ! অদ্য আপনাকে একটি শুভ সংবাদ দিতে আসিয়াছি। প্রভু আপনার পুত্রের সহিত মিলিতে চাহিয়াছেন। আপনার সহিত মিলনের এই শুভ সূচনা। আপনি সত্বর রাজপুত্রকে আমার সঙ্গে দিন। আমি তাঁহাকে প্রভুর নিকটে লইয়া যাই।" রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার পুত্রের সৌভাগ্যের কথা মনে করিয়া আনন্দে গদগদ হইয়া রায় রামানন্দকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে তুষ্ট করিলেন। তৎপরে রাজপুত্রকে আনাইয়া তাঁহার সঙ্গে দিলেন। রাজপুত্র কিশোরবয়স্ক পরম রূপবান্ বালক। তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ সুবলিত অঙ্গ, সুদীর্ঘ চঞ্চল নয়ন। রাজপুত্রের পরিধানে পীতাম্বর, সর্ব্ব অঙ্গ সুবর্ণ ও মণিমুক্তার আভরণে ভূষিত। প্রভুর নিকটে যখন এই পরম সুন্দর বালকটিকে রায় রামানন্দ লইয়া যাইলেন, রাজপুত্রকে দেখিবামাত্রই তাঁহার মনে কৃষ্ণ-স্মৃতির উদ্দীপনা হইল (১)। তিনি প্রেমাবেশে রাজকুমারকে নিকটে ডাকিয়া মধুসম্ভাষণে বহু আদর করিলেন। বালকের অঙ্গে শ্রীকর স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে পবিত্র করিয়া রায় রামানন্দের প্রতি করুণনয়নে চাহিয়া প্রেমাবেশে কহিলেন—

"এই মহা ভাগবত যাঁহার দর্শনে।
ব্রজেন্দ্র–নন্দনস্মৃতি হয় সর্ব্বজনে।
কৃতার্থ হইলাম আমি ইহার দর্শনে॥"

এই কথা বলিয়া প্রেমময় প্রভু রাজকুমারকে বক্ষে ধারণ করিয়া গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দান করিয়া বালকের হৃদয়ে প্রেম সঞ্চার করিলেন। তখন রাজপুত্রের অবস্থা কি হইল শুনুন—

প্রভুস্পর্শে রাজপুত্র হৈল প্রেমাবেশ।
স্বেদ, কম্প, অশ্রু, স্তম্ভ, যতেক বিশেষ॥
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কহে নাচে করয়ে রোদন।
তাঁর ভাগ্য দেখি শ্লাঘা করে ভক্তগণ॥ চৈঃ চঃ

প্রভুর ইচ্ছায় রাজকুমার সুস্থির হইলেন। প্রভু তাঁহাকে নিজ ক্রোড়ে বসাইয়া আদর করিয়া কহিলেন "তুমি রাজপুত্র, আমি দরিদ্র সন্ন্যাসী। তুমি আমার নিকটে যে আসিবে তাহা আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই। তোমাকে দেখিয়া আমার মনে আজ বড় আনন্দ হইল। তুমি মধ্যে মধ্যে আমার নিকট আসিয়া আমাকে এইরূপ আনন্দ দান করিবে" (২) ভক্তিমান রাজনন্দন ভূমিষ্ট হইয়া প্রভুর চরণ বন্দনা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। সেই দিন হইতে রাজকুমার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর একান্ত ভক্ত হইলেন এবং প্রভুর চরণ দর্শন করিতে নিত্য কাশীমিশ্র ঠাকুরের গৃহে আসিতেন।

রায় রামানন্দ রাজকুমারকে লইয়া রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকট যাইলেন। পুত্রের মুখে প্রভুর কৃপার কথা শুনিয়া

---

(১) সুন্দর রাজার পুত্র শ্যামল বরণ।
কৈশোর বয়স দীর্ঘ চপল নয়ন॥
পীতাম্বর ধরে অঙ্গে রত্ন আভরণ।
কৃষ্ণস্মরণের তিঁহো হৈলা উদ্দীপন॥
তাঁরে দেখি মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হৈলা।
প্রেমাবেশে তাঁরে মিলি কহিতে লাগিলা॥ চৈঃ চঃ

(২) তবে মহাপ্রভু তাঁরে ধৈর্য্য করাইল।
"নিত্য আসি আমায় মিলিহ" এই আজ্ঞা দিল॥ ঐ

রাজা আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। তাঁহার বিষম উৎকণ্ঠার অনেক উপশম হইল,—সুকৃতিবান্ পুত্রকে তিনি প্রেমাবেগে আলিঙ্গন করিয়া যেন সাক্ষাৎ শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর শ্রীঅঙ্গস্পর্শ-সুখানুভব করিলেন (১)। রাজার মনে আজ বড় আনন্দ। রায় রামানন্দকে পুনঃপুনঃ প্রেমালিঙ্গন করিয়া গদগদ কণ্ঠে কহিলেন "রায় রামানন্দ! তোমারই কৃপায় আজ আমার এই পরম সৌভাগ্যের উদয় হইল। তোমারই কৃপায় আমারও এই সৌভাগ্য লাভ হইবে, ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছি। তুমি ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আমার জীবন দান করিবে। তোমাদের নিকটে আমি চিরবিক্রীত রহিলাম"। রায় রামানন্দ রাজার দৈন্য দেখিয়া বুঝিলেন,ইহাঁর প্রতি প্রভুর কৃপা হইয়াছে। তিনি রাজাকে বন্দনা করিয়া বিদায় লইলেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা আগতপ্রায়। শ্রীনীলাচল ধামে ধুম পড়িয়া গিয়াছে। সহস্র সহস্র লোক রথযাত্রার উদ্যোগ আয়োজনে ব্যাপৃত হইয়াছে। বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। শ্রীমন্দির সংস্কার ও চিত্রবিচিত্রিত হইতেছেন। রথের সংস্কার হইয়া গিয়াছে। নানাবর্ণের ধ্বজা পতাকা উড়িতেছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের এই অপূর্ব্ব রথের বর্ণনা শ্রীপাদ কবিকর্ণপুর গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীগ্রন্থে কিরূপে করিয়াছেন শুনুন—

কৈলাশং নময়ন্নশেষবিধিনা মেরুং সহস্রির্ভরং।
সোৎকণ্ঠং কিলাবিন্ধ্যকং বিকলয়ন্ গৌরীগুরুং গ্লাপয়ন্॥
অন্য কোহপ্যধুনা বনৌ শিখরিণাং রাজেব কিং নির্ম্মিতো
ধাত্রা স্যন্দন ইত্যসৌ মুররিপু শ্রীমূর্ত্তি পীযুষভৃৎ॥ (১)

রথযাত্রার পূর্ব্বে গুণ্ডিচা শ্রীমন্দির মার্জ্জনা করা হয়। এই শ্রীমন্দির মার্জ্জন-সেবা জগন্নাথদেবের পড়িছাগণ স্বহস্তে করেন। প্রভুর ইচ্ছা হইল তিনি স্বয়ং এ কার্য্যটি করিবেন। স্বয়ং আচরিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিতে তাঁহার এই অবতার গ্রহণ। ভক্তরূপে প্রভু কলিহত জীবকে স্বয়ং আচরিয়া শ্রীভগবানের অর্চ্চনা, ভক্তসেবা জীবসেবা সকলই দেখাইয়া গিয়াছেন। ইচ্ছাময় প্রভুর ইচ্ছা হইল তিনি শ্রীমন্দির মার্জ্জনা করিবেন। তাঁহার ইচ্ছায় কে বাধা দিতে পারে? কাশীমিশ্র, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এবং সর্ব্বপ্রধান পড়িছাকে ডাকাইয়া প্রভু, তাঁহার মনের ভাবটি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, এবং এই গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন সেবা তাঁহাদের নিকট ভিক্ষা করিয়া লইলেন। তাঁহারা প্রভুর কথা শুনিয়া জিব কাটিয়া বলিলেন, এই নীচ কার্য্য প্রভুর পক্ষে শোভা পায় না। প্রভুও জিব কাটিয়া হাসিয়া উত্তর করিলেন "বহুভাগ্যে দেবমন্দির মার্জ্জন-সেবা-ভার প্রাপ্ত হওয়া যায়। আপনাদের কৃপায় আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন,—তাই এই পরম পবিত্র সেবাকার্য্যে আমার মন ধাবিত হইয়াছে"। প্রভুর এই কথায় আর উত্তর কি দিবেন? প্রধান পড়িছা ঠাকুর তবুও প্রভুকে বলিলেন, যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

পড়িছা কহে আমি সব সেবক তোমার।
যেই তোমার ইচ্ছা সেই কর্ত্তব্য আমার॥
বিশেষে রাজার আজ্ঞা হৈয়াছে আমারে।
যেই প্রভুর ইচ্ছা সেই শীঘ্র করিবারে।
তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দির মার্জ্জন।
এহো এক লীলা করয়ে তোমার মন॥
কিন্তু ঘট সম্মার্জ্জনী বহুত চাহিয়ে।
আজ্ঞা দেহ আজি সব ইহাঁ আনি দিয়ে॥

প্রভু আনন্দে গদগদ হইয়া পড়িছা ঠাকুরকে কহিলেন "ঘট ও সম্মার্জ্জনী এখানে আনিয়া দেওয়া হউক। কল্য প্রাতে আমি নদীয়ার ভক্তগণ সঙ্গে শ্রীমন্দির মার্জ্জনা করিয়া ধন্য হইব"। তৎক্ষণাৎ একশত নূতন ঘট এবং একশত নূতন সম্মার্জ্জনী কাশীমিশ্র-ভবনের আঙ্গিনায়

---

(১) পুত্র আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈল।
সাক্ষাৎ পরশ যেন মহাপ্রভু পাইল॥ চৈঃ চঃ

(১) অর্থ। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের এই রথকে বিধাতা ভূমণ্ডলের পর্ব্বত সকলের রাজা করিয়া নির্ম্মিত করিয়াছেন। কারণ এই সুবৃহৎ রথ কৈলাস পর্ব্বতকে নত করিতেছে, সুমেরু পর্ব্বতকে উপহাস করিতেছে, বিন্ধ্যাচলকে উৎকণ্ঠিত ও বিকল করিতেছে এবং গৌরীগুরু পর্ব্বতরাজ হিমালয়কেও গ্লানিযুক্ত করিতেছে।

আসিয়া স্তূপীকৃত হইল। ইহা দেখিয়া প্রভুর মনে বড় আনন্দ হইল।

পরদিবস প্রভাতে উঠিয়া প্রভু নিত্যকৃত্য করিয়া ভক্তবৃন্দকে ডাকিয়া স্বহস্তে তাঁহাদিগের অঙ্গে চন্দন লেপন করিলেন. তাঁহাদিগের গলদেশে মালা পরাইয়া দিলেন। সকলের হস্তে এক এক সম্মার্জ্জনী দিলেন, স্কন্ধে এক এক কলস দিলেন, প্রভু স্বয়ং শ্রীহস্তে এক গাছি সম্মার্জ্জনী লইয়া হরি স্মরণ করিয়া শ্রীমন্দিরে চলিলেন। নীলাচলবাসী নরনারীবৃন্দ এবৎসর এই একটি নূতন দৃশ্য দেখিলেন। প্রভুর কাণ্ড দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন। শ্রীমন্দির মার্জ্জন-সেবাকার্য্য আরম্ভ হইল। সকলেরই মুখে "হরি হরি" ধ্বনি। সকলেই আনন্দে গদগদ। সকলেরই হাস্যবদন, প্রথমে সম্মার্জ্জনী দ্বারা নিম্নদেশ পরিষ্কৃত হইল। একেবারে শত শত জন ভক্ত এই কার্য্যে ব্রতী হইলেন। শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গন ভূমি হইতে সমস্ত আবর্জ্জনা দূর করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে যাইলেন। প্রভু স্বয়ং সম্মার্জ্জনী হস্তে সকলকে কাজ শিখাইতেছেন। সকলে মুখে কৃষ্ণ নাম ভিন্ন অন্য কথা নাই।

প্রেমোল্লাসে গৃহ শোধে লয় কৃষ্ণ নাম।
ভক্তগণ কৃষ্ণ কহে করে নিজ কাম॥ চৈঃ চঃ

শ্রীমন্দিরের ভিতর মার্জ্জনা হইলে, সিংহাসন এবং মন্দিরের চারিভিত শোধিত হইল। শেষে জগমোহন মার্জ্জনা হইল। প্রভু সহাস্যবদনে অতিশয় প্রেমভরে শ্রীহরিমন্দির মার্জ্জনা করিতেছেন, এবং মধুকণ্ঠে মধুর কীর্ত্তন করিতেছেন। ভক্তগণ তাহা শুনিয়া প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া শ্রীমন্দিরসংলগ্ন প্রত্যেক গৃহের ভিত্তি, অলিন্দ, এবং বহির্ভাগ অতিশয় যত্নের সহিত মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন। প্রভু যখন হরিমন্দির মার্জ্জনা করিতেছিলেন, ধূলিধূসরিত অঙ্গে তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। শ্রীবদনে কৃষ্ণ নাম,নয়নে দরদরিত প্রেমাশ্রুধারা পুলকাঞ্চিতকলেবর শ্রীগৌরভগবানকে দেখিয়া, ভক্তবৃন্দ কেহ কেহ মন্দির মার্জ্জনা কার্য্য বিস্মৃত হইয়া সম্মার্জ্জনী হস্তে প্রভুর শ্রীবদনশোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রেমানন্দে তাঁহাদিগের নয়নে দরদরিত প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। কেহ কেহ প্রেমানন্দে অবশাঙ্গ হইয়া হরিমন্দিরই মার্জ্জনা করিতেছেন,—কিন্তু কার্য্য যে কত দূর হইল,—সে বিষয় একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন (১)। প্রভু প্রেমাবেশে হরিমন্দির মার্জ্জনা করিতেছেন এবং আনন্দে বিহ্বল হইয়া ' তুমি এই দিকে এস, তুমি ঐদিকে যাও, তুমি এই স্থান মার্জ্জনা কর" এইরূপ বারম্বার কৃপাদেশে ভক্তগণকে উৎসাহিত করিতেছেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্যে—

প্রভুরপি পরম প্রহর্ষ মুগ্ধস্মিত ইতস্ততস্ততস্থং
সুললিতমিতি মার্জ্জয়েতি লোকা নদিশ দলং সুখিতামুহুঃ প্রকুর্ব্বন্॥

এই হরিমন্দির মার্জ্জন-কার্য্যে নীলাচল এবং নদীয়ার সকল ভক্তবৃন্দই নিযুক্ত আছেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু আছেন, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু আছেন, স্বরূপ দামোদর আছেন, পুরী ও ভারতী গোসাঞি আছেন। এই হরিমন্দির-সেবাকার্য্যে যোগদান করিতে যাঁহার আসিতে বিলম্ব হইল, দয়াময় প্রভু তাঁহার শ্রীহস্তস্থিত সম্মার্জ্জনী দ্বারা পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিয়া আপ্যায়িত তাঁহাকে করিতেছেন। ইহাতেও ভক্তগণের অপার আনন্দ এবং অসীম সুখ বোধ হইতেছে। তাহারা লজ্জিত হইয়া প্রভুর চরণ বন্দনা করিয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীমন্দির-মার্জ্জনা-কার্য্যে যোগ দিতেছেন (১)। শ্রীমন্দির

---

(১) অথ যুগপদয়ং প্রমার্জ্জনোৎকো, জননিচযঃ প্রভু কীর্ত্তনাতিমুগ্ধঃ।
অনুগৃহমনুভিত্তিচাবলিন্দং, স্বমু বড়ভিপ্রমমার্জ্জ মার্জ্জনীভিঃ॥
প্রভুবদননিরীক্ষণেনমুগ্ধারহসি চ কেবল মার্জ্জনীং গৃহীত্বা।
নয়নজলভরেন ধৌতদেহাশ্চিরমিব বিস্মৃত মার্জ্জনক্রিয়াঃস্যুঃ॥
সুপুলকমপি কেচিদীশসূক্তি শ্রবণপরেণ হৃদা বিনিশ্চিতাঙ্গাঃ।
গৃহমপিচ তথৈব মার্জ্জয়ন্তঃ কৃতমপি কর্ম্ম নচাবিদম্ বিমুগ্ধাঃ॥
শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য।

(১) প্রভুরপি চ বিলম্বিতেন যো যঃ পুরস্ত উপৈতি স তস্য তস্য পৃষ্ঠে।
প্রণয়রসভরেন মার্জ্জনীভির্বহুতর গাঢ়মতি ক্রধা জঘান॥
সতু জননিচয়স্ত মার্জ্জণীনাং দৃঢ়তর ঘাতরুজাপি সৌখ্যমাপাৎ।
পরিণতিরিয়মেব হার্দ্দরাশের্যদলঘু দুঃখমপি প্রিয়ং তনোতি॥
শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য।

প্রাঙ্গনের সমস্ত তৃণ, ধূলা, কঙ্কর প্রভৃতি আবর্জ্জনা সকল একত্র করিয়া বৈষ্ণবগণ নিজ নিজ বহির্বাসে বান্ধিয়া বাহিরে ফেলিতেছেন। প্রভুও নিজ বহির্বাসে বান্ধিয়া আবর্জ্জনা ফেলিতেছেন। এই সময় তিনি হাসিয়া বলিলেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

প্রভু কহে কে কত করিয়াছ মার্জ্জন।
তৃণ ধূলা পরিমাণে জানিব পরিশ্রম॥

তখন বৈষ্ণবগণ সকলে মিলিয়া নিজ নিজ আনীত আবর্জ্জনা একত্র করিয়া দেখিলেন প্রভুর বোঝাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইল।

সবার ঝাটিনা বোঝা একত্র করিল।
সবা হইতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল॥ চৈঃ চঃ

ইহা দেখিয়া ভক্তবৃন্দ সবিশেষ লজ্জিত হইলেন। প্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "শ্রীমন্দির মার্জ্জনাকার্য্য এক্ষণে সম্পূর্ণ হইয়াছে, এক্ষণে জল আনয়ন কর, ধৌত কার্য্য করিতে হইবে।" নিকটস্থ কূপ হইতে শত শত কলসপূর্ণ জল আনিয়া তৎক্ষণাৎ প্রভুর সম্মুখে ধরিলেন।

"জল আন" বলি যবে মহাপ্রভু কৈল।
তবে শত ঘট আনি প্রভু আগে দিল॥ চৈঃ চঃ

প্রভু স্বয়ং শ্রীমন্দির ধৌত-কার্য্য আরম্ভ করিলেন। কি করিয়া প্রভু এ কার্য্য করিলেন তাহা শুনুন—

প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন।
উর্দ্ধ অধো ভিত গৃহ মধ্য সিংহাসন॥
খাপরা ভরিয়া জল উর্দ্ধে চালাইল।
সেই জলে উর্দ্ধ শোধি ভিত প্রক্ষালিল॥ চৈঃ চঃ

প্রভু শ্রীহস্তে সিংহাসন মার্জ্জনা করিলেন, ভক্তবৃন্দ গৃহপ্রাঙ্গণ প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন। প্রভুর এই হরিমন্দির-ধৌতকরণ লীলারঙ্গটি কবিরাজ গোস্বামী অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। কৃপাময় পাঠকবৃন্দের আস্বাদনের জন্য প্রভুর এই লীলারঙ্গ-কাহিনীটি এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন।
শ্রীহস্তে করেন সিংহাসনের মার্জ্জন॥
ভক্তগণ করেন গৃহ মধ্য প্রক্ষালন।
নিজ নিজ হস্তে করেন মন্দির মার্জ্জন॥
কেহো জল ঘট দেয় মহাপ্রভুর করে।
কেহো জলে দেয় তাঁর চরণ উপরে॥
কেহো লুকাইঞা করে সেই জল পান।
কেহো মাগি লয় কেহো অন্যে করে দান॥
ঘর ধুই প্রণালিকায় জল ছাড়ি দিল।
সেই জল প্রাঙ্গন সব ভরিয়া রহিল॥
নিজ নিজ বস্ত্রে কৈল গৃহ সম্মার্জ্জন।
প্রভু নিজ বস্ত্রে মার্জ্জিলেন সিংহাসন॥
শত ঘট জলে হইল মন্দির মার্জ্জন।
মন্দির শোধিয়া কৈল যেন নিজ মন॥
নির্ম্মল শীতল স্নিগ্ধ করিলা মন্দির।
আপন হৃদয় যেন ধরিলা বাহির॥
শত শত লোক জল ভরে সরোবরে।
ঘাটে স্থল নাহি কেহো কূপে জল ভরে॥
পূর্ণ কুম্ভ লঞা আইসে শত ভক্তগণ।
শূন্য ঘট লঞা যায় আর শত জন॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত স্বরূপ ভারতী আর পুরী।
ইহাঁ বিনু আর সব আনে জল ভরি॥
ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভাঙ্গি গেল।
শত শত ঘট তাঁহা লোকে লঞা আইল॥
জল ভরে, ঘর ধোয়, করে হরিধ্বনি।
"কৃষ্ণ" "হরি" ধনি বিনু আর নাহি শুনি॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘট সমর্পণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘটের প্রার্থন॥
যেই যেই কহে সেই কহে কৃষ্ণনামে।
কৃষ্ণনাম হৈল সঙ্কেত সর্ব্বকামে॥
প্রেমাবেশে প্রভু কহে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম।
একলে করেন প্রেমে শত জনের নাম॥
শত হাতে করেন যেন ক্ষালন মার্জ্জন।
প্রতি জন পাশে যাই করান শিক্ষণ॥
ভাল কর্ম্ম দেখি তারে করে প্রশংসন।

মন না মানিলে করে পণ্ডিত ভর্ৎসন ॥
তুমি ভাল করিয়াছ শিখাও অন্যেরে।
এই মত ভাল কর্ম্ম সেহো যেন করে ॥
একথা শুনিঞা সবে সঙ্কুচিত হঞা।
ভাল মতে করে কর্ম্ম সবে মন দিঞা ॥
তবে প্রভু প্রক্ষালিলা শ্রীজগমোহন।
ভোগমণ্ডপ তবে কৈল প্রক্ষালন ॥
নাটশালা ধুই, ধুইল চত্বর প্রাঙ্গন।
পাকশালে আসি কৈল সব প্রক্ষালন ॥
মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রক্ষালন কৈল।
সব অন্তঃপুর ভাল মতে ধোয়াইল ॥ চৈঃ চঃ

এইরূপে গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জনা-সেবা-কার্য্য যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিল, একটি গৌড়িয়া বৈষ্ণব আসিয়া প্রভুর চরণযুগলে এক ঘট জল ঢালিয়া দিলেন, এবং প্রভুর সেই পাদোদক লইয়া তিনি পান করিয়া কৃতার্থ বোধ করিলেন। এই বৈষ্ণবটি অতি বুদ্ধিমান,এবং একান্ত সরল। ইহা যে অন্যায় কার্য্য, তাহা সেই সরলবুদ্ধি বৈষ্ণবটির বিবেচনায় আসে নাই। ইতিপূর্ব্বে প্রভুর ভক্তবৃন্দ তাঁহার অজ্ঞাতসারে এই কার্য্য করিয়াছেন, প্রভু তখন হরিমন্দির মার্জ্জনা-সেবানন্দে উন্মত্ত, তাহা লক্ষ্য করেন নাই। এক্ষণে সেবাকার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে,—তিনি সুস্থির হইয়া শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া ভক্তগণের কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে এই গৌড়িয়া বৈষ্ণবটি এই কার্য্য করিলেন। দয়াময় প্রভু অন্তরে এই পরম ভক্তিমান্ বৈষ্ণবটির প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন,কিন্তু লোক-শিক্ষার জন্য তাঁহার উপর বাহ্যিক ক্রোধ প্রকাশ করিয়া স্বরূপ গোসাঞিকে ডাকিয়া কহিলেন—

'ঐ দেখ তোমার গৌড়িয়ার ব্যবহারে।
ঈশ্বর মন্দিরে মোর পদ ধোয়াইল ॥
সেইজল লঞা আপনে পান কৈল।
এই অপরাধে মোর কাঁহা হবে গতি।
তোমার গৌড়িয়া করে এতেক ফৈজতি ॥ চৈঃ চঃ

স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সেই বৈষ্ণবটির ঘাড় ধরিয়া ধাক্কা দিয়া শ্রীমন্দিরের বাহির করিয়া দিলেন। প্রভু ক্রোধান্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। স্বরূপ গোসাঞি আসিয়া প্রভুর চরণে ধরিয়া নিবেদন করিলেন "প্রভু! সে অজ্ঞ, তাহার অপরাধ লইবেন না।" ইহা শুনিয়া প্রভুর ক্রোধ শান্তি হইল; তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। লোকশিক্ষার জন্য প্রভু এই লীলারঙ্গটী করিলেন। তিনি হরিমন্দির মার্জ্জনা করিতেছিলেন, দেবমন্দিরে পদধৌত করা এবং পাদোদক পান করা বিষম অপরাধ। এই লীলারঙ্গটি করিয়া প্রভু ভক্তগণকে ইহাই বুঝাইলেন। ভক্তরূপী শ্রীগৌরভগবান তাঁহার ভক্তগণকে নীতি শিক্ষা দিলেন।

ইহার পর প্রভু শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গনে ভক্তগণকে সারি করিয়া দুই পাশে বসাইলেন। মধ্যস্থানে তিনি স্বয়ং বসিলেন! বসিয়া স্বহস্তে প্রাঙ্গণের তৃণ,কুটা, কঙ্কর সকল কুড়াইতে লাগিলেন, আর হাসিয়া হাসিয়া সকলকে বলিতে লাগিলেন—

"কে কত কুড়ায় সব একত্র করিব।
যার অল্প তার ঠাঁঞি পিঠা পানা লব ॥" চৈঃ চঃ

প্রভুর শ্রীমুখের কথা শুনিয়া সকলেই অতিশয় যত্ন ও আগ্রহের সহিত এই কার্য্য করিতে বসিলেন। শ্রীমন্দিরের বিস্তীর্ণ আঙ্গিনা এবং বহির্দ্বারের পথ একেবারে পরিষ্কৃত হইয়া যেন দর্পনের মত বোধ হইল। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

এই মত সব পুরী করিল শোধন।
শীতল নির্ম্মল কৈল যেন নিজ মন ॥

ইহার পর নৃসিংহদেবের শ্রীমন্দির মার্জ্জনা করা হইল, মন্দিরের সম্মুখের পথ শোধন হইল। এই কার্য্যে সেদিন প্রায় দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল। প্রভু তখন ভক্তবৃন্দকে কিছুক্ষণ বিশ্রামের আজ্ঞা দিলেন। সকলেই শ্রান্ত হইয়াছেন; প্রভুরও শ্রান্তিবোধ হইয়াছে। সকলেই শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গনে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। বিশ্রামান্তে প্রভু প্রেমানন্দে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ভক্তবৃন্দ তাঁহার সহিত কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গন

ঘনঘন হরিধ্বনিতে পূর্ণ হইল। প্রেমাবেশে প্রভু উন্মত্তের ন্যায় সমস্ত আঙ্গিনায় উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ আনন্দে বিহ্বল হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নৃত্যকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্দিরে আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। প্রভুর শ্রীঅঙ্গ তাঁহার কমল নয়নের প্রেমাশ্রু-ধারার বিধৌত হইল। তাঁহার হুঙ্কার গর্জ্জনে এবং উদ্দণ্ড নৃত্যে যেন ভূমিকম্প হইল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। উচ্চসংকীর্ত্তনরবে আকাশমণ্ডল পূর্ণ হইল। নীলাচল-বাসী সমস্ত লোক সেখানে একত্রিত হইল। সেদিন রথ-যাত্রার পূর্ব্বদিন। নীলাচলে বহুলোকের সমাগম হইয়াছে। শ্রীমন্দিরদ্বার লোকে লোকারণ্য হইল। বেলা অধিক হইয়াছে দেখিয়া প্রভু ভাব সম্বরণ করিয়া সুস্থির হইলেন। পরে তিনি সকল ভক্তগণ সঙ্গে সরোবরে স্নান করিয়া নৃসিংহদেবকে নমস্কার করিয়া উপবনে গমন করিলেন। প্রভুর সঙ্গে নীলাচলের এবং নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দ সকলেই আছেন। প্রভুকে মধ্যে করিয়া তাঁহারা উদ্যানের মধ্যে চক্রাকারে উপবেশন করিলেন। তাঁহাদের সংখ্যা চারি-শতের অধিক হইবে! তখন বেলা তৃতীয় প্রহর হইয়াছে। কাশীমিশ্র এবং বাণীনাথ এই সময়ে জগন্নাথদেবের প্রধান পাণ্ডা তুলসী পড়িছাকে সঙ্গে করিয়া প্রায় পাঁচশত লোকের উপযুক্ত প্রসাদ, পানা পিঠা, প্রভৃতি সেই উদ্যানে আনিয়া রাশীকৃত করিলেন। ইহা দেখিয়া প্রভুর মনে বড় আনন্দ হইল। সেখানে সকল ভক্তগণই আছেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরী-গোঁসাঞি, ব্রহ্মানন্দ ভারতী গোসাঞি সকলেই আছেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর আদেশে ভক্তবৃন্দের জন্য উদ্যান-ভোজনের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। প্রভু এক উচ্চ ভূমিখণ্ডে বসিয়া আছেন। ভক্তগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছেন। উপবনে সারি দিয়া ভক্তগণ প্রসাদ ভোজনে বসিলেন। এই উদ্যান পার্শ্বে একটি পর্ণ কুটিরে হরিদাস ঠাকুর থাকেন। প্রভু সেই কুটীরের দিকে চাহিয়া হরিদাসের নাম করিয়া ঘনঘন ডাকিতে লাগিলেন। দূর হইতে হরিদাস দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ভক্তবৃন্দের চরণে নিবেদন করিলেন—

"ভক্তসঙ্গে প্রভু করেন প্রসাদ অঙ্গীকার।
এসঙ্গে বসিতে যোগ্য নহি মুঞি ছার॥"

এই বলিয়া তিনি প্রভুর শ্রীবদনের প্রতি চাহিয়া কহিলেন "প্রভু হে! তোমার কৃপার কথা মনে করিলে আমি প্রাণে বড় আনন্দ পাই। এই পতিত অধমের প্রতি এত কৃপা প্রদর্শন কর কেন? এই নীচ নরাধম কোন ক্রমেই তোমার কৃপার যোগ্য পাত্র নহে। তোমার এবং ভক্তবৃন্দের ভোজন হইলে,গোবিন্দ আমাকে প্রসাদ দিবেন, আমি বহির্দ্বারে যাইয়া মহাপ্রসাদের অপেক্ষা করিতেছি, তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া আহার কর।"

ভক্তবৎসল প্রভু হরিদাসের মনোভাব বুঝিয়া তাঁহাকে আর কিছুই বলিলেন না।

"মন জানি প্রভু পুনঃ না বলিল তাঁরে।"

প্রভু-সঙ্গে ভক্তবৃন্দ সেই মনোহর উদ্যানে প্রসাদ ভোজনে বসিলেন। প্রভুর মনে শ্রীকৃষ্ণের পুলিন-ভোজন-লীলার স্মৃতি উদয় হইল (১)। ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ভাবসাগরে ডুবিলেন। ভক্তগণ তদ্ভাবে বিভাবিত হইয়া প্রেমানন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রায় পাঁচশত বৈষ্ণব উদ্যানের মধ্যে সারি সারি পদ্দতে প্রসাদ ভোজনে বসিলেন। সাত জন পরিবেষ্টা নিযুক্ত হইলেন। তাঁহা-দিগের নাম স্বরূপ দামোদর গোসাঞি, জগদানন্দ, দামোদর ও কাশীশ্বর পণ্ডিত, গোপীনাথাচার্য্য, বাণীনাথ এবং শঙ্করপণ্ডিত। প্রভু ভক্তবৃন্দের মধ্যস্থলে ভোজনে বসিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনভাবে যদিও তিনি বিভাবিত, সময় বুঝিয়া ভাব সম্বরণ করিলেন। নদীয়ার ব্রাহ্মণ কুমারটি চিরদিন ব্যঞ্জনপ্রিয়। বাঙ্গালি শাক পাতা ডাঁটা বড় ভালবাসে। নদীয়ার অবতার বাঙ্গালির গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,—বাঙ্গালির স্বভাব পাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-ভগবান গোপীগৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি গোপ-

(১) পুলিন ভোজন যৈছে কৃষ্ণ পূর্ব্বে কৈল।
সেই লীলা মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল॥ চৈঃ চঃ

প্রকৃতি পাইয়াছিলেন। নবনীত, ক্ষীর, সর দধি, দুগ্ধে তাঁহার বড় প্রীতি ছিল; ইহা স্বাভাবিক। শ্রীভগবান যখন নরবপু ধারণ করেন, তখন তিনি নরপ্রকৃতি প্রাপ্ত হন। ইহা তাঁহার লৌকিকী অর্থাৎ মানুষীলীলা। মানুষ যাহা করিয়া থাকে, তিনিও তাহাই করেন। নর-লীলার ইহাই মাহাত্ম্য।

প্রভু বলিতেছেন "আমাকে লাফ্‌রা ব্যঞ্জন দাও। পিঠা, পানা, অমৃত গুটিকা প্রভৃতি মিষ্টান্ন দ্রব্য ভক্তদিগকে দাও।" জগদানন্দপণ্ডিত প্রভুর একান্ত অনুরাগী ভক্ত। তাঁহাকে মহাজনগণ সত্যভামার অবতার বলেন। প্রভুর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভালবাসা। প্রভুকে ভাল ভাল ভক্ষ্যদ্রব্য খাওয়াইতে, উত্তম উত্তম বস্ত্র পরাইতে, সুগন্ধি তৈল মাখাইতে, উত্তম শয্যায় শয়ন করাইতে জগদানন্দের মনে বড় সাধ। প্রভু কিন্তু তাহা এখন চাহেন না, কারণ তিনি সন্ন্যাসী। এই জন্য জগদানন্দের মনে বড় রাগ হয়,—অভিমান হয়, প্রভুর সহিত তিনি রাগে ও অভিমানে কখন কখন কথা পর্য্যন্ত কহেন না। সুযোগ এবং সুবিধা বুঝিলেই তিনি প্রভুকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া মনের মত দ্রব্যাদি স্বহস্তে পাক করিয়া আকণ্ঠ ভোজন করান। প্রভু তাঁহার কথা ঠেলিতে পারেন না। তিনি জগদানন্দকে ভয় করেন। তিনি যদি কিছু বলেন, কিম্বা তাঁহার কথা না শুনেন, জগদানন্দ তিন দিন জলস্পর্শ করিবেন না, গৃহে দ্বার দিয়া পড়িয়া রহিবেন। প্রভুর উপর তাঁহার এতদূর অভিমান। এইজন্যই মহাজনগণ তাঁহাকে সত্যভামার অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি আজন্ম ব্রহ্মচারী,—প্রভুসেবাই তিনি জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন।

জগদানন্দপণ্ডিত পরিবেশন করিতেছেন। তাঁহার লক্ষ্য প্রভুর পাতের উপর। আচম্বিতে আসিয়া কোন কথা বার্ত্তা না বলিয়া তিনি উত্তম উত্তম শাক ব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন প্রচুর পরিমাণে প্রভুর পাতে ঢালিয়া দিতেছেন। প্রভুর কথাটি কহিবার ক্ষমতা নাই। জগদানন্দের ভয়ে তিনি সকলি ভোজন করিতেছেন। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

জগদানন্দ বেড়ায় পরিবেশন করিতে।
প্রভুর পাতে ভাল দ্রব্য দেন আচম্বিতে॥
যদ্যপি দিলে প্রভু তাঁরে করেন রোষ।
বলে ছলে তবু দেন দিলে সে সন্তোষ॥
পুনঃ আসি সেই দ্রব্য করে নিরীক্ষণ।
তাঁর ভয়ে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ॥
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাস।
তাঁর আগে কিছু খায় মনে এই ত্রাস॥

জগদানন্দের ভয়ে প্রভু ব্যতিব্যস্ত হইয়া ভোজন লীলা করিতেছেন, অতি ভোজনে তাঁহার উদর আকণ্ঠপূর্ণ হইয়াছে,—তাহার উপর স্বরূপ দামোদর আসিয়া জগন্নাথের উত্তম উত্তম মিষ্টান্নপ্রসাদ হস্তে করিয়া প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া অতিশয় স্নেহপূর্ণ বিনয় বচনে কহিলেন—

এই মহাপ্রসাদ অল্প কর আস্বাদন।
দেখ জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন॥ চৈঃ চঃ

এই কথা বলিয়াই তিনি প্রভুর পাতে মিষ্টান্ন প্রসাদ দিলেন। ভক্তবৎসল প্রভু কি করেন? জগদানন্দের মন রাখিতে তিনি এত ভোজন করিতে পারেন, আর তাঁহার দ্বিতীয় কলেবর স্বরূপগোসাঞির কথায় কিছু মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতে পারিবেন না, ইহাও কি হয়? স্বরূপ তাহা হইলে মনে দুঃখ পাইবে এই ভাবিয়া—

"তাঁর স্নেহে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ।"

এইরূপে একবার জগদানন্দ, আর একবার স্বরূপ দামোদর প্রভুকে অতি যত্ন করিয়া মিষ্ট কথায় আকণ্ঠ ভোজন করাইলেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

এই মত দুইজনে করে বারম্বার।
বিচিত্র এই দুই ভক্তের স্নেহ ব্যবহার॥

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে প্রভু নিজ পার্শ্বে বসাইয়াছেন। জগদানন্দপণ্ডিত এবং স্বরূপ দামোদর গোসাঞির প্রভুকে খাওয়াইবার জন্য যত্ন ও আগ্রহ দেখিয়া তিনি অতিশয়

প্রীত হইয়া হাসিতে লাগিলেন (১)। প্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে নিজ নিকটে বসাইয়াছেন, তাহার মর্ম্ম আছে। তাঁহাকে তিনি উত্তম করিয়া প্রসাদ খাওয়াইতেছেন। উত্তম উত্তম প্রসাদ তিনি স্বহস্তে নিজ পাত হইতে ভট্টাচার্য্যের পাতে দিতেছেন। পরম সুকৃতিবান সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহানন্দে প্রভুর প্রসাদ পাইতেছেন। প্রভুর প্রতি নদীয়ার ভক্তবৃন্দের, বিশেষতঃ জগদানন্দ পণ্ডিতের কিরূপ প্রগাঢ় প্রীতি ও অকপট ভালবাসা ভট্টাচার্য্যকে প্রভু এই সঙ্গে তাহাও দেখাইতেছেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্য্যও পরিবেশন করিতেছেন। তিনিও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাতে প্রসাদ দিতেছেন এবং এই কাণ্ড দেখিতেছেন। পূর্ব্বে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের প্রসাদে ভক্তি ছিল না, তিনি অতিশয় নিষ্ঠাবান ছিলেন। গোপীনাথ আচার্য্য সেই পূর্ব্ব-কথা তুলিয়া হাসিতে হাসিতে ভট্টাচার্য্যকে কহিলেন—

কাঁহা ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্ব জড় ব্যবহার।
কাঁহা এই পরমানন্দ করহ বিচার ॥ চৈঃ চঃ

প্রভুর কৃপায় ভট্টাচার্য্যের হৃদয় শোধিত হইয়াছে, পণ্ডিত্যাভিমান দূরীভূত হইয়াছে, তাঁহার জড়বুদ্ধি নাশ হইয়াছে, তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া ভগ্নীপতির কথায় উত্তর দিলেন, যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

সার্ব্বভৌম কহে আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।
তোমার প্রসাদে আমার এ সম্পদ সিদ্ধি ॥
মহাপ্রভু বিনে কেহো নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে ঐছে কোন হয় ॥
তার্কিক শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি কৃষ্ণ হরি ॥
কাঁহা বহির্মুখ তার্কিক শিষ্যগণ সঙ্গ।
কাঁহা এই সঙ্গ-সুধা সমুদ্র-তরঙ্গ ॥

গোপীনাথ আচার্য্য আত্মস্তুতি শুনিয়া লজ্জিত হইলেন। তিনি আর সেখানে দাঁড়াইলেন না। প্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কথা শুনিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। ভক্তবৎসল প্রভু ভক্তের মান বাড়াইতে সতত তৎপর। ভক্তবৃন্দের মনে সুখ দিতে,—তাঁহাদিগের মান বাড়াইতে শ্রীশ্রীগৌরভগবান যেরূপ জানেন, এরূপ আর কেহই জানেন না।

ভক্ত মহিমা বাড়াইতে ভক্তে সুখ দিতে।
মহাপ্রভু সম আর নাহি ত্রিজগতে ॥ চৈঃ চঃ

প্রভু সার্ব্বভৌমের দৈন্যোক্তি শুনিয়া কি বলিলেন শুনুন। তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "ভট্টাচার্য্য!" তুমি যাহা বলিলে তাহা নয়। তুমি পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ও সাধনাবলে শ্রীকৃষ্ণে তোমার প্রীতি হইয়াছে, তোমার বদনে কৃষ্ণনামের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। তোমার সঙ্গগুণে আমাদেরও শ্রীকৃষ্ণনামে রতি হইল। ইহাকে তোমার মত সাধুব্যক্তির সঙ্গগুন বলিব নাত আর কি বলিব? (১)

প্রভু এক্ষণে একে একে সর্ব্বভক্তগণের নাম করিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া তাঁহাদিগকে পিঠা পানা প্রসাদ দেওয়াইতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত এবং নিত্যানন্দপ্রভু ইচ্ছা করিয়া একত্রে বসিয়াছেন। রস-কন্দল তাহা না হইলে কি করিয়া বাঁধিবে? শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে শুনাইয়া শুনাইয়া কহিতেছেন "আজ অবধূতের সহিত এক পঙক্তিতে বসিয়া ভোজন করিতেছি, জানি না ইহাতে আমার গতি কি হইবে। প্রভু ত' সন্ন্যাসী, উঁহার কিছুতেই দোষ নাই। বিশেষতঃ সন্ন্যাসীর পক্ষে অন্ন দোষ হয় না। "নান্নদোষেণ মস্করী" ইহা শাস্ত্র বচন। আমি গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, এই অবধূতের জাতি-কুল আচার কিছুই জানি না, ইহার সঙ্গে এক পঙক্তিতে ভোজন বড়ই অনাচার।" শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু হাসিয়া উত্তর করিলেন—

———"তুমি অদ্বৈত আচার্য্য।
অদ্বৈত সিদ্ধান্তে বাধে শুদ্ধ ভক্তি কার্য্য ॥
তোমার সিদ্ধান্ত সঙ্গ করে যেই জনে।
একবস্তু বিনে সেই দ্বিতীয় না মানে ॥

(১) দুই ভক্তের স্নেহ দেখি সার্ব্বভৌম হাসে। চৈঃ চঃ

(১) প্রভু কহে পূর্ব্ব সিদ্ধি কৃষ্ণে তোমার প্রীতি।
তোমা সঙ্গে আমা সবার হৈল কৃষ্ণে মতি ॥ চৈঃ চঃ

হেন তোমার সঙ্গে মোর একত্রে ভোজন।
না জানি তোমার সঙ্গে কৈছে হয় মন॥" চৈঃ চঃ

এইরূপে দুই প্রভুতে রসকন্দল বাঁধিল। দুইজনে একত্র হইলেই এইরূপ হইয়া থাকে। ইহা নূতন কথা নহে। ইহাকে ব্যাজস্তুতি বলে। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে ভয় করেন। কারণ তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ,—অবধূত শ্রীনিতাইচাঁদ বলবান। তিনি প্রায়ই শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে ভোজনান্তে মহাপ্রসাদ ছিটাইয়া দেন এবারও তাহাই করিলেন। ইহা দেখিয়া প্রভু হাসিয়া আকুল হইলেন, ভক্তবৃন্দ হরি হরি ধ্বনি করিতে লাগিলেন। পরে প্রভুর পাত হইতে প্রসাদ লইয়া গোবিন্দ হরিদাসকে দিয়া আসিলেন (১)। হরিদাস প্রসাদ মস্তকে ধারণ করিয়া বন্দনা করিলেন। হরিদাসের প্রতি দয়াময় প্রভুর বড় করুণা। হরিদাসের সৌভাগ্যের কথা কি বলিব? তাঁহার চরণে কোটি কোটি নমস্কার।

তাহার পর ভক্তবৃন্দ গোবিন্দের নিকট হইতে প্রভুর অধরামৃত ভিক্ষা করিয়া লইলেন। সর্ব্বশেষে গোবিন্দ প্রসাদ পাইলেন। শত জন পরিবেষ্টাকে তিনি খাওয়াইয়া তবে প্রসাদ পাইলেন। উদ্যানে ভোজনোৎসবের পর প্রভু স্বয়ং সর্ব্ব ভক্তগণকে দিব্য মাল্য চন্দনে ভূষিত করিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া প্রভুর সঙ্গে সকলে মিলিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নেত্রোৎসব দেখিতে চলিলেন। প্রায় পঞ্চশত ভক্তসঙ্গে প্রভু শ্রীমন্দিরাভিমুখে চলিয়াছেন। সকলেরই অঙ্গ চন্দন-চর্চ্চিত, সকলেরই গলদেশে ফুলের মালা। সকলেরই বদনে মধুর হরিনাম। "জয় জগন্নাথ" ধ্বনিতে গগনমণ্ডল পূর্ণ হইতে লাগিল। নেত্রোৎসব কি তাহা এখন বলি। স্নানযাত্রার পর পঞ্চদশ দিবস শ্রীশ্রীনীলাচলচন্দ্রের দর্শন বন্ধ হয়। তিনি এই পঞ্চদশ দিবস নিভৃতে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত লীলাবিলাস করেন। পরে লক্ষ্মীদেবীর অনুমতি লইয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক সুন্দরাচল গমন করেন। সেখানে অতি সুন্দর উপবনে উদ্যান-বিহার প্রভৃতির আয়োজন হয়। এই পুষ্পবনে শ্রীরাধিকার সহিত সপ্তদিবস বৃন্দাবন-বিহার করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব নীলাচলে শুভাগমন করেন। এই পঞ্চদশ দিবস অদ্য পূর্ণ হইয়াছে। অদ্য শ্রীশ্রীনীলাচলচন্দ্র সর্ব্বলোকের নয়নগোচর হইবেন। শ্রীমন্দিরদ্বারে বহুলোকের সমাগম হইয়াছে। প্রভুর দল নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে সিংহদ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইলে, সকল লোকে দ্বার ছাড়িয়া দিল। আজানুলম্বিত বাহুযুগল উর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক হুঙ্কার গর্জ্জন করিয়া ঘন-ঘন হরিধ্বনি করিতে করিতে শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র নিজ পার্ষদগণসহ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। শ্রীশ্রীনীলাচলচন্দ্রের এবং শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের চারি চক্ষের শুভ মিলন হইল। উভয়ের চক্ষুই পলকশূন্য। নীলাচলচন্দ্রও নবদ্বীপচন্দ্র যেন অনুরাগভরে একীভূত হইলেন। কবিকর্ণপূর গোস্বামী লিখিয়াছেন—

অভিনব ঘন রাগরস্ত মূর্ত্তিবিগত নিমেষ সতৃষ্ণ লোচনাব্জৌ।
অসিতশিখররত্ন গৌরচন্দ্রৌ রহসি তদা সদৃশৌ বভূবতুঃস্ম॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত নাটক।

প্রভু শ্রীনীলাচলচন্দ্রের অদর্শনে বড়ই কাতর ছিলেন। আজ পঞ্চদশ দিবস পরে তাঁহার অভীষ্টদেবের দর্শন পাইলেন। প্রভুর মনে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমুখ দর্শনের লালসা এতই প্রবল হইয়াছিল, যে তিনি একেবারে ভোগমণ্ডপে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ভোগমণ্ডপে কাহারও যাইবার অধিকার নাই। প্রভু দর্শনলোভে সে কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। কে তাঁহাকে নিষেধ করিবে? তিনি কিরূপভাবে শ্রীজগন্নাথদেবের অপরূপ রূপসুধা পান করিতেছেন, তাহা কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় শুনুন,—

দরশন লোভে করি মর্য্যাদা লঙ্ঘন।
ভোগ-মণ্ডপ যাঞা করে শ্রীমুখ দর্শন॥
তৃষ্ণার্ত্ত প্রভুর নেত্র ভ্রমর যুগল।
গাঢ়াসক্ত্যে পিয়ে কৃষ্ণের বদনকমল॥
প্রফুল্ল কমল জিনি নয়ন-যুগল।

(১) প্রভুর অবশেষ গোবিন্দ রাখিল ধরিয়া।
সেই অন্ন কিছু হরিদাসে দিল লঞা॥ চৈঃ চঃ

নীলমণি দর্পন গণ্ড করে ঝলমল ॥
বান্ধুলির ফুল জিনি অধর সুরঙ্গ।
ঈষৎ হসিতকান্তি অমৃত তরঙ্গ ॥
শ্রীমুখ-সৌন্দর্য্য-মধু বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে।
কোটি কোটি ভক্তনেত্র ভৃঙ্গ করে পানে ॥
যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর।
মুখাম্বুজ ছাড়ি নেত্র না হয় অন্তর ॥

এই ভাবে প্রভু শ্রীশ্রীনীলাচলচন্দ্রের শ্রীমুখচন্দ্র দর্শন করিতেছেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই। তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবোদ্গম হইয়াছে। নয়নে প্রেমনদী প্রবাহিত হইতেছে। ভাবনিধি প্রভুর তাৎকালিক প্রেমা-বিকারভাবাবস্থা শ্রীপাদ কবিকর্ণপুর গোস্বামী নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোকে উত্তম বর্ণনা করিয়াছেন (১)। প্রভু ধীরে ধীরে মৃদুভাষে প্রেমাবেশে প্রাণবল্লভের সহিত কি কথা কহিতেছেন। সে রস-কথা কেহ শুনিতে পাইতেছে না। অন্তরঙ্গ ভক্ত নবহরি প্রভুর অতি নিকটেই ছিলেন। তিনি সেই রস-কথার কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া একটি পদ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাই প্রভু বলিতে-ছিলেন -

"আমি তোমায় না দেখিলে মরি।
পালটি না চাহ তুমি ফিরি॥"

প্রভু শ্রীরাধিকার ভাবে বিভাবিত হইয়া তাঁহার মন-চোর শ্যাম গুণনিধিকে এই কথা বলিতেছেন। প্রভুর স্বর স্ত্রীলোকের ন্যায় অতি মৃদু, আবেগপূর্ণ, কাতরতাপূর্ণ, এবং অভিমানব্যঞ্জক। প্রভুর ভাবটি বড় মধুর। অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ তাঁহার নিকটেই আছেন। তাঁহারা প্রভুর বিরহ-বিধুর সকরুণ শ্রীবদনচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন সুখ ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা আর শ্রীজগন্নাদেবের শ্রীমূর্ত্তি দেখিতেছেন না। সে আশা তাঁহাদের মিটিয়াছে। এক্ষণে তাঁহারা প্রভুর সেই কাতর শ্রীবদনচন্দ্রের বিষণ্ণ ভাব অবলোকন করিয়া বড়ই কাতর হইয়াছেন। তাঁহাদের আর কিছু ভাল লাগিতেছে না। প্রভুকে লইয়া তাঁহারা বড় বিপদে পড়িলেন। প্রভু সকল ভুলিয়া তাঁহারা প্রাণ-বল্লভের শ্রীবদনচন্দ্র দর্শনানন্দে বিভোর আছেন।

"দর্শন আনন্দে প্রভু সব পাসরিলা।"

প্রভু ভোগমণ্ডপের সম্মুখে শিলাখণ্ডে উপবেশন করিয়া নির্নিমেষ নয়নে শ্রীনীলাচলচন্দ্রের শ্রীবদনসুধা পান করি-তেছেন। তাঁহার কমল নয়নদ্বয় যেন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মুখচন্দ্রে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

"মুখাম্বুজ ছাড়ি নেত্র না হয় অন্তর"।

এবং তিনি যতই এই অপরূপ রূপ-সুধা পান করিতেছেন, ততই তাঁহার রূপতৃষ্ণা বৃদ্ধি পাইতেছে।

"যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর।"

স্বরূপ দামোদর প্রভুর নিকটেই আছেন। অন্যান্য ভক্তবৃন্দও আছেন, অপরাহ্ণ উত্তীর্ণ হইয়া সন্ধ্যা হইল, আরতির সময় হইল। প্রভুর তাহা জ্ঞান নাই। স্বরূপ গোসাঞি প্রভুকে বলিতেছেন "প্রভু! কাল রথযাত্রা, আজ চল, কাল আবার ভাল করিয়া দেখিও, ভক্তবৃন্দ সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়াছেন, তুমি না যাইলে তাঁহারা বাসায় যাইতে পারেন না, বিশ্রাম করিতে পারেন না, চল বাসায় চল"। প্রভু একবার স্বরূপ দামোদরের প্রতি চাহিলেন মাত্র, কোন কথা বলিলেন না। এমন সময় আরতির বাদ্য বাজিল। আরতি আরম্ভ হইল এবং শেষ হইল। প্রভু যেমন ভাবে আছেন তেমনি ভাবেই শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবদনচন্দ্র দর্শন করিতেছেন। স্বরূপ গোসাঞি পুনরায় বলিলেন "প্রভু! আরতি ভোগ হইল, রাত্রি চারিদণ্ড হইল, চল বাসায় চল, একটু বিশ্রাম কর, ভক্তবৃন্দ বড়ই শ্রান্ত হইয়াছেন, তুমি না যাইলে, তাঁহারা কি করিয়া বাসায় যান"। প্রভু এবার কথা কহিলেন। তিনি বলিলেন "স্বরূপ! আর একদণ্ড কাল অপেক্ষা কর। আমি একটু ভাল করিয়া আমার জীবনধন নীলা-

(১) নয়নজলঝরৈঃ পদারবিন্দদ্বয় নখ চন্দ্রমসঃ পবিত্রয়ন্ সঃ।
নহি জগতি দুরা পমেতদস্যৎ কিমিতি তদাভিসিষেচ সোঽঙ্ঘ্রি পদ্মং ॥
নয়নযুগমুদাহ শোণপদ্মশ্রিয়মতি কুট্টিলতাং ততঃ শরীরং।
অসিতগিরি সুধাংশুবক্ত্র চন্দ্রং রহসি বিলোকয়তোঽস্য নিস্পৃহস্য ॥
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য।

চন্দ্রচন্দ্রের শ্রীবদনখানি দেখিয়া লই, আজ পনের দিন আমার নয়ন উপবাসী আছে। এই ত দর্শনে আসিলাম একটু অপেক্ষা কর”। স্বরূপ দামোদর আর কিছু বলিতে পারিলেন না। দুই দণ্ড কাল অপেক্ষা করিয়া পুনরায় প্রভুকে বলিলেন “প্রভু! চল রাত্রি প্রায় ছয় দণ্ড হইল। ভক্তগণ তোমার শ্রীমুখ চাহিয়া বসিয়া আছেন। চল আর বিলম্ব করিও না।” প্রভু অতি কষ্টে মহা অনিচ্ছাসত্ত্বেও এবার উঠিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে বহু স্তুতি নতি করিয়া ভক্তবৃন্দের সহিত বাসায় চলিলেন। জগন্নাথের সেবকগণ আসিয়া প্রভুকে মালা প্রসাদ দিলেন। তিনি মস্তকে ধারণ করিয়া বন্দনা করিলেন।

পর দিন রথযাত্রা। শ্রীনীলাচলধামে আজ সমস্ত রাত্রি এই অপূর্ব্ব মহোৎসবের উদ্যোগ হইতেছে। শ্রীপুরুষোত্তমে রথযাত্রা উপলক্ষে সমগ্র ভারতবর্ষের লোক একত্রিত হয়। দিবারাত্রি আনন্দ কোলাহল হয়। প্রভুর বাসা ভক্তবৃন্দে পরিপূর্ণ। বাসায় আসিয়া সন্ধ্যাকৃত্য করিলেন। ভক্তবৃন্দ নিজ নিজ বাসায় যাইলেন। প্রভু তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলেন, শেষ রাত্রিতে স্নান করিয়া “পাণ্ডুবিজয়োৎসব (১)” দেখিতে হইবে। আমার বাসায় তোমরা সকলে আসিও”।

একাদশ অধ্যায়।

—:○*○:—

শ্রীনীলাচলে রথযাত্রা ও রথাগ্রে প্রভুর অদ্ভুত নৃত্যবিলাস।

—:○*○:—

সজীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে ননর্ত্ত যঃ।
যেনাসীজ্জগতাং চিত্রং জগন্নাথোঽপি বিস্মিতঃ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

(১) শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে হাত ধরাধরি করিয়া রথাগ্রে লইয়া যাওয়ার নাম "পাণ্ডুবিজয়।" পাণ্ড উৎকল ভাষা, অর্থ হাত ধরিয়া পদব্রজে গমন।

অদ্য রথযাত্রা মহোৎসব। রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্রের মনে আজ বড় আনন্দ। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উপদেশ মতে অদ্য তিনি প্রভুর সহিত মিলিত হইবেন। প্রতি বৎসরই রথযাত্রা মহোৎসব হইয়া থাকে, কিন্তু এবৎসর যেন রাজার চক্ষে সকলি সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া বোধ হইতেছে। শ্রীনীলাচলধাম নব শোভা ধারণ করিয়াছে, বৃক্ষলতা তৃণ, গুল্ম, যেন নব পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছে। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত যেন কি এক নব ভাবে বিভাবিত হইয়াছে। আকাশ, ভূতল, স্থাবর, জঙ্গম প্রভৃতি সকলি যেন অভিনব রূপ ধারণ করিয়াছে। নীলাদ্রি-শিখরে কাঞ্চনমালা শোভা পাইতেছে নীল সাগরের নীলোর্ম্মি মালায় আন্দোল্লাস অনুভূত হইতেছে। মৃদুমন্দ সমীরণে পদ্মগন্ধ প্রবাহিত হইতেছে। রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্র ইহা দেখিতেছেন এবং অনুভব করিতেছেন। অন্য কেহ এই নবভাবের ভাবুক কি না,—তাহা তাঁহারাই জানেন। কিন্তু রাজা প্রতাপরুদ্রের মনে আজ একটি অভিনব ভাবের উৎস উঠিয়াছে। আজ তিনি প্রভুর সহিত মিলিত হইবেন। নব জীবন লাভ করিবেন। তাঁহার জীবনের আশা আজ ফলবতী হইবে, তাঁহার মনোরথ আজ পূর্ণ হইবে।

সমস্ত রাত্রি জাগিয়া জাগিয়া রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্র কত সুখের স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। একটি নিভৃত প্রকোষ্ঠে বসিয়া তিনি একাকী শ্রীগৌরাঙ্গচরণ ধ্যান করিতেছেন, আর রাজা মনে মনে ভাবিতেছেন—

আয়াতোঽদ্য রথোৎসবস্য দিবসো দেবস্য নীলাচলা
ধীশস্যাদ্য পুরোনটিষ্যতি নিজানন্দেন গৌরোহরিঃ।
বিশ্রম্ভিং নটনাবসান সময়ে কর্ত্তাদ্য জাতীবনে
হস্তাদৌব মনোরথ সফলতাং যাস্যত্যয়ং মাদৃশঃ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

অর্থাৎ অদ্য শ্রীনীলাচলচন্দ্র জগন্নাথদেবের শুভ রথযাত্রার দিন। রথাগ্রে প্রেমাবেগে ভগবান গৌরহরি

আনন্দ নৃত্য করিবেন। আহা! অদ্য আমার বড় শুভ দিন,—অদ্য আমার মনোরথ সফল হইবে।

কৃপাময় পাঠকবৃন্দ! রাজা প্রতাপরুদ্রের অবস্থাটি একবার মানশ্চক্ষে ধ্যান করুন। তাঁহার মনের ভাবটি একবার অনুভব করিবার চেষ্টা করুন। ইহা না করিলে বুঝিতে পারিবেন না, রাজার মনে আজ কিরূপ আনন্দ। ইহা নিঃসন্দেহ ধ্যানের বিষয়, আত্মানুভবের বস্তু। রাজা প্রতাপরুদ্র গভীর রাত্রে নিজ নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ চরণ ধ্যান করিতেছেন, আর এইরূপ ভাবিতেছেন তিনি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইতেছেন। ভক্তের ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু কি করিয়া নিদ্রা যাইবেন? তিনিও নিজ বাসায় সেদিন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইলেন। পরদিন রথযাত্রা। সেই আনন্দে প্রভু সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইলেন,—তিনি আর নিদ্রা যাইতে পারিলেন না, তাঁহার নয়নে নিদ্রা আসিল না। কি করিয়া ভক্তবৎসল প্রভু নিদ্রা যাইবেন? ভক্ত চূড়ামণি রাজা প্রতাপরুদ্র যে তাঁহার শ্রীচরণ ধ্যান করিয়া তাঁহাকে অনুরাগভরে ডাকিতেছেন। ভক্তের অনুরাগপূর্ণ আহ্বানে কি শ্রীভগবান স্থির থাকিতে পারেন? কাজেই প্রভুরও নিদ্রা নাই,—রাজারও নিদ্রা নাই। রথোৎসব উপলক্ষ মাত্র, ভক্ত ও ভগবানের মিলনাকাঙ্খাই এই উৎকণ্ঠার মূল কারণ। প্রভুর উৎকণ্ঠা রথযাত্রা উপলক্ষে ভক্তচূড়ামণি রাজা প্রতাপরুদ্রকে কৃপা দান,—রাজার উৎকণ্ঠা এই শুভ সংযোগে প্রভুর কৃপালাভ। শ্রীভগবানের কৃপাদানেচ্ছা ও ভক্তের কৃপালাভোৎকণ্ঠা এই নীলারঙ্গে পূর্ণভাবে পরিস্ফুট রহিয়াছে। ভাবুক ভক্তবৃন্দ ইহার ভাব পরিগ্রহ করিয়া আনন্দ লাভ করুন।

প্রভুর পূর্ব্ব রাত্রির কথামত ভক্তবৃন্দ শেষ রাত্রিতে সকলে মিলিয়া প্রভুর বাসায় আসিলেন। আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিলেন, এবং স্নানাদি-কৃত্য সমাপন করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পাণ্ডুবিজয়োৎসব দর্শন করিতে ছুটিলেন। শ্রীমন্দিরে যাইয়া দেখিলেন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে সিংহাসন হইতে উঠাইয়া রথারোহণের জন্য যাত্রা করান হইতেছে। রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্র পাত্রমিত্রসহ সেখানে উপস্থিত আছেন। প্রভুকে দেখিয়া তিনি দূর হইতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। প্রভুর সঙ্গে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এবং শ্রীবাসাদি নদীয়ার ভক্তবৃন্দ আছেন, এবং নীলাচলের ভক্তবৃন্দও আছেন। ভক্তবৃন্দসহ প্রভু মহা আগ্রহের সহিত শ্রীশ্রীনীলাচলচন্দ্রের রথে শুভাগমনোৎসব দর্শন করিতে লাগিলেন। মত্তহস্তী তুল্য বলশালী জগন্নাথের সেবকগণ হাতাহাতি করিয়া বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি শ্রীবিগ্রহকে লইয়া যাইতেছেন। মঙ্গলবাদ্য বাজিতেছে, পাণ্ডাগণের মুখে "জয় জগন্নাথ" রবে দিগন্ত কম্পিত হইতেছে। সেই সঙ্গে দর্শকবৃন্দের সহস্র কণ্ঠের উচ্চ জয়নাদে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। সেবকগণ কেহ শ্রীবিগ্রহের শ্রীচরণ ধরিয়াছেন, কেহ শ্রীহস্ত ধরিয়াছেন কেহ স্কন্ধদেশ অবলম্বন করিয়াছেন। দুইজনে কটিদেশে স্থূল পট্টডোরি দৃঢ় বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে উঠাইতেছেন। পথের মধ্যে তুলার গদি পাতা হইয়াছে, তাহার উপর যখন শ্রীবিগ্রহকে স্থাপনা করা হইতেছে, এবং উঠান হইতেছে,—তখন সেই গদি সকল শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণাঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইতেছে (১)। এইরূপে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পাণ্ডাগণ শ্রীবিগ্রহকে চালাইতেছেন। ইচ্ছাময় বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি শ্রীজগন্নাথদেব নিজ ইচ্ছায় রথ বিহার করিতে যাইতেছেন; তিনি স্বইচ্ছায় যাইতেছেন তাহা না হইলে তাঁহাকে লইয়া যায় কাহার সাধ্য? শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু প্রেমানন্দে এই অপূর্ব্ব পাণ্ডুবিজয় উৎসব দেখিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে "মনিমা মনিমা" বলিয়া উচ্চধ্বনি করিতেছেন। "মনিমা" শব্দটি উৎকল ভাষায় অতিশয় সম্মানসূচক শব্দ। ইহার অর্থ সর্ব্বেশ্বর। বাদ্য কোলাহলে কিছুই শুনা যাইতেছে না। রাজা প্রতাপরুদ্র স্বয়ং স্বর্ণ সম্মার্জ্জনী হস্তে রাজপথ মার্জ্জনা করিতেছেন, এবং স্বহস্তে চন্দনের জলপথে ছিটাইতেছেন। মহারাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া তিনি এই তুচ্ছ সেবা করিতেছেন। ইহা দেখিয়া

(১) প্রভু পদাঘাতে তুলি হয় খণ্ড খণ্ড।
তুলাসব উড়ি যায় শব্দ হয় প্রচণ্ড॥ চৈঃ চঃ.

প্রভুর মনে বড় আনন্দ হইল। এইজন্য রাজা জগন্নাথ-দেবের কৃপাভাজন হইয়াছেন, এবং এই সেবা দেখিয়াই প্রভু তাঁহাকে কৃপা করিলেন (১)। রাজা প্রতাপরুদ্র ভক্তিমান রাজা। কিন্তু তিনি রাজা, বিষয়ী। প্রভু সন্ন্যাসী, বিষয়ীর সঙ্গ সন্ন্যাসীর পক্ষে একান্ত নিষিদ্ধ। প্রভু লোকশিক্ষার জন্য রাজার সহিত মিলিত হন না, কিন্তু তিনি অন্তরে রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রতি বড় কৃপাবান।

এক্ষণে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব রথাগ্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে বলরাম সুভদ্রাও আসিয়াছেন। একত্রে তিনজনেই রথে বিহার করিবেন। এক রথে শ্রীজগন্নাথদেব এবং অন্য দুই রথে বলরাম ও সুভদ্রা বিহার করিবেন। নানাবর্ণের চিত্র বিচিত্রিত ধ্বজপতাকা সুশোভিত গগন-ভেদী স্বর্ণচূড়া বিস্তার করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সুবর্ণময় রথ রাজপথে বিরাজমান রহিয়াছে। রাজা প্রতাপরুদ্র অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর উত্তম করিয়া রথের সজ্জা করিয়াছেন। কারণ প্রভু রথযাত্রা দর্শন করিবেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

> রথে সাজনি দেখি লোকে চমৎকার।
> সব হেমময় রথ সুমেরু আকার॥
> শত শত শুভ্র চামর দর্পন উজ্জ্বল।
> উপরে পতাকা শত চান্দোয়া নির্ম্মল॥
> ঘাঘর কিঙ্কিনী বাজে ঘণ্টার কনিত।
> নানা চিত্র পট্ট বস্ত্রে রথ বিভূষিত॥

জগন্নাথের মহা বলবান অসংখ্য পাণ্ডাগণ "জয় জগন্নাথ" রবে পৃথিবী কম্পিত করিয়া শ্রীবিগ্রহকে রথোপরি স্থাপন করিলেন। অগণিত বাদ্যভাণ্ড এক সঙ্গে বিপুল রবে বাজিয়া উঠিল সহস্র শঙ্খ একত্রে নিনাদিত হইল,—লক্ষ কোটি কণ্ঠে জয়ধ্বনি শ্রুত হইল। শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র নিজ-ভক্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মল্লবেশে রথাগ্রে দণ্ডায়মান হইলেন। শ্রীনীলাচলচন্দ্র যেমন নিজ জনে পরিবেষ্টিত হইয়া রথোপরি ইন্দ্রনীলমণি সদৃশ শোভা পাইতেছেন, শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রও রথাগ্রে নিজ ভক্তবৃন্দ বেষ্টিত হইয়া হেম রত্নকান্তি বিকাশ করিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করি-য়াছেন। গৌরকান্তিতে শ্রীনীলাচলচন্দ্র কখনও কষিত কাঞ্চন বর্ণ ধারণ করিতেছেন, আবার শ্যামকান্তিতে শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রও কখন শ্যামবর্ণ ধারণ করিতেছেন (১)। ভক্তবৃন্দের চক্ষে উভয় বিগ্রহই এক বলিয়া প্রতীত হই-তেছে। অচল জগন্নাথ রথে আরোহণ করিয়াছেন, সচল জগন্নাথ রথাগ্রে দাঁড়াইয়া ভক্তবৃন্দের সঙ্গে রথারূঢ় নিজ বিগ্রহ দেখিতেছেন।

রথের রজ্জু বিস্তৃত হইল। ভক্তবৃন্দসহ প্রভু রথরজ্জু ধারণ করিলেন। গভীর নির্ঘোষে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ চলিল। মহানন্দে সর্ব্বলোকে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। "জয় জগন্নাথ" রবে গগনমণ্ডল পূর্ণ হইল। শ্বেতবর্ণ বালুকাময় সমুদ্রপথের দুইপার্শ্বে সুরম্য উপবন। দুই দিকের শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে পরমানন্দে শ্রীনীলা-চন্দ্র রথারোহনে চলিয়াছেন। সঙ্গে অগণিত লোকসমুদ্র প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া রথের সুদীর্ঘ রজ্জু ধারণ করিয়া চলিয়াছে। রথ কখন বা মন্দমন্দ চলিতেছে, আবার কখন বা স্থিরগতি হইতেছে। এইরূপ লীলারঙ্গে শ্রীশ্রীনীলাচলচন্দ্র রথযাত্রা করিতেছেন। শ্রীজগন্নাথদেবের রথ যখন স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রভু নিজ ভক্তবৃন্দকে, স্বহস্তে মাল্যচন্দনে ভূষিত করিয়া, শক্তিশালী করিলেন।

---

(১) তবে প্রতাপরুদ্র করে আপনে সেবন।
স্বর্ণ মার্জ্জনী লইয়া করে পথ সম্মার্জ্জন।
চন্দন জলে করেন পথ নিসিঞ্চনে।
তুচ্ছ সেবা করে বৈসে রাজসিংহাসনে॥
উত্তম হইয়া রাজা করে তুচ্ছ সেবন।
অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন॥
মহাপ্রভু সুখ পাইল, সে সেবা দেখিতে।
মহাপ্রভুর কৃপা পাইল সে সেবা হইতে।। চৈঃ চঃ

(১) অসিতগিরি পতির্যথা স্বভৃত্যৈঃ পরিকলিতঃ স তথৈব গৌরচন্দ্র
সুরপতিমণিহেমরত্নভাসৌ জনচয়লক্ষ্যতনু বভূব তুল্যৌ।।
কচিদয়মপি গৌরচন্দ্র ভাসা ভবতি সুবর্ণ রুচি স্তথৈব সোঽপি।
জগতি তনুরুচোঃ সিতেতরাদ্রেঃ পরিবৃত্ততা পরিতঃ প্রকাশিতাসীৎ।।
শ্রীচৈতন্য চরিত মহাকাব্য।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরী গোসাঞি এবং ব্রহ্মানন্দ ভারতীগোসাঞি প্রভৃতি সকলেই প্রভুদত্ত মাল্যচন্দন প্রসাদ পাইয়া প্রেমভরে জয় ধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহার কীর্ত্তনীয়া দলের লোক সকলকে বিশেষভাবে মাল্যচন্দনে ভূষিত করিয়া শক্তি সঞ্চার করিলেন। স্বরূপ গোসাঞি এবং শ্রীবাসপণ্ডিত কীর্ত্তনীয়া দলের প্রধান হইলেন। প্রথমে প্রভুর আদেশে কীর্ত্তনের চারি সম্প্রদায় গঠিত হইল। এই চারি সম্প্রদায়ে চতুর্বিংশতি জন গায়ক রহিলেন অর্থাৎ প্রত্যেক সম্প্রদায়ে ছয় জন করিয়া গায়ক রহিলেন, এবং দুইজন মৃদঙ্গবাদক; প্রথম সম্প্রদায়ে স্বরূপ দামোদর গোসাঞি প্রধান হইলেন। তাঁহার পাঁচ জন দোহার হইলেন, দামোদর পণ্ডিত, রাঘব পণ্ডিত, গোবিন্দ দত্ত, গোবিন্দানন্দ এবং নারায়ণ; এই সম্প্রদায়ে নৃত্য করিবেন শান্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ে প্রধান হইলেন শ্রীবাসপণ্ডিত। তাঁহার দোহার হইলেন গঙ্গাদাসপণ্ডিত, ছোট হরিদাস, শুভানন্দ শ্রীমান এবং শ্রীবাসপণ্ডিত। এই সম্প্রদায়ে নৃত্য করিবেন অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু। তৃতীয় সম্প্রদায়ে প্রধান হইলেন মুকুন্দ দত্ত; তাঁহার দোঁহার হইলেন, বাসুদেব দত্ত, মুরারিগুপ্ত, শ্রীকান্ত, বল্লভসেন এবং গোপীনাথ আচার্য্য, এই সম্প্রদায়ে নৃত্য করিবেন ঠাকুর হরিদাস। চতুর্থ সম্প্রদায়ে প্রধান হইলেন গোবিন্দ ঘোষ,—তাঁহার দোহার হইলেন তাঁহার দুই ভাই বাসুদেব ও মাধব আর এক হরিদাস, বিষ্ণুদাস এবং অন্য এক রাঘব; এই সম্প্রদায়ে নৃত্য করিবেন বক্রেশ্বর পণ্ডিত।

প্রভুর আদেশে চারিজন চারি সম্প্রদায়ে নৃত্য করিবেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

> তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিয়া।
> চারি সম্প্রদায় কৈল গায়ন বাটিঞা॥
> নিত্যানন্দ, অদ্বৈত হরিদাস বক্রেশ্বরে।
> চারি জনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে॥

এই চারি কীর্ত্তন সম্প্রদায় প্রভুর আজ্ঞায় গঠিত হইল। ইহা ভিন্ন, আরও তিনটি সম্প্রদায় গঠিত হইল। কুলীন গ্রামের, সম্প্রদায়ের প্রধান হইলেন রামানন্দ বসু। শান্তিপুরের সম্প্রদায়ের প্রধান হইলেন শ্রীঅদ্বৈতনন্দন শ্রীপাদ শ্রীঅচ্যুতানন্দপ্রভু, আর শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়ের প্রধান হইলেন নরহরি সরকার ঠাকুর। ইহাঁদিগের প্রত্যেক দলে বহু লোক। প্রধান তিন জনে নৃত্য করেন। এইরূপে সর্ব্বশুদ্ধ সাত সম্প্রদায় তৎক্ষণাৎ গঠিত হইল। পূর্ব্বের চারি সম্প্রদায় রথের অগ্রে থাকিবেন, দুই সম্প্রদায় রথের দুই পার্শ্বে থাকিবেন, আর এক সম্প্রদায় রথের পশ্চাতে থাকিবেন, এইরূপ প্রভু আদেশ দিলেন।

এক্ষণে কীর্ত্তনারম্ভ করিতে প্রভু আদেশ দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ এক সঙ্গে চৌদ্দ মাদল বাজিয়া উঠিল। বাদ্যভাণ্ড রাজার আদেশে স্থগিত হইল। বৈষ্ণববৃন্দ উন্মত্ত হইয়া প্রেমানন্দে নৃত্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। উচ্চসঙ্কীর্ত্তন ধ্বনিতে ত্রিভুবন পূর্ণ হইল। অন্য বাদ্য কোলাহল, কিছুই শ্রুত হইল না। শ্রীবৈষ্ণবসম্মিলনীরূপ মেঘে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। ভক্তবৃন্দের প্রেমাশ্রুজলে কীর্ত্তনানন্দের বাদল হইল।

> সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল।
> যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হৈল পাগল॥
> শ্রীবৈষ্ণব-ঘটা মেঘে হইল বাদল।
> সঙ্কীর্ত্তনামৃত সহ বর্ষে নেত্রজল॥ চৈঃ চঃ

কনককান্তি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর কনকাচল সুমেরুর শৃঙ্গের ন্যায়রথাগ্রে সংকীর্ত্তনের পুরোভাগে ভূমিবিলুণ্ঠিত হইয়া স্বর্ণরথস্থ শ্রীনীলাচলচন্দ্রকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। তাঁহার কমলনয়নদ্বয় দিয়া প্রেমাশ্রুধারা বেগবতী নদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের কদম্ব-কেশরীর পুলকাবলী পরিদৃষ্ট হইতেছে। প্রভু রথারূঢ় শ্রীশ্রীনীলাচন্দ্রের শ্রীবদন দর্শন করিতেছেন। সাত সম্প্রদায়ে সাতজন অপূর্ব্ব অঙ্গভঙ্গী করিয়া মধুর নয়নরঞ্জন নৃত্য করিতেছেন, আর কীর্ত্তনীয়ার দল প্রেমানন্দে উচ্চ হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। প্রভু এই সাত সম্প্রদায়ের জীবন ধন,—তাঁহাকে দেখিতে না পাইলে কেহই প্রাণ ভরিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন না, প্রাণ খুলিয়া গাইতেও নাচিতে পারিবেন না; কাজেই ভক্তবৎসল প্রভুকে

কিছু ঐশ্বর্য্য দেখাইতে হইল। তিনি এই সাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই একই সময়ে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার সেই সুবলিত আজানুলম্বিত বাহুযুগল উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া "জয় জগন্নাথ" রবে এবং উচ্চ হরিধ্বনিতে ভক্তমণ্ডলীকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

সাত ঠাঞি বুলে প্রভু হরি হরি বলি।
জয় জয় জগন্নাথ কহে হাত তুলি॥

সকলেই দেখিতেছেন সংকীর্ত্তন যজ্ঞেশ্বর প্রভু,—তাঁহাদিগের সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের পুরোভাগে অধিষ্ঠান হইয়াছেন তখন তাঁহাদের আনন্দের আর অবধি নাই। দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত তাঁহারা কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া পরস্পরে বলাবলি করিতেছেন—

সবে কহে প্রভু আছে এই সম্প্রদায়।
অন্য ঠাঁঞি নাহি যায় আমার মায়ায়॥ চৈঃ চঃ

প্রভু যে এই ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন, ইহা কেবল ভক্ত-চিত্তবিনোদনার্থে; এই যে সাত সম্প্রদায়ে একই সময়ে প্রভুর নৃত্যবিলাস,—ইহার একটু গূঢ়মর্ম্ম আছে। তাহা পরে বলিতেছি—

আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ।
এক কালে সাত ঠাঞি করেন বিলাস॥ চৈঃ চঃ

এই শক্তি প্রভুর ঐশীশক্তি। ইহা প্রভু পূর্ব্বেও প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর ঐশ্বর্য্য দেখেন নাই। মাধুর্য্যভাবে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ ভজন করেন। তিনি প্রভুর অপরূপ রূপ দেখিয়া ভুলিয়াছেন, তাঁহার অনন্ত গুণের কথা শুনিয়া চরণে আকৃষ্ট হইয়াছেন। সর্ব্বচিত্তাকর্ষক অপরূপ রূপরাশি লইয়া শ্রীগৌর ভগবান ভুবনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিলেই জগজ্জন মুগ্ধ হইত। রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর অপরূপ রূপরাশি দূর হইতে দর্শন করিয়াছেন, এক্ষণে অতি সন্নিকটে দাঁড়াইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চিরদিনের সাধ মিটিল। শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপতৃষা-কাতর রাজা প্রতাপরুদ্র পরম বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন, প্রভু একই সময়ে সাত সম্প্রদায়ের কীর্ত্তন দলের পুরোবর্ত্তী হইয়া সর্ব্ব-ভক্তগণকে আনন্দ দান করিতেছেন। অন্য কেহ প্রভুর এই ঐশ্বর্য্য দেখিতে পাইতেছেন না। প্রভু কৃপা করিয়া ইহা রাজাকে দেখাইলেন কেন, তাহা তিনিই জানেন। রাজগুরু কাশীমিশ্র ঠাকুর রাজার নিকট দাঁড়াইয়া ছিলেন, রাজা প্রতাপ রুদ্র প্রভুর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া তাঁহাকে শ্রীগৌর ভগবানের মহিমার কথা বলিলেন। মিশ্রঠাকুর কহিলেন "মহারাজ! আপনার সৌভাগ্যের সীমা নাই। আপনার প্রতি প্রভুর বড় কৃপা।" সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকেও রাজা ইঙ্গিতে মনের ভাব বলিলেন, তিনিও ঐরূপ উত্তর দিলেন (১)। প্রভুর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া রাজা প্রতাপরুদ্রের দিব্যজ্ঞান হইল। তিনি প্রভুর তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিলেন। প্রভু রাজার প্রতি অদ্য অতিশয় প্রসন্ন। সেই জন্য এই গূঢ় লীলারহস্য তাঁহাকে দেখাইলেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

রাজার তুচ্ছসেবা দেখি প্রসন্ন প্রভুর মন।
সে প্রসাদে পাইল এই রহস্য দর্শন॥
সাক্ষাতে না দেখা দেন পরোক্ষে এত দয়া।
কে বুঝিতে পারে চৈতন্যের এই মায়া॥

রাজার আর একটি সৌভাগ্যের কথা বলি। রথে দাঁড়াইয়া শ্রীশ্রীনীলাচলচন্দ্র কীর্ত্তন শুনিতেছেন। নীলাচলে রথযাত্রা উৎসবে যুগধর্ম্ম এই মহাসঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞের এই প্রথম অনুষ্ঠান। রাজা দেখিতেছেন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবদনচন্দ্রের আজ বড় শোভা হইয়াছে। তিনি পথে দাঁড়াইয়া রথ স্থগিত করিয়া মধুর কীর্ত্তন করিতেছেন।

কীর্ত্তন দেখিয়া জগন্নাথ হরষিত।
কীর্ত্তন দেখেন রথ করিয়া স্থগিত॥ চৈঃ চঃ

---

(১) প্রতাপরুদ্রের হইল পরম বিস্ময়।
দেখিতে বিবশ রাজা হৈলা প্রেমময়॥
কাশীমিশ্রে কহে রাজা প্রভুর মহিমা।
কাশীমিশ্র কহে তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা॥
সার্ব্বভৌম সহ রাজা করে ঠারাঠারি।
আর কেহ নাহি জানে চৈতন্যের চুরি॥ চৈঃ চঃ

রাজা প্রতাপরুদ্রের বিস্ময়ের উপর বিস্ময়, তিনি দেখিতেছেন রথারূঢ় শ্রীবিগ্রহ আর সংকীর্ত্তন যজ্ঞেশ্বর সচল শ্রীগৌরবিগ্রহ এক বস্তু। তিনি দেখিতেছেন শ্রীজগন্নাথ দেবের স্থানে প্রভু কখন রথে বসিয়া ভক্তবৃন্দের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, কখন রথ হইতে অবতরণ করিয়া মধুর নৃত্য করিতেছেন। শ্রীশ্রীনীলাচলচন্দ্রকে রাজা আর দেখিতে পাইতেছেন না। ইহা দেখিয়া রাজার প্রাণ ব্যাকুলিত হইল, তিনি প্রেমাবেশে বিবশ হইয়া পড়িলেন, তাঁহার বিস্ময়ের আর অবধি থাকিল না।

প্রতাপরুদ্রের হৈল পরম বিস্ময়।
দেখিতে বিবশ রাজা হৈল প্রেমময় ॥

রাজার প্রতি প্রভুর যে এই কৃপা প্রদর্শন, ইহা অতি অপূর্ব্ব কথা। সাক্ষাতে তিনি রাজাকে দর্শন মাত্রও দেন নাই; কিন্তু পরোক্ষে তাঁহার প্রতি অদ্য কৃপাদৃষ্টি করিলেন। সাধ করিয়া কি কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"কে বুঝিতে পারে চৈতন্তের এই মায়া"।

এক্ষণে লীলাবেশে শ্রীগৌরভগবানের নিজানুসন্ধান নাই। তিনি প্রেমাবেশে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া মধুকণ্ঠে স্বয়ং কীর্ত্তনের সুর ধরিলেন—

"গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন"।

প্রভু এক্ষণে স্বয়ং গায়ক। প্রেমানন্দে তাঁহার ভক্তবৃন্দ মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন, আর তিনি গান করিতে লাগিলেন।

"আপনে গায়েন নাচে নিজ ভক্তগণ"।

প্রভু এই সময়ে ক্ষণে ক্ষণে অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বভক্তগণের প্রাণে তিনি প্রেমের উৎস উঠাইলেন, সর্ব্বলোক আনন্দঘনমূর্ত্তি প্রভুকে দেখিয়া আনন্দসাগরে ভাসিলেন।

কভু এক মূর্ত্তি হয় কভু বহু মূর্ত্তি।
কার্য্য অনুরূপ প্রভু প্রকাশয়ে শক্তি ॥
লীলাবেশে নাহি প্রভুর নিজানুসন্ধান।
ইচ্ছা জানি লীলাশক্তি করে সমাধান ॥
পূর্ব্বে যৈছে রাসাদি লীলা কৈলা বৃন্দাবনে।
অলৌকিক লীলা গৌর করে ক্ষণে ক্ষণে। চৈঃ চঃ

এইরূপে শ্রীগৌরভগবান তাঁহার ভক্তগণকে প্রেমানন্দে উন্মত্ত করাইয়া বহুক্ষণ নাচাইলেন। ইহাতে প্রভুর মনে বড় আনন্দ হইল। এক্ষণে ইচ্ছাময় প্রভুর ইচ্ছা হইল স্বয়ং নাচিতে। প্রভুর ইঙ্গিত মাত্রে সাত সম্প্রদায় একত্রিত হইল। নিমেষের মধ্যে প্রভু নয়জন প্রধান গায়ক ঠিক করিলেন। সেই নয় জনের নাম—

শ্রীরাম, রামাই, রঘু, গোবিন্দ, মুকুন্দ।
হরিদাস গোবিন্দানন্দ, মাধব, গোবিন্দ ॥ চৈঃ চঃ

স্বরূপ গোসাঞি তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান হইলেন। এই নয় জন যখন কীর্ত্তনের সুর ধরিলেন, তখন প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে মন হইল। তিনি নৃত্যারম্ভের পূর্ব্বে কি করিলেন তাহা শ্রীপাদ মুরারি গুপ্ত স্বচক্ষে দেখিয়া নিজ করচায় লিখিয়া গিয়াছেন।

প্রভু প্রথমে রথাগ্রে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে প্রণাম করিয়া নিম্নলিখিত শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিশ্লোক দুইটি প্রেমগদগদকণ্ঠে সুস্বরে আবৃত্তি করিলেন।

জয়তি জয়তি দেবো দেবকী নন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশ প্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ ॥
জয়তি জননিবাসো দেবকী জন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মং।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত শ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবং ॥ (১)

---

(১) অর্থ। যিনি বৃষ্ণিবংশের প্রদীপস্বরূপ, যাঁহার বর্ণ নব জলধর মেঘের ন্যায় শ্যামল, এবং যিনি কোমলাঙ্গ, এবং যিনি পৃথিবীর ভার নাশ করিতেছেন, সেই দেবকীনন্দন মুকুন্দ পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন। যিনি সমস্ত জীব মধ্যে অন্তর্য্যামীরূপে নিবাস করিতেছেন, দেবকীর উদরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, একথা যাঁহার অপবাদ মাত্র, যিনি স্থাবর জঙ্গমের দুঃখনাশন, সেই শ্রীকৃষ্ণ যদুবর পার্ষদরূপ বাহু দ্বারা পৃথিবীর

তাহার পর প্রভুর শ্রীমুখচন্দ্রনিঃসৃত নিম্নলিখিত শ্লোকটী পাঠ করিলেন।

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী নচ গৃহপতি র্নো বনস্থো যতি র্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল পরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দ্দাসদাসানুদাসঃ॥ (২)

প্রভু স্তব পাঠান্তে ভূমি বিলুণ্ঠিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে রথারূঢ় শ্রীশ্রীনীলাচলচন্দ্রকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। যথা—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ (১)

শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর গোস্বামী শ্রীগৌরভগবানের তাৎকালিক শ্রীমূর্ত্তির একটি অতি সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। নৃত্যবিলাসোত্তম শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের বিচিত্র শ্রীঅঙ্গমাধুরী দর্শনানন্দে ভক্তবৃন্দ উৎফুল্ল হইয়াছেন। সেই অপরূপ রূপমাধুরীর বর্ণনাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

অস্ফোট্য বামকরকক্ষতটীং করেণ
রক্তাম্বপূর্ম্মধুর কোমল তাতিরম্যঃ।
লীলাবিলোল মুখচন্দ্রময়ূখরোচিঃ
শ্রীমচ্ছটা ঝলমলায়িত দিক্‌সমূহঃ॥
উচ্চৈর্মুহু র্জয় জয়েতি বিমুক্তকণ্ঠ
মুচ্চারয়ন্ সহ তনূরুহবৃন্দ হর্ষৈঃ।
মুষ্টিপ্রমেয় তনুমধ্যবিলাস বদ্ধ
রক্তাম্বরদ্যুতিবিড়ম্বিত বন্ধুজীবঃ॥
শ্রীমদ্বিলোচনজলাপ্লুত গৌরদেহঃ
প্রত্যগ্র ঘর্ম্মকণিকা খচিতাস্য চন্দ্রঃ।
উদ্দাম তাণ্ডবকলাকুলিতাঙ্গভঙ্গঃ
শ্রীমানথ স্বজন মধ্য কলং চকার॥

ইহার ভাবার্থ এই :—প্রভু রথাগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্যোৎসাহে তাঁহার বাম বাহুমূলে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা অস্ফোটন করিতেছেন। ইহাতে তাঁহার কোমল শ্রীঅঙ্গ রক্তাভ হইয়া পরম রমণীয় বোধ হইতেছে। তাঁহার লীলাবিলোল শ্রীমুখচন্দ্রিমার ময়ূখকান্তিচ্ছটায় দিকসমূহ ঝলমল করিতেছে। তিনি উচ্চকণ্ঠে মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি করিতেছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অপূর্ব্ব পুলকাবলীর উদ্গম হইতেছে। তাঁহার ক্ষীণ কটিদেশ ক্ষীণতর বোধ হইতেছে, এক মুষ্টিতে যেন তাহা বেষ্টন করা যায়। সেই অতিসুন্দর ক্ষীণ কটিতটে লীলারঙ্গে পরিহিত অরুণবসনের অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ হইয়াছে। এই অরুণবসন বন্ধুজীব অর্থাৎ বাঁধুলি ফুলকে লজ্জিত করিতেছে। তাঁহার কনককেতকী সদৃশ আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নযুগলের নিপতিত নদীপ্রবাহবৎ প্রেমাশ্রুধারায় গৌর-অঙ্গ আপ্লুত করিতেছে। অভিনব সুষমাবিশিষ্ট ঘর্ম্মবিন্দুতে তাঁহার শ্রীমুখমণ্ডল পরিশোভিত হইয়াছে। প্রেমনৃত্য-বিলাসশ্রমে তাঁহার প্রতি অঙ্গ যেন বিবশ বোধ হইতেছে। প্রভুর ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে এইরূপ অবস্থায় রথাগ্রে দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে আত্মহারা হইয়াছেন।

কৃপাময় পাঠকবৃন্দ, কৃপা করিয়া একটিবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনশ্চক্ষে শ্রীগৌরভগবানের এই অপূর্ব্ব রূপটি ধ্যান করুন। মনে করুণ, আপনি শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে রথযাত্রা দর্শনে গিয়াছেন, রথাগ্রে আপনার জীবনসর্ব্বস্ব, ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর এইভাবে দাঁড়াইয়া নৃত্যোত্তম করিতেছেন। মনে করুন আপনি তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া কান্দিতে কান্দিতে আত্মনিবেদন করিতেছেন, "প্রভুহে। দয়াময় হে! অধমতারণ হে! ভক্তের জীবনধন হে! শিববিরিঞ্চিবন্দিত তোমার ঐ রাতুল চরণ দু'খানি, একবার মস্তকে তুলিয়া দাও।"

প্রভু একেবারেই উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

অধর্ম্ম নাশ করতঃ, এবং হাস্যমুখে ব্রজবনিতাগণের আনন্দ বর্দ্ধন করতঃ জয়যুক্ত হউন।

(২) আমি বিপ্র নহি, ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্য নহি, শূদ্র নহি, ব্রহ্মচারী নহি গৃহস্থ নহি, বাণপ্রস্থ নহি এবং সন্ন্যাসীও নহি; কিন্তু নিখিল পরমানন্দ পরিপূর্ণ অমৃতসাগর স্বরূপ গোপীপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীচরণ-কমলের দাসানুদাসের অনুদাস।

(১) এইটি মহাভারতীয় শ্লোক। অর্থ। যিনি ব্রাহ্মণগণের পূজ্য গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী, জগতের কল্যাণপ্রদ এবং গোকুলের ইন্দ্র, সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি॥

তাঁহার শ্রীচরণাঘাতে সসাগরা পৃথ্বীদেবী কম্পান্বিতা হইলেন (১)। তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিকভাবোদ্গম হইল। তিনি পুনঃপুনঃ ভূমিতলে আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিলেন। তিনি যখন ভূমিতলে নিপতিত হইয়া গড়াগড়ি দেন, তখন বোধ হয় একটি অতি সুন্দর সুবর্ণ পর্ব্বত ভূতলে পতিত হইয়া লুটাপুটি যাইতেছে।

আছাড় খাইয়া পড়ি ভূমে গড়ি যায়।
সুবর্ণ পর্ব্বত যেন ভূমিতে লোটায়॥ চৈ: চঃ

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার পশ্চাতে আছেন; দুই বাহু প্রসারণ করিয়া প্রভুর আশেপাশে তিনি চলিতেছেন, কিন্তু প্রভুকে সাম্‌লাইতে পারিতেছেন না। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু হুঙ্কারগর্জ্জন করিয়া প্রভুর নিকটেই ঘুরিতেছেন। ঠাকুর হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে "হরিবোল" বলিতেছেন, আর প্রভুকে আগুলাইতেছেন। তবুও প্রভু আছাড় খাইয়া ভূমিতলে পড়িতেছেন। ইহা দেখিয়া সকলের মনে বড় কষ্ট হইতেছে। লোকের ভিড় অত্যধিক হইয়া প্রভুর উপরে আসিয়া লোকের উপর লোক পড়িতেছে। ভক্তগণ ইহাতে মনে বড় ব্যথা পাইতেছেন। তখন সকলে মিলিয়া যুক্তি করিলেন, মণ্ডলী বান্ধিয়া তাঁহার মধ্যে প্রভুকে রাখিতে হইবে। তিনটি মণ্ডলী বাঁধিলেন,—প্রথম মণ্ডলীতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রধান হইলেন। তাঁহার সঙ্গে অদ্বৈতপ্রভু, স্বরূপদামোদর, হরিদাস প্রভৃতি থাকিলেন। দ্বিতীয় মণ্ডলীতে প্রধান হইলেন, কাশীশ্বর পণ্ডিত। তিনি মহাবলশালী, তাঁহার সঙ্গে রহিলেন গোবিন্দ, শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তগণ। তৃতীয়মণ্ডলীতে রাজা প্রতাপরুদ্র স্বয়ং রহিলেন। তাঁহার সঙ্গে মন্ত্রী হরিচন্দন, এবং পাত্রমিত্র সকলেই রহিলেন। ইহাঁদিগের সকলেরই এক উদ্দেশ্য, প্রভুকে রক্ষা করা; প্রভুর যাহাতে বিপদ না হয়। কারণ অগণিত লোক সংঘট্ট হইয়াছে, প্রভুও প্রেমাবেশে উন্মত্ত হইয়া যথাতথা উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার দিকবিদিক জ্ঞান নাই। রথ চলিতেছে, সম্মুখে তিনি পুনঃপুনঃ আছাড় খাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। প্রতি মুহূর্ত্তেই—সমূহ বিপদের আশঙ্কা দেখিয়া সকলে যুক্তি করিয়া মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া প্রভুকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রভু বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছেন, তিনি এ সকল কিছুই জানিতে পারিলেন না। তিনি প্রেমাবেশে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে রথাগ্রে আছাড় খাইয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। রথও স্থগিত হইল। কিন্তু পুনরায় রথ চলিল, তখন ভক্তগণ অতিশয় ব্যগ্র হইয়া প্রভুকে ধরাধরি করিয়া ক্রোড়ে উঠাইলেন (১)। এইরূপে ভক্তবৃন্দ সর্ব্ববিপদহারী শ্রীগৌরাঙ্গভগবানকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন। রাজা প্রতাপরুদ্রও এই লোকসংঘট্টের মধ্যে আছেন। তিনিও ভক্তবৃন্দসহ প্রভুকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা ও যত্ন করিতেছেন। তাহার নিজ দেহ রক্ষার জন্য বহুলোক নিয়োজিত আছে বটে, কিন্তু তিনি নিজ দেহ রক্ষার জন্য বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন নহেন। এই যে রথাগ্রে প্রভু অদ্ভুত নৃত্যবিলাস করিতেছেন, মহাসঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছে, ইহার প্রভাব সকলেই দেখিতেছেন। প্রভুর এই অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ প্রভাবে সর্ব্বলোক এক হইয়া গিয়াছে। এখানে রাজা প্রজা এক প্রাণ হইয়া গিয়াছে, এখানে ভক্ত ভগবানের অবাধ মিলন হইয়াছে। রাসলীলা ও সঙ্কীর্ত্তনলীলা এক বস্তু,—এক তত্ত্ব। রাসলীলায় লক্ষার্ব্বুদ ব্রজগোপীগণ পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের সহিত নিঃসঙ্কোচে মিলিত হইয়াছিলেন, সঙ্কীর্ত্তনলীলায় সেইরূপ সর্ব্বলোক শ্রীগৌরভগবানের সহিত মিলিত হইলেন। ইহা অতি অপূর্ব্ব প্রেমভাবপূর্ণ দৃশ্য। মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্রের এখানে রাজগৌরবের ভাব নাই,—শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরী ও ব্রহ্মানন্দ ভারতী গোসাঞিির এখানে গুরুগৌরব ভাব নাই,—সার্ব্ব-

(১) উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভু যাঁহা যাঁহা পড়ে পদতল।
সসাগরা মহী শৈল করে টলমল॥ চৈঃ চঃ

(১) আনন্দেন জড়ী কৃতে ভুবিচিরং গুর্কে তথা স্পন্দনে
শ্রীনীলাদ্রিপতে রুপেতি চ সতি ব্যগ্রী-ভবদ্ভির্ভৃশং।
তৈস্তৈস্তৈঃ করপল্লবৈ র্নিজ নিজ ক্রোড়েবুকৃত্বা কিয়দ্দূরে বৈষ্ণমুপার্পিতো বিজয়তে শ্রীগৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

ভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির পাণ্ডিত্যাভিমান নাই। সকলেই এক ভাবে বিভাবিত; এই যে সকলের এক ভাব, ইহা সহজ প্রেমভাব, শ্রীগৌরভগবানের প্রতি স্বাভাবিক ভালবাসার ভাব। প্রভুকে সর্ব্বলোকে ভালবাসে, তাঁহাকে তিলার্দ্ধ কাল না দেখিলে তাঁহার ভক্তবৃন্দ পৃথিবী অন্ধকার দেখেন; তাঁহার সোনার অঙ্গে ধূলিকণা দেখিলে দুঃখে তাঁহাদের বুক ফাটিয়া যায়, সেই তাঁহাদের প্রাণধন, জীবনসর্ব্বস্ব প্রভুর দেহ রক্ষা করিবার জন্য আজ তাঁহারা সকলে মিলিয়া বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। প্রভুকে তাঁহারা ভয় করিতেছেন না। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিতে কেহই মনে দ্বিধা করিতেছেন না। রাজার ভয় কেহ করিতেছেন না। তাঁহাকে এক পাশ করিয়া, তাঁহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া তাঁহারা সকলে প্রভুর দেহ রক্ষার্থ ছুটিতেছেন। ইহাকেই বলে সহজ প্রেম। রাজারও সহজ প্রেম, ভক্তগণেরও সহজ প্রেম, রাজার প্রজাগণেরও সহজ প্রেম। প্রেমময় প্রেমাবতার শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের প্রেমের ফাঁদে পড়িয়া সর্ব্বলোকে প্রভুর প্রতি আজ সেই একই সহজ প্রেমভাবে বিভাবিত হইয়াছে। শ্রীভগবানের প্রেমলীলারঙ্গের ইহাই গূঢ় রহস্য।

রথাগ্রে প্রভুর আনন্দঘন শ্রীমূর্ত্তি জড়বৎ প্রতীয়মান হইতেছে; কিন্তু মধ্যে মধ্যে তিনি জড়ীভূত হইয়াও হুঙ্কার গর্জ্জন করিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর অঙ্গে শ্রীকরপল্লব বিন্যস্ত করিতেছেন, তাঁহার সুন্দর উরুদেশ ও সুপ্রশস্ত বক্ষঃস্থলের শোভায় সর্ব্বজনের মন হরণ করিতেছে, তিনি তাঁহার হেমকান্তি সুবলিত বাহুদণ্ড ইতস্ততঃ পরিচালিত করিতেছেন এবং তাঁহার পাদযুগল ভূমিতলে সজোরে বিক্ষিপ্ত হইতেছে, কারণ তিনি নৃত্যোল্লাসে উন্মত্ত হইয়াছেন। প্রভুর শরীরের স্পন্দন এবং নিশ্বাস বায়ু ক্রমে মন্দীভূত হইয়া তাঁহাকে প্রেমানন্দভরে অশ্রুযুক্ত নয়নে একেবারে জড়ীভূত করিয়া ফেলিতেছে, পুলকাবলী পরিশোভিত শ্রীঅঙ্গ বিকশিত বোধ হইতেছে। তৎক্ষণাৎ তিনি মূর্চ্ছাগত হইতেছেন। এই অবস্থায় রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার পদতলে বসিয়া পদসেবা করিতেছেন। সর্ব্ব ভক্তগণ ইহা দেখিয়া রাজার ভাগ্য প্রশংসা করিতেছেন (১)।

শ্রীগৌর ভগবান রথাগ্রে যখন প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্যবিলাস করিতেছেন, তাঁহার প্রেমবিকার ভাব দেখিয়া ভক্তবৃন্দের মনে মহা আশঙ্কা হইতেছে। তিনি মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া রথাগ্রে জড়বৎ নিপতিত হইতেছেন, তাঁহার উপর দিয়া রথচক্র যাইবার উপক্রম হইতেছে, অমনি ভক্তগণ তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া স্থানান্তরিত করিতেছেন। তিনি ঘনঘন ভূমিতলে ভীষণ আছাড় খাইয়া পড়িতেছেন, ইহা দেখিয়া ভক্তবৃন্দের হৃৎপিণ্ড ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। প্রভুকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা যুক্তি করিয়া তিনটি মণ্ডলী বাঁধিলেন। সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রভু এক্ষণে সেই মণ্ডলীর মধ্যে অদ্ভুত নৃত্য করিতেছেন। হরিচন্দন রাজা প্রতাপরুদ্রের মন্ত্রী। তাঁহার স্কন্ধদেশে হস্তার্পণ করিয়া রাজা প্রেমাবিষ্ট হইয়া প্রভুর নৃত্যবিলাস দর্শন করিতেছেন। শ্রীবাস পণ্ডিতও প্রেমাবিষ্ট হইয়া প্রভুর অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গী দর্শন করিতেছেন। তিনি ভাল করিয়া দেখিতে পারিতেছেন না,—কারণ সম্মুখে রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার মন্ত্রী লইয়া দাঁড়াইয়াছেন; সেখানে লোকের বড় ভিড়। রাজাকে অতিক্রম করিয়া কেহ যাইতে পারিতেছে না। শ্রীবাসপণ্ডিত প্রেমাবেশে রাজাকে সজোরে ঠেলিয়া অগ্রে যাইয়া প্রভুর অপূর্ব্ব নৃত্যবিলাস দর্শন করিতে লাগিলেন। হরিচন্দন রাজমন্ত্রী, তিনি আর ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি

---

(১) আনন্দেন জড়ী ভবন্নবপদং হুঙ্কার কোলাহলৈ-
রদ্বৈতার্পিতপাণিপল্লবরসস্নিগ্ধোরুবক্ষঃস্থলঃ।
দণ্ডাকারমিতস্ততো বিনিপতর্দ্দোর্দণ্ড পাদদ্বয়ো-
লাস্তোল্লাস মনোহরো বিজয়তে শ্রীগৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ॥
আনন্দোৎসাহ মূর্চ্ছাগত ইব ভবতিস্পন্দনিশ্বাসমন্দে-
র্নেত্রৈরোমাঞ্চ পূরৈ বিকশিতবপুষানন্দমন্দীকৃতেন।
তস্মিন্নেত্রারবিন্দ দ্বয়মনিল জুষা রুদ্রদেবেন ভূয়ঃ
সানন্দং সেবিতাঙ্ঘ্রিদ্বয় সরসিরুহো রাজতে গৌরচন্দ্রঃ॥

শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য।

রাজার দর্শনে বিঘ্ন হইতেছে দেখিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া কহিলেন "এক পাশ হও, দেখিতেছ না রাজার দর্শনে বিঘ্ন হইতেছে"। শ্রীবাস পণ্ডিত প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া প্রভুর নৃত্যভঙ্গী দেখিতেছেন। তিনি হরিচন্দনের কথা শুনিতে পাইলেন না বা শুনিলেন না। হরিচন্দন তখন তাঁহাকে ঠেলিতে আরম্ভ করিলেন। একবার, দুইবার, তিনবার হরিচন্দন শ্রীবাস পণ্ডিতকে ধাক্কা দিলেন। তিনি প্রেমানন্দে মত্ত, তিনি ইহা গ্রাহ্য করিলেন না; দর্শনানন্দে শ্রীবাস বিভোর হইয়াছেন। কিন্তু যখন কর দ্বারা হরিচন্দন তাঁহাকে ঠেলিতে লাগিলেন এবং বিরক্ত করিতে লাগিলেন, ইহাতে তাঁহার দর্শনানন্দে বিঘ্ন হইতে লাগিল দেখিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের মনে ক্রোধের উদয় হইল। তিনি হরিচন্দনকে একটি চপটাঘাতে নিরস্ত করিলেন। (১) শ্রীবাস পণ্ডিতের হস্তের চড় খাইয়া রাজমন্ত্রী হরিচন্দনের বড় রাগ হইল। তিনি অবমানিত বোধ করিলেন। ক্রোধভাবে তাঁহাকে রুক্ষ ভাষায় কিছু বলিতে উদ্যত হইলেন। রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্র অমনি তাঁহার মুখ বন্ধ করিয়া কহিলেন—

"ভাগ্যবান তুমি ইঁহার হস্ত স্পর্শ পাইলা।
আমার ভাগ্যে নাহি তুমি কৃতার্থ হৈলা।" চৈঃ চঃ

হরিচন্দন আর কথাটি কহিতে পারিলেন না। তিনি রাজমন্ত্রী, রাজা ভিন্ন তিনি অন্য কিছু জানেন না। প্রভুর নৃত্য দর্শনে রাজার বিঘ্ন হইতেছিল দেখিয়া তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতকে প্রথমে একটু এক পাশ হইতে অনুরোধ করিলেন তিনি যখন অনুরোধ শুনিলেন না, তখন হরিচন্দন তাঁহাকে ধাক্কা দিলেন। ইহাতে রাজমন্ত্রী হরিচন্দনের বিশেষ কিছু দোষ নাই; কিন্তু ভক্তিমান রাজা প্রতাপ রুদ্র তাঁহার মন্ত্রীর এই কার্য্যে দোষ দেখিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত যে তাঁহাকে চড় মারিলেন, তাহাতে রাজা কোন দোষ দেখিলেন না। রাজা তাঁহার মন্ত্রীকে যে কথাটি বলিলেন তাহার একটু বিচার করিব। তিনি বলিলেন 'হরিচন্দন! তুমি বড় ভাগ্যবান, তুমি আজ নদীয়ার অবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীবাসপণ্ডিতের হস্তস্পর্শ সুখানুভব করিয়া কৃতার্থ হইলে। আমি হতভাগ্য, আমার অদৃষ্টে সে সুখলাভ হইল না।" রাজা প্রতাপরুদ্র ভক্তিমান্ রাজা,—ভক্তের মহিমা তিনি উত্তমরূপে জানেন। বিশেষতঃ গৌরভক্তের মহিমা তিনি স্বচক্ষে দেখিতেছেন। নদীয়ার ভক্তবৃন্দ প্রভুর প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম, তাহা রাজা বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন। ভক্তকৃপা ভগবানপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়, তাহাও তিনি উত্তম বুঝিয়াছেন। গৌরভক্তগণ যে এক একটি ধ্রুব, প্রহ্লাদ, তাহাও রাজার বুঝিতে বাকি নাই। তাঁহার মন্ত্রী হরিচন্দন ভক্তের মর্ম্ম কি বুঝিবেন? তিনি রাজনীতি অনুশীলন করেন, ভক্তিধর্ম্মের ধার ধারেন না। রাজা প্রতাপরুদ্র অনাসক্তভাবে রাজ্যভোগ করেন। প্রভুর কৃপায় তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবাভার পাইয়াছেন। প্রেমভক্তির দ্বারা তিনি অচল জগন্নাথের সেবা করিয়া সচল জগন্নাথের দর্শন লাভ করিয়াছেন। ভক্তের মহিমা তিনি বুঝিবেন না ত কে বুঝিবে? শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভুর একান্ত ভক্ত, শ্রীগৌরাঙ্গচরণ-চিন্তা ভিন্ন অন্যচিন্তা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না। তাঁহার হস্তস্পর্শ সুখ হরিচন্দন পাইলেন, রাজা প্রতাপরুদ্র এই দুঃখে বলিলেন,—

"আমার ভাগ্যে নাই তুমি কৃতার্থ হইলে।"

কৃপাময় পাঠকবৃন্দ এখন বুঝুন রাজা গজপতি প্রতাপ রুদ্রের শ্রীগৌরাঙ্গপ্রীতি কত দূর গাঢ়, গৌরভক্তের প্রতি তাঁহার কিরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ।

প্রভু রথাগ্রে নৃত্য করিতেছেন,—সর্ব্বলোক বিস্মিত হইয়া তাঁহার এই অপূর্ব্ব নৃত্যবিলাশ দর্শন করিতেছে।

---

(১) হেন কালে শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্ট মন।
রাজার আগে রহি দেখে প্রভুর নর্ত্তন॥
রাজার আগে হরিচন্দন দেখি শ্রীনিবাস।
হস্তে তারে স্পর্শি কহে হও এক পাশ॥
নৃত্য লোকাবেশে শ্রীনিবাস কিছুই না জানে॥
বার বার ঠেলে তার ক্রোধ হৈল মনে॥
চাপড় মারিয়া তারে কৈল নিবারণ।
চাপড় খাইয়া ক্রুদ্ধ হৈলা সে হরিচন্দন॥ চৈঃ চঃ

স্বয়ং শ্রীনীলাচলচন্দ্র সুভদ্রা ও বলরামের সহিত মহানন্দে প্রভুর এই প্রেমনৃত্য দর্শন করিতেছেন। তাঁহারা রথে বসিয়া মৃদুমন্দ হাস্য করিতেছেন।

' নৃত্য দেখি দুই জনার শ্রীমুখে হৈল হাস।"

রথ স্থগিত করিয়া তাঁহারা অনিমেষনয়নে প্রভুর নৃত্য দর্শন করিতেছেন।

রথ স্থির করি আগে না করে গমন।
অনিমেষ নেত্রে করে নৃত্য দরশন॥ চৈঃ চঃ

রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের একান্ত অনুরক্ত সেবক। তিনি ইহা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছেন। শ্রীবিগ্রহের শ্রীবদনে হাসি দেখিয়া তিনি প্রেমানন্দে অধীর হইয়া কান্দিয়া আকুল হইয়াছেন।

প্রভুর যে এই নৃত্যভঙ্গী, ইহা সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সর্ব্ববিঘ্ননাশক, সর্ব্বমঙ্গলকারক। জগজ্জীবের চিত্ত-শোধনার্থ প্রভু অপরূপ ভঙ্গী করিয়া নৃত্যবিলাস করিতেছেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অষ্টসাত্বিক ভাবের বিকার লক্ষণ দর্শন করিয়া জগজ্জীবের কঠিন হৃদয় দ্রব হইতেছে। এই সকল বিকারলক্ষণগুলি কিরূপ তাহা শুনুন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
অষ্টসাত্বিক ভাবোদয় হয় সমকাল॥
মাংস ব্রণ সহ রোমবৃন্দ পুলকিত।
শিমুলির বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত॥
একেক দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়।
লোকে জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য়॥
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্গম।
জজ, গগ, জজ, গগ গদ্গদ্ বচন॥
জলযন্ত্র ধারা যেন বহে অশ্রুজল।
আশ পাশ লোক যত ভিজিল সকল॥
দেহ কান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ।
কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকা পুষ্প সম॥
কভু স্তব্ধ কভু প্রভু ভূমিতে পড়য়।
শুষ্ক কাষ্ঠ সম হস্ত পদ না চলয়॥
কভু ভূমি পড়ে কভু হয় শ্বাসহীন।
যাহা দেখি ভক্তগণের হয় প্রাণ ক্ষীণ॥
কভু নেত্র নাসায় জল মুখে পড়ে ফেন।
অমৃতের ধারা চন্দ্র বিম্বে পড়ে যেন॥

প্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত ফেনামৃত লইয়া তাঁহার ভাগ্যবান ভক্ত শুভানন্দ পান করিলেন। অমনি প্রেমোন্মত্ত হইয়া তিনি নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে আনন্দে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন (১)।

এই প্রকার তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে প্রভু রাজা প্রতাপরুদ্রের মণ্ডলীর মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। রাজার সম্মুখে আসিয়া তিনি প্রেমানন্দে ভীষণ আছাড় খাইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। রাজা অতিশয় ব্যস্ত হইয়া সম্ভ্রমের সহিত প্রভুকে ধরিলেন। অন্য কেহ ভক্ত যদি এসময়ে প্রভুকে ধরিতেন, তিনি বাহ্য জ্ঞানহারা হইয়া কিছুক্ষণ মূর্চ্ছিত রহিতেন। কিন্তু রাজার হস্তস্পর্শ মাত্রেই তিনি চেতনা প্রাপ্ত হইলেন,—ইহার মর্ম্ম আছে। লোকশিক্ষা প্রভুর প্রধান-কার্য্য। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর—তাঁহার অজানিত কিছুই নাই। প্রভুর সমস্ত ভক্তগণ দেখিতেছেন, রাজা প্রতাপরুদ্র দুঃসাহস করিয়াছেন, কিন্তু কেহ নিষেধ করিতে পারিতেছেন না। রাজার প্রতি শ্রীগৌরভগবানের পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নাই। সর্ব্বসমক্ষে এই দুঃসাহসিক কার্য্যের জন্য তিনি রাজাকে অবমানিত করিবেন, ইহাই প্রভুর ইচ্ছা এবং তদ্দ্বারা লোকশিক্ষা দিবেন,—এই তাঁহার মনের বাসনা। রাজা প্রতাপরুদ্রের হস্তস্পর্শে প্রভুর তৎক্ষণাৎ বাহ্যজ্ঞান হইল। রাজার প্রতি ভ্রূভঙ্গী করিয়া তিনি একবার চাহিলেন। তখনি আবার তিনি শ্রীবদনচন্দ্র অবনত করিয়া মনে মনে কহিলেন, "ছি ছি! অদ্য আমার বিষয়ীর অঙ্গস্পর্শ হইল! রাম রাম! প্রেমাবেশে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ আমাকে সাবধান করিলেন না, কাশীশ্বর ও গোবিন্দ বুঝি অন্যস্থানে আছেন। আমার

(১) সেই ফেন লইয়া শুভানন্দ কৈল পান।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত তিঁহো বড় ভাগ্যবান॥ চৈঃ চঃ

অদৃষ্টে আজ একি হৈল ?" (১) এই বলিয়া প্রভু রাজার নিকট হইতে দ্রুতগতিতে অন্যত্র গমন করিলেন। তাঁহার তাৎকালিক ভাব দেখিয়া বোধ হইল, তিনি যেন রাজার উপর বিশেষ বিরক্ত হইয়াছেন, এবং তাঁহার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই যেন পলায়ন করিলেন।

রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর কথাগুলি স্বকর্ণে শুনিলেন এবং তাঁহার ভাবগতিক স্বচক্ষে দেখিলেন। ইহা দেখিয়া রাজার মনে বিষম ভয় হইল। "প্রভু ত কৃপা করিবেন না" এই ভাবিয়া তাঁহার মনদুঃখের আর অবধি রহিল না। রাজার বদন শুষ্ক হইয়া গেল, মুখমণ্ডলে কালিমার রেখা দেখা দিল। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নিকটেই ছিলেন, তিনি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন,—

——"রাজা! তুমি না কর সংশয়।
তোমার উপরে প্রভুর প্রসন্ন আছে মন।
তোমা লক্ষ্য করি শিখায়েন নিজজন।
অবসর জানি আমি করিব নিবেদন।
সেই কালে যাই করিহ প্রভুর মিলন।" চৈঃ চঃ

প্রভু রাজার নিকট হইতে পলায়ন করিয়া অন্যত্র প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। রথ স্থগিত করিয়া শ্রীশ্রীনীলাচলচন্দ্র এখন পর্য্যন্ত প্রভুর নয়নরঞ্জন মধুর নৃত্য দর্শন করিতেছেন। প্রভু এক্ষণে নৃত্য করিতে করিতে রথ প্রদক্ষিণ করিয়া পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া নিজ শ্রীমস্তক দিয়া রথ ঠেলিতে আরম্ভ করিলেন। ঠেলিবামাত্র রথ হড় হড় শব্দে চলিতে আরম্ভ করিল, এবং সর্ব্বলোকে উচ্চ হরিধ্বনি করিতে লাগিল (২)।

কতক দূর যাইয়া রথ পুনরায় থামিল। প্রভু রথাগ্রে দাঁড়াইয়া পুনরায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু এবার তিনি নৃত্যবিলাসের ভাব পরিবর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে আর প্রভুর সেরূপ উদ্দণ্ড তাণ্ডব নৃত্য নাই, তিনি গোপীভাবে বিভাবিত হইয়া মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণমিলনকালে শ্রীরাধিকার যে ভাব, প্রভুর মনে এক্ষণে সেই ভাবের উদয় হইল। নিকটেই স্বরূপ গোসাঞি ছিলেন। প্রভু করুণ নয়নে তাঁহার প্রতি একবার চাহিলেন, (১) অমনি স্বরূপ প্রভুর মন বুঝিয়া ভাবানুরূপ উচ্চৈঃস্বরে গীত ধরিলেন।—

"সেইত পরাণনাথ পাইলুঁ।
যাঁহা লাগি মদন দহনে দহি গেনু।"

স্বরূপ গোসাঞি মধুকণ্ঠ, প্রভুর পরম কৃপাপাত্র। তাঁহার গীতে পাষাণ দ্রব হয়। তিনি যখন ধুয়া ধরিয়া উচ্চকণ্ঠে গীত গাহিতে লাগিলেন, প্রভু প্রেমাবেশে কটি দোলাইয়া নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করিয়া মধুর গোপিকা-নৃত্য করিতে লাগিলেন। রথ ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিল। শ্রীশ্রীনীলাচলচন্দ্র রথে বসিয়া মৃদুমন্দ হাসিতেছেন, আর মধুর মধুর গীত শুনিতেছেন। আজ তাঁহার সহাস্য-বদন দেখিয়া ভক্তগণ বুঝিলেন, হৃদয়ে তাঁহার ভরপূর আনন্দ। প্রভুর নয়ন, মন ও হৃদয় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবে একেবারে মগ্ন, কেবলমাত্র গীত অভিনয়কালীন তাঁহার শ্রীহস্তদ্বয় ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে, পলকহীন কমল নয়নদ্বয় শ্রীবিগ্রহের শ্রীবদনচন্দ্রে সংলগ্ন রহিয়াছে। এইরূপ অদ্ভুত প্রেমনৃত্য পূর্ব্বে কেহ কখন দেখে নাই; ভক্তবৃন্দ আত্মহারা হইয়া প্রভুর নৃত্যভঙ্গী দেখিতেছেন, তাঁহাদের নয়ন প্রভুর শ্রীবদনচন্দ্রের উপর যেন লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহারা অন্য কোনদিকে নয়ন ফিরাইতে পারিতেছেন না। তাঁহারা সচল জগন্নাথ দেখিতেছেন, তাঁহাদের অচল জগন্নাথ দেখিবার আর অবসর নাই। প্রভু যখন স্থির হইয়া একস্থানে ভাবাবেশে এইরূপ নৃত্য বিলাস করিতে-

(১) রাজা দেখি মহাপ্রভু করেন ধিক্কার।
ছিছি! বিষয়ীস্পর্শ হইল আমার॥
আবেশে নিত্যানন্দ না হৈলা সাবধানে।
কাশীশ্বর গোবিন্দ আছিলা অন্য স্থানে॥ চৈঃ চঃ

(২) তবে মহাপ্রভু রথ প্রদক্ষিণ হৈঞা।
রথ পাছে যাই ঠেলে রথে মাথা দিয়া॥
ঠেলিলে চলিল রথ হড় হড় করি।
চৌদিকের, লোক উঠে বলি হরি হরি॥ চৈঃ চঃ

(১) তাণ্ডব নৃত্য ছাড়ি স্বরূপের আজ্ঞা দিল।
হৃদয় জানিয়া স্বরূপ গাইতে লাগিল॥ চৈঃ চঃ

ছেন, রথারূঢ় শ্যামসুন্দর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া তাহা দর্শন করিতেছেন, আর প্রভু যখন নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন, শ্যামসুন্দর রথে চড়িয়া তাঁহার সঙ্গে ধীরে ধীরে চলিতেছেন। শ্রীবিগ্রহের গতি প্রভুর গতির সহিত যেন একত্রে সমসূত্রে বদ্ধ বোধ হইতেছে। সচল এবং অচল জগন্নাথে এইরূপ আনন্দ-কেলি হইতেছে। প্রভু রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে যেন ছলে বলে ও কৌশলে ধরিয়া রাখিয়াছেন, এইরূপ প্রতীয়মান হইতেছে।

গৌর যদি আগে না যায় শ্যাম হয় স্থিরে।
গৌর আগে চলে শ্যাম চলে ধীরে ধীরে॥
এই মত গৌরশ্যাম করে ঠেলাঠেলি।
সরথ শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী॥ চৈঃ চঃ

প্রভু এইরূপ ভাবাবেশে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে রথের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার ভক্তবৃন্দ সকলেই আছেন। সকলেই কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন। প্রভুর পুনরায় ভাব পরিবর্ত্তন হইল। তিনি রথাগ্রে দাঁড়াইয়া আজানুলম্বিত দুই বাহু উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া উচ্চকণ্ঠে নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিতে লাগিলেন (১)। এক্ষণে প্রভুর মনে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণসহ মিলন বাসনারূপ ভাবোদয় হইল। তিনি বারম্বার এই শ্লোকটি পাঠ করিতে লাগিলেন। স্বরূপ গোসাঞি ভিন্ন এই রসগীতির মর্ম্মার্থ অন্য কেহ জানেন না। এই শ্লোকে প্রভুর মনের ভাব প্রকাশ করিতেছেন। তিনি কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণমিলন কালে শ্রীরাধিকার ভাবে বিভাবিত হইয়া এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবকে রথারূঢ় দেখিয়া প্রভুর মনে সেই ভাবের উদয় হইল। শ্রীরাধিকা সখিবৃন্দসহ কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া মনে মনে আনন্দ লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণবল্লভকে মনের কথাটি না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। সে কথাটি এই—

সেই তুমি সেই আমি সেই নবসঙ্গম।
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে উদয় করাহ আপন চরণ॥
ইহাঁ লোকারণ্য হাতি ঘোড়া রথ ধ্বনি।
তাহাঁ পুষ্পারণ্য ভৃঙ্গ পিকনাদ শুনি॥
ইহাঁ রাজবেশ সব সঙ্গে ক্ষত্রিয়গণ।
তাহাঁ গোপগণ সঙ্গে মুরলী বদন॥
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ আস্বাদন।
সে সুখ সমুদ্রের ইহাঁ নাহি এক কণ॥
আমা লঞা পুনঃ লীলা কর বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয়ত পূরণে॥ চৈঃ চঃ

প্রভুর ভাব শ্রীব্রজবনিতার ভাব। ব্রজভাবে বিভাবিত হইয়া তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের আর একটি শ্লোক পূর্ব্ববৎ উচ্চকণ্ঠে পাঠ করিলেন। সে শ্লোকটি এই—

আহুশ্চ তে নলিননাভ-পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ॥
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥

ভাবার্থ। কুরুক্ষেত্রে গোপিকাগণসহ মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণভগবান তাঁহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিলেন; তৎশ্রবণে গোপীকাগণ কহিতে লাগিলেন "হে অজ্ঞানধ্বান্ত ভাস্কর! তোমার তত্ত্বজ্ঞানাতপে আমরা দগ্ধ হইতেছি! আমরা তোমার মুখচন্দ্র-মধু পিয়াসী চকোরী। তোমার সুস্নিগ্ধ মুখচন্দ্র-জ্যোৎস্নালোকে আমরা জীবন ধারণ করিয়া থাকি। অতএব হে গোপীজনবল্লভ! তুমি বৃন্দাবনে আগমন করিয়া আমাদিগকে জীবন দান কর। হে নলি-

(১) যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা—
স্তে চোন্মীলিত মালতী সুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপার লীলাবিধৌ
রেবা রোধসি বেতসী তরুতলেঃ চেতঃ সমুৎকণ্ঠ্যতে॥
কাব্যপ্রকাশ।

অর্থ। কোন নায়িকা নর্ম্মদা নদীতটে কৃতক্রীড়ন নিমিত্ত তৎস্থান প্রতি সমুৎসুকা হইয়া গৃহে নিজ সখিকে কহিয়াছিলেন "যিনি আমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তিনি আমার অভিমত। কিন্তু সেই চৈত্র রজনী, সেই মালতী কুসুমের সুগন্ধবাহী কদম্ববনবায়ু বিদ্যমান সত্ত্বেও আমার চিত্ত সুরতব্যাপার বিষয়ে নর্ম্মদা তটে বেতসী তরুতলে সমুৎকুণ্ঠিত হইতেছে, অর্থাৎ আমার মন সেই স্থান অভিলাষ করিতেছে"।

নাভ! যোগেশ্বরগণ তোমার পদারবিন্দ হৃদয় মধ্যে চিন্তা করেন, কিন্তু আমরা তাহা হৃদয়ের উপরে ধারণ করিয়া জীবিত থাকি। যোগেশ্বরগণ গম্ভীরবুদ্ধি। তাঁহারা তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করিতে পারেন, তাঁহাদিগের সে শক্তি আছে। আমাদিগের সে শক্তি নাই। কারণ আমরা বুদ্ধিহীনা অবলা জাতি। তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করিলেই আমরা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি। তোমার অভয় পাদপদ্ম চিন্তা করিতে পারিলে জীবগণ সংসারকূপ হইতে উদ্ধার হয় বটে, কিন্তু তোমার বিরহসমুদ্রে পতিত জনকে এই চিন্তায় উদ্ধার করিতে পারে না। আমরা ব্রজের গোপীকা। আমরা বাল্যকাল হইতেই সংসারসুখ ত্যাগ করিয়াছি। সুতরাং আমরা সংসারকূপে পতিত নহি, কিন্তু আমরা তোমার বিষম বিরহ-সাগরে নিপতিত হইয়াছি; অতএব তোমার পাদপদ্ম চিন্তা আমাদের পক্ষে বৃথা। শ্রীকৃষ্ণ হে! প্রাণবল্লভ হে! যদি বল "তোমরা দ্বারকায় চল, তথায় তোমাদের সহিত নিত্য বিহার করিব" ইহার উত্তর আমরা আর কি দিব? আমরা কোন প্রকারে বৃন্দাবন ত্যাগ করিতে পারি না। সেখানে তোমার শিখিপুচ্ছ বিভূষণে এবং মুরলীরঞ্জিত বদনে যে মাধুর্য্য প্রকাশ হয়, তাহাতেই আমাদের রুচি। অতএব হে বৃন্দাবনধন! হে বৃন্দাবনবিহারি! তুমি শ্রীবৃন্দাবনে উদয় হও, তুমি ব্রজভূমিকে দর্শন করিলেই আমাদের সকল সন্তাপের উপশম হইবে, কিন্তু তোমার স্মরণের দ্বারা আমাদের দুঃখ দূর হইবে না"।

এক্ষণে প্রভুর মনের এই ভাব। তিনি গোপীভাবে বিভাবিত হইয়া এই শ্লোক পাঠ করিলেন। স্বরূপ গোসাঞির সঙ্গে প্রভু নিজ বাসায় একান্তে বসিয়া এই সকল শ্লোকের মর্ম্ম আস্বাদন করেন। এক্ষণে গোপীভাবে বিভাবিত হইয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া তিনি এই সকল শ্লোক পাঠ করিতেছেন, আর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবদনের প্রতি প্রেমবিহ্বলভাবে চাহিয়া মৃদুমধুর নৃত্যবিলাস করিতেছেন। ভাবাবেশে প্রভু কখনও ভূমিতলে বসিয়া অধোবদনে ঝুরিতেছেন আর নখাগ্রভাগ দ্বারা ভূমিতে কি লিখিতেছেন। প্রভুর মনের ভাব প্রেমপত্রিকা দ্বারা প্রকাশ করিয়া প্রাণবল্লভের নিকট পাঠাইবেন, এই তাঁহার বাসনা। এই জন্যই তিনি প্রেমাবেশে ভূমিতলে বসিয়া প্রিয়তমের নিকট প্রেমপত্রী লিখিতেছেন। স্বরূপ প্রভুর নিকটে বসিয়াছেন, এবং তাঁহার শ্রীকরাঙ্গুলি ক্ষত হইবে এই ভয়ে ব্যথিত হইয়া নিজ হস্তে প্রভুর হস্ত ধারণ করিয়া এ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতেছেন (১)।

প্রভুর পুনরায় ভাব পরিবর্ত্তন হইল,—তিনি উঠিলেন। ভক্তগণ সঙ্গে তিনি এখন শ্রীজগন্নাথদেবকে ছাড়িয়া বলরাম ও সুভদ্রা যে রথে আরোহণ করিয়াছেন, সেই রথের সম্মুখে আসিয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এ ভাবটি যেন তাঁহার অভিমান ভাব। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রতি যেন অভিমান করিয়াই তিনি চলিয়া যাইলেন। রথ ক্রমে মৃদুমন্দ গতিতে বলগণ্ডিতে আসিয়া পৌছিল। এই স্থানটি অতি সুন্দর। রথ এখানে আসিয়া স্থগিত হইল। বলগণ্ডির বামভাগে বিপ্রশাসন নারিকেল বন,—দক্ষিণ ভাগে পরম সুন্দর পুষ্পোদ্যান। এই সুরম্য স্থানটি দেখিলেই মনে বৃন্দাবনস্মৃতি উদয় হয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব রথে বসিয়া উদ্যানশোভা দর্শন করিতেছেন, আর প্রভু তাঁহার অগ্রে প্রেমানন্দে মধুর নৃত্য করিতেছেন। প্রভুর নৃত্যভঙ্গী দর্শন করিয়া শ্রীবিগ্রহের শ্রীমুখে হাসি দেখা যাইতেছে।

এই পরম পবিত্র স্থানে রথযাত্রার দিন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভোগ লাগে। ইহা চিরপ্রচলিত রীতি! ছোট বড় জগন্নাথদেবের যত ভক্ত আছেন, আজ এই স্থানে নিজ নিজ শক্তি অনুসারে যথাযোগ্য উত্তম উত্তম ভোগ দেন। রাজা প্রতাপরুদ্র ও তাঁহার মহিষীগণ, পাত্রমিত্রগণ, এবং নীলাচলবাসী সর্ব্বলোক, বিদেশী যাত্রী সকল সকলেই অদ্য শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভোগ দিলেন। কোটি কোটি

(১) ভাবাবেশ প্রভু কভু ভূমিতে বসিয়া।
তর্জ্জনীতে ভূমি লেখে অধোমুখ হৈয়া॥
অঙ্গুলিতে ক্ষত হবে জানি দামোদর।
ভয়ে নিজ করে নিবারয়ে প্রভু কর॥ চৈঃ চঃ

ভোগ জগৎপতি জগন্নাথদেব আজ প্রেমানন্দে আস্বাদন করিলেন।

"কোটি কোটি ভোগ জগন্নাথ করে আস্বাদন।"

যাহার যেখানে ইচ্ছা ভোগ দিতেছে, বিস্তীর্ণ উদ্যানের সম্মুখে, পশ্চাতে, দুই পার্শ্বে, উপবনে সর্ব্বত্র ভোগ লাগিতেছে। বহু লোকসংঘট্ট হইয়াছে। প্রভু শ্রান্ত হইয়া প্রেমাবেশে উপবনে যাইয়া পিঁড়ার উপর বসিলেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত। উপবনের সুস্নিগ্ধ সমীরণে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ শীতল বোধ হইতেছে। ভক্তবৃন্দ এবং কীর্ত্তনীয়াগণ সকলেই এক এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া কীর্ত্তন-শান্তি দূর করিতেছেন। উপবনের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। রাজা প্রতাপরুদ্র দূরে দণ্ডায়মান হইয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত কি গুপ্ত পরামর্শ করিতেছেন।

প্রভুর রথাগ্রে নৃত্যবিলাস গৌরভক্তবৃন্দের ধ্যানের বিষয়। পূজ্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যাষ্টক স্তবমালার একটি শ্লোকে লিখিয়াছেন—

রথারূঢ়স্যারাদধি পদবি নীলাচলপতে—
রদভ্রপ্রেমোর্ম্মিস্ফুরিত নটনোল্লাসবিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃত তনু র্বৈষ্ণব জনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্?"(১)

প্রভুর এই যে রথাগ্রে মধুর নৃত্য, ইহা তাঁহার ভক্তবৃন্দের চিত্তবিনোদনের জন্য এবং জগতের মঙ্গলের জন্য। শ্রীভগবানের সকল লীলাই অপূর্ব্ব। প্রভুর এই অপূর্ব্ব নৃত্য-বিলাস দর্শন করিয়া জগজ্জীবের কলুষিত চিত্ত শোধিত হইল। তাহারা মনে আনন্দ পাইল, তাহাদের জীবন সার্থক হইল। যাহাদের ভাগ্যে প্রভুর এই ভুবনমঙ্গল নৃত্যবিলাস দর্শন-সৌভাগ্য ঘটিল, তাঁহারা ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। এই অপূর্ব্ব লীলা যিনি ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনিও ভববন্ধন হইতে মুক্ত হন।

(১) অর্থ। যিনি শ্রীনীলাচলপতি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে প্রেমোল্লাস ভরে নৃত্য করিতে করিতে বিবশ হইয়া পড়িতেন এবং বৈষ্ণবগণ যাহাকে বেষ্টন করতঃ পরমানন্দে সঙ্কীর্ত্তন করিতেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন পথের পথিক হইবেন?

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর চরণে তাঁহার রতি মতি হয়, তাঁহার প্রেমভক্তি লাভ হয়, শ্রীগৌরাঙ্গধর্ম্মে সুদৃঢ় বিশ্বাস হয়। একথা পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়া গিয়াছেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে -

ইহা যেই শুনে সেই গৌরচন্দ্র পায়।
সুদৃঢ় বিশ্বাস সহ প্রেমভক্তি হয়॥

———

নবম অধ্যায়।

রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্রের সহিত প্রভুর মিলন।

সব ভক্তের আজ্ঞা লৈল যোড় হাত হৈঞা।
প্রভুপদ ধরি পড়ে সাহস করিয়া॥
আঁখি বুজি প্রভু প্রেমে ভূমিতে শয়ন।
নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদ সম্বাহন॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

প্রভু উপবনস্থ বৃক্ষমূলে কীর্ত্তনশ্রান্ত হইয়া ভূমিতলে শয়ন করিয়াছেন। কনককেতকীসদৃশ নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া তিনি প্রেমাবেশে জড়বৎ নিস্পন্দভাবে ভূমিশয্যায় শয়ান আছেন। তাঁহার পরিধানের অরুণ বসন খানি ক্ষীণ কটিদেশকে বেষ্টিত করিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। ভাবনিধি প্রভু তাঁহার শিরবিরিঞ্চিবন্দিত কমলাসেবিত রাতুল চরণদ্বয় প্রসারণপূর্ব্বক শয়ন করিয়া ভাবসাগরে মগ্ন আছেন। তিনি নয়ন মুদ্রিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণভগবানের পাদপদ্ম ধ্যান করিতেছেন, এবং অতি মৃদু মধুর স্বরে নিম্নলিখিত ভাগবতীয় শ্লোকার্দ্ধ পাঠ করিতেছেন।

"অথা ত আনন্দদুঘং পদাম্বুজং
হংসাশ্রয়েন্নরবিন্দ লোচন।"

অর্থাৎ হে পদ্মনয়ন! এই নিমিত্ত পরমহংসগণ, সর্ব্বানন্দপ্রদ তোমার ঐ চরণযুগল আশ্রয় করেন।

কীর্ত্তনশ্রান্ত ভক্তবৃন্দ উপবনস্থ প্রতি বৃক্ষমূলে দুই একজন শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এবং গোপীনাথ আচার্য্য প্রভুর নিকটেই আছেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের পরামর্শ মতে অদ্য রাজা প্রভুর সহিত এই সুরম্য উপবনে এই শুভক্ষণে মিলিত হইবেন। সেই শুভ সময় উপস্থিত। একথা গোপনীয় হইলেও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য গোপীনাথ আচার্য্যকে কহিয়াছেন। গোপীনাথ আচার্য্য ইতি উতি চাহিয়া রাজার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। প্রেমাবেশে নিস্পন্দভাবে কীর্ত্তনশ্রান্ত ভক্তবৃন্দকে বৃক্ষমূলে শায়িত দেখিয়া তিনি মনে মনে কহিলেন—

নিস্পন্দ মুজ্জ্বল বচঃ সুশিখাঃ সুপূর্ণ
স্নেহাস্তমঃ ক্ষয়কৃতঃ প্রতি শাখীমূলম্।
আভান্তি শোভনদশা স্তইমে মহান্তো
নির্ব্বাত মঙ্গল মহোৎসব দীপকল্পাঃ॥ (১)

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর অতি নিকটেই আছেন। তিনি অতিশয় উদ্বিগ্নভাবে রাজার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

এমন সময়ে রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্র ভয়ে ভয়ে দীন বৈষ্ণববেশে সামান্য লোকের ন্যায় প্রভু সন্নিধানে আগমন করিলেন। রাজা একাকী আসিলেন, তাঁহার সঙ্গে কোন অনুচর নাই। পরিধানে সামান্য একখানি বস্ত্র। তিনি একবার চতুর্দ্দিকে প্রেমবিস্ফারিত লোচনে চাহিয়া দেখিলেন। কীর্ত্তনশ্রান্ত সর্ব্বভক্তগণ প্রেমাবেশে বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছেন। ভক্তিভরে সকলকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাদিগের অনুমতি গ্রহণ করিয়া রাজা প্রতাপরুদ্র ধীরে ধীরে পদবিক্ষেপ করিতে করিতে অতিশয় উৎকণ্ঠার সহিত প্রভুর সমক্ষে উপনীত হইলেন। রাজার এই সময়ের মনের ভাবটি শ্রীপাদ কবিকর্ণপুর গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে অতি সুন্দর একটি শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

উৎকণ্ঠা ভয় তর্কয়োর্ব্বলবতো রাচ্ছাদনং কুর্ব্বতী
মামুচ্চৈস্তরলী করোতি চরণৌ হা ধিক কথং স্তভ্ স্তুতঃ।
হংহো দৈবপরীক্ষয়াদ্য ভবতঃ প্রায়ঃ পরীক্ষা মম
প্রাণানামপি ভাবিনী নহি মম প্রাণেষু কোঽপি গ্রহঃ॥

অর্থাৎ রাজা ভাবিতেছেন "হায়। অতি প্রবল ভয় ও তর্ককে পরাজয় করিয়া এই বলবতী উৎকণ্ঠা আমাকে অতিশয় চঞ্চল করিতেছে। আহা! আমার পদদ্বয় কেন নিশ্চল হইতেছে? অহো ভাগ্য! আজ তোমার পরীক্ষায় আমার জীবনেরও পরীক্ষা হইবে। আমার জীবনের প্রতি আর কিঞ্চিন্মাত্রও মমতা নাই। এই ভাবিয়া রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের চরণধূলি লইয়া একেবারে প্রভুর চরণতলে বসিয়া তাঁহার পাদসম্বাহণ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ভাগ্যবান রাজা অতিশয় নিপুনতার সহিত প্রভুর পাদসম্বাহণ করিতে লাগিলেন। এই নিপুনতায় তিনি অভ্যস্থ ছিলেন না, কিন্তু প্রভুর কৃপায় অসাধ্যও সাধ্য হয়।

"নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদ সম্বাহন।"

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য রাজার এই সাহস দেখিয়া কথঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন। যদি প্রভু রাজাকে প্রত্যাখান করেন, তাহা হইলে কি অনর্থ ঘটিবে, এই ভয়ে তিনি অভিভূত হইলেন। গোপীনাথ আচার্য্য অন্তরালে থাকিয়া ভক্ত ও ভগবানের এই অপূর্ব্ব মিলনরঙ্গ দেখিতেছেন, আর মনে মনে হাসিতেছেন।

প্রভু প্রেমানন্দাবেশে নয়ন মুদ্রিত করিয়াই রাজাকে

---

(১) অর্থ। আহা প্রভুর ভক্তবৃন্দ প্রতিবৃক্ষতলে নির্ব্বাতস্থানে মঙ্গলোৎসবের দীপের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। ইহাঁরা সকলে প্রেমাবেশে স্পন্দহীন (পক্ষে নিশ্চল)। ইহাঁদিগের বাক্য, অতি নির্ম্মল (দীপপক্ষে)। ইহাঁদের মস্তকে রসনীয় শিখা (পক্ষে সুন্দর শিখাযুক্ত) ইহাঁরা সকলেই প্রণয়রসে পূর্ণ (পক্ষে তৈলে পরিপূর্ণ)। ইহাঁরা অজ্ঞান বিনষ্ট করেন (পক্ষে অন্ধকার বিনাশী) ইহাঁদের কৃষ্ণপ্রেমে বিবিধ দশা হইতেছে (পক্ষে সুন্দর দশাযুক্ত)।

গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিয়া ধীরে ধীরে মৃদুমন্দ মধুর স্বরে এই ভাগবতীয় উত্তম শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন।

কোন্বুরাজস্থিন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দ চরণাম্বুজং।
ন ভজেৎ সর্ব্বতো মৃত্যুরুপাস্য মমরোত্তমৈঃ॥

অর্থ। ভজনোপযোগী ইন্দ্রিয় সকল থাকিতে মরণ ধর্ম্মালম্বী কোন্ মনুষ্য অমরবৃন্দের উপাসনীয় সেই ভগবানের চরণারবিন্দ ভজনা না করে?

এই উত্তম শ্লোকটি প্রভু বারম্বার পাঠ করিতে লাগিলেন। এই শ্লোকটি প্রভু এই সময়ে পাঠ করিলেন কেন, ইহা কৃপাময় রসজ্ঞ পাঠকবৃন্দ অবশ্যই বুঝিয়াছেন। প্রভু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া ইতিপূর্ব্বে যে শ্লোকার্দ্ধ আবৃত্তি করিতেছিলেন, তাহার সহিত এই শ্লোকের মিল করিয়া দেখুন, তাহা হইলেই প্রভুর মনের ভাব কি, এবং এক্ষণে এই কথা বলিবার তাৎপর্য্য কি, তাহা পরিগ্রহ করিতে পারিবেন। ব্রহ্মানন্দ হইতেও শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-মধু মিষ্ট এবং আনন্দপ্রদ। পরমহংসগণ ব্রহ্মানন্দ লাভে কৃতার্থ হইয়াও শ্রীভগবানের পাদপদ্মমধু আস্বাদনের জন্য ব্যাগ্র হন। রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীগৌরভগবানের সেই পাদপদ্মমধু আস্বাদন করিতেছেন। এক্ষণে প্রভুর কথার তাৎপর্য্য বুঝিয়া লউন।

রায় রামানন্দও এই উপবনে উপস্থিত আছেন। তিনি কিছু দূরে থাকিয়া সকলি লক্ষ্য করিতেছেন। তাঁহারই আদেশে ও শিক্ষায় রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর পাদ সম্বাহন করিতে করিতে রাসপঞ্চাধ্যায়ের মধুর শ্লোকাবলী পাঠ করিতে লাগিলেন। রায় রামানন্দ সুচতুর রসিক ভক্ত। তিনি রাজা প্রতাপরুদ্রকে উপযুক্ত শিক্ষাই দিয়াছেন। কোন্ শ্লোকটী কিরূপে কিভাবে আবৃত্তি করিয়া প্রভুকে শুনাইবেন, তাহা উত্তমরূপে তিনি রাজাকে শিক্ষা দিয়াছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রভু প্রেমাবেশে রাজাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিয়াছেন। প্রভুর সুকোমল বাহু যুগলে বদ্ধ হইয়া রাজা প্রতাপরুদ্র কিরূপভাবে অবস্থিত আছেন গোপীনাথ আচার্য্য মুখনিঃসৃত নিম্নলিখিত শ্লোকটি আস্বাদন করিয়া ভক্তবৃন্দ বুঝিয়া লউন। যথা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে,—

মহামল্লৈর্যস্য প্রকটভুজবক্ষঃস্থলতটী
বিনিষ্পেষাত্ত্যাস্থিভিরিব বিদধ্রে বিকলতা।
স এবায়ং মাদ্যৎ করিবরকরাক্রান্ত কদলী
তরু স্তম্ভাকারো ভবতি ভগবদ্বাহুদলিতঃ॥ (১)

রাজাকে সর্ব্বাগ্রে প্রভুর পদসেবা করিতে রায় রামানন্দ বলিয়া দিয়াছিলেন। শাস্ত্রে বলে,—

সর্ব্বে ভাগবত শ্রীমৎ পাদস্পর্শ হতাশুভং
ভেজে সর্প বপুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতং॥
শ্রীমদ্ভাগবত।

রাজা প্রতাপরুদ্র ভাবিলেন শাস্ত্রে যখন বলে শ্রীভগবানের পাদস্পর্শে সমস্ত অশুভ বিনষ্ট হয়, তখন তাঁহার ভয় বৃথা। এই ভাবিয়া তিনি চিত্ত স্থির করিয়া মনসংযমপূর্ব্বক শ্রীগৌরভগবানের পদসেবা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। একান্ত নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে অতিশয় নিপুনতার সহিত রাজা প্রভুর পাদসম্বাহন করিতে করিতে রায় রামানন্দের কথিত মত তিনি গোপীগীতার প্রথম শ্লোকটি সুস্বরে আবৃত্তি করিলেন। ভক্তিমান্ রাজা প্রতাপরুদ্র ভাগবতে পরম পণ্ডিত। সে শ্লোকরত্নটি এই—

জয়তিতেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃশ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়তি দৃশ্যতাং দিক্ষু ভাবকাস্ত্বয়ি ধৃতাসবস্তাং বিচিন্বতে॥

অর্থ। গোপীকাগণ কহিলেন "হে দয়িত! তোমার জন্মগ্রহণে আমাদের এই ব্রজপুরী সমধিক জয়যুক্ত হইয়াছে। এই কারণে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীও এই ব্রজমণ্ডলকে অলঙ্কৃত করিয়া এখানে নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন। ইহাতে সর্ব্ব ব্রজবাসীর অসীম আনন্দ। হে নাথ! হে প্রিয়! অভাগিনী ব্রজগোপিকাগণ তোমার নিমিত্ত কোনপ্রকারে

(১) অর্থ। আহা! যাঁহার বাহু যার' বক্ষঃস্থলে নিষ্পেষণে মহামল্লগণ অস্থির হইয়া বিকল হয়, সেই মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র শ্রীগৌরভগবানের কোমল বাহুদ্বারা বিচলিত হইয়া মত্ত করিবরের শুণ্ডাক্রান্ত কদলীস্তম্ভের ন্যায় শোভা পাইতেছেন।

প্রাণ রাখিয়াছে, তাঁহারা তোমার বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া তোমার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন, কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন দাও।

প্রভুর বাহ্যজ্ঞান নাই। তিনি অন্তর্জগতের ভাব-সাগরে নিমগ্ন। ভাবনিধি প্রভু এক্ষণে অপ্রাকৃত ভাব-রাজ্যে বিহার করিতেছেন। এই শ্লোকটী শুনিবামাত্র তাঁহার শ্রীবদনচন্দ্র যেন প্রফুল্লিত বোধ হইল। এই শ্লোকের ভাবার্থ কিঞ্চিৎ শ্লেষাত্মক। ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন "হে প্রিয়তম! তুমি সর্ব্বানন্দপ্রদ তাহা তোমার জন্মদিন হইতেই আমরা বিশেষ উপলব্ধি করিয়াছি। কারণ তোমার জন্মদিন হইতে এই ব্রজধাম বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। বৈকুণ্ঠে তোমারি স্বরূপশক্তি লক্ষ্মীকে সকলে পূজা করে, কিন্তু ব্রজধামে তিনি যত্ন করিয়া ব্রজের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিতেছেন। ব্রজের সকলেই সুখী কেবল আমরা তোমাকে প্রাণ সমর্পণ করিয়া সকল দুঃখের আশ্রয় হইয়াছি। অতএব তোমার প্রেম-প্রার্থিনী হইয়া এই ব্রজধামে বাস করতঃ কোন দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তোমার নিকট আমরা প্রার্থনা করি না। তবে একবার আমাদিগের প্রতি শুভ-দৃষ্টিপাত করিয়া তোমার চক্ষু সাফল্য কর। আমাদিগের কর্ম্মানুরূপ ফল প্রাপ্তি হইতেছে কি না, তাহা একবার তোমার দেখা উচিত। তোমার প্রেমপ্রার্থিনীগণ কাঙ্গালিনীর ন্যায় বনে বনে তোমাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে, ইহা অপেক্ষা প্রিয়দৃশ্য তোমার আর কি হইতে পারে? তোমার বিরহবিধুরা ব্রজবালাদিগের দুঃখ-ভোগ যথেষ্টই হইয়াছ, এবং সে দুঃখ তোমারই প্রদত্ত। আমাদিগকে বিপন্ন করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিও না। তোমার সহচরগণ, যাঁহাদিগের সাহায্যে আমাদিগের এই কোমল এবং সরল প্রাণ তোমাতে সমর্পিত করাইয়াছে, তাহাদিগের দ্বারা আমাদের প্রাণকে যদি তুমি আমাদের নিজ নিজ দেহে প্রত্যর্পণ করিতে, তাহা হইলে তোমার বিরহানলে ভস্মীভূত হইয়া আমরা এত দিন চিরশান্তি উপভোগ করিতে পারিতাম। কিন্তু কি করিব! তুমি আমাদের প্রাণকে পরম সুখে রাখিয়াছি, কারণ উহা তোমার নিকটেই আছে, কিন্তু আমাদের দেহকে তোমার বিরহানলে ভস্মীভূত করিতেছে। ভাল, যদি ইহাই তোমার সুখের কারণ হয়, তাহাই কর। কিন্তু একটিবার তোমার সুন্দর সরল চন্দ্রবদন খানি, আমাদিগকে দেখা-ইয়া জন্মের সাধ মিটাইয়া দাও; তোমার নিকট ইহাই আমাদের ভিক্ষা।" কৃষ্ণবিরহিনী ব্রজগোপীগণের কি সুন্দর আত্মনিবেদন! কি সুন্দর প্রার্থনা!!

প্রভু এইরূপ ব্রজগোপিকাভাবে বিভাবিত হইয়া কৃষ্ণবিরহ সাগরে ভাসিতেছেন। তিনি যে ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন, রাজা প্রতাপরুদ্র সুযোগ বুঝিয়া সময়োপযোগী সেই রাজ্যের কথাই বলিতে লাগিলেন। সুতরাং প্রভুর মনে বড় আনন্দ হইল। আনন্দে তাঁহার শ্রীবদন প্রফুল্লিত হইল। তিনি বলিলেন "বল, আরও বল", রাজা প্রতাপরুদ্র তখন সাহস পাইয়া পরের শ্লোকটি পাঠ করিলেন। যথা—

শরদুদাশয়ে সাধুজাত সৎ সরসিজোদর শ্রীমুষাদৃশা।
সুরত নাথ তেঽশুল্কদাসিকা বরদ নিঘ্নতো নেহ কিংবধঃ॥

ভাবার্থ। ব্রজ গোপিকাগণ বলিতেছেন "হে শ্রীকৃষ্ণ তুমিই আমাদের দুঃখের কারণ। তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক আমা-দিগকে এতাদৃশ দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিয়াছ! তুমি যে অপাঙ্গ মোক্ষণে সুরত প্রার্থনাপূর্ব্বক অভীষ্ট ফল প্রদান করিতেছ, তাহাতেই পুনরায় রাশিকৃত প্রেমানল নিক্ষেপ-পূর্ব্বক তোমার দুঃখিনী দাসীদিগের জীবন বধ করি-তেছ। ওহে নিজজননিষ্ঠুর! আচ্ছা বল দেখি! সামান্য অস্ত্রের সাহায্য ব্যতিত তোমার ঐ নয়নবাণে বধ করাকে কি বধকার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে না? এবং এই সকল নিরপরাধিনী নারীবধের পাপ কি তোমাকে স্পর্শ করিবে না? বিশেষতঃ আমাদের উপর, তোমার আপনার বলিয়া আধিপত্য খাটে না। কারণ আমাদিগকে তুমি শুল্ক প্রদানে ক্রয়ও কর নাই, অথবা উদ্বাহবন্ধনে বদ্ধও কর নাই। আমরা তোমার ক্রীতদাসী নহি, তোমার নিজস্ব সামগ্রীও নহি, যে তুমি আমাদের উপর যথেচ্ছ

ব্যবহার করিতে পার। তুমি ইচ্ছা করিয়া আমাদিগকে গ্রহণ কর নাই, আমরা তোমার ভুবনভুলান অপরূপ মদনমোহন রূপে বিমোহিতা হইয়া বিনামূল্যে তোমার চরণের দাসী হইয়াছি। এ দোষ আমাদের নহে; এ দোষ তোমারই। কারণ যাহারা লোকের মোহ ও উন্মাদ অবস্থায় সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, তাদৃশ চোরদিগের তুমি অধিপতি। তুমি চোরাগ্রগণ্য (১)। শরৎকালীন স্বচ্ছ সরোবরে বিকশিত কমলের অন্তরস্থ সৌন্দর্য্যকান্তি হরণ করিয়া তুমি যেমন নিজ কমলায়তন লোচন নিবিষ্ট করিয়াছ, তেমনি তুমি তোমার সেই অপূর্ব্ব নেত্রদ্বয় ব্রজকামিনী-দিগের হৃদয়পুরে বল পূর্ব্বক প্রবেশ করাইয়া তাহাদের চক্ষে ধূলি প্রদান পূর্ব্বক মোহিত করিয়াছ। অবশেষে তাহাদের ধন প্রাণ মন সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া চোরের মত পলায়ন করিয়াছ। আমাদের সেই চোরা ধন, প্রাণ তোমার নিকট গচ্ছিত আছে। অতএব হে কৃষ্ণ! হে মনপ্রাণ-চোর! তুমি ভাবিয়া দেখ, তোমা দ্বারাই আমাদের সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে, এবং পরিশেষে আমরা প্রাণে মরিলাম। তুমি যাহাই বল না কেন, এই সহস্র সহস্র নারীবধের পাপ একা তোমাকেই স্পর্শ করিবে। ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যদি তোমার নারীবধ মহাপাপের ভয় থাকে, তবে একবার দর্শন দাও।”

প্রভুর তাৎকালিক মনের ভাব ঠিক এইরূপ। সুতরাং এই শ্লোক শুনিয়া তাঁহার হৃদয়-সমুদ্র মথিত হইয়া প্রাণে আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। তখনও প্রভুর নয়ন মুদ্রিত। তাঁহার শ্রীবদনে যেন মৃদু মধুর হাসির রেখা দেখা দিল। তিনি উৎকণ্ঠার সহিত রাজাকে বলিলেন “বল বল, তাহার পর কি হইল? গোপীকাগণ আর কি বলিলেন?” রাজা প্রতাপরুদ্রের সহিত প্রভু এইরূপে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন; রাজার প্রাণে আজ আনন্দের অবধি নাই। তাঁহার হৃদয়ে আনন্দসিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছে। প্রেমানন্দে তিনি গদগদ হইয়া ব্রজগোপীকা-উক্তি গোপী-গীতার পর শ্লোকটি অতি কষ্টে ধীরে ধীরে পাঠ করিলেন।

বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্বর্ষমারুতাদ্বৈদ্যুতানলাৎ।
বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতো ভয়াদৃষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ॥

ভাবার্থ। কৃষ্ণবিরহবিধুরা ব্রজগোপিকাগণ বলিলেন, “হে শ্রীকৃষ্ণ! হে প্রাণরমণ! আমাদিগকে এইরূপে প্রাণে বধ করিবারই তোমার যদি ইচ্ছা ছিল, তাহা হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিপদ হইতে আমাদিগকে তুমি রক্ষা করিলে কেন? যখন প্রাণসঙ্কট বিপদ হইতে তুমি এই অভাগিনীদিগকে পরিত্রাণ করিয়াছ, তখন স্বহস্তে তাহাদিগের প্রাণবধ করা তোমার উচিত নহে। কালীয়নাগকে দমন করিয়া তুমি যে আত্মত্রাণ করিয়াছিলে, তাহাতেই আমাদের জীবনরক্ষা হইয়াছে। এক এক করিয়া বিষজল পান, অঘাসুর, বৃষভাসুর, ব্যোমাসুর বর্ষা, বাত, অগ্নিপাত, বজ্রপাতাদি বিপদ হইতে তুমিই আমাদিগের প্রাণরক্ষা করিয়াছ। এক্ষণে মদনের পঞ্চবাণে আমরা তোমার জন্য নিরন্তর জর্জ্জরিত হইতেছি। মদনশরানল ভয়ে ভীতা হইয়া আমরা তোমার শরণ লইয়াছি। এক্ষণে এই বিপদ হইতে রক্ষা করা দূরে থাকুক, তুমি ইচ্ছা করিয়া তদপেক্ষা কোটিগুণ অধিক তোমার বিরহানল আমাদের হৃদয়ে প্রজ্জলিত করিয়া প্রাণ দগ্ধ করিতেছ; ইহাতে কি তোমাকে বিশ্বাসঘাতকত্ব পাপে লিপ্ত হইতে হইবে না? (১)

প্রভু জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া রাজা কর্ত্তৃক পঠিত শ্লোকের ভাব পরিগ্রহ করিতেছেন, ঢোকে ঢোকে ব্রজরসাস্বাদন করিতেছেন, শ্লোকের প্রতি বর্ণে বর্ণে মধুক্ষরণ হইতেছে প্রভু তাহা পান করিয়া পরমানন্দলাভ করিতেছেন রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর পাদ সম্বাহন করিতেছেন, আ[র] নির্নিমেষ নয়নে তাঁহার শ্রীবদনের অপূর্ব্ব শোভা দর্শ[ন]

(১) ব্রজে প্রসিদ্ধং নবনীত চৌরং গোপাঙ্গনানাঞ্চ দুকূল চৌরং।
শ্রীরাধিকায়াঃ হৃদয়স্য চৌরং চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি।
অনেক জন্মার্জ্জিত পাপ চৌরং নবাম্বুদশ্যামল কান্তি চৌরং।
পদাশ্রিতানাঞ্চ সমস্ত চৌরং চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি।
শ্রীরূপগোস্বামীকৃত চৌরাষ্টক।

(১) এস্থলে ব্রজগোপীগণ যে ভাবী অরিষ্ট ও ব্যোমাসুরের উদ্বেগে[র] কথার উল্লেখ করিলেন, তাহা কেবল গর্গাচার্য্য প্রভৃতির মুখে শ্রীকৃষ্ণে[র] জন্মপত্রিকার ফল শ্রবণ করিয়া।

করিতেছেন। শ্লোক পাঠ শেষ হইলে প্রভু মুদ্রিত নয়নে অতি ধীরে ধীরে কহিলেন "বল, বল, তার পর কি বলিলেন?"

রাজার নয়নের আনন্দাশ্রুধারায় প্রভুর রাতুল পাদপদ্ম বিধৌত হইতেছে। রাজা প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া শ্লোক পাঠ করিতেছেন; তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। তিনি অতি কষ্টে পরবর্ত্তী শ্লোকটি পাঠ করিলেন। যথা—

নখলু গোপিকানন্দনো ভবানখিল দেহিনামন্তরাত্মদৃক্
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে সখ উদেয়েবান্ সাত্বতাং কূলে॥

ভাবার্থ। ব্রজগোপিকাগণ সরলহৃদয়া, কৃষ্ণপ্রেমাকাঙ্ক্ষিণী। তাঁহারা মনে করিলেন, তাঁহাদের প্রাণরমণ শ্রীকৃষ্ণকে স্ত্রীবধপাতকী, বিশ্বাসঘাতকী প্রভৃতি বলা হইয়াছে; পাছে শ্রীকৃষ্ণ রাগ করিয়া বলেন, "তোমরা আমাকে কঠিন কথা বলিয়াছ, আমি আর জন্মের মত তোমাদিগকে দর্শন দিব না,—আমি নির্জ্জনে নিভৃতভাবে বাস করিব"। এইরূপ মর্ম্মবিদারক চিন্তায় গোপিকাবৃন্দ কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে পুনরায় প্রিয় সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, "হে হৃদয়স্বামিন্! হে জীবনসর্ব্বস্বধন! হে প্রাণরমণ! তুমি আমাদিগের প্রতি বৃথা দোষারোপ করিও না। তুমি লোকদৃষ্টিতে যশোদানন্দনরূপে প্রতীত হইলেও, তুমি যে কি বস্তু, তাহা আমরা ভাগুরী গার্গী ও পৌর্ণমাসীর মুখে শুনিয়াছি; তুমি সকল জীবের অন্তরাত্মা। হে অন্তর্য্যামি! আমাদের অন্তরের সকল কথাই ত তুমি জান; তুমি বিশ্ববিধাতা। সামান্য মানবের ন্যায় তোমার জন্ম নহে। জীবের জন্ম কর্ম্মানুরোধে ভোগের জন্য,—তোমার জন্ম বিশ্বপালনের জন্য, জীবোদ্ধারের জন্য। হে যদুকুলতিলক! তোমার উদয়ে সর্ব্বজীব আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইবে, সর্ব্বজগত সুধারসে পরিপ্লাবিত হইবে। তবে, বল দেখি হে দয়াময়! এই বিরহিনী ব্রজগোপিকাদিগের মর্ম্মব্যথা বৃদ্ধি করিয়া তোমার কি সুখ হইতেছে? আমরা তোমার প্রণয়ভিখারিণী চরণের দাসী, তোমার অপার প্রেম-সমুদ্রে আমরা নিমগ্ন হইয়াছি। আমরা এক্ষণে হাবুডুবু খাইতেছি। আমাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে। এক্ষণে কৃপা করিয়া কেশে ধরিয়া আমাদিগকে তীরে উঠান, বা তোমার প্রেম সমুদ্রজলে নিমজ্জিত করিয়া একেবারে আত্মসাৎ করা,—ইহা সম্পূর্ণ তোমার আয়ত্বাধীন। তুমি ইচ্ছাময় স্বতন্ত্রপুরুষ। ইচ্ছা করিলে তুমি সকলি করিতে পার। তোমার সৃষ্ট জীবের মধ্যে তাহাদিগের প্রণয়ভিখারী প্রেয়সীগণের প্রতি কেহই এরূপ ব্যবহার করে নাই। এত লাঞ্ছনা, এত মর্ম্মব্যথা কেহ কাহাকেও দেয় না। হে দুঃখহারি! তুমি যদি তোমার প্রেয়সীগণের দুঃখে সুখবোধ করিতে পার, তবে বল দেখি, হে রসময় রসিকশেখর! আমাদের কি তোমার প্রতি দুইটি ভৎসনা বাক্য বলিবারও অধিকার নাই? তুমি যে নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহার ত কোন লক্ষণই আমরা দেখিতে পাই না। পরের সামান্য দুঃখ দেখিলেই যশোদামাতা প্রাণপণে তাহা দূর করিতে যত্ন করেন। মা যশোদার এই গুণের কণামাত্রও তোমাতে দেখিতে পাই না। আর এক কথা, যদি তুমি বল, ব্রহ্মার প্রার্থনায় জগতের মঙ্গলবিধানার্থ এবং প্রজাসৃষ্টির জন্যই তোমার জন্ম, তাহাও ত ঠিক বলিয়া আমরা বোধ করি না, কারণ তুমি এই কিশোর বয়সেই কোটি কোটী নারীর প্রাণবধে কৃতসংকল্প হইয়াছ, না জানি যুবা বয়সে তুমি কি করিবে? প্রজা বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক, তোমা দ্বারা প্রজার ক্ষয়সাধন হইবারই উদ্যোগ হইয়াছে। তবে দুষ্ট জরাসন্ধ প্রভৃতি দুর্বৃত্তগণের পর দারাপহরণ, পরদ্রব্য গ্রহণ, মাৎসর্য্য ও হিংসাদি বিবিধ পাপাচরণ ও দৌরাত্ম্য নিবারণার্থে যদি তোমার জন্ম, ইহা যদি ব্রহ্মার অভিপ্রেত হয়, তাঁহাও ভ্রমাত্মক। কারণ তুমি এই অল্প বয়সেই, এই সকল উপদ্রব ও দৌরাত্ম্যের কোনটিই বাকি রাখ নাই। আমরাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তুমি পরাৎপর পরমাত্মা। নরলীলা করিতে তোমার ভূতলে জন্ম পরিগ্রহ। এই নরলীলাগুলি গোপন করিবার জন্যই যদি তোমার এই সমস্ত অত্যাচারের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি, আমাদের উপর

আর এই সকল অত্যাচার প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই, কারণ আমরা তোমাকে জানিয়াছি,তোমার প্রকৃত তত্ত্ব শুনিয়াছি, আমাদের নিকট তুমি অধর হইয়াও ধরা পড়িয়াছ। আর তোমার আত্মগোপনের প্রয়োজন নাই। তবে একটি কথা তোমাকে বলি, হে বহুবল্লভ! হে প্রাণরমণ! তোমার পরদার গ্রহণ দোষটি পরিত্যাগ করিও না, কারণ তোমার ঐ দোষেই আমরা অনুগৃহীত ও কৃতার্থ হইয়াছি।

ভাবনিধি প্রভু ভাবাবেশে ভাবসাগরে ডুবিয়া আছেন। তিনি ব্রজগোপীভাবে বিভাবিত হইয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া যেন এই সকল কথা বলিতেছেন। এইরূপ ভাবে তিনি ভাবজগতের ব্রজভাবের রাজ্যে বিচরণ করিতেছেন। এখনও প্রভুর কমল নয়নদ্বয় মুদ্রিত। তিনি রাজা কর্ত্তৃক পঠিত ব্রজগোপিকার উক্তি এই রসময় শ্লোকের রসাস্বাদন করিতেছেন আর আনন্দরসে ভাসিতেছেন। প্রেমানন্দরসে মগ্ন হইয়া প্রভু প্রেমগদগদ ভাবে বলিলেন "বল বল, তাহার পর গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কি বলিলেন।"

রাজা প্রতাপরুদ্রের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি আর কথা কহিতে পারিতেছেন না। প্রভুর অবস্থা দেখিয়া তিনি প্রেমাকুল হইয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন; প্রভুর নয়ন মুদ্রিত,রাজার কি অবস্থা তিনি দেখিতে পাইতেছেন না। তিনি অন্তর্য্যামী ভগবান। তিনি সকলি জানেন, সকলি বুঝেন। রাজা অতি ধীরে ধীরে ক্রন্দনের সুরে অতি কষ্টে পর শ্লোকটি পাঠ করিলেন। যথা—

বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধুর্য্য তে চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ।
করসরোরুহং কান্তকামদং শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহং॥

ব্রজ গোপিকাগণ তাহার পর মনে ভাবিলেন, তাঁহাদিগের প্রাণধন শ্রীকৃষ্ণ বোধ হয় তাঁহাদিগের কাতরোক্তিতে কর্ণপাত করিয়া সদয় হইয়া বলিতেছেন "হে প্রিয়বাদিনীগণ! তোমাদের প্রণয়কোপোক্তি রূপ অভিমানপূর্ণ অমৃতপানার্থই আমি এপর্য্যন্ত লুকাইয়া ছিলাম। এক্ষণে আমার মনের সাধ পূর্ণ হইল। অর্থাৎ তোমাদিগের মুখে এইরূপ ভৎসনাবাক্য শুনিতে আমার বড় সাধ হইয়াছিল,—সে সাধ তোমরা মিঠাইলে, এক্ষণে তোমাদের কি প্রার্থনা আছে বল, আমি তাহা পূর্ণ করিব।" শ্রীকৃষ্ণ মুখে এইরূপ আশ্বাস বাক্য শ্রবণের কল্পনা করিয়া গোপিকাগণ সকলে পৃথক পৃথক প্রার্থনা পূর্ব্বক মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন "হে বৃষ্ণিকুল প্রদীপ! হে দেব! তোমার চরণ কমলে কাম ধ্বংশের অতুল সামর্থ আছে। আমরা কন্দর্পবাণে নিতান্তই ব্যথিত হইয়া তোমার চরণে শরণ লইয়াছি, তুমি আমাদিগের শিরোপরি তোমার পদ্মহস্ত প্রদানে সেই কামশরকে ব্যর্থ কর। হে করুণানিধি! হে দয়াময়! এই সামান্য কার্য্য সাধনে তোমার সামর্থ নাই, এরূপ পরিচয় দিও না। কারণ, তাহা হইলে এই ঘোর সংসার ভয়ে ভীত হইয়া মুমুক্ষুগণ যখন তোমার চরণে শরণ লয়েন, তখন বল দেখি, তুমি তাঁহাদিগকে অবলীলাক্রমে কি রূপে উদ্ধার কর। তোমার অসীম সামর্থ আছে। তাহা আমরা জানি। সেই জন্যই বলিতেছি, এই সামান্য কন্দর্প ভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা করা তোমার পক্ষে বিচিত্র নহে। যদি বল, তাহা হইলে তুমি আমাদিগের বক্ষোপরিই হস্ত বিন্যস্ত করিবে। ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং সত্য বটে, ইহাতে তোমারও অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে বটে, কিন্তু তাহা হইবে না। আমরা তখন লক্ষ্মীর ন্যায় বল পূর্ব্বক তোমার হস্ত ধারণ করিয়া নিবারণ করিব।"

প্রভু এই শ্লোক শুনিয়া ভাবাবেশে জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হইলেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গের পুলকাবলী দ্বিগুণ ভাবে বর্দ্ধিত হইল। মুদ্রিত কমল নয়নদ্বয় দিয়া শত ধারে প্রেমাশ্রুনদী প্রবাহিত হইল। রাজা প্রতাপরুদ্র বিস্মিত হইয়া দেখিতেছেন, প্রভুর প্রতি অঙ্গখানি বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তাঁহার প্রতি অঙ্গের অপূর্ব্ব শোভায় রাজার মন প্রাণ মুগ্ধ হইতেছে। প্রভু বৃক্ষতলে জড়বৎ শয়ান আছেন, রাজা তাঁহার পাদসেবা করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে বাহ্যজ্ঞান হইলে প্রভু অতিশয় উৎকণ্ঠিত ভাবে কহিলেন "বল বল, তাহার পর গোপিকাগণ কি বলিলেন।" রাজা প্রতাপরুদ্র কাঁদিতে কাঁদিতে পর শ্লোকটি পাঠ করিলেন। যথা—

ব্রজ জনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং নিজজন স্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎ কিঙ্করীঃ স্ম নো জলরুহাননঞ্চারু দর্শয়॥

ভাবার্থ। অপরা গোপিকা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, "হে যদুকুল চন্দ্র! হে কৃষ্ণ! তুমিই যথার্থ বীর। কারণ আমরা সহস্র গোপিকা স্বস্ব রূপযৌবন ও সৌন্দর্য্যগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া তোমাকে মোহাভিভূত করিবার অভিপ্রায়ে অগ্রসর হইয়াছিলাম, কিন্তু তোমার কি আশ্চর্য্য প্রভাব, তুমি তোমার চন্দ্রবিনিন্দিত বদনকমলের কেবলমাত্র মধুর হাস্য প্রদর্শন করাইয়াই আমাদের সৌন্দর্য্যাভিমান ও যৌবনগর্ব্ব সকল একত্রে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়াছ। অতএব সর্ব্বতোভাবে তোমারই জয়। ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা তোমারই চরণাশ্রিতা দাসী মাত্র। প্রেমরণে পরাস্ত করিয়া যখন তুমি আমাদিগকে নিজে চরণাশ্রয়ে স্থান দিয়াছ, তখন দেখ যেন, অন্যে কেহ তোমার অধিনী শ্রীচরণের দাসীদিগকে পরাজয় না করে। তাহা হইলে আমাদের পরাজয়ে তোমারও পরাজয় হইবে। কারণ আমরা এক্ষণে তোমার সম্পূর্ণ প্রেমাধীন, চরণাশ্রিত একান্ত দাসী। আমাদের শত্রু কাম। সেই শত্রু এক্ষণে আমাদিগের দেহ-দুর্গে আশ্রয় লইয়া তোমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি তাহাকে সুধু হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবে না। তোমার মধুর হাসিতে আমরা ভুলিয়াছি, কারণ আমরা অবলা। অবলা দমনের উপায় সুধু কেবল হাস্য প্রদর্শনে আমাদের এই প্রবল শত্রু কামকে তুমি নিবারণ করিতে পারিবে না। কন্দর্প-দর্পহারী তোমার ঐ মনোহর শ্রীবদনসরোজ খানি দয়া করিয়া একবার আমাদিগকে দেখাও। দুরাত্মা মদন অনমের মত আমাদের হৃদয় হইতে প্রস্থান করুক। ইহা হইলে তাহার নিকট আর আমাদিগকেও পরাজিত হইতে হয় না।

প্রভু আবেশভরে প্রেমানন্দে শ্লোক শুনিতেছেন। তাঁহার আর এখন কথা কহিবার শক্তি নাই। পরিপূর্ণ ঘনানন্দে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ, তিনি জড়বৎ নিষ্পন্দ হইয়া শ্রীঅঙ্গ একেবারে এলাইয়া ভূমিতলে পড়িয়া আছেন; রাজা প্রতাপরুদ্র মনের সাধে,তাঁহার শিববিরিঞ্চিবাঞ্ছিত কমলাসেবিত পাদ সম্বাহন করিতেছেন, আর মৃদুমধুর স্বরে শ্লোক পাঠ করিতেছেন, তাঁহার নয়ন চকোর এক বার প্রভুর শ্রীবদনসুধা পান করিতেছে,—একবার চরণমধু পান করিতেছে। তিনি প্রভুর রাতুল চরণসেবার অধিকার পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। রাজা দেখিলেন প্রভু প্রেমানন্দে বিভোর হইয়াছেন, আর তাঁহার কিছু বলিবার শক্তি নাই। তিনি এবার প্রভুর আজ্ঞা অপেক্ষা না করিয়াই পরের শ্লোকটি পাঠ করিলেন।

প্রণত দেহিনাং পাপকর্ষণং তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনং।
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং কৃণুকুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ং॥

ভাবার্থ। ব্রজগোপিকাগণ নিত্যসিদ্ধা। কাম চরিতার্থে তৃপ্তিলাভ, ইহা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য হইতেই পারে না। তাঁহাদিগের এরূপভাব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ তৃপ্ত হইবেন, এবং তাঁহার সর্ব্বপ্রভাবে হৃদয় হইতে কামভাব বিদূরিত হইবে, এইমাত্র গোপিকাগণের মনোগত ভাব। তাই তাঁহারা রতিপ্রার্থনা না করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের নিকটে কাম ধ্বংসের প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন "হে মদনমোহন! হে কন্দর্পদর্পহারি! তুমি আমাদিগের কুচোপরি চরণবিন্যাস করিয়া আমাদিগের কামবৃত্তিকে পদদলিত করিয়া সমূলে বিনাশ কর। যেন উহা পুনরায় আত্মপ্রকাশে আমাদিগকে আর যাতনা দিতে না পারে।" ব্রজগোপিকাগণ প্রেমবতী,—তাঁহারা কামাভিলাষিনী নহেন। প্রেম ব্যতিত সুধু কামের সহায়ে কখনই শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে লাভ করা যায় না; ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। গোপীগণও তাঁহাদিগের কথায় এই তত্ত্বই বুঝাইলেন, ব্রজগোপিকাগণ বড়ই সুচতুরা এবং বাকপটু। তাঁহারা মনে মনে ভাবিলেন, রমণীর বক্ষে পদাঘাত করিলে পাছে পাপ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ আপত্তি করেন, এই ভাবিয়া বলিলেন 'হে গোবিন্দ! তোমার ঐ রাতুল চরণে প্রণত হইলে দেহীর সকল পাপ ধ্বংস হয়, সেই চরণের আঘাতে আমাদের এই কামোন্নত কুচদ্বয় কি কামমুক্ত হইবে না? তোমার ঐ সুকুমার কোমল চরণপল্লবে এই কার্য্যে কোনরূপ ব্যথা অনুভূত

হইবে না, কারণ তুমি বনে বনে গোচারণ কর, তোমার চরণে তৃণাঙ্কুর প্রভৃতি বিদ্ধ হয়, তাহার ক্লেশ তুমি সহ্য করিতে পার আমাদিগের স্তনে চরণার্পণ করিলে তাদৃশ ক্লেশ হইবে না, বরং সুখোদয়ই হইবে, ইহা আমাদিগের ধারণা। তবে তুমি যদি বল, বিবিধ রত্নালঙ্কারাদিতে মণ্ডিত পয়োধরের উপর চরণ প্রদান নিতান্তই অসঙ্গত কার্য্য,—তাহা নহে; কারণ যখন আমাদের পীনোন্নত পয়োধর অলঙ্কার শোভিত হইবার উপযুক্ত বস্তু, তখন তাহা সর্ব্বৈশ্বর্য্যস্বরূপিণী সাক্ষাৎ কমলার নিত্য আবাসস্থল তোমার ঐ চরণ সরোজরূপ ব্রহ্মাণ্ডের সার অলঙ্কার হইতে কেন বঞ্চিত হইবে? তবে যদি বল, আমাদের পতিগণের ভয়ে তুমি এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিতেছ না, একথাও অমূলক। কারণ তোমার কিছুতেই ভয় নাই। একথা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। অতুলবিক্রম মহা কোপনস্বভাব বিষধর কালীয়ের কালোপম সহস্র ফণার উপর পদার্পণ করিতে যখন তুমি কিছুমাত্র ভীত হও নাই, তখন আর তোমার এই সামান্য গোপপতিদিগের ভয় কি?

প্রভু শ্রীঅঙ্গ এলাইয়া দিয়া সুস্নিগ্ধ বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া পূর্ণানন্দে আত্মহারা হইয়া এই সকল উত্তম শ্লোকগুলির রসাস্বাদন করিতেছেন। তাঁহার মনে মনে ইচ্ছা হইতেছে, যিনি এমন সুন্দর শ্লোক পাঠ করিতেছেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহার মনে এরূপ আনন্দ দিতেছেন, উঠিয়া তাঁহাকে একবার গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দান করেন। কিন্তু তাঁহার উঠিবার সামর্থ নাই, কথা কহিবারও শক্তি নাই। রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর এরূপ অপূর্ব্ব অবস্থা দেখিয়া বিকল হইয়া শ্লোকপাঠ করিতেছেন। কারণ তিনি বুঝিতে পারিতেছেন, ইহাতে প্রভুর মনে সুখ হইতেছে। রাজা ইহার পরের শ্লোকটি পাঠ করিলেন, যথা—

মধুরয়াগিরা বল্গুবাক্যয়া বুধ মনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ।
বিধি করীরিমা বীর মুহ্যতীরধরসীধুনাপ্যায়স্ব নঃ॥

ভাবার্থ। ব্রজগোপীকাবৃন্দ মনে মনে কল্পনা করিলেন শ্রীকৃষ্ণ মধুর স্বরে তাঁহাদিগকে যেন কহিতেছেন "হে ব্রজ সুন্দরীগণ! তোমরা সকলেই আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমা। তোমরা ললনাগণের ললামভূতা। জীবন থাকিতে আমি তোমাদের প্রতি উদাসীন থাকিব না। তোমাদের প্রেমশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া তোমাদের নিকট সততই আমি বাস করিতেছি। তোমাদের হাতের কঙ্কণের উপর যেমন তোমাদের বিশ্বাস ও কর্ত্তৃত্ব আছে, আমার উপরও তোমাদের বিশ্বাস ও কর্ত্তৃত্ব তদপেক্ষা ন্যূন নহে। কর-কেশর ন্যায় আমি তোমাদের সহিত নিত্য সংযুক্ত আছি জানিবে"। শ্রীকৃষ্ণের এই সরস ও মধুর প্রণয়বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রজগোপীকাগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কহিলেন "হে পদ্মপলাশলোচন! হে প্রাণ রমণ! হে প্রাণবল্লভ! তোমার মধুময় সরস বাক্যস্রোতে পতিত হইয়া আমাদিগের ন্যায় অবলা নারী কেন, শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ বিচক্ষণ পণ্ডিতগণও প্রেমাবেগে যে কোথায় ভাসিয়া যান, তাহার স্থির থাকে না। আমরা নারীজাতি; সরস মধুর প্রেমপূর্ণ মিষ্ট কথাতেই আমরা স্বভাবতই মুগ্ধ হইয়া থাকি। তোমার মদনমোহন অপরূপ মাধুরী পূর্ণ শ্রীমুখচন্দ্র মনে করিলে আমাদের আর জ্ঞান থাকে না। আমরা তোমার অধরসুধার প্রয়াসী। হে প্রাণরমণ! তুমি একবার আমাদিগকে তোমার অধরামৃত পান করাইয়া আমাদের মোহ নিবারণ কর। আমরা মোহগ্রস্থ নারী। আমাদিগকে তুমি এরূপ ভাবে মোহিত কর, যেন আমাদের পুনর্ব্বার আর বাহ্যসংজ্ঞা লাভ না হয়।

প্রভু এখনও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শ্রীঅঙ্গ এলাইয়া ভাব সাগরে ডুবিয়া ডুবিয়া গোপীভাবামৃতময় শ্লোকপাঠ শুনিতেছেন। মধ্যে মধ্যে এক এক বার যেন চমকিয়া উঠিতেছেন। বোধ হইতেছে যেন উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু উঠিতে পারিতেছেন না। রাজা দেখিতেছেন এখনও প্রভুর পুনরায় শ্লোক শুনিবার প্রবল ইচ্ছা। তিনি তখন পর শ্লোকটি পাঠ করিলেন। যথা—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥

ভাবার্থ। ব্রজগোপীকাগণ শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন "হে গোবিন্দ! তোমার বিরহে আমাদিগের মৃত্যুও হইতেছে

না। জানি না, তোমার শ্রীমুখের বাণীর কি অপূর্ব্ব মহিমা। উহা শ্রবণাবধি মৃত্যুও আমাদের নিকট আসিতে পারিতেছে না। সুকৃতিবান জনের মুখে পরিশ্রুত ভবদীয় বার্ত্তা স্বর্গামৃত ও মোক্ষামৃতের অপেক্ষাও অধিকতর স্বাদু ও জীবের হিতকর বলিয়া আমাদের প্রতীত হইতেছে। তোমার কথামৃতের দ্বারা মোহ রোগ, সংসার তাপ, এবং তোমার বিরহতাপ সকলই উপশমিত হয়। ধ্রুব প্রহ্লাদাদি ভক্তগণের উক্তিতে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ আছে, যে ভগবল্লীলামৃতে নিমগ্নহৃদয় ব্যক্তিগণের প্রাবব্ধ পাপও বিনষ্ট হইয়া যায়। তোমার লীলামৃত লাভার্থ স্বর্গ মোক্ষাদি প্রাপ্তির ন্যায়, কোন ক্লেশও সহ্য করিতে হয় না। বিনা আয়াসে এবং বিনা পরিশ্রমে আচার্য্যাদি বক্তাগণের মুখ বিনিঃসৃত তোমার লীলারস জীবের কর্ণকুহরে যেমন প্রবেশ করে, অমনি সিংহপ্রবিষ্ট বনে শ্বাপদাস্তবের ন্যায় শ্রবণকারীর হৃদয়দেশ হইতে সর্ব্ব পাপ সমূহ আপনা হইতেই দূরে পলায়ন করে। অহো! যাঁহারা এই দুর্লভ ভগবল্লীলামৃতরস জগজ্জীবকে বিতরণ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত দাতা। তোমার লীলাকথামৃত দাতাগণকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিলেও তাঁহাদিগের ঋণ পরিশোধ করা যায় না। আমাদের ভাগ্যে কি তোমার লীলাকথামৃতদাতা কোন মহাজন এখানে উপস্থিত হইয়া তোমার লীলাকথা শুনাইতে শুনাইতে তোমাকে আনিয়া আমাদিগকে দর্শন করাইবেন? আমরা শুনিয়াছি তোমার লীলাকথা যে স্থানে গীত হয়, সেস্থানে তুমি স্বয়ং আগমন কর। তোমার লীলাকথা গানের সঙ্গে সঙ্গে যদি তোমার দর্শন লাভ হয় তবে বুঝি তোমার নামগানের সার্থকতা ও মধুরতা। নতুবা আমাদের পক্ষে উহা মহা অনিষ্টকর বলিয়াই বোধ হয়। হে প্রাণৈকবল্লভ! তোমার অদর্শনে, তোমার কথামৃত পানাভাবে, মৃত্যু আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহা তপ্ত তৈলে জল প্রক্ষেপের ন্যায় আমাদের এই সন্তপ্ত জীবনের বালাই বৃদ্ধি করিতেছে মাত্র। হে কৃষ্ণ! যদি বল ভারতাদি পুরাণ গ্রন্থে কেন তোমার লীলাকথা এত বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইল? ইহার উত্তর ব্যসাদি কবিগণের বর্ণনস্বভাবের পরিচয় মাত্র। তোমার লীলাকথা শ্রবণে পাপ বিনষ্ট হয় বটে, কিন্তু অনল দগ্ধ সুবর্ণের ন্যায় তোমার বিরহানলে হৃদয় প্রদগ্ধ না হইলে, তাহা হয় না। অতএব তোমার লীলাকথা শ্রবণে যে আপাততঃ বিষম দুঃখ জন্মে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া যাহারা শ্রবণে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদেরই মঙ্গল ঘটে সন্দেহ নাই। ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত দুর্জ্জন ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃকই লোকে নানাবিধ ক্লেশ পায়। প্রচুর ধনব্যয় করিয়া দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, পুরাণ পাঠকের নিয়োগ করিয়া লোকমারণোপায়ের ব্যবস্থা হইয়া থাকে মাত্র। তাদৃশ পুরাণপাঠকগণকে ব্যাধের অপেক্ষা অধিকতর হিংস্রক জ্ঞানে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে দূর হইতে বর্জ্জন করেন। ব্রজগোপীকাগণের এই কথায় শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা ও কথককে বক্রোক্তি দ্বারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়াই ব্যাজস্তুতি করা হইল।

এই শ্লোকের চুম্বক ভাবার্থ এই, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন "হে প্রাণবল্লভ! তোমার বিরহে আমাদিগের মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছিল। তোমার কথামৃত পান করাইয়া পুণ্যবান ব্যক্তিগণ আমাদিগকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তোমার লীলাকথামৃত স্বর্গামৃত ও মোক্ষামৃত হইতে উৎকৃষ্ট, কারণ সংসারতপ্ত এবং তোমার বিরহতপ্ত উভয়বিধ জনগণকে ইহা মৃতসঞ্জীবনী সুধার মত জীবিত রাখে, এবং তাহাদের সকল যন্ত্রনা নিবারণ করে। অন্য অমৃতদ্বয় তাহা পারে না। তত্ত্বজ্ঞ সুধীগণ তোমার লীলাকথামৃতের স্তুতি করেন, কিন্তু অন্য অমৃতদ্বয়ের স্তুতি করেন না। তোমার লীলাকথামৃত সকল কল্মষনাশী এবং শ্রবণ মাত্রেই মঙ্গলপ্রদ, সর্ব্ব মঙ্গলকার্য্য হইতে উৎকর্ষযুক্ত এবং সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ, কিন্তু অন্য অমৃতদ্বয় সেরূপ নহে। অতএব পৃথিবী মধ্যে যে সুকৃতিবান জন তোমার কথামৃত কীর্ত্তন করেন, তিনি ভূরিদ অর্থাৎ ভূরিদাতা'। তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট দাতা,—প্রাণদান কর্ত্তা। তোমার কথামৃতদাতাগণ যখন ধন্য, তখন তোমার সাক্ষাৎ দর্শনকারী সাধুগণের কথা আর কি বলিব? হে কৃষ্ণ! হে প্রাণরমণ! আমরা তোমার দর্শনভিখারী। করযোড়ে

তোমার চরণে আমরা প্রার্থনা করি, তুমি একটি বার আমাদিকে দর্শন দানে কৃতার্থ কর।"

প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি প্রেমাবেশে জড়বৎ নিশ্চেষ্টভাবে পরমানন্দে বৃক্ষতলে শয়ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রবল হুঙ্কার গর্জ্জন করিয়া লম্ফ দিয়া "ভূরিদা ভূরিদা" বলিয়া উঠিয়া রাজাকে প্রেমাবেশে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তখনও প্রভুর কমল নেত্রদ্বয় অর্দ্ধ মুদ্রিত,—প্রেমাবেশে ঢুলু ঢুলু। তিনি প্রেমাশ্রুপূর্ণ লোচনে গদগদ ভাবে রাজাকে কহিলেন,—

"তুমি মোরে দিলেবহু অমূল্য রতন।
মোর কিছু দিতে নাহি, দিনু আলিঙ্গন" ॥ চৈঃ চঃ

অর্থাৎ "আমি ভিখারী সন্ন্যাসী তোমাকে দিবার আমার কিছুই নাই, তুমি আমাকে যে রত্ন দিলে, তাহার বিনিময়ে আমার এই প্রেমালিঙ্গন তোমাকে দিলাম।" এই কথা বলিয়া "তব কথামৃতং" শ্লোকটি প্রভু প্রেমাবেশে বারম্বার উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে লাগিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র প্রেমানন্দে অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন, প্রভুর কমল নেত্রে প্রেমধারার নদী বহিতেছে,—দুই জনেই প্রেমভরে থরথর কাঁপিতেছেন—

"দুই জনার অঙ্গে কম্প নেত্রে অশ্রুধার"।

প্রভু ও রাজা প্রতাপরুদ্র উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া কিছুক্ষণ বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া রহিলেন। পরে প্রভু প্রেমগদগদ ভাবে রাজার প্রতি পরম মঙ্গল শুভ কৃপা-দৃষ্টি-পাত করিয়া মধুর স্বরে কহিলেন—

——"কে তুমি? করিলে মোর হিত।
আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত।" চৈঃ চঃ

রাজা প্রতাপরুদ্র কান্দিতে কান্দিতে প্রভুর চরণতলে নিপতিত হইয়া নিবেদন করিলেন

——"আমি তোমার হই দাসের দাস।
ভৃত্যের ভৃত্য কর মোরে এই মোর আশ"। চৈঃ চঃ

প্রভু রাজার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কিছু ঐশ্বর্য্য দেখাইলেন। কি ঐশ্বর্য্য দেখাইলেন তাহা গ্রন্থে বর্ণনা নাই। প্রভু কৃপা করিয়া তাঁহাকে স্ব-স্বরূপ দেখাইলেন, একথা নিশ্চিত। তাহা না হইলে প্রচ্ছন্ন অবতার প্রভু আমার রাজাকে নিষেধ করিলেন কেন "একথা কাহাকেও বলিও না" (১) রাজা প্রেমানন্দে জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রভুর চরণতলে জড়বৎ পড়িয়া রহিলেন। প্রভু নিমেষ মধ্যে এই লীলারঙ্গটী প্রকট করিয়া রাজাকে তদবস্থায় রাখিয়া রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শনে তীরের ন্যায় দ্রুতবেগে ছুটিলেন। গোপীনাথ আচার্য্য নিকটেই ছিলেন। তিনি রাজার নিকট আসিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন। মধুর সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহাকে সুস্থির করিয়া বলিলেন "মহারাজ! আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে,—ভক্তের জয় হইয়াছে, আমরা আজ পরমানন্দ পাইয়াছি। প্রভু শ্রীজগন্নাথ দর্শনে গিয়াছেন, এক্ষণে চলুন আমরাও যাই"।

রাজা প্রতাপরুদ্র নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে কথাগুলি শুনিলেন মাত্র। কিন্তু প্রেমাবেগে কোন কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ নয়নজলে সিক্ত—প্রেমানন্দে সর্ব্ব শরীর থর থর কাঁপিতেছে। তিনি চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় সর্ব্ব ভক্তের চরণ বন্দনা করিয়া প্রভুদর্শনে চলিলেন। তাঁহার সৌভাগ্য দেখিয়া সর্ব্বভক্তগণ তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। রাজা কাঁদিতে কাঁদিতে দীনতিদীনের মত ভক্তবৃন্দের সহিত রথযাত্রা দর্শনে চলিলেন। রথাগ্রে প্রভুকে দেখিয়া দূর হইতে তিনি শতবার অষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। এক্ষণে প্রভু রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া ভক্তগণ সহ পুনরায় প্রেমানন্দে উপবনে প্রত্যাগমন করিলেন। সকলেই দেখিতেছেন রাজা প্রতাপরুদ্রের আজ অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তিনি যেন দীন হইতেও দীন, তৃণাদপি নীচের ন্যায় সজল নয়নে করযোড়ে সর্ব্ব ভক্তগণের নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতেছেন, সকলের চরণধূলি লইতেছেন। তাঁহার নয়নে দরদরিত প্রেমাশ্রুধারা,—বদনে নিরন্তর হরিনাম, তিনি হস্ত দুইখানি যোড় করিয়াই আছেন, মস্তক সর্ব্বদাই অবনত। রাজার এই ভক্তজনোচিত মধুর ভাব

(১) তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঐশ্বর্য্য দেখাইলা।
কাহো না কহিবে ইহা নিষেধ করিলা। চৈঃ চঃ

দর্শনে ভক্তগণ বুঝিলেন তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। প্রভু তাঁহাকে বিশেষভাবে কৃপা করিয়াছেন।

রাজা প্রতাপরুদ্রের মনে আজ বড় আনন্দ। আজ তাঁহার চিরজীবনের আশা পূর্ণ হইয়াছে। মনে আনন্দ হইলে বাহিরের কার্য্যে তাহা প্রকাশ হয়,—ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। এই নিয়মানুসারে রাজা প্রতাপরুদ্রের আদেশে আজ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিশিষ্ট রাজভোগের আয়োজন হইয়াছে। মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত। স্বয়ং সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উপর রাজা এই কার্য্যের বিশেষ ভার দিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে আছেন রায় রামানন্দ এবং বাণীনাথ। ইঁহারা ভারে ভারে রাশি রাশি উত্তম উত্তম প্রসাদ লইয়া যথাসময়ে উপবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার নাম বলগণ্ডি ভোগ। প্রভুর ভোগের নিমিত্ত এবং তাঁহার অসংখ্য ভক্তগণের প্রসাদের জন্য রাজা প্রতাপরুদ্র কিরূপ আয়োজন করিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীগ্রন্থে লিখিয়াছেন। ভক্ত পাঠকগণ! ভক্তিশাস্ত্রমতে শ্রীভগবানের প্রসাদ দর্শন, গ্রহণ, বন্দনা, প্রভৃতি ভক্তির অঙ্গ, তাহা আপনারা অবশ্যই জ্ঞাত আছেন। প্রসাদের বর্ণনা শ্রবণও ভক্তির অঙ্গ। আপনারা ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদের বন্দনা করিয়া কবিরাজ গোস্বামী কথিত প্রসাদের অতি সুন্দর বর্ণনাটি শ্রবণ করিয়া কর্ণ পবিত্র করুন। তিনি লিখিয়াছেন,—

বলগণ্ডি ভোগের প্রসাদ উত্তম অনন্ত।
নিসকড়ি প্রসাদ আইল যার নাহি অন্ত॥

এক্ষণে এই নিসকড়ি, অর্থাৎ ডাল, ভাত, রুটি ভিন্ন অন্য নানাবিধ ঘৃতপক্ক প্রসাদের বিশেষ বিবরণ শুনুন।

ছানা, পানা, পৈড় (১) আম্র, নারিকেল কাঁঠাল।
নানাবিধ কদলক আর বীজতাল (২)॥
নারঙ্গ, ছোলঙ্গ, টাবা, কমলা বীজপূর (৩)।
বাদাম, ছোহরা, দ্রাক্ষা, পিণ্ড খর্জ্জুর॥
মনোহরা লাড়ু আদি শতেক প্রকার।
অমৃত গুটিকা আদি ক্ষীরসা অপার॥
অমৃত মণ্ডা ছানাবড়া, আর কর্পূরকেলি।
রসামৃত সরভাজা, আর সরপুলি॥
হরিবল্লভ, সেবতি, কর্পূর মালতি।
ডালিম মরিছা, নাড়ু, নবাত অমৃতি॥
পদ্মচিনি, চন্দ্রকান্তি, খাজা খণ্ডসার।
বিয়ড়ী, কদমা, তিলা খাজার প্রকার॥
নারঙ্গ, ছোলঙ্গ আম্র বৃক্ষের আকার।
ফল ফুল পত্রযুক্ত খণ্ডের বিকার॥
দধি দুগ্ধ, দধি তক্র, রসালা শিখরিণী।
সলবন মুদ্গাঙ্কুর, আদা খানি খানি॥
লেবু, কোলি, আদি নানা প্রকার আচার।
লিখিতে না পারি প্রসাদ কতেক প্রকার॥ চৈঃ চঃ

এই সকল স্বনামপ্রসিদ্ধ জগন্নাথদেবের উক্ত প্রসাদ এখন পর্য্যন্ত শ্রীক্ষেত্রে পাওয়া যায়। বলগণ্ডির বিস্তীর্ণ উপবনের অর্দ্ধেক স্থান প্রসাদে পরিপূর্ণ হইল। প্রসাদ দর্শন করিয়া অতিশয় প্রীত হইলে, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া প্রভু প্রসাদ বন্দনা ও পরিক্রমা করিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব নিত্য এই প্রকার রাজভোগ ভোজন করেন, এই ভাবিয়া প্রভুর আর আনন্দের অবধি রহিল না। প্রসাদ দেখিয়া তাঁহার নয়ন জুড়াইল (১)।

প্রসাদের সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ সাত বোঝা কেয়াফুলের পাতার দোনা আসিল। এক এক জনের পাতে দশটি করিয়া দোনা দেওয়া হইল। ভক্তবৃন্দ এবং কীর্ত্তনীয়া বৈষ্ণববৃন্দ শ্রান্ত হইয়াছেন জানিয়া ভক্তবৎসল প্রভু স্বয়ং তাঁহাদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি সারি সারি পাতা করিয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বে দোনা সাজাইয়া স্বয়ং

(১) পৈড়—অপক্ক নারিকেল ফল, ডাব।
(২) বীজতাল—তালশাঁশ।
(৩) বীজপূর—দাড়িম্ব।

(১) প্রসাদে পূর্ণ হইল অর্দ্ধ উপবন।
দেখিয়া সন্তোষ হইল মহাপ্রভুর মন।
এই মত জগন্নাথ করেন ভোজন।
এই সুখে মহাপ্রভুর জুড়ায় নয়ন॥ চৈঃ চঃ

পরিবেশন আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণকে বসাইলেন, কিন্তু কেহ ভোজন করেন না, প্রভু ভোজনে না বসিলে কি তাঁহারা বসিতে পারেন? তখন স্বরূপ গোসাঞি আসিয়া প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন;—

আপনে বৈসহ প্রভু ভোজন করিতে।
তুমি না খাইলে কেহ না পারে খাইতে॥ চৈঃ চঃ

প্রভু তখন বুঝিলেন কথাটা সত্য। তিনি তখন নিজগণ লইয়া পরমানন্দে ভোজনে বসিলেন। স্বরূপ দামোদর, গোপীনাথাচার্য্য, জগদানন্দপণ্ডিত প্রভৃতি কয়েকজন পরিবেশন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকথা-রসরঙ্গে প্রভু ভক্তগণকে আকণ্ঠ প্রসাদ ভক্ষণ করাইয়া ভোজন মহামহোৎসব সাঙ্গ করিলেন। ঘন ঘন হরি-ধ্বনিতে উপবন প্রকম্পিত হইতে লাগিল। রাজা প্রতাপ রুদ্র এত অধিক মাত্রায় প্রসাদের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, যে ভক্তগণকে পরম পরিতোষ করিয়া ভোজন করাইয়াও সহস্রাধিক লোকের মত প্রসাদ উদ্বৃত্ত হইল। প্রভুর আদেশে গোবিন্দ কাঙ্গাল দীন দরিদ্রগণকে তখন প্রসাদ বিতরণ করিতে লাগিলেন। প্রভু দাঁড়াইয়া এই সকল কাঙ্গালি-ভোজনরঙ্গ দেখিতেছেন, আর প্রেমানন্দে উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতেছেন। সহস্র সহস্র লোক তাঁহার সঙ্গে হরি হরি ধ্বনি করিতেছে, এবং প্রেমানন্দ-সাগরে ভাসিতেছে (১)। ভক্তবৃন্দ সকলে এই অপূর্ব্ব কাঙ্গালি-ভোজনরঙ্গ দর্শন করিয়া প্রভুর জয়জয়কার দিতেছেন। বলগণ্ডির উপবন আনন্দকাননে পরিণত হইল, সকলেই আনন্দসাগরে ভাসিতেছেন। এখানে আজ সকলে বৈকুণ্ঠের সুখ উপভোগ করিতেছেন।

এইরূপে প্রেমানন্দে বনভোজনোৎসব সমাধা হইলে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্ণে সকলে মিলিয়া পুনরায় রথ টানিতে যাইলেন। প্রথমে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ প্রাণপণে রথ টানিতে লাগিলেন, কিন্তু রথ আর চলে না। তখন তাঁহারা হতাশ হইয়া রথের দড়ি ছাড়িয়া দিয়া বিষণ্ণ বদনে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র সেখানে উপস্থিত। ইহা দেখিয়া তিনি পাত্রমিত্র লইয়া ব্যস্ত হইয়া রথের সম্মুখে আসিলেন। মহাবলশালী মল্লগণকে রথ টানিতে নিযুক্ত করিলেন। মত্ত হস্তীগণকে রথের রজ্জুতে সংযুক্ত করিলেন, কিন্তু কিছুতেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ চলিল না। অঙ্কুশের আঘাতে হস্তীগণ চীৎকার করিতে লাগিল, সর্ব্বলোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু রথ আর চলিল না।

অঙ্কুশের ঘায়ে হস্তী করয়ে চীৎকার।
রথ নাহি চলে লোকে করে হাহাকার॥ চৈঃ চঃ

রাজা প্রতাপরুদ্রের বদন শুষ্ক হইয়া গেল, তাঁহার মনে বিষম চিন্তা হইল। সকলেরই বিষণ্ণ বদন। প্রভু আই-টোটায় অর্থাৎ যূঁইফুলের বাগানে বিশ্রাম করিতেছিলেন। এই সকল দেখিয়া তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া দূরে দাঁড়াইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন তিনি প্রেমানন্দে বিভোর! এদিকে কি হইতেছে, তাহা দেখিবার তাঁহার অবসর ছিল না। হঠাৎ তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইল, তখন সকলি দেখিলেন এবং বুঝিলেন ব্যাপারটি কি। তাঁহার আদেশে হস্তীসকলকে বন্ধনমুক্ত করা হইল। তিনি তাঁহার ভক্তবৃন্দকে ডাকিয়া রথ-রজ্জু ধারণ করিতে আদেশ দিয়া স্বয়ং রথের পশ্চাতে যাইয়া রথদণ্ডে নিজ মস্তক দিয়া রথ ঠেলিতে লাগিলেন, অমনি হড় হড় শব্দে দ্রুতবেগে রথ চলিতে লাগিল। সর্ব্বলোকে মহানন্দে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। "জয় জগন্নাথ" রবে দিগন্ত কম্পিত হইল। নিমেষের মধ্যে রথ গুণ্ডিচা মন্দিরের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিল। প্রভুর অপূর্ব্ব প্রভাব ও দুর্দ্দান্ত প্রতাপ দেখিয়া সর্ব্বলোকে চমৎকৃত হইয়া "জয় গৌরচন্দ্র! জয় নবদ্বীপচন্দ্র! জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু"

---

(১) প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীনহীন জনে।
দুঃখিত কাঙ্গাল আনি করাইল ভোজনে॥
কাঙ্গালের ভোজন-রঙ্গ দেখে গৌরহরি।
হরিবোল বুলি তারে উপদেশ করি॥
হরি হরি ব'লে কাঙ্গাল প্রেমে ভেসে যায়।
ঐছন অদ্ভুত লীলা করে গৌর রায়॥ চৈঃ চঃ

শব্দে মহা কোলাহল করিতে লাগিল (১)। সকলে প্রভুকে ধন্ত ধন্ত করিতে লাগিল। রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার পাত্র নিজ সঙ্গে প্রভুর এই অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ-মহিমা দেখিয়া প্রেমানন্দে অধীর হইলেন (২)।

শ্রীশ্রীনীলাচলচন্দ্র নিজ সিংহাসনে আসিয়া বসিলেন। সেবকগণ মহানন্দে পাণ্ডুবিজয়োৎসব করিলেন। সুভদ্রা এবং বলরামও সিংহাসনে বসিলেন। স্নান, ভোগ, আরতি সকলি হইল। প্রভু তাঁহার ভক্তগণ সঙ্গে শ্রীমন্দিরের আঙ্গিনায় নামকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব নৃত্যবিলাস দর্শন করিয়া সর্ব্বলোক প্রেম-সমুদ্র-তরঙ্গে ভাসিল। এই প্রেম-সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গে জগত ডুবিল। সর্ব্বলোক উন্মত্ত হইয়া "জয় গৌরচন্দ্র! জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রভু!" বলিয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। রথযাত্রা মহোৎসবে নীলাচলে প্রভুর এই অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ দর্শন করিয়া সর্ব্বদেশের লোক তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় করিল। বহু দেশ হইতে বহু লোক এই মহোৎসবে নীলাচলে আসিয়াছে। তাহারা দেশে ফিরিয়া যাইয়া দেশের লোককে প্রভুর অদ্ভুত লীলারঙ্গের কথা বলিল। তাহা শুনিয়া বহুলোক শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর চরণে আকৃষ্ট হইল। এইরূপে জগৎ শ্রীগৌরাঙ্গ-মহিমায় পূর্ণ হইল।

প্রভু শ্রীজগন্নাথের সন্ধ্যারতি দেখিয়া পুনরায় উপবনে আসিলেন। এই উপবনের নাম জগন্নাথবল্লভ উপবন। প্রভু এই রথের কয়দিন আর বাসায় যান নাই। দিবা রাত্রি এই সুরম্য উপবনে নৃত্যকীর্ত্তনানন্দে এবং ভক্তগণের সহিত কৃষ্ণকথারসরঙ্গে অতিবাহিত করিতেন।

গৌরভক্তগণ সেই দিন হইতে প্রভুর একটি নাম রাখিলেন "প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা"। রাত্রিতে রাজা গৃহে গমন করিলেন। রাজকুমারকে প্রভু কৃপা করিয়াছিলেন, অদ্য তিনি রাজাকে কৃপা করিলেন। রাজমহিষীগণও প্রভুর কৃপায় বঞ্চিত হন নাই। ঠাকুর জয়ানন্দ তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

> চন্দ্রকলা পাটরাণী শিখরের কন্যা।
> সতীসাধ্বী পতিব্রতা সর্ব্বলোকে ধন্যা॥
> নিত্যানন্দ চৈতন্য পার্ষদ শতে শতে।
> চন্দ্রকলা স্তুতি করে প্রদক্ষিণ দণ্ডবতে॥
> ষড়ঙ্গে পূজিল গৌরচন্দ্রে নিত্যানন্দে।
> হীরা মুক্তা সুবর্ণ নির্ম্মাঞ্ছিল পদারবিন্দে॥
> রাজার শতেক স্ত্রী প্রধানা চন্দ্রকলা।
> গৌরচন্দ্র দিলা তাঁরে গলায় দিব্যমালা॥
> হরিনাম দিলা তাঁরে চৈতন্য গোসাঞি।

অতএব রাজা প্রতাপরুদ্র সগোষ্ঠী গৌরাঙ্গভক্ত হইলেন। তাঁহার অন্তঃপুরে শ্রীগৌরাঙ্গ সপার্ষদে পূজিত হইতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গ-ভজনানন্দে রাজা গোষ্ঠীসহ মত্ত হইলেন।

সেইদিন রাত্রিশেষে রাজা প্রতাপরুদ্র একটী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন। প্রভুর প্রেমবিকারভাব তিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। প্রেমাবেশে প্রভুর শ্রীবদন হইতে দিব্য ধারা বহিত, নাসিকা হইতে প্রেমামৃতধারা প্রবাহিত হইত। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ ধুলায়, নালায়, এবং নাসিকার প্রেমধারায় সর্ব্বদা ভূষিত থাকিত। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

> প্রভুর নাসায় যত দিব্য ধারা বহে।
> নিরবধি নাচিতে শ্রীমুখে লালা হয়ে॥
> ধূলায় লালায় নাসিকায় প্রেমধারে।
> সকল শ্রীঅঙ্গ ব্যাপ্ত কীর্ত্তন বিকারে॥ চৈঃ ভাঃ

রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর এইরূপ প্রেমভাবের প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়া মনে মনে সন্দেহ করিয়াছিলেন "ঈশ্বর এরূপ ভাবে লীলা করেন কেন?" একথা তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই।

> এসকল কৃষ্ণভাব না বুঝে নৃপতি।
> ঈষৎ সন্দেহ তান ধরিলেক মতি॥

---

(১) নিমিষেকে রথ গেলা গুণ্ডিচার দ্বার।
চৈতন্ত প্রতাপ দেখি লোকে চমৎকার॥
জয় গৌরচন্দ্র জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত।
এইমত কোলাহল লোকে ধন্ত ধন্ত॥ চৈঃ চঃ

(২) দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পাত্রমিত্র সঙ্গে।
প্রভুর মহিমা দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে॥

কারো স্থানে ইহা রাজা না করি প্রকাশ।
পরম সন্তোষে রাজা গেলা নিজ বাস॥ চৈঃ ভাঃ

রাত্রিতে শয়ন করিয়া রাজা কি স্বপ্ন দেখিলেন শুনুন।

সুকৃতি প্রতাপরুদ্র রাত্রে স্বপ্ন দেখে।
স্বপ্নে গিয়াছেন জগন্নাথের সম্মুখে॥
রাজা দেখে জগন্নাথ-অঙ্গ ধূলাময়।
দুই শ্রীনয়নে যেন গঙ্গা ধারা বয়॥
দুই নাসিকায় জল পড়ে নিরন্তর।
শ্রীমুখের লালা পড়ে তিতে কলেবর॥
স্বপ্নে রাজা মনে চিন্তে এ কিরূপ লীলা।
বুঝিতে না পারি জগন্নাথের কি খেলা॥
জগন্নাথ-চরণ স্পর্শিতে রাজা চায়।
জগন্নাথ বোলে রাজা এত না জুয়ায়॥
কর্পূর কস্তুরী গন্ধ চন্দন কুঙ্কুমে।
লেপিতে তোমার অঙ্গ সকল উত্তমে॥
আমার শরীর দেখ ধূলা লালাময়।
আমা পরশিতে কি তোমার যোগ্য হয়॥
আমি যে নাচিতে আজি তুমি গিয়াছিলা।
ঘৃণা কৈলে মোর অঙ্গে দেখি ধূলালালা॥
সেই ধূলা লালা দেখ সর্ব্বাঙ্গে আমার।
তুমি মহারাজা, মহারাজ কুমার॥
আমারে স্পর্শিতে কি তোমার যোগ্য হয়?
এত বলি ভৃত্য চাহি হাসে দয়াময়॥
সেই ক্ষণে দেখে রাজা সেই সিংহাসনে।
চৈতন্য গোসাঞি বসি আছেন আপনে॥
সেই মত সকল শ্রীঅঙ্গ ধূলাময়।
রাজারে বোলেন হাসি এত যোগ্য নয়॥
তুমি যে আমারে ঘৃণা করি গেলা মনে।
আর তুমি আমা পরশিবা কি কারণে॥
এই মত প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা করি।
হাসেন শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর নর হরি॥ চৈঃ ভাঃ

রাজা প্রতাপরুদ্র এই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া কান্দিতে কান্দিতে জাগিয়া শয্যায় বসিলেন। তিনি প্রভুকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র অপরাধী,—তাঁহার মনে বিষম আত্মগ্লানির উদয় হইল। তিনি শয্যা হইতে ভূমিতলে পতিত হইয়া অঙ্গ আছাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিলেন—

মহা অপরাধী মুঞি পাপী দুরাচার।
না জানিনু চৈতন্য ঈশ্বর অবতার॥ চৈঃ ভাঃ

রাজার প্রধানা মহিষী চন্দ্রকলাও জাগরিতা হইয়া রাজাকে অকস্মাৎ এরূপ বিহ্বল হইয়া ক্রন্দন করিতে দেখিয়া বিষম ব্যাকুলিতা হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাণীকে রাজা সকল কথাই খুলিয়া বলিলেন। স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া তখন অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। প্রাতে রাজা অতি দীনবেশে জগত বল্লভ উপবনে প্রভুর সহিত পুনরায় মিলিতে চলিলেন। প্রভু সপার্ষদে বসিয়া আছেন। সেখানে যাইয়া রাজা তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইয়া কান্দিতে কান্দিতে স্তব করিতে লাগিলেন।

ত্রাহি ত্রাহি কৃপাসিন্ধু সর্ব্ব জীব-নাথ।
মুঞি পাতকীরে কর শুভ দৃষ্টিপাত॥
ত্রাহি ত্রাহি স্বতন্ত্র বিহারী কৃপাসিন্ধু।
ত্রাহি ত্রাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দীনবন্ধু॥
ত্রাহি ত্রাহি সর্ব্ববেদ গোপ্য রমাকান্ত।
ত্রাহি ত্রাহি ভক্তজনবল্লভ একান্ত॥
ত্রাহি ত্রাহি মহা শুদ্ধসত্ব রূপ ধারী।
ত্রাহি ত্রাহি সঙ্কীর্ত্তন লম্পট মুরারি॥
ত্রাহি ত্রাহি অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব গুণ নাম।
ত্রাহি ত্রাহি পরম কোমল গুণধাম॥
ত্রাহি ত্রাহি অজভব বন্দ্য শ্রীচরণ।
ত্রাহি ত্রাহি সন্ন্যাস ধর্ম্মের বিভূষণ॥
ত্রাহি ত্রাহি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর মহাপ্রভু।
এই কৃপা কর নাথ না ছাড়িবা কভু॥"

প্রভু স্থির হইয়া বসিয়া রাজা প্রতাপরুদ্রের স্তুতিবাদ শুনিলেন। প্রসন্ন বদনে রাজার প্রতি প্রভু সেদিন শুভ

কৃপাদৃষ্টি করিলেন। তাঁহাকে শ্রীহস্তে ধরিয়া উঠাইলেন। ভক্তবৎসল শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান সহাস্তবদনে রাজাকে কহিলেন—

————"কৃষ্ণ ভক্তি হউক তোমার।
কৃষ্ণ কার্য্য বিনে তুমি না করিহ আর॥
নিরন্তর গিয়া কর কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন।
তোমার রক্ষিতা বিষ্ণুচক্র সুদর্শন॥"

এই কথা বলিয়া প্রভু রাজাকে ইঙ্গিত করিয়া নিভৃতে ডাকিলেন। ভক্তবৃন্দ বুঝিলেন প্রভু বুঝি গোপনে রাজাকে কিছু বলিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর সম্মুখে কম্পান্বিত কলেবরে দণ্ডায়মান, প্রভুর শ্রীঅঙ্গে অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রকাশিত হইতেছে। রাজাকে প্রভু তাঁহার অপূর্ব্ব ষড়ভুজ ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি দেখাইলেন। চকিতের ন্যায় ক্ষণকালের জন্য রাজা প্রভুর এই সর্ব্বোত্তম ঐশ্বর্য্য মূর্ত্তি দেখিলেন। শ্রীগৌরভগবান রায় রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকেও এইরূপ ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন। নিমেষের মধ্যে প্রভু তাঁহার ঐশ্বর্য্য সম্বরণ করিলেন। রাজা জড়বৎ আনন্দস্বরূপ হইয়া নিস্পন্দ ছিলেন, প্রভুর ইচ্ছায় তিনিও বাহ্যজ্ঞান লাভ করিলেন। প্রভু তখন হাসিয়া রাজাকে গোপনে কহিলেন,—

সবে একমাত্র বাক্য পালিবা আমার।
মোরে না করিবা তুমি কোথাও প্রচার॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভু কলির প্রচ্ছন্ন অবতার,—তিনি আত্মগোপন করিতে সতত উৎসুক। তাই রাজাকে একথা গোপনে বলিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্রকে প্রভু ভয় দেখাইয়া পুনরায় কহিলেন "তুমি একথা যদি প্রকাশ কর, কিম্বা আমাকে প্রচার কর, আমি নীলাচল ছাড়িয়া পলায়ন করিব। একথা নিশ্চিত জানিও (১)।" এই কথা বলিয়া তাঁহার নিজের গলার প্রসাদী মালা রাজার গলদেশে পরাইয়া দিলেন। উপস্থিত ভক্তগণ হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র অতি দীনহীন ভাবে পুনঃ পুনঃ প্রভুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কান্দিতে কান্দিতে প্রভুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। ভক্তবৃন্দ দেখিলেন রাজার প্রতি একণে প্রভুর অসীম কৃপা। তাঁহারা রাজা প্রতাপরুদ্রকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

প্রভু বারম্বার রাজা প্রতাপরুদ্রকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, মনঃকষ্টে রাজা জীবন্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি ভক্তিমান রাজা। শ্রীভগবানের নিকট ভক্তের পরীক্ষা বিষম কঠিন। তিনি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রভুর কৃপালাভ করিলেন। দুইদিন পূর্ব্বে তাঁহার মত দুঃখী জীবজগতে কেহ ছিল না। তিনি নিজমুখে একথা বারম্বার বলিয়াছেন, একে একে সর্ব্ব ভক্তগণের নিকট মনের দুঃখ জানাইয়া প্রভুর কৃপালাভের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিলেন। রাজার দুঃখে স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, রায় রামানন্দ, গোপীনাথ আচার্য্য প্রভৃতি অন্যান্য সকল ভক্তগণই মর্ম্মে মরিয়া ছিলেন। প্রভুর কৃপাকণা লাভাশায় রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্র যেরূপ গুরুতর মানসিক উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ সহ্য করিয়াছেন, সে সকল কথা পাঠ করিলে বা শ্রবণ করিলে পাষাণ হৃদয়ও দ্রব হয়, মহাপাষণ্ডীর মনেও ভক্তির উদ্রেক হয়। এসম্বন্ধে একটি কাহিনী বলিব। ইহা সত্য ঘটনা; জীবাধম গ্রন্থকারের লিখিত একটি প্রবন্ধে বহুপূর্ব্বে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কৃপাময় পাঠকবৃন্দের অনুমতি লইয়া এই কাহিনীটি এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। প্রবন্ধটি এই—

"সম্প্রতি মাসাধিককাল গত হইল আমি সরকারী কার্য্যে মধ্যভারত ভুপালে বদলী হইয়া আসিয়াছি। ভুপালের বেগমের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। এটী মুসলমান রাজত্ব। এখানে ইংরাজের অধিকার নাই, ইংরাজের আইন চলে না, এখানকার হিন্দুগণ প্রায়ই মুসলমানভাবাপন্ন। হিন্দুর সংখ্যাও বেশী নহে। এখানে তিনটী বাঙ্গালী আছেন। তাহার মধ্যে দুইজন খৃষ্টিয়ান, তৃতীয়টী ব্রাহ্মণ, নিবাস ফরাসডাঙ্গা, নাম দুর্গারাম বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। বয়ঃক্রম ৭০

(১) এবে যদি আমারে প্রচার কর তুমি।
তবে এথা ছাড়ি সত্য চলি যাব আমি॥ চৈঃ ভাঃ

বৎসর। বৃদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু শারিরীক অবস্থা এখনও উত্তম আছে। ভূপালে তিনি ৪০ বৎসর আছেন। তিনি একজন বিজ্ঞ ও উত্তম চিকিৎসক। ১৫ টাকা ভিজিটের কম বাড়ীর বাহির হন না। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া বুঝিলাম, তিনি কোন ধর্ম্মেরই ধার ধারেন না। যৌবনে যথেচ্ছাচারী ছিলেন; মুসলমানের দেশে দীর্ঘকাল বাস করিয়া মুসলমানভাবাপন্ন হইয়াছেন। ভূপালে আসিয়া প্রথমেই তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয়। শ্রীগৌরাঙ্গবিষয়ক কথাবার্ত্তা কহিলে তিনি বলিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শুনিয়াছেন মাত্র,—সে বাল্যকালের কথা। তিনি তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহেন। আমি তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া প্রথম খণ্ড নিমাই-চরিত পাঠ করিতে দিলাম। তিনিও আগ্রহের সহিত পুস্তকখানি আমার নিকট হইতে লইলেন। পুস্তকের কিয়দংশ পাঠ করিয়া একদিন আমাকে বলিলেন "মহাশয়! এমন জিনিস জগতে ছিল, তাহা এতদিন ত আমাকে কেহ বলেন নাই। আমার বড় ভাগ্য যে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই অমূল্যধনটী আমাকে দিয়াছেন। পুস্তকখানি আমার বড় মধুময় বলিয়া বোধ হইতেছে। এমন দয়াল প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ, আগে তাহা আমি জানিতাম না।" আমি উত্তর করিলাম "যিনি দিবার তিনিই আপনাকে দিয়াছেন। আপনি সমগ্র পুস্তকখানি পড়িবেন।" ডাক্তার মহাশয়ের কথায় আমার মনে বড় আনন্দ হইল। মনে মনে ভাবিলাম ঔষধ ধরিয়াছে। তিনি প্রথমখণ্ড পাঠ শেষ করিলেন। আমার সহিত পুনরায় দেখা হইলে অতিশয় কাতরতার সহিত ডাক্তার মহাশয় কহিলেন, "মহাশয়! আমি জগাই, মাধাই। আমাকে কি প্রভু উদ্ধার করিবেন না?" এই কয়টী কথা বলিতে বৃদ্ধের দুটী নয়ন অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। আর তিনি কথা বলিতে পারিলেন না। আমি ডাক্তার মহাশয়ের ভাব গতিক দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। প্রভুর কৃপা হইয়াছে জানিয়া মনে অপার আনন্দ অনুভব করিলাম। ডাক্তার মহাশয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার শুভ্রকেশ ও শুক্ল গুম্ফযুক্ত বদনমণ্ডলে দিব্যজ্যোতি বিকশিত হইতেছে। তিনি প্রেমানন্দে শ্রীগৌরসুন্দরের নাম করিতেছেন, আর প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। আমি তাঁহার সঙ্গে বসিয়া একটু গৌর-কথা কহিলাম। তিনি তন্ময় হইয়া শুনিলেন। আসিবার সময় তিনি আমাকে বার বার মিনতি করিয়া বলিলেন, যেন অমিয়নিমাই চরিত দ্বিতীয় খণ্ডখানি শীঘ্র শীঘ্র তাঁহার নিকট পাঠান হয়।

তিনি আরও বলিলেন, এই পুস্তক পাঠের জন্য তিনি সকল কার্য্য বন্ধ করিয়াছেন। কাজের গতিকে পুস্তকখানি পাঠাইতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। কিন্তু ডাক্তার মহাশয় তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি লোকের উপর লোক পাঠাইয়া পুস্তকখানি লইয়া ছিলেন। এইরূপে এক এক খানি করিয়া ষষ্ঠভাগ পর্য্যন্ত সমগ্র পুস্তকখানি ১০।১২ দিনের মধ্যে পাঠ করিয়া ফেলিলেন। শুধু পাঠ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার লীলাবসাস্বাদনের আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া আমি বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছি। শ্রীগৌরাঙ্গ চরিতের প্রত্যেক ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত তিনি আমার নিকট বলিতে বলিতে আত্মহারা হইয়া যাইতেন, তাঁহার চক্ষু দিয়া দরদরিত ধারা পতিত হইতে দেখিয়া আমি আনন্দে বিহ্বল হইতাম। সমগ্র পুস্তক পাঠ তখনও শেষ হয় নাই। তিনি একদিন আমাকে বলিলেন "মহাশয়! রাজা প্রতাপরুদ্রের জন্য আমার মনে বড় দুঃখ হইতেছে। এত বড় ভক্তিমান রাজার এত আর্ত্তি, এত দৈন্য, কখনও শুনি নাই। তবুও তিনি প্রভুর কৃপা পাইতেছেন না। রাজার দুঃখে আমি কান্দিয়া কান্দিয়া মরিয়া গেলাম।" আমি এই কথা শুনিয়া বড়ই সুখী হইয়া উত্তর করিলাম—"প্রভুর কৃপা পাইবার এখনও তাঁহার সময় হয় নাই। শ্রীভগবানের কৃপাপাত্র হইতে হইলে অনেক সুকৃতি চাই। তাঁহার নিকট রাজা বা দরিদ্র সকলেই সমান।" রাজা প্রতাপরুদ্রের দুঃখে বাস্তবিকই বৃদ্ধ ডাক্তার মহাশয় বড় সন্তপ্ত দেখিলাম।

পরদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি কহিলেন,

"মহাশয়! গতরাত্রে আমি দুইটী বড় অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি। প্রথমটী এই যে, "আমি যেন শ্রীধাম শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর বাড়ী গিয়াছি। তাঁহার গৃহের ভিতরে আমাকে লইয়া গিয়াছেন। উত্তম স্থানে বসিতে দিয়া কয়টী স্বর্ণ মুদ্রা আমার হস্তে দিয়া বিদায় দিতেছেন। আমি তাহা লইলাম না। আমি বলিলাম উহা লইয়া কি করিব? আপনি পদধুলি দিউন। এই বলিতে বলিতে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল" দ্বিতীয় স্বপ্নবৃত্তান্তটী আরও বিস্ময়জনক। রাজা প্রতাপরুদ্র ডাক্তার বাবুর উপর সন্তুষ্ট হইয়া যেন ডাকযোগে পত্রের মধ্যে, তাঁহার জন্ত শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ পাঠাইয়া দিয়াছেন। পত্রখানি ডাক্তার বাবু পাইয়াছেন কিন্তু প্রসাদ খুঁজিতেছেন। কোথাও প্রসাদ পাইতেছেন না। অতি প্রত্যুষেই তিনি আমার নিকট এই আশ্চর্য্য স্বপ্নবৃত্তান্তটী বলিলেন। পূর্ব্বদিন রাত্রিতে আমার অফিসের একটি কেরাণীর পিতা শ্রীক্ষেত্র হইতে আসিয়া আমাকে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের কিঞ্চিৎ প্রসাদ দিয়াছিলেন। আমি তাহা সঙ্গে লইয়াছিলাম,—ডাক্তার বাবুকে দিলাম। তিনি অতি ভক্তিভরে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া কহিলেন "মহাশয়! আমার স্বপ্ন সত্য হইয়াছে। আপনি পোষ্টমাষ্টার। আপনি যখন স্বহস্তে আনিয়া আমাকে প্রসাদ দিলেন, তখন উহা ডাকে আসিয়াই উপস্থিত হইল। রাজা প্রতাপরুদ্রের পত্রখানি কি আপনি ডাকঘর হইতে চুরি করিয়া রাখিয়াছিলেন?"

এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নয়নদ্বয় হইতে দরদরিত নীরধারা পড়িতে লাগিল। শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ পাইয়া তিনি যেন কৃত কৃতার্থ হইলেন।"

কৃপাময় পাঠকবৃন্দ! এই কাহিনীটি পাঠ করিয়া আপনি কি বুঝিলেন? ভক্তচূড়ামণি রাজা প্রতাপরুদ্রের দুঃখ কি? শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহ। তাঁহার এই দুঃখে দুঃখিত হইয়া ডাক্তার বাবু তাঁহার জন্য অকপটে দুইবিন্দু নয়নজল ফেলিয়া তাঁহার কৃপা লাভ করিলেন। তিনি তাঁহাকে জগন্নাথদেবের প্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন। ভক্তের কৃপালাভে শ্রীগৌরভগবানের লাগ পাইলেন। তিনি কি ছিলেন এক্ষণে কি হইলেন। জয় রাজা প্রতাপরুদ্রের জয়! জয় শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর জয়!! জয় গৌরভক্তবৃন্দের জয়!!!"

প্রবন্ধটি একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নহে। সৎচিন্তার দ্বারা মহাজন সাধু বৈষ্ণবগণের ভাবে নিজ ভাব মিশাইয়া তাঁহাদের জন্য যদি কেহ অকপটে দুইবিন্দু অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে পারে, তাহাতে তাঁহাদের কৃপা আকর্ষিত হয়, তাঁহাদের করুণা অর্জ্জিত হয়, তাঁহারা কৃপা করিয়া হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ অহৈতুকী করুণা কণা বিতরণ করেন। ইহাই বুঝাইবার জন্ত এখানে এই প্রবন্ধটির আলোচনা করিলাম!

এই যে রাজা প্রতাপরুদ্র উদ্ধার লীলা, ইহার ফলশ্রুতি লিখিয়াছেন পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী—

শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুনে যেই জন।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্য চরণ॥

দশম অধ্যায়।

রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচলে ভক্তগণের সহিত প্রভুর আনন্দোৎসব।

ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু উদ্যানে আসিয়া।
বৃন্দাবন বিহার করে ভক্তগণ লৈঞা॥
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রভু রথের কয় দিন উদ্যান বিহার করিলেন। বলগণ্ডির উপবন, জগন্নাথবল্লভ উদ্যান, আই টোটা, (১) প্রভৃতি সুন্দরাচলের নিকটবর্ত্তী সুরম্য

(১) জুই ফুলের বাগান।

উপবনে শ্রীগৌর ভগবান রথের কয়দিন ভক্তগণ সঙ্গে পরমানন্দে বনবিহার করিলেন। এক্ষণে প্রভুর মনে শ্রীবৃন্দাবন ভাব। কখন শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শনানন্দে প্রেমবিহ্বল হইয়া মধুর নৃত্য করিতেছেন, কখনও বা শ্রীকৃষ্ণভাবে শ্রীরাধিকার দর্শন লালসায় কাতর হইয়া প্রেমাবেশে উপবনের মধ্যে উন্মত্তভাবে ছুটিতেছেন। প্রভু ভাবিতেছেন,—শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন। তিনি সখিবৃন্দসঙ্গে প্রাণবল্লভের সহিত প্রেমানন্দে মত্ত আছেন। তিনি শ্রীরাধা ভাবে বৃন্দাবন বিহার করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণভাবেও তিনি শ্রীরাধিকার সঙ্গসুখানুভব করিতেছেন। এইরূপ ব্রজভাবে বিভাবিত হইয়া প্রভু নীলাচলের মনোরম উদ্যানে বৃন্দাবন-বিহার লীলারঙ্গ করিতেছেন (২)। এই যে নায়কনায়িকা উভয়বিধ ভাবের সংমিশ্রনলীলা, ইহা জীবের দুর্ব্বোধ্য। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

> তেঁহ কৃষ্ণ তেঁহ গোপী পরম বিরোধ।
> অচিন্ত্য চরিত্র প্রভুর অতি সুদুর্ব্বোধ॥
> ইথে তর্ক করি কেহ না কর সংশয়।
> কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি এই মত হয়॥

প্রভুর নৃত্যলীলারঙ্গ মহাজনগণ গোপিকাগণের মধুর নৃত্যের সহিত তুলনা দিয়াছেন। গোপিকা-নৃত্য অতি মধুর। তাহাতে ভাবোদ্গমের ফলে বিষময় দৃশ্য সকল দৃষ্ট হয় না। প্রভুর নৃত্যে ক্ষণে ক্ষণে নিত্য নূতন ভাবোদয় হয়, ভাবের আবেশে তিনি ভূমিতলে আছাড় খাইয়া ভীষণ ভাবে পতিত হন, মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হন, ইহা ভক্তবৃন্দের পক্ষে সুখের কারণ নহে। গোপিকা নৃত্যে এসকল কিছুই নাই, কেবল আনন্দ ও আবিলতা কেবল কোমলতা, কেবল মধুরতা। রাসমণ্ডলে গোপিকানৃত্য এবং সংকীর্ত্তনযজ্ঞে প্রভুর ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের উদ্দণ্ড নৃত্যের ভাব সম্পূর্ণ পৃথক্। তবে ইহার মধ্যে একটি কথা আছে। যিনি নৃত্য করেন, তাঁহার মনে যে সুখ এবং আনন্দ হয়, তাহার তুলনা নাই। মনে আনন্দ ভরপুর না হইলে নৃত্য করিতে চরণ উঠে না। আর নৃত্য করিতে করিতে আনন্দের চরম অনুভূতি না হইলে, ভাবোদ্গম হয় না। ভাবোদ্গমে চিত্তে ধৈর্য্য থাকে না, দেহজ্ঞান লুপ্ত হয়, বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়। নৃত্যানন্দজনিত দৈহিক ক্লেশ কাজেই নর্ত্তকগণ বুঝিতে পারেন না। কৃষ্ণপ্রেমের এই অদ্ভুত মহিমা পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী অতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

> বাহিরে বিষের জ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
> কৃষ্ণ প্রেমার অদ্ভুত চরিত।

এই অদ্ভুত প্রেমের আস্বাদন কিরূপ তাহাও লিখিয়াছেন—

> এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বন
> মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
> সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
> বিষামৃত একত্র মিলন॥

ইহার মর্ম্ম বলিতেছি, ইক্ষুদণ্ড অগ্নিতে ঝলসাইয়া উষ্ণাবস্থায় চিবাইবার সময় মুখে যে উত্তাপ লাগে, তাহাতে মুখ জ্বলে, কষ্ট হয়, কিন্তু ইহাতে ইক্ষুরসের স্বাদুতা বৃদ্ধি করে, তজ্জন্য মুখদাহও প্রীতিকর এবং উপাদেয় বলিয়া বোধ হয়। ইহার ভাবার্থ এই, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বনের স্বাদুতা বৃদ্ধির হেতু উষ্ণতা নিমিত্ত মুখদাহও যেরূপ তপ্ত ইক্ষু-চর্ব্বণকারীদিগের অত্যাজ্য এবং উপাদেয়, সেইরূপ কৃষ্ণ-প্রেমানন্দের স্বাদুতাধিক্যের হেতু বলিয়া নৃত্যকালীন বিষম ক্লেশকর পতন ও মূর্চ্ছাও প্রেমিক ভক্তগণের পক্ষে পরম সুখকর এবং সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবং ভগবত-বাঞ্ছিত।

অতএব গোপীকা নৃত্য এবং সংকীর্ত্তনে প্রেমিক ভক্তবৃন্দের নৃত্য এক বস্তু হইলেও, বিভিন্ন ভাবোদ্দীপক এবং উভয়ের মহিমা ও মাহাত্মের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করাই, তজ্জন

---

(২) বৃন্দাবনে আইলা কৃষ্ণ এই প্রভুর জ্ঞান।
কৃষ্ণের বিরহ স্ফূর্ত্তি হৈল অবসান॥
রাধা সঙ্গে কৃষ্ণলীলা এই হৈল জ্ঞানে।
এই রসে মগ্ন প্রভু হইলা আপনে॥ চৈঃ চঃ

রহস্য। সঙ্কীর্ত্তনলীলা ও রাসলীলা যেমন তত্ত্বতঃ এক বস্তু, এই উভয়বিধ নৃত্যলীলারঙ্গ বিভিন্নভাবে স্ফূর্ত্তি হইলেও তত্ত্বতঃ সমভাবপূর্ণ। কলিহত জীবের যুগধর্ম্ম সংকীর্ত্তন। মধুর নৃত্যোৎসব এই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। শ্রীরাসমণ্ডলস্থ ব্রজগোপীকাগণের নৃত্যানন্দ ইহাতেই অনুভূত হয়। এই মহামহিমাময় নৃত্যোৎসবের সৃষ্টিকর্ত্তা কলির প্রচ্ছন্নাবতার সংকীর্ত্তনযজ্ঞেশ্বর শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র। এই ভুবনমঙ্গল প্রেমনৃত্যোৎসবের জয় হউক। আর জয় হউক সেই পরম সুন্দর সর্ব্বচিত্তাকর্ষক নদীয়ার ব্রাহ্মণ কুমারটীর,—যিনি এই সর্ব্ববিঘ্নবিনাশক হরিসংকীর্ত্তনযজ্ঞের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং প্রেমানন্দে পুলকিতাঙ্গ ভক্তগণের হৃদয়ে এই অদ্ভুতপূর্ব্ব নৃত্যানন্দের প্রতিষ্ঠাতা। এইরূপ অপূর্ব্ব ভাববিকাশপূর্ণ নৃত্যানন্দের কথা বেদেও শুনা যায় না। এইজন্য মহাজন ঋষি লিখিয়াছেন,—

"চারিবেদে গুপ্তধন চৈতন্যের লীলা।"

প্রভু এক্ষণে পরমানন্দে আছেন। উপবন-বিহার-লীলায় তিনি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের কুঞ্জে যুগলমিলন সুখ অনুভব করিতেছেন। প্রাতঃকালে স্নান করিয়া তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করেন, সমস্ত দিন উপবনে মনের আনন্দে ভক্তগণ সঙ্গে নৃত্যকীর্ত্তনবিলাস করেন। সন্ধ্যাকালে আরতি দর্শন করেন, গুণ্ডিচা মন্দিরপ্রাঙ্গণে মধুর অঙ্গভঙ্গী করিয়া নৃত্যকীর্ত্তন করেন, পুনরায় উপবনে গমন করেন। প্রাতে ও সন্ধ্যায় শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রভুর অপূর্ব্ব নৃত্য-বিলাস লীলারঙ্গ হয়। তিনি স্বয়ং নৃত্য করেন, এবং ভক্তবৃন্দকে নাচান।

কভু অদ্বৈত নাচায় কভু নিত্যানন্দ।
কভু হরিদাসে নাচায় কভু অচ্যুতানন্দ॥
কভু বক্রেশ্বর কভু আর ভক্তগণ।
ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তন করে গুণ্ডিচা প্রাঙ্গণে॥ চৈঃ চঃ

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর উদ্যানের সংলগ্ন। ইহা নীলাচলের মধ্যে একটি বিখ্যাত প্রাচীন মনোহর স্বচ্ছসলিলপূর্ণ সরোবর। ইচ্ছাময় প্রভু একদিন তাঁহার নিজজন সঙ্গে এই সরোবরে জলকেলি করিতে ইচ্ছা করিলেন। প্রভুর সঙ্গে চারি শত ভক্ত; দুই শত নদীয়ার ভক্ত আর দুই শত নীলাচলের ভক্ত। এই চারি শত ভক্তসঙ্গে প্রভু জলকেলি লীলারঙ্গ করিতে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে নামিলেন। প্রভু বৃন্দাবনভাবে বিভাবিত, ভক্তবৃন্দকে সেইভাবে বিভাবিত করিয়া জলকেলি আরম্ভ করিলেন। শ্রীযমুনায় ব্রজসুন্দরীগণকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ জলকেলি লীলারঙ্গ করিয়াছিলেন, ভাবোন্মত্ত প্রভুও তাই করিতেছেন। প্রভু অগ্রে জলে ঝম্প প্রদান করিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শত শত ভক্ত জলে ঝাঁপ দিলেন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু আছেন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু আছেন, শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরী ও ব্রহ্মানন্দ ভারতী গোসাঞি আছেন, স্বরূপ দামোদর, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, নরহরি, গদাধর, শ্রীবাস পণ্ডিত, দামোদর, জগদানন্দ, মুকুন্দ, মুরারি গুপ্ত সকলেই আছেন। সকলেরই বাল্য ভাব, সকলেই চপল। প্রভু স্বয়ং সকল ভক্তগণের গাত্রে ও বিশেষ করিয়া চক্ষে জলের ছিটা দিতেছেন, ভক্তবৃন্দও তাঁহাকে ঘিরিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে জল দিতেছেন। এক এক মণ্ডলী করিয়া মধ্যে মধ্যে ভক্তবৃন্দ প্রভুকে ঘিরিতেছেন। সকলেই জলমণ্ডুক বাদ্য করিতেছেন। জলের উপরিভাগে মণ্ডুকবৎ প্লুতগতি দ্বারা আঘাতে যে অতি বিচিত্র বাদ্যশব্দ উত্থিত হয় তাহার নাম জলমণ্ডুক বাদ্য। এক্ষণে জলকেলির এই বিদ্যাকৌশল লুপ্ত হইয়াছে। প্রভু জলকেলি রঙ্গে উন্মত্ত। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীযমুনায় সখিগণ সঙ্গে জল-ক্রীড়া করিতেছেন,—এই তাঁহার বিশ্বাস। সরোবরের জলে স্নাত শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। শ্রীপাদ কবিকর্ণপুর গোস্বামী প্রভুর তাৎকালিক রূপ বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—

অরুণারুণ পাদপঙ্কজো দ্রুতচামীকর গৌরবিগ্রহঃ।
করুণারুণ লোচনদ্বয় স্ত্রিবিধোত্তাপ বিরামকৃৎ সদা॥
অবিলম্ব্য স ইত্থমঞ্জসা সরসীং সারসনাজসেক্ষণঃ।
ক্ষণবান জলকেলি কৌতুকে সহতৈস্তৈরমৃতাংশু বক্ত্রভৌঃ॥ (১)

(১)। অর্থ যাঁহার পাদপদ্ম সমধিক অরুণবর্ণ, শ্রীঅঙ্গ দ্রবিত কাঞ্চনের ন্যায় গৌরবর্ণ, কমল নয়নদ্বয় কারুণ্যপূর্ণ, এবং রক্তাভ। যিনি

এক্ষণে দুই দুই জন ভক্তে জলযুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রভু দর্শক। কেহ হারিতেছেন, কেহ জিতিতেছেন। প্রভু জলে দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখিতেছেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু এবং অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুতে এক দিকে জলযুদ্ধ হইতেছে; এই যুদ্ধে শান্তিপুরনাথ হারিয়া শ্রীনিতাইচাঁদকে অজস্র গালাগালি বর্ষণ করিতেছেন। অন্যদিকে স্বরূপ দামোদর এবং পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিতে বিষম জলযুদ্ধ বাধিয়াছে। মুরারি গুপ্ত এবং বাসুদেব দত্তে ভীষণ জলযুদ্ধ চলিতেছে। শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত গদাধর পণ্ডিত জলক্রীড়ায় মত্ত হইয়াছেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিত এবং রাঘব পণ্ডিতে জলযুদ্ধ বাধিয়াছে। প্রভুর সম্মুখে রায় রামানন্দ এবং সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বালকের ন্যায় হাতাহাতি করিয়া জলকেলি করিতেছেন। উভয়েই বাল্যভাবে বিভাবিত, মানসম্ভ্রম, স্থৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য কাহারও কিছুরই বোধ নাই।

"গাম্ভীর্য্য গেল সবার হইল শিশুপ্রায়।"

প্রভু এই জলকেলি রসতরঙ্গে শ্রীঅঙ্গ ঢালিয়া দিয়া সতৃষ্ণ নয়নে কৌতুক দেখিতেছেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যও রায় রামানন্দের চাপল্যাতিশয্য দর্শনে, প্রভু আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। গোপীনাথ আচার্য্য প্রভুর নিকটেই ছিলেন। তাঁহাকে ডাকিয়া প্রভু হাসিতে হাসিতে কহিলেন—

'পণ্ডিত গম্ভীর দুঁহে প্রামাণিক জন।
বাল্যচাঞ্চল্য করে করহ বর্জ্জন॥" চৈঃ চঃ

অর্থাৎ প্রভু বলিলেন "দেখ আচার্য্য! ভট্টাচার্য্য এবং রায় রামানন্দ উভয়েই প্রাচীন লোক, মহা পণ্ডিত, দেশের মধ্যে গণ্যমান্য লোক, পরম গম্ভীর। উহাঁদিগের পক্ষে এরূপ চপলতা করা ভাল দেখায় না। উহাঁদিগকে এরূপ করিতে নিষেধ কর। লোকে নিন্দা করিবে। গোপীনাথ আচার্য্য প্রভুর একান্ত ভক্ত। তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন 'প্রভু হে! তোমার কৃপাসমুদ্রের এক বিন্দুতে সুমেরু মন্দর প্রভৃতি বড় বড় পর্ব্বত পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায়, এই দুইটী ক্ষুদ্র পাহাড় তাহাতে ডুবিবে, ইহা আবার কথা? তর্কনিষ্ঠমন ভট্টাচার্য্যের শুষ্ক খইল খাইতে খাইতে জন্ম গেল, তাহাকে তুমি তোমার লীলামধু পান করাইয়া উন্মত্ত করাইয়াছ, ইহা কেবল তোমার অপার কৃপার নিদর্শন মাত্র" (১)। গোপীনাথ আচার্য্য সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভগ্নিপতি। এই সুযোগে তিনি তাঁহার পণ্ডিতাভিমানী শ্যালককে তীব্র শ্লেষাত্মক বাক্য প্রয়োগ করিলেন। ইহা শুনিয়া প্রভু মধুর হাসিলেন। তাহার পর প্রভু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে ধরিয়া জলমধ্যে তাঁহার বক্ষের উপর বসিয়া শেষশায়ী অনন্তদেবের লীলারঙ্গ প্রকট করিলেন। মহাবিষ্ণু অবতার অদ্বৈতপ্রভুও প্রেমানন্দে নিজশক্তি প্রকাশ করিয়া প্রভুকে বক্ষে ধারণ করিয়া সরোবরের জলের উপরে ভাসিতে লাগিলেন (১)। ভক্তবৃন্দ প্রেমানন্দে উচ্চ হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। এই সকল মান্যগণ্য লোকের জলক্রীড়ারঙ্গ দেখিতে সেখানে বহুলোক সমাগত হইয়াছে। সকলেই দেখিতেছে ইহা এক অদ্ভুত কাণ্ড। বালকের মত চারিশত ভব্য ভব্য লোক সরোবরের জলে বহুক্ষণ ধরিয়া এই যে জল-ক্রীড়ারঙ্গ করিলেন, ইহাও তাঁহাদিগের একটী প্রধান ভজনাঙ্গ। বৈষ্ণবের ভোজনে ভজন, ক্রীড়ায় ভজন, শয়নে ভজন, বৈষ্ণবের সকল কার্য্যেই ভজন, কারণ তাঁহারা যাহা কিছু করেন প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে করেন। তাঁহাদিগের ইহাতে আত্মসুখাভিলাষ নাই। ব্রজগোপী-

---

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ তাপ বিনাশকারী সেই পদ্মনেত্র শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র উৎসবানন্দাভিলাষী হইয়া সরোবরে অবতরণ পূর্ব্বক ভক্তগণের সহিত জলকেলিকৌতুকে অমৃতাংশু শশধরের ন্যায় দীপ্তিমান হইলেন।

(১) গোপীনাথ কহে তোমার কৃপা মহাসিন্ধু।
উছলিত কর যবে তার এক বিন্দু॥
মেরু মন্দরপর্ব্বত ডুবায় যথা তথা।
এই দুই গণ্ডশৈল ইহার কা কথা॥ চৈঃ চঃ

(১) সুনিপাত্য কৃপানিধি স্তদা প্রভুমদ্বৈতমধো জলান্তরে।
তদুপর্য্যপি আলসঃ স্বয়ং পরিসুপ্তঃ স যযৌ সরিজ্জতাং॥
শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য।

গণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তি যেমন কাম নহে,—প্রেম, সেইরূপ বৈষ্ণবগণের প্রভুর সহিত এই যে ক্রীড়ারঙ্গ, ইহা বৃথা কালক্ষেপকর ক্রীড়াকৌতুকরঙ্গ নহে,—ইহা তাঁহাদের ভজনাঙ্গ।

প্রত্যহ প্রভুর এইরূপ ভক্তগণ সঙ্গে জল-কেলিরঙ্গ নয় দিবস পর্য্যন্ত চলিল। ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর ও নরেন্দ্র সরোবর পরস্পর নিকটবর্ত্তী। এই দুই সরোবরেই প্রভু ভক্তসঙ্গে নিত্য জল-কেলিরঙ্গ করিতেন। এই যে জল-বিহার, ইহা যে শুধু ভক্তগণ লইয়া তাহা নহে, সুসজ্জিত নৌকায় দিব্যালঙ্কারভূষিত রামকৃষ্ণকে পরম সমারোহে আরোহন করাইয়া সরোবরের উপরে বাচ খেলান হইতেছে। লক্ষ লক্ষ লোক একত্রিত হইয়া জলে দাঁড়াইয়া এই অপূর্ব্ব জলবিহারোৎসব দর্শন করিতেছে। (১) এই জন্য এই জলক্রীড়ারঙ্গের বিশেষত্ব এবং অভিনবত্ব।

শ্রীনীলাচলধামে বহু সাধু সন্ন্যাসী ও জ্ঞানী পণ্ডিতের বাস। এই যে প্রভুর জলকেলি ও নৃত্যকীর্ত্তনবিলাসরঙ্গ, ইহা সকলের ভাগ্যে দর্শন লাভ ঘটে নাই। যাহারা মন্দ-ভাগ্য, তাহারা প্রভুর এই অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ দর্শনানন্দে বঞ্চিত। এই মন্দ ভাগ্য লোকদিগের মধ্যে পণ্ডিত, জ্ঞানী, বৈদান্তিক, মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগের সংখ্যাই অধিক। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

> অল্প ভাগ্যে শ্রীচৈতন্যগোষ্ঠী নাহি পাই।
> কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥
> ভক্তি বিনা কেবল বিদ্যায় তপস্যায়।
> কিছুই না হয় সভে দুঃখ মাত্র পায়॥
> সাক্ষাতে দেখহ এই সেই নীলাচলে।
> এতেক চৈতন্য সঙ্কীর্ত্তন কুতূহলে॥
> যত মহা মহা নাম সন্ন্যাসী সকল!
> দেখিতেও ভাগ্য কারো নহিল কেবল॥
> আরো বলে চৈতন্য বেদান্ত পাঠ ছাড়ি।
> কি কার্য্য করেন কীর্ত্তনে হুড়াহুড়ি॥
> সর্ব্বদাই প্রাণায়াম এই সে যতি ধর্ম্ম।
> নাচিব কাঁন্দিব, এই কি সন্ন্যাসীর কর্ম্ম॥

প্রভুর প্রকটকালেই এই সকল লোকের এইরূপ মত ছিল, এখনও যে থাকিবে তাহা আর বিচিত্র কি? বহু ভাগ্যে জীব গৌরভক্ত পদবী লাভ করে, অল্প ভাগ্যে শ্রীগৌরাঙ্গধর্ম্মে রতিমতি হয় না।

বিদ্যাভিমান, পাণ্ডিত্যাভিমান, জাতি কুলের অভিমান, জ্ঞানের অভিমান, শ্রীগৌরাঙ্গধর্ম্ম সাধনার অনুকূল নহে। "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকের আচরণ অভিমানশূন্য হইয়া করিতে হইবে। বৈষ্ণব হওয়া বড় কঠিন কথা। প্রাচীন মহাজন কবি লিখিয়া গিয়াছেন—

> বৈষ্ণব হইব বলি মনে ছিল সাধ।
> তৃণাদপি শ্লোকেতে পড়ে গেল বাদ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে, "বৈষ্ণব চিনিতে নাহি দেবের শকতি"।

শ্রীনীলাচলে,এবৎসর রথযাত্রা উপলক্ষে যে অপূর্ব্ব আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠিত হইল, পূর্ব্বে কখনও এরূপ হয় নাই। এত লোকের সমাগমও হয় নাই।

জলবিহারের পর উপবনে বসিয়া নিত্য ভোজন বিলাসোৎসব হইত। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের আদেশে এবং সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উদ্যোগে এই কয় দিন উপবনে নিত্য নূতন উত্তম উত্তম প্রসাদ আসিত এবং প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে প্রেমানন্দে ভোজনবিলাস লীলারঙ্গ করিতেন। আইটোটাতে প্রভু ভক্তবৃন্দ সহ অধিকক্ষণ থাকিতেন। এইটি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের বড়প্রিয় উপবন। এখানে কেবল যুঁই ফুলের বাগান, সুগন্ধিবহ ধীর সমীরণ এই সুন্দর পুষ্পগন্ধ বহন করিয়া সমগ্র নীলাচলে সৌগন্ধ বিস্তার করিত। প্রভু এখানে পরমানন্দে শ্রীবৃন্দাবনবিহার লীলারঙ্গ করিতেছেন। শ্রীপাদ কবি কর্ণপুর গোস্বামী শ্রীনীলাচলের উপবন শোভা অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। কৃপাময় সংস্কৃত পাঠকবৃন্দের আস্বাদনের জন্য সেই শ্লোক-রত্ন কয়টি নিম্নে উদ্ধৃত হইল (১)।

---

(১) শ্রীগোবিন্দ রামকৃষ্ণ বিজয় নৌকায়।
লক্ষ লক্ষ লোক জলে আনন্দে বেড়ায়॥ চৈঃ ভাঃ

(১) নবজাতি কুন্দ করবীর যূথিকা নবমালিকা ললিতমাধবীচয়ৈঃ।
বকুলৈ রসাল শিশুভিশ্চ চম্পকৈঃ পরিতঃ সমাবৃতমমন্দ বিভ্রমং॥

প্রভুর অপূর্ব্ব রূপরাশি দর্শন করিয়া উপবনস্থ তরু তৃণ লতারাজি সকলি কুসুমিত ও প্রফুল্লিত। প্রতি বৃক্ষতলে প্রভু নৃত্য করেন, প্রতি লতিকার সহিত যেন তিনি প্রেমরস কথা কহেন। মৃদু মন্দ সমীরণ বহিতেছে, ভ্রমর ভ্রমরা ও কোকিলকুল সুমধুর প্রেমের গান গাইতেছে। প্রভুর প্রিয়ভক্ত সুকণ্ঠ গায়ক মুকুন্দ ও বাসুদেব তাঁহার ভাবানুযায়ী এক এক বৃক্ষতলে বসিয়া একটি একটি মধুর গীত গাইতেছেন। প্রেমাবেশে প্রভু সেই অপূর্ব্ব ব্রজরসময়ী গীতি শুনিয়া প্রেমানন্দে অঙ্গভঙ্গি করিয়া মধুর মধুর প্রেমনৃত্য করিতেছেন (১)। এই যে প্রভুর মধুর নৃত্য, ইহা প্রকৃতই গোপিকানৃত্য। তিনি ধীরে ধীরে কটি দোলাইয়া নানারূপ হাবভাব দেখাইয়া মধুর মধুর নৃত্য করিতেছেন। প্রভুর ভাব ব্রজগোপিকা-ভাব। তিনি যেন একটি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কৃষ্ণবিরহিণী ব্রজবালা। তাঁহার শ্রীবদন দেখিলেই তাহা বোধ হয়। ব্রজগোপীকাভাবে বিভাবিত হইয়া প্রভু বৃন্দাবনে বনবিহার করিতেছেন। এতক্ষণ তিনি একাকী নাচিতেছিলেন, এক্ষণে বক্রেশ্বর পণ্ডিতকে প্রভু নাচিতে ইঙ্গিত করিলেন। বক্রেশ্বরের মত সুন্দর সুপুরুষ প্রভুর ভক্তবৃন্দের মধ্যে আর কেহ ছিলেন না। প্রভু বক্রেশ্বরের নৃত্য দেখিতে বড় ভাল বাসিতেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিতের নৃত্যে মধুভরা, তিনি নৃত্যকলায় সুপণ্ডিত। সমস্ত দিন নৃত্য করিয়াও তাঁহার ক্লান্তি বোধ হইত না। তিনি অতিশয় নৃত্যপ্রিয় ছিলেন। প্রভু তাঁহাতে শক্তিসঞ্চার করিয়া এরূপ করিয়াছিলেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিত যখন নাচিতে আরম্ভ করিলেন, প্রভু স্বরূপদামোদরকে লইয়া মধুর স্বরে ধীরে ধীরে কীর্ত্তনের সুর ধরিলেন। এই যে মধুকণ্ঠে মধুর কীর্ত্তনতরঙ্গ উঠিল, ইহাতে সেখানে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইল। সেই প্রেমবন্যার স্রোতে জগত ভাসিল। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

প্রভু সঙ্গে স্বরূপাদি কীর্ত্তনীয় গায়।
দিখিদিক্ নাহি জ্ঞান প্রেমের বন্যায়॥

নয় দিন ধরিয়া প্রভু নীলাচলের উপবনে এইরূপ প্রতিদিন ভক্তগণসঙ্গে প্রেমানন্দে বনবিহার লীলারঙ্গ করিলেন। ইহার পর "হোরা পঞ্চমী" উৎসবের দিন আসিল। শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীলক্ষ্মীদেবী যে পঞ্চমী তিথিতে রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দেখিতে যান, সেই দিনে নীলাচলে যে উৎসব হয়, তাহার নাম "হোরা পঞ্চমী"। মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র কাশীমিশ্র ঠাকুরকে ডাকিয়া কহিলেন—

"কালি হোরা পঞ্চমী শ্রীলক্ষ্মীর বিজয়।
ঐছে উৎসব কর যৈছে কভু নাহি হয়॥
মহোৎসবের কর যৈছে বিশেষ সম্ভার।
দেখি মহাপ্রভুর যেন হয় চমৎকার॥ চৈঃ চঃ

পূর্ব্বে বলিয়াছি এ বৎসর রথযাত্রা উৎসব অতিশয় সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইল। পূর্ব্বে কখন কেহ এত সমারোহ দেখে নাই। এত লোক সংঘট্টও পূর্ব্বে কখন হয় নাই। রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর সন্তোষের জন্য তুচ্ছ ঐশ্বর্য্যের মমতা কিছুমাত্র করেন নাই। তিনি রাজ চক্রবর্ত্তী সম্রাট্। তিনি আদেশ করিলেন,—

"ঐছে উৎসব কর যৈছে কভু নাহি হয়"

কৃপাময় পাঠকবৃন্দ ইহাতেই বুঝিয়া লউন এই "হোরা পঞ্চমী" উৎসবে রাজা প্রতাপরুদ্র কিরূপ উদ্যোগ করিতে আদেশ দিলেন। রাজা আরও বলিয়া দিলেন—

ঠাকুরের ভাণ্ডারে আর আমার ভাণ্ডারে।
চিত্র বস্ত্র কিঙ্কিণী আর ছত্র চামরে॥
ধ্বজাবৃন্দ পতাকা ঘণ্টা করহ মণ্ডলী।
নানা বাদ্য নৃত্যে দোলায় করহ সাজনী॥

পরিতঃ প্রহৃন্ তরুমালিনস্তথা সরসাং বহন্ সরসশীকরোৎকরং।
অবহন্ সমী বর্ষরুনিকাঃ সমাহরন্তরজং প্রভুং লঘুলঘু ক্বণং মরুৎ।
বনদেবতাভিরনিশং মনোরমৈন বপল্লবৈন বশিরিষচামরৈঃ।
লঘুবীজ্যমান তনুরুৎসুকাস্মভিঃ সদৃশং বভৌ বিহিত গৌরবিগ্রহঃ॥
চৈঃ চঃ মহাকাব্য।

(১) বৃক্ষবল্লী প্রফুল্লিত প্রভুর দর্শনে।
ভৃঙ্গ পিক গায় বহে শীতল পবনে॥
প্রতি বৃক্ষতলে প্রভু করেন নর্ত্তন।
বাসুদেব দত্ত মাত্র করেন গায়ন॥ চৈঃ চঃ

দ্বিগুণ করিয়া কর সব উপহার।
রথযাত্রা হৈতে যেন হয় চমৎকার॥
সেইত করিহ, প্রভু লৈঞা ভক্তগণ।
স্বচ্ছন্দে আসিয়া যেন করেন দর্শন॥ চৈঃ চঃ

এই যে রাজার আগ্রহ, ইহা তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ণ প্রীতির পরিচায়ক। রাজা অতি সুস্পষ্ট ভাষায় কাশীমিশ্র ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, "এইরূপ ভাবে উৎসবের আয়োজন করুন, যাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হয়, আর এইরূপ বন্দোবস্ত করুন যেন তিনি ভক্তবৃন্দসহ আসিয়া স্বচ্ছন্দে এই মহোৎসব দর্শন করিতে পারেন।" গৌরভক্ত রাজা শ্রীগৌরাঙ্গপূজার সুব্যবস্থা পূর্ব্বেই করিলেন। পরদিন "হোরা পঞ্চমী" মহোৎসব অতিশয় ধুমধামের সহিত আরম্ভ হইল। রাজার আদেশে কাশীমিশ্র ঠাকুর প্রভুকে ভক্তবৃন্দসহ মহাসমাদরে উত্তম স্থানে বসাইলেন। স্বরূপদামোদরগোসাঞি প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত। বৃন্দাবনরসতত্ত্ব তিনি যাহা জানেন, অন্যে তাহার কণামাত্রও জানেন না। প্রভু স্বরূপগোসাঞিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

যদ্যপি জগন্নাথ করে দ্বারকা বিহার।
সহজ প্রকট করে পরম উদার॥
তথাপি বৎসর মধ্যে হয় একবার।
বৃন্দাবন দেখিবারে উৎকণ্ঠা অপার॥
বৃন্দাবন সম এই উপবনগণ।
তাহা দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মন॥
বাহির হইতে করে রথযাত্রা ছল।
সুন্দরাচল যায় প্রভু ছাড়ি নীলাচল॥
নানা পুষ্পোদ্যানে তথা খেলে রাত্রিদিনে।
লক্ষ্মীদেবী সঙ্গ নাহি লয় কি কারণে॥ চৈঃ চঃ

প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত স্বরূপগোসাঞি রসজ্ঞ। প্রভুর মন বুঝিয়া উত্তর করিলেন,—

———"শুন প্রভু! কারণ ইহার।
বৃন্দাবন ক্রীড়াতে লক্ষ্মীর নাহি অধিকার॥
বৃন্দাবন লীলায় কৃষ্ণের সহায় গোপীগণ।
গোপীগণ বিনা কৃষ্ণের হরিতে নারে মন॥" চৈঃ চঃ

প্রভু ইহা শুনিয়া উত্তর করিলেন—

———"যাত্রা ছলে" কৃষ্ণের গমন।
সুভদ্র আর বলদেব সঙ্গে দুইজন॥
গোপী সঙ্গে যত লীলা করে উপবনে।
নিগূঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহ নাহি জানে॥
অতএব কৃষ্ণের প্রকট কিছু নাহি দোষ।
তবে কেন লক্ষ্মীদেবী করে এত রোষ॥ চৈঃ চঃ

এই যে লক্ষ্মীদেবীর রোষ, তাহা এই উৎসব উপলক্ষে প্রভু স্বচক্ষে দেখিলেন। সে কথা পরে বলিতেছি। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় লক্ষ্মীদেবীর অধিকার নাই। গোপীগণের অনুগা না হইলে শ্রীবৃন্দাবনের রাসলীলারঙ্গ দর্শনে অধিকার হয় না। লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের বক্ষবিলাসিনী, পরমা ঐশ্বর্য্যবতী, তিনি কেন ব্রজগোপীগণের অনুগা হইতে যাইবেন? শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার এইজন্য কিরূপ অভিমান, তাহার অভিনয় দর্শনই এই হোরা পঞ্চমীর উৎসবের মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বরূপ দামোদরগোসাঞি প্রভুর প্রশ্নোত্তরে বলিলেন, "প্রেমবতী নারীর স্বভাবই এইরূপ। প্রাণবল্লভের ঔদাস্যে তাহাদের মনে অভিমান-সূচক ক্রোধভাবের উদয়। এই ক্রোধভাবের মূলে শুধু অভিমান। নায়িকার অভিমানপূর্ণ ক্রোধভাব নায়কের পক্ষে অতি সুখকর।" প্রভু ও স্বরূপ দামোদরগোস্বামীতে এইরূপ ব্রজরসকথা হইতেছিল, এমন সময়ে ক্রোধভরে উন্মত্ত হইয়া লক্ষ্মীদেবী সুবর্ণখচিত চতুর্দ্দোলে আরোহন-পূর্ব্বক শত শত দেবদাসীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীজগন্নাথ-দেবের সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন (১)।

(১) হেন কালে খচিত যাহে বিবিধ রতন।
সুবর্ণের চতুর্দ্দোলে করি আরোহণ॥
ছত্র চামর ধ্বজা পতাকার গণ।
নানা বাদ্য আগে নাচে দেবদাসীগণ॥
তাম্বুল সম্পুট ঝারি ব্যজন চামর।
সাথে দাসী শত হার দিব্য ভূষাম্বর॥
অনেক ঐশ্বর্য্য সঙ্গে বহু পরিবার।
ক্রুদ্ধ হঞা লক্ষ্মীদেবী আইলা সিংহদ্বার॥ চৈঃ চঃ

লক্ষ্মীদেবীর আদেশে তাঁহার দাসীগণ কি করিলেন শুনুন।

শ্রীজগন্নাথের যত মুখ্য ভৃত্যগণ।
লক্ষ্মীদাসীগণ তারে করেন বন্ধন॥
বান্ধিয়া আনিয়া পাড়ে লক্ষ্মীর চরণে।
চোরে দণ্ড করে যেন লয়ে নানা ধনে।
অচেতন বৎ তার করেন তাড়নে।
নানামত গালি দেন ভণ্ড বচনে॥ চৈঃ চঃ

লক্ষ্মীদেবীর ক্রোধ দেখিয়া এবং তাঁহার দাসীগণের এই অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা দেখিয়া প্রভু হাসিয়া আকুল হইলেন। সর্ব্বভক্তগণ সঙ্গে তিনি এই লীলারঙ্গ দর্শন করিতেছেন। স্বরূপ দামোদরগোসাঞি প্রভুকে কহিলেন, "প্রভু! লক্ষ্মীদেবীর মানলীলারঙ্গ দেখিয়া আপনি হাসিতেছেন, ব্রজগোপিকাদিগের মান ইহা অপেক্ষাও রসের আকর। সত্যভামার অভিমান অপেক্ষা শ্রীরাধিকার মান রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের নিকট বড়ই সুখকর।" প্রভু তখন প্রেমাতিশয্যে স্বরূপগোসাঞির গলদেশ ধরিয়া বলিলেন—

"কহ ব্রজের মানের প্রকার।"

স্বরূপগোসাঞি উত্তর করিলেন—

"গোপী-মান প্রেমনদী শতধার॥" এই বলিয়া তিনি মানের লক্ষণাদি, নায়িকার স্বভাব ও প্রেমবৃত্তির কথা একে একে প্রভুকে বুঝাইতে লাগিলেন। স্বরূপগোসাঞি রসিকচূড়ামণি, প্রভু রসিকশেখর রসরাজ, কথা হইতেছে রসতত্ত্বের। সেখানে রসের উৎস উঠিল। স্বরূপগোসাঞি বক্তা, প্রভু শ্রোতা। ধীরা, অধীরা, মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্ভা, বামা, দক্ষিণা, প্রভৃতি নায়িকাভেদে মানের লক্ষণ, নায়িকার প্রকৃতি প্রভৃতি সকলি স্বরূপগোসাঞি প্রভুকে একে একে বুঝাইলেন। রসরাজ রসিকচন্দ্র প্রভু শুনেন আর আনন্দে বিহ্বল হইয়া বলেন, "বল, বল, আরও বল।" তারপর স্বরূপগোসাঞি ভাবের কথা উঠাইলেন। শ্রীরাধিকার অধিরূঢ় ভাবের ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইলেন অষ্টসাত্ত্বিকভাব, বিংশতি-প্রকার ভাব অলঙ্কার কিলকিঞ্চিত ভাবাদি অষ্টভাব সংমিলনে মহাভাবের উৎপত্তি, এবং মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকার ভাবভূষণাদির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিলেন।

এ সকল কথা ভাবরাজ্যের কথা। ভাবুকভক্তগণ উজ্জল-নীলমণি রসশাস্ত্রে মানিনী নায়িকার ভাবপ্রকরণ সকল দেখিতে পাইবেন। লীলাগ্রন্থে তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা অপ্রয়োজন বোধে লিখিত হইল না।

লক্ষ্মীদেবীর ক্রোধে ভীত হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথের সেবকগণ যোড়হস্তে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিতে লাগিলেন,—

"কালি আনি দিব তোমার আগে জগন্নাথ।"

শ্রীবাসপণ্ডিত গৃহীবৈষ্ণব। শ্রীলক্ষ্মীদেবীর প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি। তাঁহার এই অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যলীলারঙ্গ দেখিয়া নারদাবতার শ্রীবাসপণ্ডিত স্বরূপদামোদরকে সম্বোধন করিয়া হাসিয়া রহস্য বাক্যে কহিলেন—

আমার লক্ষ্মীর সম্পদ বাক্য অগোচর।
দুগ্ধ আউটি দধি মথে তোমার গোপীগণে।
আমার ঠাকুরাণী বৈসে রত্নসিংহাসনে॥ চৈঃ চঃ

শ্রীবাসপণ্ডিতের ঐশ্বর্য্যভাব। স্বরূপদামোদরের ব্রজের শুদ্ধ মধুর ভাব। প্রভু শ্রীবাসপণ্ডিতের কথা শুনিয়া হাসিয়া একথাটি বুঝাইয়া দিলেন। যথা—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে—

প্রভু কহে শ্রীবাস তোমার নারদ স্বভাব।
ঐশ্বর্য্য ভয়ে তোমার ঈশ্বর প্রভাব।
দামোদর স্বরূপ ইহোঁ শুদ্ধ ব্রজবাসী।
ঐশ্বর্য্য না জানে ইহোঁ শুদ্ধপ্রেমে ভাসি॥

স্বরূপদামোদর গোসাঞির বিশুদ্ধ ব্রজভাব, শ্রীবাস পণ্ডিতকে যদিও প্রভু এককথায় ইহা বুঝাইয়া দিলেন, কিন্তু স্বরূপ দামোদরগোসাঞি তাঁহার সর্ব্বোচ্চ ব্রজভাবের উৎকর্ষতা তাঁহাকে স্বয়ং বুঝাইতে ছাড়িলেন না। তিনি শ্রীবাসপণ্ডিতের প্রতি চাহিয়া সর্ব্বসমক্ষে ব্রজরসে উন্মত্ত হইয়া প্রেমাবেগে তিনি কহিলেন;—

———শ্রীবাস! শুন সাবধানে।
বৃন্দাবন-সম্পদ তোমার নাহি পড়ে মনে॥
বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পদ-সিন্ধু।
দ্বারকা বৈকুণ্ঠ সম্পদ তার একবিন্দু॥

পরম পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান।
কৃষ্ণ যাঁহা ধনী তাঁহা বৃন্দাবন ধাম॥
চিন্তামণিময় ভূমি চিন্তামণি ভবন।
চিন্তামণিগণ দাসী-চরণ-ভূষণ॥
কল্প বৃক্ষলতা যাঁহা সাহজিক বন।
পুষ্প ফল বিনা কেহ না মাগে অন্য ধন॥
অনন্ত কামধেনু যাঁহা ফিরে বনে বনে।
দুগ্ধমাত্র দেন কেহো না মাগে অন্য ধনে॥
সহজে লোকের কথা যাঁহা দিব্যগীত।
সহজ গমন করে নৃত্য পরতীত॥
সর্ব্বত্র জল যাঁহা অমৃত সমান।
চিদানন্দ জ্যোতিঃ স্বাদু যাঁহা মূর্ত্তিমান॥
লক্ষ্মী যিনি গুণ যাঁহা লক্ষ্মীর সমাজ।
কৃষ্ণবংশী করে যাঁহা প্রিয়সখি কাজ॥ (১) চৈঃ চঃ

স্বরূপ গোসাঞির মুখে মধুর হৃৎকর্ণরসায়ন ব্রজমহিমা-কীর্ত্তিগান শ্রবণ করিয়া শ্রীবাসপণ্ডিত হর্ষভরে প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। হাতে তালি দিয়া হাসিতে হাসিতে ব্রজরস কীর্ত্তনের গান ধরিলেন। স্বরূপ গোসাঞিও ব্রজরসে উন্মত্ত হইয়া ব্রজরসকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন! ভাবনিধি প্রভুর হৃদয়ে প্রবল ভাবোচ্ছাস উঠিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ব্রজরসাবেশে স্বরূপ দামোদরের গান শুনিতেছেন, আর প্রেমানন্দে হুঙ্কার গর্জ্জন করিয়া বলিতেছেন "বোল্ বোল্"। প্রভু এক্ষণে প্রেমোন্মত্ত হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। সর্ব্ব-ভক্তগণ সহ সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞেশ্বর শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু উচ্চস্থান হইতে নিম্নে অবতরণ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব নয়নরঞ্জন নৃত্য কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইলেন। লক্ষ্মীদেবীকে লইয়া তাঁহার দাস দাসীগণ গৃহে যাইলেন, হোরা পঞ্চমীর উৎসব শেষ হইল; কিন্তু প্রভুর নৃত্যকীর্ত্তনোৎসবের অবসান নাই। চারি সম্প্রদায়ের গঠন করিয়া প্রভু ভক্তবৃন্দ সঙ্গে সেদিন নীলাচলে যে প্রেমনৃত্যকীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠাইলেন, তাহাতে সমগ্র শ্রীনীলাচলধাম প্রেমে ভাসিয়া গেল। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

ব্রজরসগীত শুনি প্রেম উথলিল।
পুরুষোত্তম ধাম প্রভু প্রেমে ভাসাইল॥ চৈঃ চঃ

প্রভুর নৃত্য তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত সমভাবে চলিল। (১) শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীগৌর-ভগবানের অপূর্ব্ব নৃত্যবিলাস-রঙ্গ দর্শন করিতেছেন, দূরে দাঁড়াইয়া। তিনি নিকটে আসিতেছেন না, পাছে প্রভুর ভাবাবেশ ছুটিয়া যায়,—রসভঙ্গ হয়। অবধূত শ্রীনিতাইচাঁদ চিরসুন্দর প্রভুকে আজ সুন্দরতম দেখিতেছেন, তাঁহার অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গী আজ তাঁহার বড়ই ভাল লাগিতেছে। বলাইচাঁদ, তাঁহার ছোট ভাই কানাইয়া লালের অপূর্ব্ব ব্রজপ্রেমবিকাশক নৃত্যানন্দ-মূর্ত্তি দেখিয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইয়াছেন, তাই দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন (২)। মধ্যে মধ্যে দূর হইতে অলক্ষিতে তিনি প্রভুকে মনে মনে প্রণাম করিতেছেন। অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কমলনয়নে দরদরিত প্রেমাশ্রু-ধারা প্রবাহিত হইতেছে। প্রভু দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতেছেন, আর নানারূপ ভঙ্গী করিয়া ক্ষীণ কটি দোলাইয়া অপূর্ব্ব প্রেমনৃত্য করিতেছেন। কীর্ত্তন যথা নিয়মে চলিতেছে, প্রভুর আবেশ সমভাবে রহিয়াছে। তৃতীয় প্রহর অতিবাহিত হইল দেখিয়া, স্বরূপ দামোদর গোসাঞি সময় বুঝিয়া ভক্তদিগের শ্রমের কথা প্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন। কীর্ত্তনরণবীর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুই কীর্ত্তন-রণ হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ। তিনি আজ স্বয়ং ভাবসমুদ্রে মগ্ন,

(১) শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরম পুরুষঃ কল্পতরবো।
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণি গণময়ী তোয়মমৃতং।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশীপ্রিয় সখী।
চিদানন্দ জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥ ব্রহ্মসংহিতা।

(১) লক্ষ্মীদেবী যথাকালে গেলা নিজঘর।
প্রভু নৃত্য করে হৈল তৃতীয় প্রহর॥ চৈঃ চঃ

(২) রাধা প্রেমাবেশে প্রভু হৈলা সেই মূর্ত্তি।
নিত্যানন্দ দূরে দেখি করেন প্রণতি॥
নিত্যানন্দ জানিয়া প্রভুর ভাবাবেশ।
নিকট না আইসে কিছু রহে দূর দেশ॥ চৈঃ চঃ

ব্রজরসে মত্ত এবং অধীর। তাঁহারও বাহ্যজ্ঞান নাই। নৃত্যকীর্ত্তনের অবসান কি করিয়া হয়? (১) ভাবনিধি অন্তর্যামী প্রভু ভক্ত-ভাব বুঝিলেন; স্বরূপ গোসাঞির কথা শুনিলেন। ভক্তবৎসল প্রভু ভাব সম্বরণ করিয়া ভক্তবৃন্দসহ পুষ্পোদ্যানে চলিলেন। সেখানে যাইয়া কিছু-ক্ষণ বিশ্রাম করিয়া মাধ্যাহ্নিককার্য্য সমাধা করিলেন। উদ্যানে রাজার আদেশে প্রসাদান্ন আসিল। শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-দেবীর প্রসাদও আসিল, সর্ব্বভক্তগণ সঙ্গে প্রভু প্রেমানন্দে ভোজন-লীলারঙ্গ সম্পাদন করিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া যথারীতি দৈনিক নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। এই আট দিন অবিশ্রান্ত আনন্দোৎসবের পর উন্টা রথে আরোহণ করিয়া শ্রীশ্রীনীলাচলচন্দ্র মহাসমারোহে নিজ মন্দিরে আগমন করিলেন। সে দিবসও পুনরায় পাণ্ডু-বিজয়োৎসব হইল। পূর্ব্ববৎ সেইরূপ আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। বহুলোকের সংঘট্ট হইল। পাত্রমিত্রসহ রাজা প্রতাপরুদ্র সেখানে উপস্থিত হইয়া মহা সমারোহে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে পূর্ব্ববৎ শ্রীমন্দিরে উঠাইলেন। উঠাইতে পট্টডোরী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, তুলার গদি সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তাঁহার মধ্য হইতে রাশি রাশি তুলা উড়িতে লাগিল। প্রভু সপার্ষদে সেখানে দাঁড়াইয়া এই পাণ্ডুবিজয় লীলারঙ্গ দেখিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে কুলীন গ্রামের ভক্তিমান্ ধনী জমিদার সত্যরাজ খান্ আছেন, রামানন্দ বসু আছেন। প্রভু ইঁহাদিগকে আদেশ করিলেন—

"এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান।
প্রতি বর্ষ আনিবে ডোরী করিয়া নির্ম্মাণ। চৈঃ চঃ

এই বলিয়া সেই ছিন্ন পট্টডোরী গাছটি প্রভু তাঁহা-দিগের হস্তে দিলেন এবং বলিলেন—

ইহা দেখি করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি।
এই পট্টডোরীতে হয় শেষের অধিষ্ঠান।
দশমূর্ত্তি ধরি যিঁহো সেবে ভগবান॥ চৈঃ চঃ

সত্যরাজ খান এবং রামানন্দ বসু মস্তক পাতিয়া প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন এবং তাঁহার চরণ-তলে পতিত হইয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন। অদ্যাবধি ইহাদিগের উপযুক্ত বংশধরগণ প্রভুর এই কৃপাদেশ পালন করিয়া আসিতেছেন।

রথযাত্রা উৎসব এবৎসর এইভাবে শেষ হইয়া গেল। শ্রীনীলাচলে নয় দিন পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত আনন্দ উৎসব চলিল। প্রভু এই নয় দিন আর বাসায় যাইলেন না, উপবনেই রহিলেন। প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ঘরে ঘরে ভিক্ষা করান নদীয়ার ভক্তবৃন্দের সকলেরই ইচ্ছা। রথের নয় দিন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভৃতি নদীয়ার মুখ্য মুখ্য নয় জন ভক্ত প্রভুকে নিজ নিজ বাসায় নিমন্ত্রণ করিলেন (১)। নদীয়ার ভক্তবৃন্দ স্ত্রীপুত্র ছাড়িয়া চারি মাস কাল নীলা-চলে বাস করিয়া চাতুর্ম্মাস্য ব্রত উদযাপন করিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য সকলেই প্রভুকে নিজ নিজ বাসায় অন্ততঃ একদিন করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা করান। গৃহ হইতে প্রভুর জন্য তাঁহারা নানাবিধ স্বহস্তে ও সযত্নে প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্যাদি আনিয়াছেন। নবদ্বীপ হইতে দুইশত ভক্ত আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই গৃহী বৈষ্ণব। এই চারিমাস কাল তাঁহারা প্রভুর সঙ্গসুখানন্দে গৃহসংসার স্ত্রীপুত্র সকলি ভুলিয়া গিয়াছেন। গৃহে যে তাঁহাদিগের কোন কার্য্য আছে, তাহা পর্য্যন্ত তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহা-দিগের সকল কার্য্যের সারকর্ম্ম প্রভুসেবা,—প্রভুকে আনন্দ দান। সেই কার্য্য তাঁহারা পাইয়াছেন, ছাড়িবেন কি করিয়া? এই চারিমাস কাল তাঁহারা যে কি সুখে আছেন, তাহা তাঁহারাই জানেন, আর জানেন তাঁহাদের প্রাণের দেবতা শ্রীপ্রভু। সকলেরই ইচ্ছা প্রভুকে একদিন নিজ বাসায় নিমন্ত্রণ করেন। এই চারি মাসের একশত বিংশতি দিন একশত বিংশতি জনে ভাগ করিয়া লইলেন। ইহাতেও অনেকে ফাঁকি পড়িলেন দেখিয়া পরামর্শ করিয়া এক এক দিনে দুই তিন জনে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিবার

---

(১) নিত্যানন্দ বিনা প্রভুকে ধরে কোন জন।
প্রভুর আবেশ না যায় না রহে কীর্ত্তন॥ চৈঃ চঃ

(১) অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিমন্ত্রণ কৈল।
মুখ্য মুখ্য নব জন নব দিন পাইল॥ চৈ চঃ

অধিকার পাইলেন (১)। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, এই চারি মাস কাল নদীয়ার ভক্তগণ প্রভুর সহিত শ্রীনীলাচলে রহিলেন। নবদ্বীপের ভক্তগণের দেখাদেখি নীলাচলের ভক্তগণও এইরূপ নিমন্ত্রণ-রসরঙ্গে মত্ত হইলেন। তাঁহারাও প্রভুকে এইসঙ্গে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল প্রভু অকাতরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বেদোক্ত নাম শ্রীবিশ্বম্ভর; তিনি এই বেদোক্ত বিশ্বম্ভর নামের সম্পূর্ণ সার্থকতা করিতে লাগিলেন। ভক্তের জন্য শ্রীভগবান সকলি করিতে পারেন। ইহাত সামান্য কথা।

অনন্ত অনল কৃষ্ণ ভক্ত লাগি খায়।
ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায়॥

শ্রীভগবান ভক্ত ভিন্ন আর কিছুই জানেন না। এই অনন্ত পৃথিবীর মধ্যে ভক্তের মত প্রিয়তম বস্তু তাঁহার আর কিছুই নাই। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু সংসারাশ্রমত্যাগী বিরক্ত সন্ন্যাসী। তাঁহার পক্ষে অতি ভোজন, বহু বার ভোজন শাস্ত্র নিষিদ্ধ। কিন্তু ভক্তের মনস্তুষ্টির জন্য তিনি তাহা করিতেছেন। ইহাকেই বলে ভক্তের ভগবান।

নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দ প্রায় সকলেই গৃহী, তাহা প্রভু জানেন। রথযাত্রা উৎসব শেষ হইয়া যাইলে তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন "তোমরা সকলে এক্ষণে গৃহে গমন কর, তোমাদের সংসারাশ্রম আছে, স্ত্রীপুত্র আছে, গৃহকর্ম্ম আছে, তোমাদের অভাবে সব নষ্ট হইবে, পরিবারবর্গ কষ্ট পাইবে, আমার সঙ্গে তোমাদের দেখা সাক্ষাৎ হইল, তোমাদের দেখিয়া আমার মনে বড় আনন্দ হইল। এক্ষণে সকলে গৃহে গমন করিয়া কৃষ্ণসেবা কর, কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন কর। তাহাতেই আমার পূর্ণ পরিতোষ, পরমানন্দ। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য নদীয়ার ভক্তবৃন্দের পক্ষ হইয়া প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন "প্রভু হে! তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে আমাদের মন সরিতেছে না। আমরা এখানে চারি মাস কাল থাকিব। তোমার কৃপায় আমাদের স্ত্রীপরিবারবর্গের কোন রূপ কষ্ট হইবে না। তোমাকে লইয়াই আমাদের সকল কর্ম্ম। তুমি নবদ্বীপ ছাড়িয়া নীলাচলে আসিয়াছ, সেখানে আর আমাদের কি কর্ম্ম আছে? আমরা নীলাচলে আসিয়াছি তোমার চরণ সেবা করিতে, তোমার শ্রীচরণের ধূলি মুছাইতে, তোমার শ্রীমুখের দুইটি মধুর বাণী শুনিতে, তোমার শ্রীবদনের মধুমাখা হাসি দেখিতে, আর তোমাকে প্রাণ ভরিয়া খাওয়াইতে। ইহাতে যত সুখ, এত সুখ আমাদের আর কিছুতেই নাই। প্রভু হে! এসুখে আমাদের বঞ্চিত করিও না। এবার আমরা আসিয়াছি, আগামী বৎসরে তোমার দাসীর দাসী আমাদের গৃহিনীগণও সকলের আসিবেন, আসিয়া তোমাকে মনের সাধে রন্ধন করিয়া খাওয়াইবেন। তুমি আমাদের এসুখে প্রতিবন্ধক হইও না, তোমার চরণে আমাদের এই মাত্র মিনতি।" প্রভু অবনত বদনে সকলি শুনিলেন, কিছু লজ্জিত হইলেন, আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। নদীয়ার ভক্তবৃন্দের প্রেম-ডোরে প্রভু চিরদিন বাঁধা আছেন। নদীয়ার ভক্তবৃন্দ তাঁহার প্রাণস্বরূপ। আবার নদীয়াবাসীর প্রাণ তিনি। এরূপ স্থলে যাহা হইতে হয় তাহাই হইল। প্রভু হারিলেন,—নদীয়ার ভক্তগণ জিতিলেন। রথের পর চারি মাস কাল তাঁহারা প্রভুর সঙ্গসুখরসসমুদ্রে একেবারে ডুবিয়া রহিলেন।

এই যে প্রভুর নিত্য নিমন্ত্রণ-কেলি, ইহা এক একটি বৃহৎ কাণ্ড, মহা মহোৎসব। যিনি প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন, তাঁহার ভক্তবৃন্দও সেই সঙ্গে নিমন্ত্রিত হন। ভক্তগৃহে সেদিন মহোৎসবের আয়োজন হয়। প্রেমানন্দে সর্ব্বভক্তগণ মিলিয়া প্রভুকে আনন্দ ভোজন করান, এবং তাঁহারাও প্রসাদ পান। কেহ প্রসাদান্ন আনয়ন করিয়া মহোৎসব করেন, কেহ বা গৃহে সমস্ত দ্রব্য পাক করিয়া মহোৎসব

(১) আর ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্য যত দিন।
এক এক দিন করি পড়িল বণ্টন॥
চারি মাসের দিন মুখ্য ভক্ত বাঁটি নিল।
আর ভক্তগণ অবসর না পাইল॥
একজন নিমন্ত্রণ করে দুই তিন মেলি।
এই মত মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কেলি॥ চৈঃ চঃ

করেন (১)। ইহাকেই বলে বৈষ্ণবের ভোজনে ভজন। বৈষ্ণবের কোন কর্ম্মই ভজনশূন্য নহে।

একদিন প্রভু হরিদাসকে দর্শন দিয়া বাসায় আসিয়া প্রেমানন্দে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু কয়েক জন নদীয়ার ভক্তসঙ্গে পূজার সকল সজ্জা লইয়া প্রভুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাদ্য, অর্ঘ, তুলসী, চন্দন, ধূপ, দীপ, বস্ত্র প্রভৃতি পূজার সকল দ্রব্য সম্ভার লইয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু সাশ্রুনয়নে প্রভুর পদতলে বসিলেন। প্রভু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের এই কাণ্ডকারখানা দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন, এবং প্রথমে কিছু বলিলেন না। শান্তিপুরনাথ পাদ্য অর্ঘ দিয়া বিধিমত শ্রীগৌরাঙ্গপূজা আরম্ভ করিলেন, প্রভুর শ্রীঅঙ্গে চন্দন বিলেপিত করিলেন, পদ ধৌত করিয়া শুষ্ক নূতন বস্ত্রে শ্রীচরণকমল মুছাইয়া দিলেন, গলদেশে সুন্দর মালতী ফুলের মালা পরাইয়া দিলেন, চরণে তুলসী পত্র দিতে যাইলে প্রভু ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন, কাজেই তাঁহার শ্রীমস্তকে তুলসী মঞ্জরী দিলেন। শেষে করযোড়ে শ্রীকৃষ্ণের স্তবে প্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন (২)।

> অদ্বৈত আসিয়া করে প্রভুর পূজন।
> সুগন্ধি সলিলে দেন পাদ্য আচমন ॥
> সর্ব্বাঙ্গে লেপয়ে প্রভুর সুগন্ধি চন্দন।
> গলে মালা দেন মাথায় তুলসী মঞ্জরী।
> যোড় হাতে স্তুতি করে পদে নমস্করি ॥ চৈঃ চঃ

প্রভু এতক্ষণ স্থির হইয়াবসিয়াছিলেন। কারণ শান্তিপুরনাথ তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে পূজা করিতেছিলেন। ভক্তের পূজা শেষ হইলে ভক্তাবতার শ্রীগৌর ভগবান ভক্তপূজা আরম্ভ করিলেন। পূজার পাত্রে সে সকল অবশিষ্ট তুলসী পুষ্প প্রভৃতি ছিল তাহা লইয়া প্রভু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠে পূজা করিলেন এবং মুখবাদ্য করিতে লাগিলেন।

> "যোঽসি সোঽসি নমো নিত্যং যোঽসি সোঽসি
> নমোঽস্তুতে।" (১)

অর্থাৎ তুমি যে হও সে হও তোমাকে নিত্য নমস্কার। প্রভুকে গাল বাদ্য করিয়া এই মন্ত্র পাঠে পূজা করিলেন, তাহাতে শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের নমস্কারে ও স্তবে তাঁহার পূজা সমাপন করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার নিজ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, প্রভুও তাহাই করিলেন। ভক্ত শ্রীভগবানকে প্রকাশ করিলেন এবং শ্রীভগবান ভক্তকেও প্রকাশ করিলেন। প্রভু শান্তিপুরনাথকে দেবদেব মহাদেবের ন্যায় পূজা করিলেন। ইহার পর দুইজনে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া প্রেমানন্দে কান্দিয়া আকুল হইলেন। সর্ব্বভক্তগণের সম্মুখে কাশীমিশ্র ঠাকুরের গৃহে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গপূজা করিলেন। নদীয়ার ভক্তবৃন্দ পূর্ব্বে নদীয়ায় শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু কর্ত্তৃক বিধি বিধানানুসারে শ্রীগৌরাঙ্গপূজা দর্শন করিয়াছিলেন, এক্ষণে নীলাচলের ভক্তবৃন্দ ইহা দেখিলেন। প্রভুর প্রকটাবস্থায় শ্রীগৌরাঙ্গপূজা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য করিয়াছেন, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য করিয়াছেন, শ্রীবাসপণ্ডিত করিয়াছেন, এবং বহুতর ভক্তে করিয়াছেন, প্রভু কলির প্রচ্ছন্ন অবতার। তাঁহাকে প্রকাশ করিতে তাঁহার নিষেধ ছিল। সে নিষেধ ইঁহারা মানিলেন না। ভক্তের নিকট শ্রীভগবানের পরাজয় হইল। ভক্ত জিতিলেন, শ্রীভগবান হারিলেন। ভক্তের ভগবান শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র কলির প্রচ্ছন্ন অবতার হইলেও ভক্তদ্বারা প্রকাশিত হইলেন।

---

(১) এক একদিন ভক্ত ঘরে এক এক মহোৎসব।
প্রভু সঙ্গে তাঁহা ভোজন করে ভক্ত সব ॥
কেহো ঘর ভাত করে, কেহ প্রসাদান্ন।
এই মত বৈষ্ণব গণ করে নিমন্ত্রণ ॥

(২) প্রথমং পরিগৃহ্য সাদরং প্রভু পূজার্থ মুপায়নং বহুঃ।
পুলকাশ্রু ভরাকুলঃ সুধং প্রভুরদ্বৈত ইহাগমত্তদা ॥
পদয়ো বিনিবেশ্য ভক্তিতঃ সলিলং শুদ্ধতমং সুবাসিতং।
মলয়োদ্ভব পঙ্ক সঞ্চয়েরথ তামঙ্গমালিলেপ সঃ। চৈঃ চঃ মহাকাব্য

(২) প্রাচীন পুস্তকের পাঠ—
রাধে কৃষ্ণ রমে বিষ্ণো সীতে রাম শিবে শিব।
যাসি সাসি নমোনিত্যং যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তুতে ॥

ইহার পর শ্রীশ্রীনীলাচলে জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে মহা ধুমধাম হইল! নন্দোৎসবের দিন প্রভু মনোহর গোপবেশ ধারণ করিলেন। তাঁহার ভক্তগণেরও গোপবেশ!

"গোপবেশ হৈল প্রভু লঞা ভক্ত সব।"

ভক্তগণের স্কন্ধে দধি দুগ্ধের ভার, হস্তে যষ্টি, মস্তকে পাগ্। সকলেরই বদনে হরি হরি ধ্বনি। একত্র হইয়া সর্ব্বভক্তগণ এই নন্দোৎসবে যোগ দিলেন (১)। নীলাচলের ভক্ত কানাই খুঁটিয়া নন্দ মহারাজার বেশ করিলেন। জগন্নাথ মাহাতি নামক আর একজন প্রভুর উড়িয়া ভক্ত ব্রজেশ্বরী সাজিয়াছেন। রাজা প্রতাপরুদ্রও তাহার মধ্যে আছেন, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যও আছেন, রাজগুরু কাশীমিশ্র ঠাকুরও আছেন। শ্রীজগন্নাথদেবের প্রধান পাণ্ডা তুলসীপাত্র সকল উদ্যোগ করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভৃতি নদীয়ার ভক্তগণও আছেন। তাঁহাদিগেরও গোপবেশ। নীলাচলের ও নদীয়ার ভক্তগণ উভয় দল একত্র হইয়া প্রেমানন্দে এই নন্দোৎসব করিতেছেন। প্রেমরসে সকলেই উন্মত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা কীর্ত্তন করিতেছেন। পবিত্র দধি হরিদ্রাজলে সকলেই স্নাত হইলেন। প্রভু গোপবেশে অঙ্গভঙ্গী করিয়া মধুর নৃত্য করিতেছেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তাঁহার সম্মুখেই কটি দোলাইয়া নৃত্য করিতেছেন, আর প্রভুর শ্রীবদনের অপরূপ শোভা দেখিতেছেন। উভয়ের যখন চারি চক্ষুর মিলন হইল, তখন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু হাসিয়া রঙ্গ করিয়া কহিলেন, "প্রভু হে! রাগ করিও না। গোপসাজে তোমাকে আজ বেশ দেখাইতেছে। যদি তুমি গোয়ালার মত লগুড় ফিরাইতে পার, তবে বুঝিব তুমি প্রকৃতই গোয়ালার ছেলে (১)।" প্রভু তখন ইতি উতি চাহিয়া একগাছি লগুড় হস্তে তুলিয়া লইয়া অপূর্ব্ব কৌশলের সহিত তাহা ঘুরাইতে লাগিলেন। দেখাদেখি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুও তাহাই করিলেন। প্রভু কিরূপ ভাবে এই লীলারঙ্গটি অভিনয় করিলেন তাহা গ্রন্থে লিখিত আছে।

তবে লগুড় লঞা প্রভু ফিরাইতে লাগিলা।
বার বার আকাশে ফেলি লুফিয়া ধরিলা।
শিরের উপরে পৃষ্ঠে সম্মুখে দুই পাশে।
পাদ মধ্যে ফিরায় লগুড় দেখি লোকে হাসে॥
অলাত চক্রের ন্যায় লগুড় ফিরায়। (১)
দেখি সব লোক চিত্তে চমৎকার পায়॥ চৈঃ চঃ

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু আশ্চর্য্য হইয়া প্রভুর এই লগুড়ধারণ-লীলারঙ্গ দেখিতেছেন। প্রভুর গোপভাব দেখিয়া তিনি আজ মনে বড় আনন্দ পাইয়াছেন। গোপরাজ নন্দনন্দন গোপকুমারের কার্য্য করিতেছেন, ইহা অতি স্বাভাবিক, অতি মধুর, অতি সুন্দর। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ভাবাবেশে মগ্ন হইয়া আছেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুরও সেই ভাব। তিনি পূর্ব্বলীলার রোহিণীনন্দনের পূর্ণ পরিচয় দিতেছেন। গৌরীদাস পণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তগণেরও সেই ভাব। প্রভুর নিত্যশুদ্ধ একান্ত অন্তরঙ্গ ভক্তগণ বুঝিতেছেন নিতাইগৌর কি বস্তু। অন্য কেহ ইহার মর্ম্ম কি বুঝিবে? কবিরাজ-গোস্বামী তাই লিখিয়াছেন; —

"কে বুঝিবে তাঁহা দোঁহার গোপভাব গূঢ়।"

রাজা প্রতাপরুদ্র এই নন্দোৎসব উপলক্ষে বহু অর্থব্যয় করিলেন। ভোজ্য, বস্ত্র, প্রভৃতি দান করিলেন, প্রেমোন্মত্ত প্রভুর শ্রীমস্তকে একখানি স্বর্ণখচিত বহু মূল্য পট্টবস্ত্র বান্ধিয়া দিলেন। সর্ব্ব ভক্তগণকে নূতন বস্ত্র পরাইলেন। প্রভু প্রেমানন্দে শ্রীমস্তকে বহুমূল্য বস্ত্রের পাগ বান্ধিয়া মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেমভাব এবং অপরূপ রূপ দেখিয়া রাজা প্রতাপ-রুদ্র প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া প্রভুর চরণতলে নিপতিত হইলেন। কানাই খুঁটিয়া এবং জগন্নাথ মহাতি, উভয়েই

(১) দধি দুগ্ধ ভার সবে নিজ স্কন্ধে করি।
মহোৎসবের স্থানে আইলা বলি হরি হরি॥

(১) অদ্বৈত কহে সত্য কহি না করিহ কোপ।
লগুড় ফিরাইতে পার তবে জানি গোপ॥ চৈঃ চঃ

(১) অলাতচক্র চক্রাকারে ভ্রাম্যমাণ জ্বলন্ত কাষ্ঠ।

ধনীলোক, তাঁহারা নন্দ মহারাজ ও ব্রজেশ্বরী সাজিয়াছিলেন। প্রেমাবেশে স্বাভাবিক বাৎসল্যভাবে তাঁহাদিগের গৃহে যাহা কিছু ছিল, এই শুভ উৎসব উপলক্ষে সকলি দান করিলেন। ইঁহাদিগের প্রেমভক্তির পরিচয় পাইয়া প্রভুর মনে বড় আনন্দ হইল। পিতামাতাজ্ঞানে তিনি তাঁহাদিগকে পরম সম্ভ্রমের সহিত নমস্কার করিলেন (২)। তাঁহারা প্রেমানন্দে আত্মহারা, বাহ্যজ্ঞানশূন্য প্রভু যে প্রণাম করিলেন, তাহা তাঁহারা বুঝিতেও পারিলেন না। জানিতে পারিলে তাঁহারা প্রভুর চরণে মাথা কুটিয়া মরিতেন। রাজা প্রতাপরুদ্র দত্ত বহুমূল্য পট্টবস্ত্র শ্রীমস্তকে বান্ধিয়া প্রভু প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে করিতে রাজপথের মধ্য দিয়া বাসায় আসিলেন। তিনি যে সন্ন্যাসী, কৌপীন ও কন্থা যে তাঁহার সম্বল,—বহুমূল্য পট্টবস্ত্র যে তাঁহার স্পর্শ করিতেও নাই,—বিষয়ীর দত্ত বস্ত্র তাঁহার যে গ্রহণ করিতে নাই,—ইহা প্রেমোন্মত্ত প্রভুর মনে একবার ধারণাও হইল না। লোকচক্ষে ইহা যে অতি দূষণীয়, তাহাও তিনি ভাবিলেন না। তিনি বিরক্ত-সন্ন্যাসী, বহুমূল্য পট্টবস্ত্রে তাঁহার প্রয়োজন কি? রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুকে বিশেষরূপে জানেন,—তিনিই বা দিলেন কেন? এ সকল নিগূঢ় রহস্যকথা পরে প্রকাশ হইবে। প্রভু নিজ বাসায় আসিলে গোবিন্দ তাঁহার শ্রীচরণ ধৌত করিয়া দিলেন। শ্রীমস্তকস্থ বহুমূল্য পট্টবস্ত্রখানি প্রভু গোবিন্দের হাতে দিলেন। গোবিন্দ অতি যত্নে সেখানি একটি পেটারিতে গোপনে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। সেখানে শ্রীপাদ পরমানন্দপুরীগোস্বামী উপস্থিত ছিলেন। প্রভু এই পুরীগোসাঞিকে গুরুতুল্য মান্য করেন। বাসায় আসিয়া সুস্থির হইলে প্রভুর মনে হইল রাজার দান এই বহুমূল্য পট্টবস্ত্রখানি গ্রহণ করিয়া তিনি ভাল করেন নাই। এসম্বন্ধে তিনি এক্ষণে শ্রীপাদ পরমানন্দপুরী গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু যখন বস্ত্রখানি গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাহা লইয়া কি করিবেন, কাহাকে দিবেন, এই কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে—

> ইদং শ্রীজগন্নাথ নির্ম্মাল্যং পরমাংশুকং
> প্রতাপরুদ্রেণ চ মে দত্তং পরম দুর্লভং॥
> কস্মৈ দাস্যামি তন্নূনং গদিতুং ত্বমিহার্হসি।
> ময়া সন্দিগ্ধ মনসা স্থীয়তে সাম্প্রতং খলু॥

অর্থাৎ প্রভু বলিলেন, "হে শ্রীপাদ! এই উৎকৃষ্ট বসনখানি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নির্ম্মাল্য, রাজা প্রতাপরুদ্র আমাকে দিয়াছেন, ইহা অতি দুর্ল্লভ বস্ত্র। হে স্বামিন্! এই বহুমূল্য বস্ত্র লইয়া আমি কি করিব? কাহাকে দিব? আপনি এ বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিউন। এই বস্ত্র লইয়া আমার মনে বড় উৎকণ্ঠা হইয়াছে।" শ্রীপাদ পরমানন্দপুরী গোসাঞি পরম বিজ্ঞ সিদ্ধ মহাপুরুষ। প্রভুর মনের ভাব বুঝিতে তাঁহার আর কিছুই বাকি থাকিল না। প্রভু পূর্ব্বাশ্রমে যাহা ছিলেন, এবং এখন যাহা হইয়াছেন, তাহা পুরীগোসাঞির কিছু অবিদিত নাই। প্রভুর পরমাসুন্দরী যুবতী ঘরণী গৃহে রহিয়াছেন। শচীমাতার বুকের শেল হইয়া তিনি নদীয়ায় রহিয়াছেন। এ সকলি পুরীগোসাঞি জানেন। বহুমূল্য শাড়ীখানি যে প্রভুর ঘরণীর উপযুক্ত, তাহাও তিনি জানেন। প্রভু রাজার নিকট এই দান গ্রহণ করিয়াছেন কেন, এবং তাঁহাকে এসম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন কেন, পুরী গোসাঞির মত বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সিদ্ধ মহাপুরুষের তাহা বুঝিতে আর কিছু বাকি রহিল না। শ্রীগৌরভগবানের ইচ্ছা এই বস্ত্রখানি নবদ্বীপে প্রেরণ করেন। তাঁহার দুঃখিনী মাতা এই বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করিবেন না, তাহা তিনি জানেন; তাঁহার নাম করিয়া পাঠাইলে গৌরবক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে তিনি পরাইয়া সুখী হইবেন, ইহাই কপট সন্ন্যাসীর আন্তরিক ইচ্ছা। শ্রীপাদ পরমানন্দপুরী গোস্বামী প্রভুকে বলিতে পারেন না, যে এই বহুমূল্য বস্ত্র তিনি তাঁহার প্রিয়তমা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্য

(২) কানাঞি খুঁটিয়া জগন্নাথ দুইজন।
আবেশে বিলায় ঘরে ছিল যত ধন॥
দেখি মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইল।
পিতামাতাজ্ঞানে দোঁহায় নমস্কার কৈল॥ চৈঃ চঃ

নবদ্বীপে পাঠান। তাই তিনি শচীমাতার নাম করিলেন যথা শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত মহাকাব্যে—

ইত্যুক্তোঽসৌ পুরী স্বামী বভাষেঽথ মহাপ্রভুঃ।
জনন্যে দেয়মেতত্তু মযৈতন্মতমুত্তমং॥

পুরী গোস্বামীর কথায় প্রভু মনে বড় আনন্দ পাইলেন। গোবিন্দের প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। প্রভুর নিত্যদাস গোবিন্দ বুঝিলেন. এই বস্ত্রখানি ভাল করিয়া রাখিতে প্রভুর আদেশ হইল। তিনি তাহা পূর্ব্বেই পেটারিতে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। নদীয়ার ভক্তবৃন্দ যখন নবদ্বীপ ফিরিয়া যাইবেন, তখন এই বহুমূল্য পট্টবস্ত্রখানি তাঁহাদিগের দ্বারা সেখানে প্রেরিত হইবে। ইহাই হইল প্রভুর আদেশ। এই লীলারঙ্গে প্রভুর বক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতি দৃঢ়ানুরাগের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া গেল। তিনি সন্ন্যাসী সাজিয়াছেন,—সংসার-বিরক্ত সন্ন্যাসী চূড়ামণি বলিয়া পরিচয় দিতেছেন,—ইহা কেবল জীবোদ্ধারের জন্য, তিনি যে কপট সন্ন্যাসী তাহা তিনি স্বয়ং শ্রীমুখে স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার ভক্তবৃন্দ শতবার তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন এবং তাঁহার অনেক কার্য্যে ইহা প্রকাশও পাইয়াছে। এসম্বন্ধে এখানে কিছু বিচার করিব। প্রভু নীলাচলে আসিয়াই সর্ব্বপ্রথমে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বলিয়াছিলেন—

ঘর মনে পড়ে তেঞি কান্দি রাধা বলি।
কীর্ত্তনের মাঝে তেঞি করিয়ে বিকলি॥ চৈঃ মঃ।

ঠাকুর লোচনদাস তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গল শ্রীগ্রন্থে একথা লিখিয়াছেন। তিনি প্রভুর মধুর ভাবের উপাসক এবং মাধুর্য্যলীলা লেখক। তিনি নরহরি ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য। নরহরি ঠাকুর প্রভুর নিত্য পার্ষদ,—তাঁহার নদীয়া নাগরীভাব। তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার শিষ্য ঠাকুর লোচন দাস প্রভুর মাধুর্য্যলীলারস আস্বাদন করিয়াছেন। পূর্ব্ব লীলায় ঠাকুর নরহরি ছিলেন ব্রজের সখি মধুমতী। নিত্য সিদ্ধা ব্রজগোপিকাবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি। শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় নিত্যসিদ্ধ ভক্তবৃন্দও শ্রীগৌরভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি। শ্রীরাধিকার নাম করিয়া প্রভু সদা সর্ব্বদা কীর্ত্তনে ক্রন্দন করেন, কারণ তাঁহার ঘর সংসার মনে পড়ে। প্রভুর ঘর সংসার নবদ্বীপে। তিনি সন্ন্যাসী, জননী ও ঘরণীর নাম করিয়া কাঁদিতে পারেন না। একটা কোন ছল করিয়া কাঁদা চাই,—তাই প্রভু বলিলেন—

"ঘর মনে পড়ে তেঞি কান্দি রাধা বলি।"

ঠাকুর লোচন দাস পূজ্যপাদ নরহরি ঠাকুরের আদেশে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা বর্ণনা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঙ্গল শ্রীগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ঠাকুর নরহরির মুখে শ্রবণ করিয়া তিনি এই লীলা বর্ণনা করেন। ঠাকুর নরহরি স্বচক্ষে প্রভুর নবদ্বীপলীলা দর্শন করিয়াছিলেন। প্রভুর কপট সন্ন্যাসের কথা তিনি যতদূর জ্ঞাত ছিলেন, অন্যের পক্ষে তাহা সম্ভব ছিল না।

প্রভু নিজ শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

মাতৃ সেবা ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
ধর্ম্ম নহে কৈল আমি নিজ ধর্ম্ম নাশ॥ চৈঃ চঃ
কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজ ধন।
যে কালে সন্ন্যাস কৈল ছন্ন হৈল মন॥ চৈঃ চঃ

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর প্রভুর বন্দনা শ্লোকে লিখিয়াছেন—

প্রবাহৈরশ্রূণাং নব জলদকোটি ইব দৃশৌ
দধানং প্রেমর্দ্ধ্যা পরমপদ কোটী প্রহসনং।
বমন্তং মাধুর্য্যৈরমৃতনিধি কোটিরিব তনুচ্ছটাভিস্তং বন্দে হরিমহহ সন্ন্যাস কপটং॥

পূজ্যপাদ ঠাকুর নরহরি প্রভুকে সন্ন্যাসবেশী লম্পট-গুরু বলিয়া স্তব করিয়াছেন। তাঁহার কৃত শ্রীগৌরাঙ্গাষ্টকের প্রথম শ্লোকেই ইহা লিখিত আছে (১)।

প্রভু যে কপট সন্ন্যাসী তাহা তাঁহার ভক্তমাত্রেই জানেন। যিনি প্রকৃতভাবে মূল গৌরাঙ্গতত্ত্ব বুঝিয়াছেন,

---

(১) গোপীনাং কুচ কুঙ্কুমেন নিচিতং বাসঃ কিমুল্কারুণং
নিন্দং কাঞ্চন কান্তি রাসরসিকা শ্লেষেণ গৌরং বপুঃ।
তাসাং গাঢ় তরাস্তি বন্ধন রসাল লোমোদ্গমো দৃশ্যতে
আশ্চর্য্যং সখি পশ্য লম্পট গুরো সন্ন্যাসী বেশং স্থিতৌ॥
শ্রীল নরহরি ঠাকুর।

তিনি অবশ্যই ইহাও বুঝিয়াছেন। শ্রীভগবান কলিতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, ইহা শাস্ত্রবাক্য। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সর্ব্বশক্তিসমন্বিত, সর্ব্বকারণকারণ শ্রীভগবানের দীনহীন ভিখারীর বেশ, ইহা যে তাঁহার কপট ভাব, তাহা ভক্তমাত্রেই বুঝিয়াছেন। এই কপট বেশ ধারণ না করিলে কলিহত জীবের কঠিন হৃদয় দ্রব হইবে না, এই জন্যই প্রভুর কাঙ্গাল সন্ন্যাস বেশ ধারণ। শ্রীভগবানের নরলীলা সর্ব্বোত্তম লীলা। তিনি পিতামাতা, পুত্র কলত্র লইয়া মায়াবদ্ধ জীবের মত সংসার করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার মনে বড় সুখ হইয়াছিল। কলির জীব শ্রীভগবানের এই সংসার সুখে বাদী হইল। শ্রীভগবানের আবির্ভাব জীবোদ্ধারের জন্য,—নিজ সুখ সাধনের জন্য নহে। তিনি সকলি করিতে পারেন, লোকশিক্ষার জন্য আত্মসুখে জলাঞ্জলি দেওয়া তাঁহার পক্ষে কিছু কঠিন কথা নহে। কিন্তু তিনি নরবপু পরিগ্রহ করিয়া ভুবনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, নরপ্রকৃতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, নরভাবে বিভাবিত হইয়া সকল লীলারঙ্গই করিয়াছেন। শোক, দুঃখ, হর্ষ, আনন্দ, ক্রোধ, ভয়, লজ্জা সকলি তাঁহার নরপ্রকৃতিগত ছিল। প্রতি লীলারঙ্গে তিনি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি নির্ব্বিকার হইয়াও মায়িক সংসারাসক্তি লীলারঙ্গ প্রদর্শন করিয়াছেন,—নির্গুণ হইয়াও গুণময় হইয়াছেন,—অজ হইয়াও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এ সকল শ্রীভগবানের নরলীলারঙ্গের অভিনয় মাত্র। শ্রীগৌরভগবান যে কপট সন্ন্যাসী সাজিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি?

রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুকে বহুমূল্য পট্ট বস্ত্র দিয়াছেন, এবং প্রভু যে তাহা জননীর নাম করিয়া নবদ্বীপে তাঁহার প্রিয়তমা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে পাঠাইবেন, ইহা অতি স্বাভাবিক। শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরীগোসাঞিকে যখন তিনি এই বস্ত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্রীপাদ! রাজা প্রতাপরুদ্র দত্ত এই মহামূল্য বস্ত্র লইয়া আমি কি করি? ইহা আমি কাহাকে দিই? এই প্রসাদী বস্ত্র আমি ত ত্যাগ করিতে পারি না। আমি বিষম সমস্যায় পড়িয়াছি। আপনি আমাকে সদুপদেশ দান করুন।" এই সময়ে প্রভুর মনের ভাব কিরূপ তাহা ভাবুক ও প্রেমিক ভক্তমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারেন। নরপ্রকৃতিবিশিষ্ট প্রভুর মন তাঁহার বড় সাধের গৃহ সংসারের জন্য কাঁদিয়া উঠিয়াছে,—তাঁহার কোমল হৃদয় মথিত হইয়াছে। বৃদ্ধা জননী এবং নবীনা সুন্দরী ঘরণীর বুকে শেল মারিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে প্রভুর মনে বিষম অনুতাপ উপস্থিত হইল। বড় সাধ করিয়া তিনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে দ্বিতীয় বার তাঁহার অঙ্কলক্ষ্মীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে লইয়া সংসারাশ্রমে থাকিয়া নবদ্বীপে আনন্দ-লীলা করিবেন, ইহা প্রেমময় প্রভুর মনে বড় সাধ ছিল। অভাগিনী জননীকে সুখ দিবেন, বৃদ্ধকালে তাঁহার সেবা করিবেন, শচী মাতার নিকট এজন্য তিনি প্রতিশ্রুতও ছিলেন। কিন্তু পাষাণ হৃদয় হতভাগ্য কলির জীব তাঁহার প্রদত্ত ভবরোগের মহৌষধি মধুর হরিনাম গ্রহণ করিল না,—শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য সুখে বাদী হইল। জীবোদ্ধারকল্পে তিনি সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া যদিও ভিখারী সাজিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে বিষম দুঃখ রহিল। এই দুঃখ মধ্যে মধ্যে প্রভুকে বড় কাতর করিত, কারণ তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান হইয়াও লীলার উদ্দেশে নরবপু ধারণ করিয়াছিলেন, নরপ্রকৃতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে তাঁহার সর্ব্বোত্তম নরলীলা পূর্ণ পরিস্ফুট হয় না।

প্রভু সেদিন গোপনে সন্ধ্যাকালে একাকী সমুদ্রতীরে যাইয়া বসিলেন। কাহাকেও কিছু বলিলেন না,—কেহ কিছুই জানিতে পারিল না। নীলাম্বুরাশির অপূর্ব্ব তরঙ্গোচ্ছাসে তাঁহার মন আকৃষ্ট হইল না,—সুস্নিগ্ধ সান্ধ্য সমীরণের মৃদুহিল্লোলে তাঁহার মন স্নিগ্ধ হইল না। আজ তাঁহার বড় সাধের নদীয়ার গৃহ সংসার মনে পড়িয়াছে,—দুখিনী জননীকে মনে পড়িয়াছে, অনাথিনী প্রাণপ্রিয়তমাকে মনে পড়িয়াছে। জীবাধম গ্রন্থকার এই কপট সন্ন্যাসীটির তাৎকালিক মনের ভাব লইয়া একটি পদ রচনা করিয়াছিলেন; সেই করুণরসাত্মক পদটি এস্থলে উদ্ধৃত হইল। নবদ্বীপলীলারসজ্ঞ কৃপাময় পাঠকবৃন্দ ইহাতে নবদ্বীপ-রসাস্বাদন করিবেন।

আমি একি করিলাম ?
কাঁদায়ে জননী, কাঁদায়ে ঘরণী, কেন যতি সাজিলাম।
বৃদ্ধা মা আমার, করে হাহাকার, মুখে সদা মোর নাম ॥
বালিকা ঘরণী, লুটায় ধরণী, কি করে রাখি গো প্রাণ।
নদীয়ার লোক, পাইল কি শোক, কিছু নাহি বুঝিলাম ॥
আমি একি করিলাম ?

(২)

কি কাজ সন্ন্যাসে মোর ?
চ'খে জল মা'র, ধরম কি তার, সে হয় পাতকী ঘোর।
মন উচাটন, কি হবে সাধন, (মোর) সার হ'ল আঁখি লোর ॥
কেউ নাহি আর, অভাগিনী মার, (তাঁর) জীবনের নিশি ভোর।
এবৃদ্ধ বয়সে, দিনু কি সাহসে, যাতনা বিষম ঘোর ॥
(ওগো) কি কাজ সন্ন্যাসে মোর ?

(৩)

(আমার) সব হ'ল জানা জানি।
ভাই গেল চলে, কত কথা ব'লে, আশা দিনু মাকে আমি।
পিতৃশোকে মার, গেছিল আহার, (তিনি) কাঁদিতেন দিনযামি ॥
মুখ চেয়ে মোর, সহিলেন ঘোর, আশাকথা মনে মানি।
করিনু কি কাজ, মনে পাই লাজ, (এখন) দুইদিকে টানাটানি ॥
(আমার) সব হ'ল জানা জানি ॥

(৪)

(মোর) কি ধরম ই'থে হবে ?
সোনার সংসার, দিয়ে ছারখার, ছাড়িলাম গৃহ যবে।
অঙ্গনে পড়িয়া, অঙ্গ আছাড়িয়া, মা কাঁদিল উচ্চরবে ॥
শুনিনু প্রিয়ার, মৃদু হাহাকার, মো সম দুখী কে ভবে।
অনুগত জন, মাগিল মরণ, এর চেয়ে দুখ কিবে ?
(মোর) কি ধরম ই'থে হবে ?

(৫)

(আমার) কেন এত কাঁদে প্রাণ।
বুঝিতে না পারি, বুঝাইতে নারি, প্রাণ করে আনচান্।
কি ভাবি সদাই, কোথায় বা যাই, ভুলে যাই হরিনাম ॥
মাকে কাঁদাইয়ে, প্রিয়ারে মারিয়ে, পা'নু বেশ প্রতিদান।
সব চেয়ে মোর, হৃদি জ্বালা ঘোর, (এই) কপট সন্ন্যাস ভান ॥
(আমার) তাই এত কাঁদে প্রাণ ॥

(৬)

(ওগো) কি করি এখন আমি !
রাখিতে দুকূল, হয়েছি ব্যাকুল, তাই কাঁদি দিনযামি।
নদেবাসী সব, দুখেতে নীরব, মুখে নাহি সরে বাণী ॥
আধমরা মত, আছে অবিরত, আমি তাহা ভাল জানি।
মা'র দুখ দেখে, ধারা বহে আঁখে, (তারা) খায় না অন্নপানি ॥
(ওগো) কি করি এখন আমি।

(৭)

(আমি) কোথা গেলে সুখ পাই।
নীলাচলে এসে, কথা কহি হেসে, লোকে জানে দুখ নাই।
মরি যে মরমে, না বলি সরমে, (সদা) নদীয়ার গুণ গাই ॥
শোকেতে অধীর, জীর্ণ শরীর, নদেয় র'য়েছে আই।
বিষ্ণুপ্রিয়ার, ওনিয় আঁধার, ত্রিভুবনে নাহি ঠাঁই ॥
(আমি) কোথা গেলে সুখ পাই ॥

(৮)

(দুখে) ছাড়িলাম নীলাচল।
মনের দুখেতে, ভ্রমিতে ভ্রমিতে, দেখিলাম নানা স্থল।
তীর্থ ভ্রমণ, করি অগণন, মনে নাহি হ'ল বল ॥
ভাবি অনুক্ষণ, মায়ের চরণ, জীবনের সম্বল।
গেনু বৃন্দাবন, জুড়াতে জীবন, কত না করিয়া ছল ॥
(দুখে) ছাড়িলাম নীলাচল ॥

(৯)

(পুন) নীলাচলে এনু ফিরি।
নদীয়াবাসীর, কি দুখ গভীর, বুঝিলাম ভাল করি।
বরষে বরষে, নীলাচলে এসে, (মোরে) দেখে গো পরাণ ভরি ॥
যাহা ভালবাসি, তাহা লয়ে আসি, দেয় গো যতন করি।
(আমি) মরি যে সরমে, মনের ভরমে, মরিনু সন্ন্যাস করি ॥
(পুন) নীলাচলে এনু ফিরি ॥

(১০)

(ফিরি) নদে যেতে মন করে।
দেখে নদেবাসী, আঁখিনীরে ভাসি, হৃদি মোর দুখে জরে।
অপরাধী মত, শির করি নত, (পুছি) মা আছে কেমন ঘরে ?
না পারি বলিতে, যাহা চায় চিত্তে (কেউ) মুখ চেপে যেন ধরে।

একি হ'ল দায়, নদের মায়ায়, সদা মোর আঁখি ঝরে।
(ফিরে) নদে যেতে মন করে॥

(১১)

লোকে বলে প্রেমে কাঁদি।
মনের বেদন, করি নিবেদন, (পাই) মনের মানুষ যদি।
প্রিয়ার বিরহ, বড়ই অসহ, খরধার যেন নদী॥
চক্ষুল বাহিয়া, উঠি উছলিয়া, ব্যাকুলিত করে হৃদি।
রাধার ভাবেতে,মন যায় মেতে, (করি) মনে মনে সাধাসাধি।
লোকে বলে প্রেমে কাঁদি॥

(১২)

(আমি) এ দুঃখ কাহারে বলি।
গম্ভীরায় বসি, কাঁদি দিবানিশি, ভূমে পড়ি'মাখি ধূলি।
মরমের দুখে, পিয়াসে ও ভূখে, জলিত জলনে জলি॥
উঠি আর বসি,ভিতে মুখ ঘসি,(কোথা) চলে যাই ভুলি' ভুলি'।
সাগরের তীরে, ফিরি ঘুরে' ঘুরে', তপত বালুকা দলি॥
(আমি) এ দুখ কাহারে বলি॥

(১৩)

(সদা) নিরজন ভালবাসি।
নদীয়ার সুখ, দেয় মোরে দুঃখ, মন মাঝে দিবানিশি।
চিরদিন তরে, মানা যেতে ঘরে, তাই ভাবি বনে বসি'।
ভাবি আর কাঁদি, জপি নিরবধি, প্রিয়তমা-মুখশশী॥
যায় প্রাণ যা'বে, রাধিকার ভাবে, সাজিয়াছি প্রেমদাসী।
(তাই) নিরজন ভালবাসি॥

(১৪)

(ইহা) বলিবার নয় কথা।
গুমুরে গুমুরে, নিশিদিন ঝুরে, গেল নাক' মন ব্যথা।
স্বরূপ জানে না, রামরায়ে মানা, কহিতে মরম গাঁথা॥
(মোর) মরম বেদনা, রহিবে অজানা প্রিয়া জানে আর মাতা।
সন্ন্যাসের লীলা, দরবিবে শিলা, যে বলিবে যথা তথা॥
(ইহা) বলিবার নহে কথা॥

(১৫)

(আমি) কেঁদে সারা রাত জাগি।
নর-বপু ধরি, হইয়ে ভিখারী, সংসার সুখের লাগি।
এলাম নদীয়া, সুখের লাগিয়া, (আমি) আপন করমভোগী॥
অবিরত বহি, অনুতাপ-অহি, আমি যে বিষম-রোগী।
তিলে তিলে তিলে, নয়ন সলিলে, মায়ের প্রসাদ মাগি॥
(আমি) কেঁদে কেঁদে রাত জাগি॥

(১৬)

(পদকর্ত্তার উক্তি)

(গৌর হে!) কপটসন্ন্যাসী তুমি।
প্রচ্ছন্ন হইয়া, আসিলে নদীয়া, ভারতে পুণ্যভূমি।
স্বরূপ দেখা'লে, নিজজনে ছলে, পতিতে করিলে মুণি॥
কাঁদাকাটি তব, মাধুরী-বৈভব, বেদে ভাগবতে শুনি॥
অনাদি অনন্ত, তুমি গুণবন্ত, শচীর নয়ন-মনি!
(ওহে) কপট-সন্ন্যাসী তুমি॥

(১৭)

(তোমার) গুণে বলিহারি যাই।
বিষ্ণুপ্রিয়ার, তুমি হৃদিহার, তিনিও তোমার তাই।
মিলন বিচ্ছেদ, নাহি ভেদাভেদ, নিত্যলীলার ঠাঁই॥
তুমি আছ যেথা, বিষ্ণুপ্রিয়া সেথা, তথায় তোমার আই।
নিত্য সখাসখী, নিত্য দেখাদেখি, বিরহ সেথায় নাই॥
(তোমার) গুণে বলিহারী যাই॥

(১৮)

কলির জীবের, কঠোর হৃদের, জড়তা করিতে দূর।
আপনি কাঁদিলে, প্রিয়ারে কাঁদালে, আসিয়া নদীয়াপুর॥
লোকশিক্ষা হেতু, ভাঙ্গিলে হে সেতু, সংসারসাগর মাঝে।
এ দৃশ্য নূতন,—ডুবিল ভুবন(তুমি)তারিলে নাবিক সাজে॥
সবাই কাঁদিল, হৃদয় গলিল, সবাই তরিয়া গেল।
না গলিল হিয়া, হরি অভাগিয়া, তাতেই বঞ্চিত ভেল॥

কৃপাময় পাঠকবৃন্দ! জীবাধম গ্রন্থকারকে ক্ষমা করিবেন! ভাবের স্রোতে পড়িয়া বহুদূর ভাসিয়া আসিয়াছি। ভাবরাজ্য অতি বিস্তৃত এবং অদ্ভুত রাজ্য। এ রাজ্যের রাজা ভাবনিধি স্বয়ং ভগবান। প্রজা তাঁহার ভাবুকও প্রেমিক ভক্তবৃন্দ। ভাবভক্তি এই রাজ্যে প্রবেশের শুল্ক। এই অদ্ভুত ভাবরাজ্যের রাজাও পাগল,—প্রজাও পাগল। একথা প্রভুর শ্রীমুখের বাণী রায় রামানন্দ প্রতি,—যথা,—

"আমি এক বাউল, তুমি দ্বিতীয় বাউল।
অতএব তোমায় আমায় হই সমতুল॥" চৈঃ চঃ

ভক্ত ভগবানের লীলারঙ্গ সকলি ভাবময়, কাজেই সাধারণ বুদ্ধিতে ইহা পাগলামি ভিন্ন আর কিছুই নহে। বুদ্ধিমান শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতলোকের এসকল পাগলামি নিশ্চয়ই ভাল লাগিবে না। কিন্তু ভাবগ্রাহী লীলা-রসময়বিগ্রহ শ্রীভগবান তাঁহার ভাবুকভক্তের হৃদয়ের অন্তস্তলের মর্ম্মভেদী কথাগুলি শুনিতে বড় ভাল বাসেন। ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর আমাদের প্রেমের ঠাকুর,—ভাবের রাজা। প্রেমরাজ্যের রাজ্যেশ্বর তিনি,—ভাব-রাজ্যের মহারাজা তিনি। জীবাধম গ্রন্থকারের এই প্রলাপ বাক্যগুলিকে কৃপাময় পাঠকবৃন্দ পাগলামি ভিন্ন আর কিছুই বলিবেন না, তাহা নিশ্চিত। কিন্তু ভাবনিধি শ্রীগৌর-ভগবানের নিকট তাঁহার পাগলসন্তানের সকল কথাই অতি আদরণীয়। পাগলভক্তের পাগলামি তিনি বড় ভালবাসেন। জীবাধম গ্রন্থকার ভক্ত নহেন, তাহা তিনি বিশেষরূপে জানেন,—ভক্তাভিমান তাঁহার নাই। তবে পাগলামি তাঁহার যথেষ্ট আছে। কৃপাময় পাঠকবৃন্দ তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছেন এবং পাইবেন।

পাগলের কথায় কেহ রাগ করে না,—ইহাই মঙ্গল। এই সাহসে আর একটু পাগলামি করিতে ইচ্ছা হইল। জীবাধম গ্রন্থকার রচিত আর একটি এই ভাবের পদ এস্থলে সন্নিবেশিত হইল।

এবার আর কপটসন্ন্যাসী লুকাইয়া কাঁদিতেছেন না,—নদীয়াবাসী ভক্তবৃন্দকে তিনি সম্বোধন করিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন,—

যথারাগ—

আয়রে ওভাই, যাই নদীয়ায়, বিষ্ণুপ্রিয়ায় পড়েছে মনে।
তারে একলা ফেলে, এসেছি নীলাচলে,
মন ছুটেছে দেখ্‌বো ব'লে, পরাণ-ধনে॥
(আমি) করঙ্গ কৌপীন ফেলি, নদীয়ায় যাব চলি,
দেখ্‌বো গিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ে,—আছে কেমনে।
(আমার) বিষ্ণুপ্রিয়ায় পড়েছে মনে॥

ও ভাই।
নদীয়ায় আবার যাব' কোন্ মুখেতে দেখা দেবো,
(আমি) তাই ভাবি মনে মনে।
(আমি) বুড়া মায়ের শুনিনি কথা, প্রিয়ার মনে দিয়েছি ব্যথা,
সেই পাপে আর অনুতাপে, পথে ঘাটে দেশবিদেশে,
(আমি) বেড়াই কেঁদে রাত্রি দিনে॥
মনের বেদন মনে ধরি দিবানিশি কেঁদে মরি,
(আমি) কইনে কথা কারু সনে।
(আমার) বিষ্ণুপ্রিয়ার চন্দ্রমুখ, জননীর শোক দুখ,
স্মরণ হ'লে অঙ্গ কাঁপে, হিয়া জ্বলে অনুতাপে,
(আমি) তাই পড়ে যাই ধরাসনে।
(আবার) আপনি উঠে মনের খেদে
আমি, হাতে ধরি জনে জনে।
(আমার) বিষ্ণুপ্রিয়ায় পড়েছে মনে॥
নিজজনে দিয়ে সাজা, প্রেমের ভিখারী সাজা
(আমার) পূর্ণ হলো প্রায়শ্চিত্ত,—বিধিবিধানে॥
(এতদিনে) বিষ্ণুপ্রিয়ায় পড়েছে মনে॥
কয় হরিদাস চরণ ধরি, (ওহে) নদের চাঁদ গৌরহরি,
(একবার) এস ফিরে নদেপুরে,
(আমি) দেখ্‌বো তোমায় প্রিয়াসনে,—শচী-অঙ্গনে।
(ভাল) এতদিনে বিষ্ণুপ্রিয়ায় পড়েছে মনে॥
শচীর অঙ্গন মাঝে, নদীয়া নাটুয়া-সাজে,
মোরা সব নদেবাসী, আড়নয়নে মুচ্‌কি হাসি,
দেখ্‌বো তোমায়, বিষ্ণুপ্রিয়ার ধর্‌তে চরণে। *
(তোমায়) সাধিতে কাঁদিতে হবে, (এসব) ভারিভুরি কোথা রবে,
নদে মাঝে লাজ পাবে, তবে প্রিয়া কথা কবে,
(তার) অভিমান দূরে যাবে,—মানভঞ্জনে।
(তোমার) বিষ্ণুপ্রিয়ায় পড়েছে মনে॥
(পূর্ব্বলীলায়) তুমি ভেঙ্গেছ রাধিকার মান,

* দেহি পদপল্লব মুদারং।

(তাতে) নাহিক তোমার অপমান,
সবাই জানে কপট তুমি, নিঠুরের শিরোমণি,
(তোমায়) নিজজননিঠুর বলে, মহা মহাজনে।
ওহে বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ!
(তোমার) দাসের দাস হরিদাসে রেখ চরণে॥

———

শ্রীনীলাচলে প্রভু চারিমাসকাল ভক্তবৃন্দকে লইয়া নিরন্তর অনান্দোৎসব করিলেন। ইহার মধ্যে রামলীলা অভিনয়ও হইল। প্রভুর হনুমানভাব,—ভক্তবৃন্দ বানর সৈন্য। প্রভু বৃক্ষশাখা লইয়া পাহাড়পর্ব্বত ভাঙ্গিতেছেন আর ক্রোধকম্পান্বিতস্বরে হুঙ্কারগর্জ্জন করিয়া বলিতেছেন, "ওরে রাবণা! তুই জগন্মাতা সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছিস্। তুই মহা পাপী! তোকে আমি সবংশে বিনাশ করিব" (১) প্রভু ক্রোধে রুদ্রাবতার হইয়াছেন। সর্ব্বলোকে তাঁহাতে হনুমানের আবেশ ভাব দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে জয় জয় ধ্বনি করিতেছেন। শ্রীনীলাচলে প্রতি বৎসর রামলীলা অভিনয় হইয়া থাকে, কিন্তু এবৎসর প্রভু যেরূপ এই অদ্ভুত লীলারঙ্গ প্রকট করিলেন, ইহা পূর্ব্বে কেহ কখন দেখে নাই। নীলাচলবাসী আবাল বৃদ্ধবনিতা প্রভুর চরণে নিপতিত হইয়া তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিল।

ইহার পর শ্রীক্ষেত্রে দীপাবলী ও রাসযাত্রা উৎসবও মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল। শ্রীনীলাচলে উত্থান দ্বাদশীর উৎসব অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে; অকাতরে দীন দরিদ্র সকলকে প্রসাদ বণ্টন হয়। নৃত্য কীর্ত্তন গীতবাদ্য প্রভৃতি আনন্দ উৎসবের মধ্যে প্রভু তাঁহার ভক্তবৃন্দকে লইয়া শ্রীনীলাচল ধামে এই চারিমাস কাল প্রেমানন্দসাগরে ডুবিয়া রহিলেন। নদীয়ার ভক্তবৃন্দ এই চারিমাস কাল এক তিলার্দ্ধেরও জন্য গৃহের চিন্তা করিতে অবসর পান নাই। তাঁহারা সকলেই গৃহস্থ, কিন্তু প্রভুর প্রেম-ফাঁদে পড়িয়া গৃহস্থ হইয়াও উদাসীনের মত হইয়াছিলেন। গৃহসংসারের কথা, স্ত্রী পুত্রের কথা, দিনান্তে তাঁহাদের এসকল চিন্তা একবারও মনে উদয় হইত না। ভক্তবৎসল প্রভু তাঁহাদিগকে পুত্রের মত স্নেহ করিতেন, তাঁহাদিগের মন বুঝিয়া কার্য্য করিতেন. তাঁহাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেন। তাঁহারা নিরন্তর প্রভুর নিকটে থাকিতেন।

পুত্র প্রায় করি সভা রাখিলেন কাছে।
নিরবধি ভক্ত সবে থাকে প্রভু পাছে॥ চৈঃ ভাঃ

রাজা প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, রায় রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুকে একদিন বলিলেন,—

"বৈষ্ণব দেখিল প্রভু তোমার কারণে"।

নদীয়ার ভক্তবৃন্দকে উদ্দেশ্য করিয়া তাঁহারা এই কথা বলিলেন। সেখানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু উপস্থিত ছিলেন। তিনি উত্তর করিলেন—

"এ সব বৈষ্ণব দেবতারো দৃশ্য নহে"।

এই কথা বলিয়াই শান্তিপুরনাথ বৈষ্ণবের মহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—

এ সব বৈষ্ণব অবতারে অবতরি।
প্রভু অবতারে ইহা সভে অগ্রে করি।
যে রূপে প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণ।
যে রূপে লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন॥
তাঁহারা যেরূপে প্রভু সঙ্গে অবতরে।
বৈষ্ণবেরে সেইরূপ প্রভু আজ্ঞা করে।
অতএব বৈষ্ণবের জন্ম মৃত্যু নাই।
সঙ্গে আইসেন সঙ্গে যায়েন তথাই॥
কর্ম্ম বন্ধ জন্ম বৈষ্ণবের কিছু নহে।
পদ্মপুরাণেতে ইহা ব্যক্ত করি কহে (১)॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের মুখে বৈষ্ণব মাহাত্ম্য কীর্ত্তন শ্রবণ

———

(১) হনুমানাবেশে প্রভু বৃক্ষ শাখা লঞা।
লঙ্কার গড়ে চড়ি ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া॥
কাঁহারে রাবণা! প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
জগন্মাতা হরে পাপী মারিমু সবংশে॥ চৈঃ চঃ

(১) যথা সৌমিত্রি ভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
তথা তেনৈব জায়ন্তে মর্ত্তলোকং যদৃচ্ছয়া॥
পুনস্তেনৈব যাস্যন্তি তদ্বিষ্ণোঃ শাশ্বতং পদং।
ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে॥ পাদ্মোত্তর খণ্ড

করিয়া প্রভু পরমানন্দ লাভ করিলেন। তিনি তাঁহার আজানুলম্বিত বাহু যুগল উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া কীর্ত্তনের স্বর ধরিলেন —

এস হে এস হে আমার বৈষ্ণব গোসাঞি।
কলি জীবে তরাইতে আর কেহ নাই॥

ভক্তবৃন্দসহ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু এই উচ্চ কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। শ্রীনীলাচলে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইল। সেই প্রেমবন্যায় সর্ব্বলোক ভাসিল।

হইল জনম কিন্তু তখন না হৈল।
দাস হরিদাস সে সুখে বঞ্চিত ভেল॥

একাদশ অধ্যায়।

নীলাচল হইতে নদীয়ার ভক্তবৃন্দের বিদায়।

প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করয়ে রোদন।
ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষণ্ণ হৈল মন॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

প্রভু আমার সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী-পুত্রকে তাঁহার পিতামাতাও নমস্কার করেন। "সোহহং" বাদীদিগের ইহাই শাস্ত্রবিধি। ধর্ম্মরক্ষক, শাস্ত্রমর্য্যাদাপালক প্রভু কিন্তু এই শাস্ত্রশাসন মানিলেন না। তিনি বৈষ্ণবসন্ন্যাসী — মায়াবাদী সন্ন্যাসী নহেন। "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকের সৃষ্টিকর্ত্তা কি সোহহংবাদীদিগের শাস্ত্র মানিয়া চলিতে পারেন? শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু সকলকেই নমস্কার করেন, সকলের নিকটেই প্রভু অতিশয় বিনীত। তাঁহার আশ্রম-ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়াও তিনি বৈষ্ণবের সম্মান করেন। তিনি, স্বয়ং ভগবান হইয়াও ভক্তভাবাপন্ন। গৃহীবৈষ্ণবকেও তিনি নমস্কার করেন। বৈষ্ণব তুলসী, গঙ্গা এবং প্রসাদে প্রভুর দৃঢ়া ভক্তি দেখিয়া ভক্তবৃন্দ আশ্চর্য্য হন। বৈষ্ণবের মহিমা, তুলসী গঙ্গার মহিমা, এবং ভক্তি ও প্রসাদমাহাত্ম্য বুঝাইবার জন্যই তিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া তাঁহার ভক্তবৃন্দকে শিক্ষা দেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

বৈষ্ণব তুলসী গঙ্গা প্রসাদের ভক্তি।
তিঁহো সে জানেন অন্যে না ধরে সে শক্তি॥
বৈষ্ণবের ভক্তি এই দেখিলা সাক্ষাৎ।
গৃহাশ্রমী বৈষ্ণবেরে করে দণ্ডপাত॥
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈলে হেন কর্ম্ম তার।
পিতা আসি পুত্রেরে করে নমস্কার॥
অতএব ন্যাস্যাশ্রম সভার বন্দিত।
সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী নমস্কার সে বিহিত॥
তথাপি আশ্রমধর্ম্ম ছাড়ি বৈষ্ণবেরে।
শিক্ষাগুরু শ্রীচৈতন্য আপনে নমস্করে॥

ইহাতে নীলাচলবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণ প্রভুকে দূষেণ। প্রভু কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করেন না।

তুলসী দেবীর প্রতি প্রভুর কিরূপ অচলা ভক্তি, তাহা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বর্ণিত নিম্নলিখিত কয়েকটি পয়ার শ্লোক পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

তুলসীর ভক্তি এবে শুন মন দিয়া।
যেরূপে কৈলেন লীলা তুলসী লইয়া॥
এক ক্ষুদ্র ভাণ্ডে দিব্য মৃত্তিকা পুরিয়া।
তুলসী দেখেন সেই ঘটে আরোপিয়া॥
প্রভু বোলে মুঞি তুলসীরে না দেখিলে।
ভাল নাহি বাসো যেন মৎস্য বিনে জলে॥
যবে চলেন সংখ্যানাম করিয়া গ্রহণ।
তুলসী লইয়া অগ্রে চলে এক জন॥
পথেও চলেন প্রভু তুলসী দেখিয়া।
বহয়ে আনন্দ ধারা সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া॥
সংখ্যা নাম লৈতে যে স্থানে প্রভু বৈসে।
তথাই থোয়েন তুলসীরে প্রভু পাশে॥

তুলসীরে দেখেন লয়েন সংখ্যা নাম।
এ ভক্তি যোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন॥
পুন সেই সংখ্যা নাম সম্পূর্ণ করিয়া।
চলেন ঈশ্বর অগ্রে তুলসী দেখিয়া॥
শিক্ষা গুরু নারায়ণ যে করায়েন শিক্ষা।
ইহা যে মানয়ে সেই জন পায় রক্ষা॥

গঙ্গা-মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গঙ্গাদেবীকে সম্বোধন করিয়া প্রভু বলিয়াছিলেন,—

প্রেম রস স্বরূপ তোমার দিব্য জল।
শিব সে তোমার তত্ত্ব জানেন সকল॥
সকৃৎ তোমার নাম করিলে শ্রবণ।
তার বিষ্ণুভক্তি হয় কি পুনঃ ভক্ষণ॥
তোমার প্রসাদে সে শ্রীকৃষ্ণ হেন নাম।
স্ফুরয়ে জীবের মুখে ইথে নাহি আন্॥
কীট পক্ষী শৃগাল কুক্কুর যদি হয়।
তথাপি তোমার যদি নিকটে বসয়॥
তথাপি তাহার যত ভাগ্যের উপমা।
অন্যত্রের কোটীশ্বর নহে তার সমা॥
পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
তোমারে সমান তুমি বই নাহি আর॥ চৈঃ ভাঃ

মহাপ্রসাদে বিশ্বাস দেখিয়া প্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বলিয়াছিলেন,—

আজি তুমি নিষ্কপটে হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ নিষ্কপটে তোমা হৈলা সদয়॥
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন।
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন॥
আজি কৃষ্ণ প্রাপ্তি যোগ্য হৈল তোমার মন।
বেদ ধর্ম্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ॥ চৈঃ চঃ

প্রভু স্বয়ং আচরিয়া কলিহত জীবকে বৈষ্ণবধর্ম্মাচরণ সকলি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। শত শত ধর্ম্মশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট উপদেশের অপেক্ষা স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর শ্রীমুখ নিঃসৃত উপদেশবাণী আমরা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানি। কবিরাজ গোস্বামীও লিখিয়াছেন,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বাণী অমৃতের ধার।
তিহোঁ যে কহয়ে বস্তু সেই বস্তু সার॥

আশ্বিন মাসের শেষে নদীয়ার ভক্তবৃন্দ নবদ্বীপে ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের ইচ্ছা নয় যে প্রভুকে নীলাচলে রাখিয়া নবদ্বীপে যান, কিন্তু প্রভুর আদেশ হইল "তোমরা সকলে এক্ষণে নবদ্বীপে ফিরিয়া যাও। প্রতি বৎসর রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচলে আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইবে"। প্রভু যে এই আদেশ দিলেন, ইহা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সহিত পরামর্শ করিয়া দিলেন। একদিন দুই ভাই নিভৃতে বসিয়া কি যুক্তি পরামর্শ করিলেন, তাহা অন্যে কেহ জানিতে পারিল না। তাহারই ফলে প্রভুর এই আদেশ হইল। (১) ভক্তবৎসল প্রভু তাঁহার নদীয়ার ভক্তবৃন্দকে গৃহে যাইতে আদেশ দিলেন বটে, কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের মনে সুখ হইল না। তিনি দেখিলেন ভক্তবৃন্দ সকলেই গৃহী। চারি মাস কাল সকলে ঘর সংসার পুত্র কলত্র ছাড়িয়া তাঁহার সঙ্গে নীলাচলে আনন্দোৎসবে মত্ত আছেন। এক্ষণে তাঁহাদিগকে স্বদেশে পাঠান উচিত। তাঁহাদিগের অভাবে পুত্র পরিবার কষ্ট পাইতেছে, গৃহ সংসার নষ্ট হইতেছে। সে জ্ঞান ভক্তবৃন্দের নাই; কারণ তাঁহারা প্রভুসঙ্গসুখে উন্মত্ত আছেন। ভক্তবৎসল প্রভু কিন্তু তাঁহার ভক্তবৃন্দের সর্ব্ববিধ সুখানুসন্ধান রাখেন। এই গুণেই তাঁহারা প্রভুর চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন।

নদীয়ার সর্ব্বভক্তগণ প্রভুর বাসায় একত্রিত হইয়াছেন। পূর্ব্বদিন বিজয়া দশমী গিয়াছে। সেদিন একা-

---

(১) একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ লঞা।
দুই ভাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বসিয়া॥
কিবা যুক্তি কৈল দোঁহে কেহ নাহি জানে।
ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত বোলাইল।
গৌড় দেশে যাহ সবে বিদায় করিল॥
সবারে কহিল প্রভু প্রত্যব্দ আসিয়া।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যাবে আমারে মিলিয়া॥ চৈঃ চঃ

দশী। প্রভুর বাসায় হরিবাসরের কীর্ত্তনানন্দে সমস্ত রাত্রি সকলে জাগিলেন। নৃত্য কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইয়া সর্ব্ব ভক্তবৃন্দ লইয়া প্রভু সেদিন হরিবাসর করিলেন। পর দিন প্রভুর বাসায় দ্বাদশীর পারণ করিয়া ভক্তগণ বিদায় গ্রহণ করিবেন। সেদিন প্রভুর বাসায় মহা মহোৎসব হইল। রাজা প্রতাপরুদ্র সংবাদ পাইলেন, নদীয়ার ভক্তবৃন্দ দেশে যাইতেছেন। তিনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের দ্বারা রাশি রাশি উত্তম উত্তম প্রসাদান্ন প্রভুর বাসায় তাঁহার ভক্তবৃন্দের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। প্রভু সেদিন সকলকে স্বয়ং পরিবেশন করিলেন। আকণ্ঠ পুরিয়া ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ ভোজন করাইলেন। আহারান্তে সকলকে লইয়া প্রভু আঙ্গিনায় বসিলেন। নদীয়ার সর্ব্ব ভক্তগণ প্রভুকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। সকলেরই আঁখি ছল ছল, বিষন্ন বদন, কাহারও ইচ্ছা নয় যে প্রভুকে ছাড়িয়া দেশে যান। তাঁহারা সকলেই গৃহী। প্রভুর আজ্ঞা গৃহস্থ গৃহসংসার ত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গে থাকিতে পারিবেন না। গৃহী বৈষ্ণব গৃহে বসিয়া ভজন করিবেন। ইহাই প্রভুর উপদেশ। কাজেই প্রভুকে কেহ কিছু বলিতে পারিতেছেন না। প্রভুর সম্মুখে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য,—তাঁহার পার্শ্বেই শ্রীনিতানন্দ প্রভু, তাহার পরেই শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ বসিয়াছেন। প্রভু প্রথমেই সম্মান সহকারে শান্তিপুরনাথকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "আচার্য্য! তুমি জগদ্‌গুরু। কৃপা করিয়া আচণ্ডালে কৃষ্ণভক্তি দান করিবে। তুমি কৃষ্ণভক্তির ভাণ্ডারী। মূর্খ, নীচ দরিদ্র, স্ত্রীলোক, চণ্ডাল যাহাকে দেখিবে তাঁহাকেই কৃষ্ণনাম দিবে, এই কার্য্যটি করিলেই আমি তোমার নিকট চিরদিন ঋণে আবদ্ধ থাকিব"। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু কান্দিতে কান্দিতে প্রভুর চরণে পড়িলেন। প্রভুর আদেশ তিনি মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। প্রেমাবেগে তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না। করুণাময় প্রভু তাহার পর অবধূত শ্রীনিতাইচাঁদের শ্রীবদনের প্রতি করুণনয়নে চাহিয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ! তুমিও ইহাঁদিগের সঙ্গে গৌড়দেশে যাও। তুমি প্রেমদাতা! অনর্গল প্রেমভক্তি প্রকাশ করিয়া কলির জীবোদ্ধার কর, তোমার নিকটে এই আমার প্রার্থনা" (১)। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এই আদেশ শুনিয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। পরে অশ্রুপূর্ণলোচনে প্রভুকে কহিলেন, "প্রভুহে! আমি ত গৃহী নহি, আমি অবধূত সন্ন্যাসী। আমার গৃহ সংসার নাই, তুমিই আমার সব। তোমাকে ছাড়িয়া আমি কোথাও যাইতে পারিব না। এ আদেশ আমাকে করিও না। নদীয়ার গৃহী ভক্তবৃন্দকে বিদায় দিতে বসিয়া আমাকে লইয়া তুমি টান পাড়াপাড়ি করিতেছ কেন? ইহার মর্ম্ম কিছু বুঝিলাম না। কৃপা করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দাও; আমাকে নদীয়ায় পাঠান, আর আমাকে বধ করা একই কথা"। এই বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া উঠিলেন। প্রভু ইহার উপর আর কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। শ্রীনিতাইচাঁদের করুণ রোদনে সর্ব্বভক্তগণ ব্যাকুলিত হইলেন। প্রভু তখন মৃদু মধুরস্বরে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ! তুমি তবে আরও কিছুদিন এখানে থাক। কিন্তু তোমায় গৌড়দেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে। তোমাকে গৌড়দেশে পাঠাইবার বিশেষ কারণ আছে। সে কথা পরে তোমাকে বলিব"। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর মনে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল। প্রভু কি উদ্দেশে তাঁহাকে বর্জ্জন করিবেন, এই ভাবিয়া তিনি আকুল হইলেন। প্রভু তাঁহার প্রতি আর না চাহিয়া শ্রীবাসপণ্ডিতের নিকট যাইয়া তাঁহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিয়া তাঁহার গলদেশ ধারণপূর্ব্বক প্রেমাশ্রুপূর্ণলোচনে মৃদু ও করুণ বচনে গোপনে কহিলেন—

তোমার ঘরে কীর্ত্তনে আমি নিত্য নাচিব।
তুমি দেখা পাবে আর কেহ না দেখিবে॥ চৈঃ চঃ

(১) আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিল করিয়া সম্মান।
আচণ্ডালাদি করিহ কৃষ্ণ ভক্তি দান॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাহ গৌড়দেশে।
অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে॥ চৈঃ চঃ

এই কথা বলিতে বলিতে প্রভুর মনে নবদ্বীপ স্ফূর্ত্তি হইল। নদীয়ার অতুল সম্পত্তির কথা মনে পড়িল। তাঁহার সংসার সুখের সকল কথাই একে একে মনে পড়িল। দুঃখিনী জননী, অনাথিনী ঘরণী, অর্দ্ধমৃত আত্মীয়স্বজন, শূন্য শ্রীবাসঅঙ্গণ, নিরানন্দ গঙ্গাতট, একে একে সকলি প্রভুর স্মৃতিপটে উদিত হইল। তিনি প্রেমভরে কান্দিয়া আকুল হইয়া শ্রীবাসপণ্ডিতকে দুঃখিনী জননীর কথা তুলিয়া কহিলেন, "পণ্ডিত! আমি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া বড়ই কুকর্ম্ম করিয়াছি। বৃদ্ধা জননীর সেবা ছাড়িয়া আমার কি ধর্ম্ম হইবে? তাঁহাকে কষ্ট দিয়া আমার কি সুখ হইবে? আমি সর্ব্বধর্ম্ম নাশ করিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়াছি! আমি পাগলের মত কার্য্য করিয়াছি। আমার বুদ্ধি নাশ হইয়াছিল, তাই এই অপকর্ম্ম করিয়াছি! পণ্ডিত! আমার জননী আমার বিরহে না জানি কত দুঃখই পাইয়াছেন। তিনি যে এই নিদারুণ দুঃখ সহ্য করিয়া বাঁচিয়া আছেন, ইহা কেবল শ্রীকৃষ্ণের কৃপা মাত্র। কুপুত্র অবশ্যই হইতে পারে, কিন্তু কুমাতা কখনই হন না। পাগল কুপুত্রের অপরাধ পিতামাতা কখনই লয়েন না। আমি জননীর কুপুত্র, পাগল সন্তান। তিনি কি আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন না? (১) পণ্ডিত! আমার দিব্য, তুমি নবদ্বীপে যাইয়া এসকল কথা আমার দুঃখিনী জননীকে বলিও এবং তাঁহার চরণে আমার কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম জানাইয়া আমার শত অপরাধ ক্ষমা করাইও। পণ্ডিত! তুমি আমার পরম হিতকারী বন্ধু! কৃপা করিয়া আমার এই উপকারটি করিও।" এই কথা বলিতে বলিতে মাতৃভক্ত প্রভুর কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি দুই হস্তে শ্রীবাসপণ্ডিতের গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া বালকের মত উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীবাসপণ্ডিত স্থবীরের ন্যায় জড়বৎ বসিয়া রহিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয়ে দরদরিত প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রভুর নয়নজলে তাঁহার নয়নজল মিলিত হইয়া সেখানে প্রেমনদী প্রবাহিত হইল। ভক্তবৃন্দ স্ত্রীলোকের মত ব্যাকুল হইয়া সকলেই ফুপিয়া ফুপিয়া কান্দিতে লাগিলেন। সকলেরই বদনে বস্ত্র। কেহই আর প্রভুর প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিতেছেন না। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-চন্দ্রের আজ নবদ্বীপের কথা মনে পড়িয়াছে,—দুখিনী জননীর কথা মনে পড়িয়াছে,—অনাথিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা মনে পড়িয়াছে। এতদিন প্রভুর শ্রীমুখে কৃষ্ণকথা ভিন্ন অন্য কথা কেহ শুনিতে পান নাই। এই চারিমাসকাল প্রভু কৃষ্ণকথারসরঙ্গে মগ্ন ছিলেন। অন্য কথা তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। আজ তাঁহার এই বিপরীতভাব দেখিয়া ভক্তবৃন্দের কোমল হৃদয় মথিত হইল। আজি তাঁহারা সুস্পষ্ট বুঝিলেন প্রভু প্রকৃতই কপট সন্ন্যাসী।

কিছুক্ষণ সকলে নীরব রহিলেন। প্রভুও কিছু শান্ত হইলেন। তিনি অধোবদনে বসিয়া কি ভাবিলেন। পরে প্রেমাবেগে শ্রীবাসপণ্ডিতের গলা ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে পুনরায় বলিলেন—

> নীলাচলে আছি মুঞি তাঁহার আজ্ঞাতে।
> মধ্যে মধ্যে আসিমু তাঁর চরণ দেখিতে।
> নিত্য যাই দেখি মুঞি তাঁহার চরণে।
> স্ফূর্ত্তিজ্ঞানে তিঁহো তাহা সত্য নাহি মানে।

এই বলিয়া প্রভু প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া ঢলিয়া পড়িলেন। তাঁহার মন আজ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছে। অতি গোপনীয় কথাও আজ তিনি মনে রাখিতে পারিতেছেন না। ভক্তের নিকট ভগবানের লুকাইবার কিছুই নাই। তিনি অকপটে শ্রীবাস পণ্ডিতকে আজ তাঁহার মনের কথা বলিতেছেন। লুকাইবার কথা বটে, কিন্তু প্রভু আজ আর কিছুই গোপন রাখিলেন না। সর্ব্বসমক্ষে

(১) তাঁর সেবা ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
ধর্ম্ম নহে কৈল আমি নিজ ধর্ম্ম নাশ॥
তাঁর প্রেমবশ আমি, তাঁর সেবা ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কর্ম্ম।
বাতুল বালকের মাতা নাহি লয় দোষ।
এত জানি মাতা মোরে মানিবে সন্তোষ॥
কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজধন।
যে কালে সন্ন্যাস কৈল ছন্ন হৈল মন॥ চৈঃ চঃ

মাতৃভক্ত প্রভু শচীমাতার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া আত্ম-প্রকাশ করিলেন। সকলেই আজ প্রভুর শ্রীমুখেই তাঁহার ভগবত্তার অপূর্ব্ব কথা শুনিলেন। প্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে কহিলেন "পণ্ডিত! শুন একদিনের কথা বলি। এই গত বিজয়া দশমী দিনে দুঃখিনী জননী আমার নবদ্বীপে বসিয়া কি করিলেন শুন। তাঁহার মনতুষ্টির জন্য আমিও কি করিলাম, তাহাও বলিতেছি শুন। এ সকল বড় গুহ্য কথা। তোমরা আমার একান্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত, আমার লুকাইবার কিছুই নাই। তাই বলিতেছি, নবদ্বীপে যাইয়া আমার পরম পূজনীয় জননীকে এসকল কথা বলিয়া তাঁহার প্রতীতি জন্মাইও (১) তিনি আমার মায়ায় আবদ্ধ, পুত্রস্নেহে তিনি একান্ত বিহ্বল। এসকল কথা তাঁহার বিশ্বাস হইবে কি না সন্দেহ।" এই বলিয়া প্রভু মধুর বচনে বলিতে লাগিলেন,—

> একদিন শাল্যন্ন ব্যঞ্জন পাঁচ সাত।
> শাক, মোচাঘণ্ট, ভৃষ্ট পটোল, নিম্বপাত ॥
> লেম্বু, আদাখণ্ড, দধি, দুগ্ধ, খণ্ডসার।
> শাল গ্রামে সমর্পিলেন বহু উপহার ॥
> প্রসাদ লইয়া কোলে করেন ক্রন্দন।
> নিমাইয়ের প্রিয় মোর এসব ব্যঞ্জন ॥
> নিমাই নাহিক ঘরে কে করে ভোজন।
> মোর ধ্যানে অশ্রুজলে ভরিল নয়ন ॥
> শীঘ্র যাই মুঞি সব করিনু ভোজন।
> শূন্য পাত দেখি অশ্রু করিয়া মার্জ্জন ॥
> কে অন্ন ব্যঞ্জন খাইল শূন্য কেন পাত।
> বাল গোপাল কিবা খাইল সব ভাত॥
> কিবা মোর মনঃ কথায় ভ্রম হৈয়া গেল।
> কিবা কোন জন্তু আসি সকল খাইল ॥
> কিবা আমি ভ্রমে অন্ন পাতে না বাড়িল।
> এত চিন্তি পাক পাত্র যাইয়া দেখিল ॥
> অন্ন ব্যঞ্জন পূর্ণ দেখি সকল ভাজন।
> দেখিয়া সংশয় কিছু চমৎকার মন ॥
> ঈশান দ্বারায় পুনঃ স্থান লেপাইল।
> পুনরপি গোপালেরে অন্ন সমর্পিল ॥
> এই মত যবে করেন উত্তম রন্ধন।
> মোরে খাওয়াইতে করেন উৎকণ্ঠা ক্রন্দন ॥
> তাঁর প্রেমে আমি আমায় করায় ভোজনে।
> অন্তরে মানয়ে সুখ বাহ্যে নাহি মানে ॥ চৈঃ চঃ

এই কথা বলিতে বলিতে প্রেমাবেগে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, আর তিনি কথা কহিতে পারিলেন না। শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার বক্ষের ধন প্রাণগৌরাঙ্গকে বক্ষে করিয়া তিনি প্রাণ জুড়াইলেন। নয়নজলে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ বিধৌত করাইলেন। শ্রীবাস-পণ্ডিতের মনে আজ শচীমাতার ভাব আসিল। তিনি পরম স্নেহভরে প্রভুর শ্রীঅঙ্গে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন এবং অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন।

এক্ষণে প্রভুর এই অপূর্ব্ব কথাগুলির একটু বিচার করিব। প্রভু যে স্বয়ং ভগবান, অনুরাগী ভক্তের অনু-রাগের ডাকে তিনি যে স্থির থাকিতে পারেন না, তাহা তিনি নিজ শ্রীমুখে স্বীকার করিলেন। শচীমাতা পরম অনুরাগভরে শুদ্ধ বাৎসল্যভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ ভজন করেন। তাঁহারও গৃহে শ্রীনারায়ণদেব আছেন, বাল গোপাল মূর্ত্তি আছেন। তাঁহাদিগের পূজা ভোগ সকলি হয়। শচীমাতা বিজয়াদশমীর দিন উত্তম উত্তম অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া গৃহদেবতার ভোগ দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সন্ন্যাসীপুত্র নিমাইকে মনে পড়িল। নিমাই যাহা ভাল-বাসেন তিনি সেই সেই দ্রব্যে ঠাকুরের ভোগ দিয়াছেন। ঠাকুরের ভোগ উপলক্ষ্য মাত্র। নিমাইর প্রীতির জন্যই তাঁহার মন উৎকণ্ঠিত। "আহা! নিমাই আমার এই সকল শাক,ব্যঞ্জন, প্রভৃতি ভালবাসিত,—যদি নিমাই আমার আজ এখানে থাকিত, তাহা হইলে নিমাইকে এই সকল দ্রব্য খাওয়াইয়া আমার মনে কত সুখ হইত" ইহাই শচীমাতার ধ্যান। ইহাকেই বলে অনুরাগ ভজন। ভাল দ্রব্য

---

(১) এই বিজয়া দশমীতে হৈল এই রীতি।
তাঁহাকে পুছিয়া তাঁর করাইহ প্রীতি ॥ চৈঃ চঃ

দেবতাকে ভোগ দিয়া অবশ্য সুখ হয়। প্রাকৃতচক্ষে তিনি খান না, ইহা দেখিয়া দুঃখ হয়। যদি তিনি খান, আর যদি তাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা সুখ আর নাই। নিমাইকে শচীমাতা তাঁহার ইষ্টদেব অপেক্ষাও ভালবাসেন; কিন্তু নিমাই যে তাহার ইষ্টদেব, সর্ব্বদেবতার পূজ্য স্বয়ং ভগবান, তাহা শচীমাতার মনেই হয় না। কারণ তাঁহার ভজন ঐশ্বর্য্যগন্ধহীন। নিমাইকে ভগবান বলিলে তাঁহার মনে মনে রাগ হয়। তিনি মনে করেন ইহাতে তাঁহার পুত্রের অকল্যাণ হইবে।

শ্রীগৌরভগবান স্পষ্টই বলিলেন তাঁহার দুঃখিনী জননী যখন ঠাকুরের ভোগ লাগাইয়া প্রসাদ ক্রোড়ে করিয়া পুত্রের ধ্যানে বসিলেন, মাতৃভক্ত পুত্র নীলাচলে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি নবদ্বীপে আসিলেন,—জননীর মনস্তুষ্টির জন্য প্রসাদ ভোজন করিলেন, কিন্তু সাক্ষাৎ দেখা দিলেন না। সূক্ষ্ম দেহে এসকল কার্য্য করিলেন, কিন্তু অনুরাগ ভজনকারী ভক্তবৃন্দ শ্রীভগবানের এইরূপ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ কৃপালাভে সন্তুষ্ট হন না। তাঁহারা বলেন "শ্রীভগবান আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত কথা কহিবেন। তাঁহাদিগের মুখে অনুরাগপূর্ণ কথা শুনিবেন, তাঁহাদিগের প্রদত্ত ভক্তি-উপহার স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের পরম যত্নে সংগৃহীত ভক্ষ্য দ্রব্যাদি সম্মুখে বসিয়া ভোজন করিবেন, আর মধুর বচনে কহিবেন "উত্তম হইয়াছে, আরও দাও"। ইহাই শ্রীভগবানের প্রেমানুরাগী ভক্তের ভজন-প্রণালী। অনুরাগের ডাকে শ্রীভগবানকে আসিতেই হয়। শচীমাতা পরম অনুরাগে ডাকিলেন, শ্রীগৌরভগবানকে যাইতেই হইল, পরম প্রেমানুরাগভরে তিনি কান্দিতে কান্দিতে মনে করিলেন—

"নিমাইর প্রিয় মোর এসব ব্যঞ্জন।
নিমাই নাহিক ঘরে কে করে ভোজন।

অমনি ভক্তবৎসল প্রভুকে ভোজন করিতে আসিতে হইল। শ্রীভগবানে এইরূপ পরমা প্রীতির নাম অনুরাগ ভজন। প্রভু বলিলেন—

"তাঁর প্রেমে আমি আমায় করায় ভোজনে"।

শচীমাতা বাৎসল্যস্নেহে আবদ্ধ হইয়া ভক্তবৎসল প্রভুকে নীলাচল হইতে নবদ্বীপে আসিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য ভোজন করিতে হইত। প্রভু মাতৃভক্ত শিরোমণি, তাঁহার প্রতি শচীমাতার বাৎসল্যভাব অতুলনীয়। প্রভু যদিও মাতৃআজ্ঞায় নীলাচলে থাকেন, কিন্তু তাঁহার জননীকে দেখা দিতে নিত্য নবদ্বীপে যান, একথা তিনি স্বমুখে বলিলেন।

"নিত্য যাই দেখি মুঞি তাঁহার চরণে"।

এই যে প্রভুর নীলাচল হইতে নিত্য নবদ্বীপে যাওয়া,—ইহা লোকচক্ষে অলৌকিক বোধ হইলেও অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। শ্রীভগবান সর্ব্বত্র সকল সময়েই অবস্থিত। ভক্তের ডাকে তিনি স্থির থাকিতে পারেন না। ভক্তবৃন্দ যেখানে শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন করেন, সেখানে তিনি উপস্থিত হন (১)। শচীমাতার অনুরাগের ডাকে প্রভু নবদ্বীপে যাইবেন, ইহা অসম্ভব কিছু নহে। শচীমাতা শ্রীভগবানের বৈষ্ণবী মায়ার অভিভূত হইয়া কিছুই বুঝিতে পারেন না। তিনি মনশ্চক্ষে সকলি দেখিতে পান, ধ্যানস্থ হইলেই প্রিয়তম পুত্রকে সর্ব্বদাই সম্মুখে দেখিতে পান; মনে বাসনা করিলেই সে বাসনা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হয়; ইহা তিনি বুঝিতে পারেন। কিন্তু বাহ্য দৃষ্টিতে অন্যরূপ ভাব বোধ হয়। ইহাতে শচীমাতার মন বুঝে না। ইহাই শ্রীভগবানের লীলারহস্য। অন্তরে শচীমাতার সুখ আছে, কারণ তাঁহার প্রিয়তম পুত্রকে সর্ব্বদাই অন্তরে দেখিতে পান, কিন্তু বহির্দৃষ্টিতে দেখিতে পান না, ইহাই তাঁহার দুঃখের কারণ। তাই প্রভু বলিলেন "

"অন্তরে মানয়ে সুখ বাহ্যে নাহি মানে"।

এ সকল ভজন-কথা নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ। শ্রীভগবানের লীলাকথায় অকপট বিশ্বাস না থাকিলে ইহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য।

---

(১) নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে নচ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ॥
নারদীয় পুরাণ।

প্রভু শ্রীবাসপণ্ডিতের ক্রোড়ে বিহ্বল হইয়া পড়িয়া আছেন। গোবিন্দ প্রভুর ইঙ্গিতে রাজা প্রতাপরুদ্রপ্রদত্ত পট্টবস্ত্র খানি হস্তে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। নানাবিধ জগন্নাথদেবের প্রসাদ প্রভু আনাইয়াছেন। জননীকে নবদ্বীপে পাঠাইবেন। কিছুক্ষণ পরে প্রভু আত্মসম্বরণ করিয়া শ্রীবাসপণ্ডিতের হস্ত ধারণ করিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন—

এই বস্ত্র মাতাকে দিহ এসব প্রসাদ।
দণ্ডবৎ করি আমার ক্ষমাইহ অপরাধ॥

এই কথা কয়টী বলিতে বলিতে প্রেমাবেগে প্রভুর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। প্রেমাবেগে তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না।

এখানে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর একজন অনুরাগী ভক্ত। তিনি প্রভুকে যে বহুমূল্য সাড়ী দিয়াছেন, তাহা প্রভুর জন্ত নহে। রাজা জানেন প্রভুর পরমাসুন্দরী নবীনা ঘরণী গৃহে আছেন। তাঁহার সেবা বহু ভাগ্যে লাভ হয়। শ্রীগৌরাঙ্গভজনে তাঁহার বক্ষ বিলাসিনীকে বাদ দিলে ভজন পরিপূর্ণ হয় না। যুগল ভজন পরিপূর্ণ ভজন। এই যে সুবর্ণসূত্র গ্রন্থিত বহুমূল্য পট্টবস্ত্র খানি রাজা প্রভুকে সেদিন জন্মাষ্টমী উপলক্ষে দিলেন, ইহার কারণ, নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দ আসিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে প্রভু অবশ্যই, এই বস্ত্রখানি নবদ্বীপে পাঠাইবেন। ইহা নবদ্বীপে যাইলে গৌরবক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর শ্রীঅঙ্গে উঠিবে, ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়ার শোভা-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইবে; শচীমাতা ইহা দেখিয়া মনে সুখ পাইবেন। রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর অনুরাগী ভক্ত, ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীগৌরভগবান ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন।

আর একটী কথা,—শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মনেও ইহাতে সুখ হইবে; কারণ তিনি প্রভুর বিরহ-জ্বালায় জর্জ্জরিত, তাহার প্রাণবল্লভ তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন, এই বহু মূল্য বস্ত্র তিনি তাঁহার জন্য পাঠাইয়াছেন, ইহা মনে করিয়া বিরহবিধুরা প্রিয়াজির প্রাণে আনন্দ হইবে। তিনি এবস্ত্র পরিধান করুন, আর নাই করুন, প্রভুদত্ত উপহার তাঁহার পক্ষে পরম অমূল্যধন। রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর কৃপালাভ করিয়াছেন, এক্ষণে গৌরবক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর শ্রীচরণ-কৃপালাভে ব্যগ্র হইয়া মনে মনে অনেক চিন্তা করিয়া প্রভুকে এই বহুমূল্য বস্ত্রখানি দিয়াছেন। প্রতি বৎসরই জন্মাষ্টমী উৎসবে তিনি প্রভুকে এই উদ্দেশে একখানি করিয়া বহুমূল্য পট্টসাড়ী দিতেন এবং সেই সাড়ী প্রভু শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া দেবীর জন্ত জননীর নাম করিয়া নবদ্বীপে পাঠাইতেন। রাজা প্রতাপরুদ্র নদীয়াযুগলভজনানন্দী, এইরূপে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া, যুগলভজনে তাঁহার মন নিবিষ্ট হইল। ইহা প্রভুর কৃপাতেই হইল। রাজা প্রতাপ-রুদ্রের মত ভক্তিমান্ রাজার শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব বুঝিতে আর বাকি রহিল না। তিনি তাঁহার মানসমন্দিরে নদীয়াযুগল শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণু-প্রিয়া মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের বামে শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে বসাইয়া যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের যুগল ভজন করেন, তাঁহা-দিগের বড় সৌভাগ্য। এ সৌভাগ্য কোটির মধ্যে এক জনের ঘটে। শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর ভজন তাঁহার বিশিষ্ট কৃপাপাত্র মহাজনগণ প্রবর্ত্তন করেন। ঠাকুর নরোত্তম দাস প্রিয়াসহ শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর যুগলবিগ্রহ খেতারিতে প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। এই উপলক্ষে যে মহামহোৎসব হয় তাহাতে শ্রীশ্রীজাহ্নবা গোস্বামিনী, শ্রীশ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু, এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান আচার্য্যবর্গ সকলেই যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াযুগল ভজন গৃহী বৈষ্ণবের পক্ষে সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারা-য়ণের ন্যায় গৃহে গৃহে সর্ব্ব গৃহী বৈষ্ণবের বাস-মন্দিরে নদীয়াযুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইলে সর্ব্ব অমঙ্গল দূর হইবে, গৃহে চিরশান্তিরূপা লক্ষ্মীদেবী বিরাজ করিবেন।

কৃপাময় পাঠকবৃন্দ! এক্ষণে একবার প্রভুর নিকটে আসুন। তিনি এক্ষণে কথঞ্চিৎ সুস্থির হইয়াছেন। শ্রীবাসপণ্ডিতকে অবস্থায় রাখিয়া তিনি রাঘব পণ্ডিতের

প্রতি করুণ নয়নে চাহিয়া কহিলেন 'রাঘব! তোমার নিষ্ঠা, ভক্তি ও শুদ্ধপ্রেমে আমি চিরদিন আবদ্ধ আছি।" রাঘব পণ্ডিত অধোবদনে ঝুরিতেছেন। আত্ম-প্রসংশা তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি মর্ম্মে মরিয়া রহিয়াছেন। প্রভুকে ছাড়িয়া গৃহে যাইতে হইবে, ইহা অপেক্ষা তাঁহার মরণ মঙ্গল, তিনি ইহাই ভাবিতেছেন। প্রভু যে তাঁহার প্রসংশা করিলেন তাহা শুনিবার তাঁহারঅবসর নাই, ভক্ত-বৎসল প্রভু আমার শতমুখে ভক্তমহিমা কীর্ত্তন করেন। তিনি রাঘব পণ্ডিতের মনোভাব বুঝিলেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দের প্রতি করুণ নয়নে চাহিয়া তাঁহার কৃষ্ণভক্তির বিস্তৃত বিবরণ কহিতে লাগিলেন—

ইহার কৃষ্ণসেবার কথা শুন সর্ব্বজন।
পরম পবিত্র সেবা অতি সর্ব্বোত্তম॥
আর দ্রব্য রহু শুন নারিকেলের কথা।
পাঁচ গণ্ডা করি নারিকেল বিকায় যথাতথা॥
বাটিতে কত শত বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ ফল।
তথাপি শুনেন যথা মিষ্ট নারিকেল॥
এক এক ফলের মূল্য দিয়া আনে চারি চারি জন।
দশ ক্রোশ হৈতে আনায় করিয়া যতন॥
প্রতিদিন পাঁচ সাত ফল তোলাইয়া।
সুশীতল করিতে রাখে জলে ডুবাইয়া॥
ভোগের সময় পুনঃ ছুলি শঙ্খ করি।
কৃষ্ণে সমর্পণ করে মুখে ছিদ্র করি॥
কৃষ্ণ সেই নারিকেল জল পান করি।
কভু শূন্য ফল রাখেন কভু জল ভরি॥
জল শূন্য ফল দেখি পণ্ডিত হরষিত।
ফল ভাঙ্গি শস্য কৈল সৎপাত্রে পূরিত॥
শস্য সমর্পিয়া করে বাহিরে ধেয়ান।
শস্য খাঞা কৃষ্ণ করে শূন্য ভাজন॥
কভু শস্য খাঞা পূর্ণ পাত্র ভরে শাসে।
শ্রদ্ধা বাড়ে পণ্ডিতের প্রেমসিন্ধু ভাসে॥
একদিন দশ ফল সংস্কার করিয়া।
ভোগ লাগাইতে সেবক আইল লইয়া॥
অবসর নাহি হয় বিলম্ব হইল।
ফল পাত্র হাতে সেবক দ্বারে রহিল॥
দ্বারের উপর ভিতে তিঁহো হাত দিল।
সেই হাতে ফল ছুঁইল পণ্ডিত দেখিল॥
পণ্ডিত কহে দ্বারে লোক করে যাতায়াতে।
তার পদধূলি উড়ি লাগে উপর ভিতে॥
সেই ভিতে হাত দিয়া ফল পরশিলা।
কৃষ্ণ যোগ্য নহে ফল অপবিত্র হৈলা॥
এত বলি ফল ফেলে প্রাচীর লঙ্ঘিয়া।
ঐছে পবিত্র প্রেমসেবা জগৎ জিনিয়া॥
তবে পবিত্র নারিকেল সংস্কার করাইল।
পরম পবিত্র করি ভোগ লাগাইল॥
এই মত কলা আম্র নারিকেল কাঁঠাল।
যাঁহা যাঁহা দূর গ্রামে শুনে, আছে ভাল॥
বহু মূল্য দিয়া আনি করিয়া যতন।
পবিত্র সংস্কার করি করে নিবেদন॥
এই মত ব্যঞ্জনের শাক মূল ফল।
এই মত চিঁড়া হুড়ুম সন্দেশ সকল॥
এই মত পিঠা পানা ক্ষীর ওদন।
পরম পবিত্র আর করে সর্ব্বোত্তম॥
কাশন্দি আচার আদি অনেক প্রকার।
গন্ধ বস্ত্র অলঙ্কার সব দিব্য সার॥
এই মত প্রেমসেবা করে অনুপম।
যাহা দেখি সর্ব্ব লোকের জুড়ায় নয়ন॥ চৈঃ চঃ

এই কথা বলিয়া ভক্তবৎসল প্রভু রাঘব পণ্ডিতকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিলেন। রাঘব লজ্জায় মরমে মরিয়া গেলেন এবং কান্দিয়া আকুল হইলেন। এই রাঘব পণ্ডিত প্রভুর একজন অনুরাগী ভক্ত। প্রতিবৎসর "রাঘবের ঝালি" নীলাচলে আসিত। তাঁহার ভক্তিমতী বিধবা ভগিনী দময়ন্তী প্রভুর জন্য নানাবিধ খাদ্য বস্তু প্রস্তুত করিয়া নীলাচলে পাঠাইতেন। তাহার বিবরণ পরে বলিব। রাঘব পণ্ডিতের নিবাস ছিল শ্রীপাট পানীহাটিতে। এই মহাপুরুষের গৃহে পানিহাটিতে

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অভিষেক হয়। রাঘব পণ্ডিতের শ্রীনিত্যানন্দ-প্রীতি অতুলনীয়। ইঁহার বাটির জম্বীর বৃক্ষে কদম্ব পুষ্প ফুটিয়াছিল। সেই কদম্ব পুষ্প দ্বারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে তাঁহার অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হয়। রাঘব পণ্ডিতের ভক্তিমতী ভগিনী দময়ন্তীদেবী প্রত্যহ গৌর নিত্যানন্দের ভোগ রন্ধন করিতেন। তিনি রন্ধনে অতিশয় সুনিপুনা ছিলেন।

> রাঘবের গৃহে রান্ধে রাধা ঠাকুরাণী।
> দুর্ব্বাসার ঠাঁই তিহোঁ পাইয়াছেন বরে।
> অমৃত হৈতে তাঁর পাক অধিক মধুরে॥ চৈঃ চঃ

রাঘবকে ছাড়িয়া প্রভু শিবানন্দ সেনের প্রতি চাহিলেন। শিবানন্দ সেনের বাস কাঞ্চনপাড়া। তিনি প্রভুর একান্ত অনুরক্ত ভক্ত। শ্রীগৌরাঙ্গচরণ ভিন্ন তিনি অন্য কিছুই জানেন না। তিনি গৃহস্থ হইয়াও উদাসীন। বিষয় তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি অনাসক্ত হইয়া সংসার করেন। ইঁহারই পুত্র শ্রীপাদ কবিকর্ণপুর গোস্বামী। তিনি প্রভুর পদাঙ্গুষ্ঠ লেহন করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। এই কৃপাসিদ্ধ মহাকবি শ্রীচৈতন্য-চরিত মহাকাব্য এবং শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতি শ্রীগ্রন্থ লিখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গলীলা বর্ণনা করিয়াছিলেন। এসকল লীলাকথা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

করুণাময় প্রভু শিবানন্দ সেনের প্রতি চাহিয়া কহিলেন "শিবানন্দ! শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তুমি দশজনকে প্রতিপালন করিতে সক্ষম। তুমি আমার একান্ত অনুগত নিজ জন। তুমি প্রতিবৎসর আমার এই নদীয়ার ভক্তবৃন্দকে সঙ্গে করিয়া নীলাচলে লইয়া আসিবে, এবং পথে তাঁহাদের যাহাতে কোন কষ্ট না হয়, তাহা দেখিবে (১)।" শিবানন্দ সেন প্রভুর চরণে মস্তক নত করিয়া তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন। সেখানে মুকুন্দের অগ্রজ বাসুদেব দত্ত বসিয়াছিলেন। তিনিও কাঞ্চনপাড়াবাসী, সুতরাং শিবানন্দ সেনের প্রতিবেশী। বাসুদেব দত্ত পরম উদার চরিত্র লোক ছিলেন। তাঁহার "যত্র আয় তত্র ব্যয়" এই রীতি ছিল। এক কপর্দ্দকও তিনি সঞ্চয় করিতে জানিতেন না। প্রভু তাঁহার ভক্তবৃন্দের সম্বন্ধে সকল সন্ধানই রাখেন। শিবানন্দ সেন সম্পত্তিশালী গৃহস্থ। বাসুদেব দত্তের প্রতিবেশী। প্রভু শিবানন্দ সেনকে কহিলেন "শিবানন্দ! তোমাকে আর একটি কথা বলি শুন, এই বাসুদেব দত্তের প্রতি তুমি কিঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখিবে।" এই বলিয়া ভক্তবৎসল প্রভু ভক্তের গুণ গাইতে আরম্ভ করিলেন যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

> পরম উদার ইঁহো যে দিনে যে আইসে।
> সেই দিনে ব্যয় করে নাহি রাখে শেষে॥
> গৃহস্থ হয়েন ইঁহো চাহিয়ে সঞ্চয়।
> সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব ভরণ না হয়॥
> ইঁহার ঘরের আয় ব্যয় সব তোমার স্থানে।
> সরখেল (২) হঞা তুমি করিহ সমাধানে॥

শিবানন্দ সেন মহানন্দে প্রভুর আদেশবাণী শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। দয়াময় প্রভু বাসুদেবের গুণ গাইতে সহস্র বদন লইলেন। তিনি বাসুদেব দত্তকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন।

> তবে বাসুদেবে প্রভু করি আলিঙ্গন।
> তার গুণ কহে হঞা সহস্র বদন॥ চৈঃ চঃ

বাসুদেব দত্ত প্রভুর শ্রীমুখে নিজ গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া একেবারে মরমে মরিয়া যাইলেন, লজ্জায় অধোবদন হইয়া প্রভুর শ্রীচরণ ধারণ করিয়া কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন"—

> জগত তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
> মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার॥
> করিতে সমর্থ প্রভু তুমি দয়াময়।
> তুমি মন কর যদি অনায়াসে হয়॥
> জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে।
> সর্ব্বজীবের পাপ তুমি দেহ মোর শিরে॥

১। প্রতি বর্ষ সব আমার ভক্তগণ লঞা।
গুণ্ডিচায়ে আসিবে সব পালন করিয়া॥ চৈঃ চঃ

২। যাবনিক ভাষা, অর্থ তত্ত্বাবধারক।

জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক ভোগ।
সকল জীবের প্রভু! ঘুচাও ভব-রোগ॥ চৈঃ চঃ

বাসুদেব দত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর পরম অনুরাগী ভক্ত। প্রভু যে জীবোদ্ধারের জন্য ভিখারী সন্ন্যাসী সাজিয়াছেন, তাহা তাঁহার ভাল লাগে না। তিনি যে দেশে দেশে যাইয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া জীবের পাপ নাশ করিতেছেন এবং এই কার্য্যের জন্য অক্লান্তভাবে দিবানিশি পরিশ্রম করিতেছেন, ইহা বাসুদেবের আর সহ্য হইতেছে না। তিনি প্রভুর তত্ত্ব বুঝিয়াছেন প্রভু যে সর্ব্বশক্তিমান স্বয়ংভগবান তাহা তিনি উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন, সর্ব্বজীবের পাপনাশ কার্য্যভার লইয়া প্রভু যে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাও তিনি জানেন। এই কার্য্যটি যে অতীব গুরুতর, তাহাও বাসুদেব জানেন। প্রভু কেন এত কষ্ট স্বীকার করিবেন? কলিহত জীবের জন্য প্রভুর দুঃখ ও কষ্ট দেখিয়া বাসুদেবের হৃদয় মথিত হইল। তিনি বিশেষ রূপে জানেন প্রভু সর্ব্ব শক্তিশালী। তিনি ইচ্ছা করিলেই তাঁহার নিজের কষ্ট এবং জীবের দুঃখ সকল একদণ্ডেই বিনাশ করিতে পারেন। গৌরভক্তবর বাসুদেবের প্রাণে একটি অপূর্ব্ব বাসনায় উদয় হইল, মনে একটি অদ্ভুত ভাবের উদয় হইল, সেই অপূর্ব্ব বাসনাটি এই—

"জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক ভোগ"

এরূপ অপূর্ব্ব বাসনা, কখন কাহারও মনে উদয় হইয়াছে কি? ভক্তি জগতে ইহা এক অভিনব বস্তু। ভক্ত হৃদয়ের এই অভিনব বাসনা একটি সম্পূর্ণ নূতন বস্তু। এরূপ বাসনা বাসুদেবের মনে উদয় হইল কেন? তিনি দেখিলেন তাঁহার সর্ব্বস্বধন জীবনের জীবন, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু জীবের পাপনাশ কর্ম্মভার লইয়া বড় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার মনে সুখ নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, উদরে অন্ন নাই, দিবানিশি জীব-দুঃখে তিনি কান্দিতেছেন, এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে জীবের ভব-দুঃখ মোচন করিতেছেন। তিনি গৃহসংসার ত্যাগ করিয়াছেন, নদীয়ার ভোগবিলাস তুচ্ছ করিয়া পথের ভিখারী হইয়াছেন। কলির জীবের পাপরাশি নাশের জন্য তিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়া কঠোর বৈরাগ্যধর্ম্ম আচরণ করিতেছেন। ইহা বাসুদেবের মত অনুরাগী ভক্তের প্রাণে সহ্য হইল না। তিনি প্রভুর চরণ কমলে নিপতিত হইয়া কান্দিতে কান্দিতে অকপট হৃদয়ে একটি অপূর্ব্ব প্রার্থনা করিলেন—

"সর্ব্ব জীবের পাপ তুমি দেহ মোর শিরে"।

বাসুদেব জানেন প্রভু সর্ব্বশক্তিমান। তিনি তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারেন। শ্রীভগবানের কষ্ট দূর করিবার জন্য এই যে সর্ব্ব জীবের পাপভার বহন করিয়া অনন্ত নরক যন্ত্রনা ভোগ, -ইহা বাসুদেবের মত ভক্তের পক্ষে অতি তুচ্ছ কথা। শ্রীভগবানের কৃপাঋণ পরিশোধ করিবার জীবের এই একমাত্র উপায় বুঝিয়া ভক্তচূড়ামণি বাসুদেব দত্ত প্রভুর চরণে এই অতি অদ্ভুত প্রার্থনাটি করিলেন। এরূপ অদ্ভুত প্রার্থনা শ্রীভগবানের নিকট কেহ কখন করেন নাই,—কেহ কখন করিতেও পারিবেন না। যদি কেহ কখন এরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকেন, বা করেন, তাহা মুখে মাত্র, কাজে নহে। এস্থলে বাসুদেবের এই অদ্ভুত প্রার্থনাটি একেবারে কপটতাশূন্য। কারণ তিনি এই প্রার্থনা শ্রীভগবানের সাক্ষাতে করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুকে তিনি স্বয়ংভগবান বলিয়া জানিয়া তাঁহার নিকট কপটতা প্রদর্শন করিতে পারেন না। শ্রীগৌরভগবানও এরূপ কপট ভক্তের প্রশ্রয় দিতেন না।

বাসুদেবের এই অদ্ভুত প্রার্থনা শুনিয়া প্রভুর কোমল হৃদয় একেবারে দ্রবীভূত হইয়া গেল। তিনি পরম স্নেহভরে বাসুদেবের প্রতি করুণ নয়নে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার নয়নধারায় বক্ষ ভাসিয়া গেল। ভক্তবৃন্দ বাসুদেবের এই অপূর্ব্ব বর প্রার্থনা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহারা বাসুদেব দত্তের গৌরাঙ্গানুরাগের কথা বিশেষ জানিতেন। তিনি যে এতদূর উচ্চাধিকারী, তাহা তাঁহারা পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই। প্রভুর শ্রীঅঙ্গে অপূর্ব্ব পুলকাবলী দৃষ্ট হইল, নয়নদ্বয় দিয়া প্রেমনদী বহিতে লাগিল, প্রেমাবেগে কাঁপিতে কাঁপিতে গদগদস্বরে বাসুদেবকে তিনি কি কহিলেন শুনুন,—

"তোমার বিচিত্র নহে তুমি যে প্রহ্লাদ।
তোমার উপরে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ প্রসাদ॥
কৃষ্ণ সেই সত্য করে যেই মাগে ভৃত্য।
ভৃত্যবাঞ্ছা পূর্ণ বিনা নাহি অন্য কৃত্য॥
ব্রহ্মাণ্ড জীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার।
বিনা পাপ ভোগে হবে সবার উদ্ধার॥
অসমর্থ নহে কৃষ্ণ ধরে সর্ব্ব বল।
তোমারে বা কেন ভুঞ্জাইবে পাপফল॥
তুমি যার হিত বাঞ্ছ, সে হইল বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব॥ চৈঃ চঃ

এই বলিয়া প্রভু ব্রহ্মসংহিতার একটী শ্লোক পাঠ করিলেন যথা—

যস্ত্বিন্দ্র গোপমথবেন্দ্র মহোস্বকর্ম্ম-
বন্ধানুরূপ ফলভাজনমাতনোতি।
কর্ম্মানি নির্দ্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥ (১)

তাহার পর বলিলেন—

তোমার ইচ্ছা মাত্রে হবে ব্রহ্মাণ্ড মোচন।
সর্ব্বমুক্ত করিতে কৃষ্ণের নাহি কিছু শ্রম।
এক উড়ুম্বর বৃক্ষে লাগে কোটী ফলে।
কোটী ব্রহ্মাণ্ড ভাসে বিরজার জলে॥
তার এক ফল পড়ি যদি নষ্ট হয়।
তথাপি বৃক্ষ নাহি জানে নিজ অপচয়॥
তৈছে এক ব্রহ্মাণ্ড যদি মুক্ত হয়।
তবু অল্প হানি কৃষ্ণের মনে নাহি লয়॥
অনন্ত ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
তার গড়খাই কারণাব্ধি যার নাম॥

অর্থ। যিনি ইন্দ্রগোপ (সূক্ষ্ম রক্তবর্ণ কীট বিশেষ) অথবা দেবরাজ সকলকেই নিজ কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু যিনি তাঁহার ভক্তগণের সর্ব্ববিধ কর্ম্ম নিঃশেষ রূপে বিনাশ করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

তাতে ভাসে মায়া লঞা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড।
গড়খাইতে ভাসে যেন রাইপূর্ণ ভাণ্ড॥
তার এক রাই নাশে হানি নাহি মানি।
ঐছে এক অণ্ড নাশে কৃষ্ণের নাহি হানি॥
সব ব্রহ্মাণ্ড সহ যদি মায়ায় হয় ক্ষয়।
তথাপি না মানে কৃষ্ণ কিছু অপচয়॥
কোটী কামধেনুপতির ছাগী যৈছে মরে।
ষড়ৈশ্বর্য্যপতি কৃষ্ণের মায়া কিবা করে॥ চৈঃ চঃ

এই বলিয়া প্রভু পুনরায় আর একটি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক পাঠ করিলেন। যথা—

জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধ সমস্তভগঃ।
অগজগদোক সামখিলশক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদ জয়াত্মনাম্নুচরতোহনুচবেন্নিগমঃ॥ (১)

প্রভু বাসুদেব দত্তকে বুঝাইলেন "শ্রীকৃষ্ণভগবান ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। এই কার্য্য ভিন্ন তাঁহার অন্য কার্য্য নাই। তুমি ব্রহ্মাণ্ডের জীবের নিস্তার প্রার্থনা করিলে, ইহাতেই তাহারা বিনা পাপভোগে উদ্ধার হইবে। তুমি ভক্ত চূড়ামণি। তোমার মনবাঞ্ছা শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ করিবেন। তিনি সকলি করিতে পারেন। সর্ব্বশক্তিমানের পক্ষে কোন কার্য্যই অসম্ভব নহে। তবে তোমার মত ভক্ত-চূড়ামণিকে তিনি কষ্ট দিতে পারেন না। তুমি যে প্রার্থনা করিলে, এরূপ প্রার্থনা শ্রীকৃষ্ণের নিকট কেহ কখন করে নাই। শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি; তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্য। তিনি সর্ব্ব কারণ—কারণ, সর্ব্ব শক্তিমান।

(১) অর্থ। হে অজিত! তোমার জয় জয়। স্থাবর জঙ্গম যাহাদের শরীর,—সেই জীবগণের অবিদ্যা তুমি বিনাশকর। সেই অবিদ্যা বিনাশে তোমার কিছুই ক্ষতি নাই। যেহেতু তুমি স্বরূপভূত পরমানন্দ শক্তি দ্বারা পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি স্বস্বরূপে সকল জীবের নিখিল শক্তির উদ্বোধক। অতএব তোমার ত অবিদ্যার কোন প্রয়োজন নাই। যে সময়ে, অর্থাৎ সৃষ্টি সময়ে যখন তুমি মায়ার সহিত ক্রীড়া কর, অথচ সত্যজ্ঞানাদি স্বস্বরূপে বিদ্যমান থাক, সেই সময় শ্রুতিগণ তোমাকে প্রতিপাদন করে।

তোমাকে তিনি কেন কষ্ট দিবেন? এই ক্ষুদ্র কার্য্যের জন্য শ্রীকৃষ্ণ তোমার মত ভক্তচূড়ামণির মাথার উপর সর্ব্বজীবের অনন্ত পাপরাশি চাপাইয়া দিতে প্রস্তুত নহেন। তোমার এই সদিচ্ছা ও প্রার্থনার বলেই তাহাদিগের পাপ-রাশি ধ্বংশ হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই"।

বাসুদেব দত্ত প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িয়া দুই হস্তে তাঁহার রাতুল চরণপদ্ম দুইটী বক্ষে ধারণ করিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। সর্ব্ব ভক্তবৃন্দ পরমানন্দে হরি হরি ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

প্রভু অতঃপর কুলীনগ্রামবাসী ভক্তবৃন্দের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করিলেন। সত্যরাজ খান, রামানন্দ বসু, গুণ-রাজ খান, প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের প্রতি চাহিয়া ভক্তবৎসল প্রভু কহিলেন ওহে সত্যরাজ! ওহে রামানন্দ! পূর্ব্বে তোমাদের বলিয়াছি প্রতি বৎসর তোমরা শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের রথের জন্য পট্টডোরী লইয়া নীলাচলে আসিবে! তোমাদের বংশাবলীকে আদেশ করিবে, যেন এই সেবা-কর্ম্মটি তাঁহারা চিরদিন করে। বহু ভাগ্যে এই সেবাভার তোমরা পাইলে। গুণরাজ খান যে শ্রীকৃষ্ণবিজয় শ্রীগ্রন্থ (১) লিখিয়াছেন, তাহা আমি পাঠ করিয়াছি। তাহার একস্থানে লিখিত আছে,—

"নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ"।
(আমি)—এই বাক্যে বিকাইনু তার বংশের হাত॥
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুকুর।
সেহো মোর প্রিয়,—অন্য জন বহু দূর॥ চৈঃ চঃ

কুলীনগ্রামবাসী দিগের প্রতি প্রভুর কিরূপ আন্তরিক প্রীতি, তাহা তাঁহার এই শেষ কথাটিতেই বেশ বুঝা যায়। কুলীনগ্রামবাসী ভক্তগণ প্রভুর বড় প্রিয়। প্রভুর প্রেম পূর্ণ, স্নেহ বিগলিত হৃৎকর্ণরসায়ন মধুর কথাগুলি শুনিয়া কুলীন গ্রামবাসী সর্ব্ব ভক্তবৃন্দের হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইল। তাঁহারা সকলে মিলিয়া প্রভুর চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া কান্দিতে লাগিলেন। রামানন্দ বসু এবং সত্যরাজ খান ইহাঁদিগের মধ্যে প্রধান। এই সুযোগে তাঁহারা প্রভুর নিকট কিছু উপদেশ প্রার্থী হইলেন। রামানন্দ বসু প্রশ্ন করিলেন,—

গৃহস্থ বিষয়ী আমি কি মোর সাধনে।
শ্রীমুখে আজ্ঞা কর প্রভু নিবেদি চরণে॥

প্রভু সহাস্যবদনে উপদেশ করিলেন, যথা—

প্রভু কহে কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন॥

সত্যরাজ খান করযোড়ে উত্তর করিলেন "প্রভু হে! বৈষ্ণব কি করিয়া চিনিব? বৈষ্ণবের সামান্য লক্ষণ কিছু বিবরণ করুন॥

সত্যরাজ বলে বৈষ্ণব চিনিব কেমনে।
কে বৈষ্ণব কহ তার সামান্য লক্ষণে॥ চৈঃ চঃ

প্রভু সহাস্য বদনে উত্তর দিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার॥
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে॥
আনুসঙ্গে ফল করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণ প্রেমোদয়॥
এক কৃষ্ণনামে করে সব পাপ ক্ষয়।
নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়। (১)
অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই ত বৈষ্ণব তার করিহ সম্মান॥ চৈঃ চঃ

---

(১)। এই শ্রীগ্রন্থ এখন পর্য্যন্ত আমার হস্তগত হয় নাই। অনেকে বলেন এই শ্রীগ্রন্থ বাঙ্গলার প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ইহার প্রচার প্রয়োজন। যদি কাহারও নিকট থাকে, অনুসন্ধান দিলে কৃতার্থ হইব। গ্রন্থকার।

(১) আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনসামুচ্চাটনং চাংহসা—
মাচাণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যামনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ॥

পদ্যাবল্যাং।

অর্থ। এই শ্রীকৃষ্ণনাম স্বরূপ মন্ত্র কোনপ্রকার তান্ত্রিকী বা বৈদিকী সদাচার কিম্বা পুরশ্চর্য্যাদি বিধির অপেক্ষা করেন না, কেবলমাত্র রসনা

প্রভুর উপদেশ, যিনি একবার মাত্র কৃষ্ণনাম করিবেন, তিনিই পূজ্য, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহার সম্মান ও সৎকার করিতে হইবে। বৈষ্ণবসেবা সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা উচ্চ উপদেশ আর নাই। কৃষ্ণনামের পরম মহিমাবোধক ইহা অপেক্ষা উচ্চ আদর্শ আর দেখা যায় না।

ইহার পর প্রভুর শুভ দৃষ্টিপাত পড়িল শ্রীখণ্ডের ভক্তগণের উপর। ইহাদিগের মধ্যে মুকুন্দ প্রধান। ইনি ঠাকুর নরহরির জ্যেষ্ঠ, এবং রঘুনন্দনের পিতা। মুকুন্দ চীকিৎসা ব্যবসায়ী, গৌড়ের বাদসাহের গৃহ চীকিৎসক। তিনি বড়লোক, বহুলোকে তাঁহাকে জানে, সম্মান করে। ঠাকুর নরহরি তাঁহার কনিষ্ঠ, ইনি আবাল ব্রহ্মচারী। সংসারে থাকেন মাত্র কিন্তু প্রাণটি তাঁহার জীবন সর্ব্বস্বধন শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে পড়িয়া থাকে। "নরহরির প্রাণগৌর" নরহরির প্রাণনাথ। রঘুনন্দন অতি শিশুকাল হইতে কৃষ্ণভক্ত। তিনি সকলেরই প্রিয়। তাঁহার যখন পঞ্চম বর্ষ বয়স, তখন তিনি অনুরাগভরে শ্রীকৃষ্ণভগবানকে লাড়ু খাওয়াইয়াছিলেন। জাগ্রত বালগোপাল মূর্ত্তি তাঁহাদিগের গৃহে বহুদিন হইতে পূজিত ও সেবিত হইয়া আসিতেছেন। বালক রঘুনন্দন একদিন তাঁহাকে লাড়ু ভোগ দিয়াছিলেন। তিনি রঘুনন্দনের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া সেই প্রেম উপহার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া ভোজন করিয়াছিলেন। এখন পর্য্যন্ত সেই লাড়ু হস্তে শ্রীকৃষ্ণভগবান শ্রীখণ্ডে বিরাজ করিতেছেন। এসম্বন্ধে বিস্তারিত কাহিনী আছে।

প্রভু মুকুন্দের প্রতি চাহিয়া কহিলেন "মুকুন্দ। বল দেখি, তুমি রঘুনন্দনের পিতা, কি রঘুনন্দন তোমার পিতা। এ বিষয়ে আমার সংশয় আছে, তোমার মুখে প্রকৃত কথা শুনিলে আমার এই সংশয় দূর হয়" (১)। ভক্তচূড়ামণি মুকুন্দ প্রভুর কথার মর্ম্ম বুঝিলেন। তিনি প্রেমানন্দে বিগলিত হইয়া উত্তর করিলেন "প্রভু হে! আমি রঘুনন্দনের পুত্র, তুমি একথা নিশ্চয় জানিও, কারণ এই রঘুনন্দন হইতেই আমাদের সকলের মনে কৃষ্ণভক্তির উদয় হইয়াছে (১)। এই কথা শুনিয়া প্রভুর মনে বড় আনন্দ হইল, তিনি মধুর হাসিয়া কহিলেন "মুকুন্দ! তুমি যথার্থ কথাই বলিয়াছ। যাঁহার নিকট হইতে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়, তিনিই গুরু; অতএব রঘুনন্দনই তোমাদের গুরু, শুধু পিতা নহে।" সর্ব্ব ভক্তবৃন্দ প্রভুর এই কথা শুনিয়া প্রেমানন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। রঘুনন্দন লজ্জায় অধোবদন হইয়া প্রভুর শ্রীচরণকমল দর্শন করিতেছেন, আত্মপ্রশংসা শুনিয়া তাঁহার মনে বিষম আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া প্রভু মৃদু মধুর হাসিতেছেন। রঘুনন্দনকে এরূপভাবে রাখিয়া প্রভু শতমুখে মুকুন্দের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

> ভক্তগণে কহে শুন মুকুন্দের প্রেম।
> নির্ম্মল নিগূঢ় প্রেম যেন দগ্ধ হেম॥
> বাহে রাজবৈদ্য হৈয়া করে রাজসেবা।
> অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম ইহা জানিবেক কেবা॥

এই কথা বলিয়া প্রভু মুকুন্দের কৃষ্ণপ্রেমের একটি কাহিনী বলিলেন। যথা—

> একদিন ম্লেচ্ছ রাজার উচ্চ টুঙ্গিতে।
> চীকিৎসার বাত কহে তাহার অগ্রেতে॥
> হেনকালে এক ময়ূর পুচ্ছের আড়ানি।
> রাজ শিরোপরে ধরে এক সেবক আনি॥
> শিখিপুচ্ছ দেখি মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
> অতি উচ্চ টুঙ্গি হৈতে ভূমিতে পড়িলা॥

স্পর্শ মাত্রই ফলিত হইয়া থাকেন। এই কৃষ্ণনাম স্বভাবতই মহৎ সকলের চিত্ত আকৃষ্ককারী, মহা পাপ সমূহের উচ্চাটনকারী, চণ্ডাল অবধি বাক্‌শক্তিসম্পন্ন জীব মাত্রের সুলভ এবং মোক্ষ সম্পত্তির বশীকারক।

(১) মুকুন্দ দাসেরে পুছে শ্রীশচীনন্দন।
তুমি পিতা, পুত্র তোমার কি রঘুনন্দন॥
কিবা রঘুনন্দন পিতা তুমি তাহার তনয়।
নিশ্চয় করিয়া কহ যাউক সংশয়॥ চৈঃ চঃ

(১) মুকুন্দ কহে রঘুনন্দন মোর পিতা হয়।
আমি তার পুত্র এই আমার নিশ্চয়॥
আমা সবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে।
অতএব রঘুনন্দন পিতা আমার নিশ্চিতে॥ চৈঃ চঃ

রাজার জ্ঞান রাজবৈদ্যের হইল মরণ।
আপনে নামিয়া রাজা করাইল চেতন॥
রাজা বোলে ব্যথা তুমি পাইলে কোন ঠাঞি॥
মুকুন্দ বোলে অতি বড় ব্যথা নাহি পাই॥
রাজা কহে মুকুন্দ তুমি পড়িলা কি লাগি।
মুকুন্দ কহে রাজা মোর ব্যাধি আছে মৃগী॥
মহা বিদগ্ধ রাজা সেই সব বাত জানে।
মুকুন্দেরে হৈল তাঁর মহা সিদ্ধ জ্ঞানে॥ চৈঃ চঃ

মুকুন্দের সম্বন্ধে এই কাহিনীটি বলিয়াই প্রভু পুনরায় রঘুনন্দনের প্রতি চাহিলেন। রঘুনন্দন লজ্জায় অধোবদন হইলেন। পাছে প্রভু পুনরায় তাঁহার সম্বন্ধে আরও কিছু প্রশংসার কথা বলেন। প্রভু কিন্তু তাহাই করিলেন। তিনি প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া কহিলেন "ভক্তবৃন্দ! সকলে শুন, এই যে রঘুনন্দন, ইহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপার কথা আমি কি বলিব? শ্রীখণ্ডে ঠাকুর মন্দিরের দ্বারে একটি পুষ্করিণী আছে। তাহার তীরে একটি কদম্ব-বৃক্ষ আছে। তাহাতে বারমাস ফুল ফুটে। রঘুনন্দন প্রতিদিন দুইটি করিয়া কদম্বপুষ্প পান। তাহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ পূজা করেন" (১)। রঘুনন্দন লজ্জায় একেবারে মরমে মরিয়া যাইলেন। তিনি প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িয়া কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন "প্রভু হে! আমাকে আর এরূপ করিয়া বধ করিবেন না। শ্রীচরণাঘাতে একেবারেই বধ করুন"। এই কথা শুনিয়া ভক্তবৎসল প্রভু ঈষৎ হাসিয়া মুকুন্দের প্রতি পুনরায় চাহিলেন। মুকুন্দের মনেও ভয় হইল, পাছে প্রভু তাঁহার সম্বন্ধে পুনরায় আরও কিছু প্রশংসাবাক্য বলেন। প্রভু কিন্তু এবার অন্য কথা তুলিলেন। তিনি মুকুন্দের প্রতি চাহিয়া হাসিয়া কহিলেন " মুকুন্দ! তুমি ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধন জন্য ধনোপার্জ্জন করিতে থাক। রঘুনন্দনকে কৃষ্ণসেবা করিতে দাও, কারণ কৃষ্ণসেবা ভিন্ন অন্য কার্য্যে তাঁহার মন নিবিষ্ট হইবে না। নরহরি বিবাহ করে নাই, আমার ভক্তগণের সঙ্গে সে থাকুক। তোমরা তিন ভাই, এই তিন কার্য্য কর। তুমি সংসার প্রতিপালন কর (২)। তিন ভাই মস্তক পাতিয়া প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। নরহরির প্রাণ গৌরপ্রেমের উৎস। ইঁহারা জাতিতে বৈদ্য। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর কৃপায় ইঁহারা জগৎপূজ্য। শ্রীখণ্ডের ঠাকুর বংশীয়গণ ভজনে সিদ্ধ হইয়াছেন। নরহরি ঠাকুরের গৌরাঙ্গ-প্রেমের কথা বিস্তারিত পরে বলিব।

নদীয়ার ভক্তগণের সহিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যর ভ্রাতা বাচষ্পতি ভট্টাচার্য্য আসিয়াছেন। ইনি নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক পণ্ডিত, প্রভুর একান্ত ভক্ত। দুই ভ্রাতায় মিলিয়া এখানে নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গভজন করিতেছেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য গৌরভক্ত হইয়াছেন, ইহাতে বাচষ্পতির মনে বড় আনন্দ। দুই ভ্রাতায় দিবানিশি গৌরকথা কহেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহার ভ্রাতার নিকট প্রভুর নবদ্বীপ লীলাকথা শ্রবণ করেন, কারণ তাঁহার ভাগ্যে প্রভুর নবদ্বীপলীলারঙ্গ দর্শন ঘটে নাই। দুই ভাই নদীয়ার ভক্তবৃন্দের মধ্যে বসিয়া আছেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুকে বিদায় দিতে আসিয়াছেন।

প্রভু এক্ষণে এই দুই ভ্রাতার প্রতি প্রেমনয়নে চাহিলেন। প্রেমানন্দে অমনি তাঁহাদিগের হৃদয় নৃত্য করিতে লাগিল। কারণ প্রভুর কৃপাদৃষ্টির ভিখারী সকলেই। প্রভু দুই ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া মধুর বচনে কহিলেন—

দারু জল রূপে কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রতি।
দরশনে স্নানে করে জীবের মুকতি॥
দারুব্রহ্মরূপে সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম।
ভাগীরথী সাক্ষাৎ জলব্রহ্ম সম॥

(১) রঘুনন্দন সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে।
দ্বারে পুষ্করিণী তার বান্ধা ঘাট তীরে॥
কদম্বের বৃক্ষ এক ফুটে বার মাসে।
নিত্য দুই ফুল হয় কৃষ্ণ অবতংসে॥ চৈঃ চঃ

(২) মুকুন্দেরে কহে পুন মধুর বচন।
তোমার যে কার্য্য ধর্ম্মে ধন উপার্জ্জন॥
রঘুনন্দনের কার্য্য শ্রীকৃষ্ণ সেবন।
কৃষ্ণসেবা বিনা ইহার অন্যত্র নাহি মন॥

সার্ব্বভৌম কর দারুব্রহ্ম আরাধন।
বাচস্পতি কর জলব্রহ্মের সেবন ॥ চৈঃ চঃ

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহার ভ্রাতাসহ প্রভুর চরণে পতিত হইয়া পরম প্রেমভরে বহুক্ষণ আত্ম নিবেদন করিলেন। বাচস্পতি প্রভুকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এই ভাবিয়া কান্দিয়া আকুল হইলেন। করুণাময় প্রভু দুই ভ্রাতার অঙ্গে শ্রীকর স্পর্শ করিয়া তাঁহাদিগকে মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিলেন।

এবার প্রভুর শুভদৃষ্টি পড়িল তাঁহার একান্ত ভক্ত মুরারি গুপ্তের উপর। মুরারি গুপ্ত প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত। তিনি রামোপাসক বৈষ্ণব। মহাজনগণ তাঁহাকে হনুমানের অবতার বলেন. একথা প্রভুই স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন যথা—

"সাক্ষাৎ হনুমান তুমি শ্রীরাম কিঙ্কর"। চৈঃ চঃ

এই মুরারি গুপ্তের কৃপায় আমরা শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-কথা জানিতে পারিয়াছি। ইনি সূত্ররূপে একখানি অতি সহজ সংস্কৃত ভাষায় করচা লিখেন। ইহার নাম "মুরারির করচা"! এই করচা অবলম্বনে ঠাকুর লোচন দাস তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ লিখিয়াছেন, ঠাকুর বৃন্দাবন দাস তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীগ্রন্থ লিখিয়াছেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার পরম মঙ্গল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীগ্রন্থ লিখিয়াছেন। মুরারি গুপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমে ডগ-মগ। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া কহিলেন "ভক্তবৃন্দ! সকলে শুন; এই যে মুরারি গুপ্ত, ইহাঁকে আমি বিশেষ পরীক্ষা করিয়া বারবার দেখিয়াছি, ইহাঁর ইষ্টে একনিষ্ঠতা অতুলনীয়। আমি ইহাঁকে শ্রীকৃষ্ণ ভজনের জন্য কত লোভ দেখাইয়াছিলাম। আমি ইহাঁকে কি বলিয়াছিলাম শুন,—

"স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ সর্ব্বাংশী সর্ব্বাশ্রয়।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম সর্ব্ব রসময় ॥

নরহরি রহ আমার ভক্তগণ সনে।
এই তিন কার্য্য সদা কর তিন জনে॥ চৈঃ চঃ

বিদগ্ধ, চতুর, ধীর রসিক শেখর।
সকল সদ্গুণবৃন্দ রত্ন রত্নাকর ॥
মধুর চরিত্র কৃষ্ণের মধুর বিলাস।
চাতুর্য্যে বৈদগ্ধে করে যেঁহো লীলারাস ॥
সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি হও কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ বিনা উপাসনা মনে নাহি লয় ॥" চৈঃ চঃ

আমি যখন মুরারিকে এইরূপে শ্রীকৃষ্ণভজনে লোভ দেখাইলাম, তখন আমার কথায় তাহার মন কিছু ফিরিয়া গেল। তিনি আমাকে বলিলেন "প্রভু! আমি তোমার আজ্ঞাকারী দাস। তোমা হইতে আমি স্বতন্ত্র নহি"। এই বলিয়া মুরারি চিন্তিত অন্তকরণে গৃহে যাইলেন। সমস্ত রাত্রি কান্দিয়া কাটাইলেন। তাঁহার মনে শান্তি নাই। তিনি একমনে প্রার্থনা করিলেন—

কেমনে ছাড়িব আমি রঘুনাথের চরণ।
আজি রাত্রে প্রভু মোর করাহ মরণ ॥ চৈঃ চঃ

পরদিবস প্রাতে আসিয়া আমার চরণ ধারণ করিয়া কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন,—

"রঘুনাথের পায়ে মুঞি বেচিয়াছি মাথা।
কাড়িতে না পারো মাথা মনে পাঙ ব্যথা ॥
শ্রীরঘুনাথ চরণ ছাড়ান না যায়।
তোমার আজ্ঞা ভঙ্গ হয় কি করি উপায় ॥
তাতে মোরে এই কৃপা কর দয়াময়।
তোমার আগে মৃত্যু হউক যাউক সংশয়" ॥ চৈঃ চঃ

মুরারির ইষ্টে একনিষ্ঠতা দেখিয়া আমি মনে বড় আনন্দ পাইলাম, কিন্তু তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বড় দুঃখ হইল। আমি তখন তাঁহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দান করিয়া আমার মনের কথা খুলিয়া বলিলাম,—

সাধু সাধু গুপ্ত! তোমার সুদৃঢ় ভজন।
আমার বচনে তোমার না টলিল মন ॥
এই মত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু-পায়।
প্রভু ছাড়াইলে পদ ছাড়ান না যায় ॥
তোমার ভাবনিষ্ঠা জানিবার তরে।
তোমারে আগ্রহ আমি কৈনু বারে বারে ॥

সাক্ষাৎ হনুমান তুমি শ্রীরাম কিঙ্কর।
তুমি কেন ছাড়িবে তাঁর চরণ কমল॥
সেই মুরারি গুপ্ত এই মোর প্রাণ সম।
ইঁহার দৈন্য শুনি মোর ফাটয়ে জীবন॥" চৈঃ চঃ

মুরারি গুপ্ত এক পার্শ্বে বসিয়া বদন লুকাইয়া প্রভুর কথা শুনিতেছিলেন এবং আত্মগ্লানি-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া ছট্ ফট্ করিতেছিলেন। তিনি ছুটিয়া আসিয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় প্রভুর পদতলে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দনে সর্ব্বভক্তগণের হৃদয় ব্যথিত হইল। প্রভু তাঁহাকে শ্রীকরে ধরিয়া উঠাইয়া হৃদয়ে ধরিয়া প্রেমাবেশে দৃঢ়ালিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। মুরারির অশ্রুজলে প্রভুর প্রেমাশ্রুজল মিলিত হইয়া প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইল। তাহাতে ভক্তবৃন্দ আকণ্ঠ ডুবিলেন।

এইরূপে প্রভু সর্ব্বভক্তগণের গুণ গাইয়া গাইয়া একে একে সকলকে প্রেমালিঙ্গন দান করিয়া বিদায় দিলেন। নদীয়ার সকল ভক্তবৃন্দ কান্দিয়া আকুল হইলেন, ভক্তবিচ্ছেদে প্রভুর মন বড়ই বিষণ্ণ হইল।

প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করয়ে রোদন।
ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষণ্ণ হৈল মন॥ চৈঃ চঃ

প্রভুর শ্রীবদন মলিন বোধ হইল, তাঁহার নয়নদ্বয় দিয়া দরদরিত প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে। সর্ব্বভক্তগণ একে একে তাঁহার চরণধুলি লইতেছেন, আর তিনি একে একে সকলকে প্রেমালিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিতেছেন। এই যে বিদায়কালীন মর্ম্মঘাতী করুণ দৃশ্য ইহা বড়ই হৃদয়বিদারক। নীলাচলের ভক্তগণ ইহা দেখিতেছেন, রাজা প্রতাপরুদ্রও ইহা স্বচক্ষে দেখিতেছেন, আর কান্দিয়া নয়নজলে বক্ষ ভাসাইতেছেন। ইহার পূর্ব্বে এরূপ করুণ দৃশ্য কেহ কখন দেখেন নাই। প্রভু স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, নদীয়ার ভক্তগণ একে একে কান্দিতে কান্দিতে তাঁহার শ্রীচরণধুলি গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপে ফিরিয়া চলিলেন। তাঁহারা দুই পদ যাইতেছেন, পুনরায় ফিরিয়া প্রভুর শ্রীবদন দেখিতেছেন। তাঁহাদিগের পদ যেন আর উঠিতেছে না। "জয় শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের জয়"! "জয় শচীনন্দনের জয়"! রবে দিগন্ত কম্পিত করিয়া নদীয়ার ভক্তবৃন্দ প্রভুর বাসা হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের শ্রীমন্দিরের দ্বার দিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া রাজপথে বাহির হইলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহাদিগের পথের কষ্ট নিবারণার্থ সকল প্রকার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে রহিলেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, গদাধর পণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর, জগদানন্দ, দামোদর ও শঙ্কর পণ্ডিত, গোপীনাথ আচার্য্য, স্বরূপ দামোদর গোসাঞি, কাশীশ্বর পণ্ডিত, আর বাসুদেব ঘোষ। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য রামদাস ও গদাধরদাসও রহিলেন। ইঁহারা পরম দয়াল শ্রীনিতাইচাঁদকে ছাড়িয়া গৃহে যাইতে পারিলেন না।

গদাধরপণ্ডিত ক্ষেত্রসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যমেশ্বর টোটায় শ্রীশ্রীগোপীনাথদেবের সেবা লইলেন। তিনি আর প্রভুকে ছাড়িয়া কোথাও যাইবেন না, এই জন্য ক্ষেত্র-সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। কারণ প্রভু জননীর নিকট প্রতি-শ্রুত আছেন, নীলাচল ছাড়িয়া কোথাও যাইবেন না। "গদাধরের প্রাণনাথ" তাঁহার প্রিয়তম গদাধরকে নিকটে রাখিলেন।

ইহা ভিন্ন শ্রীপাদ পরমানন্দ গোসাঞি, ব্রহ্মানন্দ ভারতী গোসাঞি, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, গোবিন্দ প্রভৃতি সকলেই প্রভুর সহিত নীলাচলে রহিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র সগোষ্ঠী শ্রীগৌরাঙ্গভজন করিতে লাগিলেন। স্বয়ংভগবান শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর হরিনাম মহামন্ত্রে সগোষ্ঠী রাজা প্রতাপ-রুদ্রকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু তাঁহাদের সচল জগন্নাথ। তিনি দিবানিশি শ্রীগৌরাঙ্গচরণ ধ্যান করেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও রায় রামানন্দ নিত্য রাজার নিকট যাইয়া গৌরকথা বলেন। শ্রীনীলাচলের ভক্ত-গণের মুখে এখন গৌরকথা ভিন্ন অন্য কথা নাই, শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন ভিন্ন অন্য কাজ নাই। রাজা প্রতাপরুদ্র নরেন্দ্র-সরোবরতীরে যে ভাগবত পাঠ হয়, তাহা নিত্য শ্রবণ করিতে যান। গদাধর পণ্ডিত ভাগবতপাঠক, শ্রীগৌর-

নিত্যানন্দ শ্রোতা, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তগণও নিত্য পাঠ শুনিতে সেখানে যাইতেন।

নদীয়ার ভক্তগণকে বিদায় দিয়া প্রভু বিষণ্নমনে নিজ মন্দিরে বসিয়া আছেন। আজ তাঁহার মন বড়ই অপ্রসন্ন, মুখে কোন কথা নাই। ভক্তবৃন্দ ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নিকটে বসিয়া আছেন; সকলেই বিমর্ষ, সকলেরই দৃষ্টি প্রভুর শ্রীবদনচন্দ্রের প্রতি। সেদিন আর কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গ হইল না। প্রভু মালা লইয়া সংখ্যানাম জপে বসিলেন। ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিষণ্ন মনে গৃহে ফিরিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

—:*:—

সার্ব্বভৌম-গৃহে প্রভুর ভোজনোৎসব, অমোঘ-উদ্ধার।

—:*:—

নীলাচলে ভোজন তুমি কর বায়ান্ন বার।
এক এক ভোগের অন্ন শত শত ভার॥
দ্বারকাতে ষোল সহস্র মহিষী মন্দিরে।
অষ্টাদশ মাতা আর যাদবের ঘরে॥
ব্রজে জ্যেঠা, খুড়া, মামা, পিসাদি গোপগণ।
সখাবৃন্দ, সবার ঘরে দ্বিসন্ধ্যা ভোজন॥
গোবর্দ্ধন যজ্ঞে অন্ন খাইলে রাশি রাশি।
তার লেখে এই অন্ন নহে এক গ্রাসী॥
তুমি ত ঈশ্বর মুঞি ক্ষুদ্র জীব ছার।
এক গ্রাস মাধুকরী কর অঙ্গীকার॥
(প্রভুর প্রতি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্যের উক্তি)
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

ভক্তের জয় সর্ব্বত্র। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবানের নিকটও ভক্তের জয়। ভক্তের অকপট ভক্তিতে ভগবান সর্ব্বতোভাবে বশীভূত। "অহং ভক্ত পরাধীনঃ" ইহা তাঁহার গীতা বাক্য। ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারা ভক্ত যখন শ্রীভগবানের প্রেমপূজা করেন, ভক্তবশী ভগবান তখন আর স্থির থাকিতে পারেন না। ভক্তের প্রতি তাঁহার অপার দয়া, অসীম করুণা। ভক্তের ভগবান সম্বন্ধ মানেন। ভক্তের অযোগ্য আত্মীয় স্বজনের প্রতিও শ্রীভগবানের দয়ার অবধি নাই। তাহারা ভক্তিহীন হউক, আর দয়ার অপাত্রই হউক, ভক্তবৎসল ভগবান, তাঁহার ভক্তের নিজ জন বলিয়া তাহাদিগকে কৃপা করেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের অযোগ্য জামাতা অমোঘকে শ্রীগৌরভগবান কি রূপে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই অপূর্ব্ব লীলাকাহিনী এক্ষণে বর্ণিত হইবে। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের জামাতা অমোঘ প্রভুর একজন নিন্দাকারী দুর্জ্জন পাষণ্ডী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

সার্ব্বভৌম গৃহে ভুঞ্জন্ স্বনিন্দকমমোঘকম্।
অঙ্গীকুর্ব্বন্ স্ফুটাং চক্রে গৌরঃ স্বাং ভক্তবশ্যতাং॥

অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য গৃহে ভোজন কালে স্বনিন্দাকারী সার্ব্বভৌম-জামাতা অমোঘ নামক ব্রাহ্মণকে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার ভক্তবশ্যতার পূর্ণ পরিচয় দিয়াছিলেন।

নদীয়ার ভক্তবৃন্দ নবদ্বীপে চলিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভাল করিয়া ভিক্ষা করাইবার অবসর বুঝিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য একদিন প্রভুর বাসায় যাইয়া সভয়ে করযোড়ে নিবেদন করিলেন,—

"এবে মোর ঘরে ভিক্ষা কর মাস ভরি"।

প্রভুকে দুই একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার মনে সুখ হইবে না, তাই এক মাসের নিমন্ত্রণ করিলেন। নদীয়ার ভক্তগণের জন্য এই চারি মাস কাল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহার মনের বাসনা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। এক্ষণে শুভ সুযোগ বুঝিয়া প্রভুকে তিনি নিজগৃহে এক মাসের জন্য ভিক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রভু যতি-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন,—তিনি সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর পক্ষে কাহারও গৃহে একদিনের অধিক ভিক্ষা গ্রহণ করিতে নাই। প্রভু

উত্তর করিলেন "ভট্টাচার্য্য! তোমার এই অনুরোধ আমি স্বীকার করিতে পারি না, কারণ ইহা যতি-ধর্ম্মের বিরোধী"। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তখন বিষণ্ণ বদনে কহিলেন "তবে প্রভু! বিশদিন আমার গৃহে ভিক্ষা কর"। প্রভু পুনরায় হাসিয়া কহিলেন "ভট্টাচার্য্য! ইহাও সন্ন্যাসীদিগের উচিৎ নহে"। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কি করেন, আরও পাঁচ দিন ঘাটাইয়া পঞ্চদশ দিনের ভিক্ষার কথা বলিলেন। প্রভু কহিলেন "না, তোমার নিকট একদিনের নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিলাম"। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর এই নিদারুণ বাক্যে মর্ম্মপীড়িত হইয়া তাঁহার চরণে ধরিয়া নিবেদন করিলেন "প্রভু হে! তোমাকে দশ দিন আমার কুটীরে ভিক্ষা করিতেই হইবে, ইহাতে তুমি আর কোন কথা বলিও না"। প্রভু অনেক কষ্টে আরও পাঁচ দিন ঘাটাইয়া মোটে পাঁচ দিনের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এ বিষয়ে আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। কিন্তু প্রভুর চরণে আর একটি নিবেদন করিলেন। এই নিবেদনটির মূলে নিগূঢ় রহস্য আছে, তাহা পরে প্রকাশ পাইবে। এক্ষণে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিবেদনটি কি তাহা শুনুন। যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

তবে সার্ব্বভৌম করে আর নিবেদন।
তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আছয়ে দশ জন॥
পুরীগোসাঞির পাঁচ দিন ভিক্ষা মোর ঘরে।
পূর্ব্বে আমি করিয়াছি তোমার গোচরে॥
দামোদর স্বরূপ এই বান্ধব আমার।
কভু তোমার সঙ্গে যাবেন কভু একেশ্বর।
আর অষ্ট সন্ন্যাসীর দুই দুই দিবসে।
এক এক দিন এক এক জন পূর্ণ হৈল মাসে॥
বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঞি।
সম্মান করিতে নারি অপরাধ পাই॥
তুমি নিজ ছায়া সঙ্গে আসিবে মোর ঘরে।
কভু সঙ্গে আসিবেন স্বরূপ দামোদরে।

কৃপাময় পাঠকবৃন্দ! এক্ষণে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিবেদনটি কি বুঝিলেন ত? তিনি প্রভুকে বলিলেন

"তুমি নিজ ছায়া সঙ্গে আসিবে মোর ঘরে"।

অর্থাৎ তুমি একাকী আসিবে। প্রভুর সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরীগোসাঞি, ব্রহ্মানন্দ ভারতী গোসাঞি, স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি দশ জন সন্ন্যাসী আছেন। প্রভুকে যাঁহারা নিমন্ত্রণ করেন, তাঁহার সঙ্গে ইহাঁদিগেরও নিমন্ত্রণ হয়। ইহাই নিয়ম, এবং ইহাই প্রভুর ইচ্ছা। কিন্তু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য একাকী প্রভুকে মনের মতন সামগ্রী দিয়া প্রাণ ভরিয়া ভিক্ষা করাইবেন, তাঁহার সঙ্গে কেহ আসিলে, তিনি ভোজন সঙ্কোচ করিবেন, ইহা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিশেষ জানেন। সেই জন্য তিনি প্রভুকে বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার সঙ্গী সন্ন্যাসীদিগকে তিনি পূর্ব্বে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, এবং পরেও করিবেন, কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি প্রভুকে একা চান। ভক্তবৎসল প্রভু ভক্তের মনোভাব বুঝিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহে সেই দিন নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিলেন (১)। ভট্টাচার্য্যের আর আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি প্রভুর চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া ছুটিতে ছুটিতে গৃহে আসিলেন। সার্ব্বভৌম-পত্নী রন্ধন-কার্য্যে সুনিপুনা, পরমাভক্তিমতী, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চরণে তাঁহার অচলা ভক্তি। তাঁহার মত স্নেহময়ী রমণী নীলাচলে দ্বিতীয়া কেহ ছিলেন না। তিনি স্বামীর মুখে অদ্য তাঁহার গৃহে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ-বার্ত্তা শ্রবণে পরমানন্দ লাভ করিলেন। অত্যন্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তিনি পাকের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বামীর আজ্ঞামত সমস্ত আয়োজন হইল। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহে কোন দ্রব্যেরই অভাব নাই। তিনি স্বয়ং রন্ধনশালায় আছেন। প্রভুর প্রিয় যে সকল শাক, ব্যঞ্জন তাহাই রন্ধন হইতেছে। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য স্বয়ং পাক করিতেছেন (২)। কারণ তাঁহার

---

(১) প্রভুর ইঙ্গিত পাঞা আনন্দিত মন।
সেইদিন মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ॥ চৈঃ চঃ

আপনি ভট্টাচার্য্য করেন পাকের সর্ব্ব কর্ম্ম।
যাটীর মাতা বিচক্ষণা জানে পাকের মর্ম্ম॥ চৈঃ চঃ

মনে আজ বড় আনন্দ,—প্রভু একাকী আসিয়া ভোজন করিবেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পুত্র চন্দনেশ্বর এবং কন্যা ষাটি, সর্ব্ব বিষয়ে সহায়তা করিতেছেন। গৃহে ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। সচল জগন্নাথের আজ সার্ব্বভৌম-গৃহে ভোগ লাগিবে।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহে গৃহদেবতা নারায়ণ আছেন। চির দিন তাঁহার গৃহে শ্রীশ্রীনারায়ণ দেব পূজিত ও সেবিত হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু যে দিন হইতে ভট্টাচার্য্য শ্রীগৌরভগবানের চরণে মস্তক বিক্রীত করিয়াছেন সেই দিন হইতে তাঁহার গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গপূজারও তাঁহার ভোগের ব্যবস্থা হইয়াছে। যে পাকগৃহে নারায়ণ দেবের ভোগ হয়, তাহার সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের ভোগের কোন সম্পর্ক নাই। স্বতন্ত্র ভোগের ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে,—তাহার মধ্যে প্রভুর জন্ম স্বতন্ত্র ভোগের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এই নূতন গৃহে প্রভুর ভোগ হয়। এই নিভৃত গৃহের একটি দ্বার পাকগৃহের সহিত সংলগ্ন। সেই দ্বার দিয়া প্রভুকে পরিবেশন করা হয়। বাহিরে একটি দ্বার আছে। সেই দ্বার দিয়া প্রভু ভোগগৃহে গমন করেন। গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া প্রভুর ভোজনবিলাসলীলারঙ্গ হয়। (১)। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুকে স্বয়ংভগবানজ্ঞানে তাঁহার জন্ম এইরূপ স্বতন্ত্র ভোগরাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অনিবেদিত অন্ন ব্যঞ্জনে প্রভুর ভোগ হয়। কেবল অন্নব্যঞ্জনের উপর তুলসী মঞ্জরী দেওয়া হয়। ইহাও প্রভুর সন্তোষের জন্ম। প্রভুর শ্রীহস্তে আচমনীয় দেওয়া হয়। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের তুল্য নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তৎকালে ভারতবর্ষে কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ। সর্ব্ববিদ্যায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। এই জন্ম মহারাজা গজপতি প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে নিজ রাজসভার প্রধান পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত করেন। এই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুকে প্রথমে তাঁহার নিকট বেদান্ত পাঠ করিতে বলেন, প্রভুর বয়ঃক্রম তখন চব্বিশ বৎসর মাত্র। এক্ষণে তাঁহার সাতাইস বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম। তিনি নবীন সন্ন্যাসী। তাঁহার শ্রীঅঙ্গখানি যেন ননী দিয়া গড়া বর্ণ,—কষিত কাঞ্চন অপেক্ষাও উজ্জল, রূপের অবধি নাই। সর্ব্ব অঙ্গ অপূর্ব্ব জ্যোতিপূর্ণ, শ্রীবদনের অপরূপ শোভায় কোটি চন্দ্র লজ্জা পায়,—শ্রীমুখের বাণীতে অমৃতের নদী প্রবাহিত হয়। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম এক্ষণে ৬০ বৎসরের অধিক হইবে। এই সর্ব্বদেশপূজ্য, সর্ব্বলোকমান্য, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পরম নিষ্ঠাবান বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রভুকে স্বয়ংভগবান বলিয়া তাঁহার পৃথক পূজা করেন, ভোগ দেন, তাঁহার স্তবস্তুতি রচনা করিয়া ধ্যান বন্দনা করেন। শ্রীগৌরভগবানের অবতার-তত্ত্বের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রমাণ আর কি হইতে পারে? এ সকল কথার আলোচনা এ স্থানে নিষ্প্রয়োজন; প্রসঙ্গ ক্রমে যৎকিঞ্চিৎ লিখিত হইল। লীলাকথার রসভঙ্গ হইল, তজ্জন্য কৃপাময় পাঠকবৃন্দ ক্ষমা করিবেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার ভক্তিমতী গৃহিণী প্রভুর ভোগের জন্ম কিরূপ আয়োজন করিয়াছেন, কোন কোন দ্রব্য রন্ধন করিয়াছেন, তাহা পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী বিস্তারিত লিখিয়া গিয়াছেন। কৃপাময় পাঠকবৃন্দ! প্রভুর ভোগের সামগ্রীর বিস্তৃত বিবরণ শুনিয়া কৃতার্থ হউন। যথা শ্রীচৈতন্ম চরিতামৃতে,—

> বত্রিশা কলার এক আঙ্গটিয়া পাত।
> তিন মোন প্রমাণ তণ্ডুলের তাতে ভাত॥
> পীত সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল।
> চারিদিকে পাতে ঘৃত বহিয়া চলিল॥
> কেয়াপত্র কলার খোলা ডোঙ্গা সারি সারি।
> চারিদিকে ধরি আছে নানা ব্যঞ্জন ভরি॥
> দশ প্রকার শাক নিম্ব সুকুতার ঝোল।
> মরিচের ঝোল, ছেনা বড়া, বড়ী, ঘোল॥

(১) পাকশালার দক্ষিণে দুই ভোগালয়।
এক ঘরে শালিগ্রামের ভোগ সেবা হয়॥
আর ঘর মহাপ্রভুর ভিক্ষার লাগিয়া।
নিভৃতে করিয়াছেন নূতন করিয়া॥
বাহ্যে এক দ্বার তার প্রভু প্রবেশিতে।
পাকশালার অন্ম দ্বার অন্ন পরিবেশিতে॥ চৈঃ চঃ

দুগ্ধ তুম্বী, দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড বেসারি লাফরা।
মোচাঘণ্ট, মোচাভাজা, বিবিধ শাকরা॥
বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ড বড়ীর ব্যঞ্জন অপার।
ফুলবড়ী ফল মূলে বিবিধ প্রকার॥
নব নিম্ব পত্র সহ ভ্রষ্ট বার্ত্তাকী।
ফুলবড়ী পটোল ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী॥
ভ্রষ্ট মাস, মুদ্গ সূপ অমৃত নিন্দয়।
মধুরাম্ল, বড়াম্লাদি, অম্ল পাঁচ ছয়॥
মুদ্গবড়া, মাসবড়া, কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলি নারিকেল, আর যত পিষ্ট॥
কাঁজিবড়া, দুগ্ধচিড়া, দুগ্ধলকলকী।
আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি॥
ঘৃতসিক্ত পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
চাঁপাকলা ঘন দুগ্ধ আম্র তাঁহা ধরি॥
রসালা মথিত দধি সন্দেস অপার।
গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার॥

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার ভক্তিমতী গৃহিণী দ্বিপ্রহরের মধ্যে এই সকল রন্ধন করিয়াছেন। প্রাতে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়া ভট্টাচার্য্য-দম্পতি স্বয়ং রন্ধনে বসিয়াছেন। দুইজনে মিলিয়া এই সকল আয়োজন ও রন্ধন করিয়া শ্রীগৌরভগবানের জন্য উত্তম ভোগ প্রস্তুত করিলেন। একখানি সুন্দর চিত্রবিচিত্রিত পিড়ার উপরে নূতন ধৌত বস্ত্র পাতিয়া দিব্যাসন প্রস্তুত করিলেন। দুই পার্শ্বে সুগন্ধিপূর্ণ শীতল জলপূর্ণ ঝারি রাখিলেন। থরে থরে অন্নব্যঞ্জনাদি সকল খাদ্যদ্রব্য সাজাইলেন। অন্ন ব্যঞ্জনের উপরে কোমল তুলসী মঞ্জুরী দিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের উত্তম প্রসাদ অমৃত গুটিকা ও পিঠা পানা আনাইলেন। কিন্তু এই সকল প্রসাদ পৃথক করিয়া ধরিলেন, কারণ ইহা নিবেদিত (১)। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের এই কার্য্যে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, তিনি শ্রীগৌরভগবানের ভোগ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে দিতেন। গৌরমন্ত্রে তিনি দীক্ষিত ছিলেন এবং গৌরমন্ত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ পূজা করিতেন। স্বতন্ত্রভাবে শ্রীগৌরভগবানের পৃথক ভোগ দিতেন। গৃহদেবতা নারায়ণের সেবা গৃহে নৈমিত্তিকভাবে তিনি রাখিলেন বটে, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গভজনই জীবনের সার করিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

সার্ব্বভৌম হৈলা প্রভুর ভক্ত একতান।
মহাপ্রভু বিনা সেব্য নাহি জানে আন্॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
এই ধ্যান এই জপ লয় এই নাম॥

প্রভুর প্রকট লীলায় এইরূপ ব্যবস্থা অনেক ভক্তই করিয়াছিলেন। এখন অপ্রকটে কোন কোন মহাপুরুষ গৌরমন্ত্রই স্বীকার করেন না!

ভোগের যখন সমস্ত উদ্যোগ হইয়াছে, মধ্যাহ্নকৃত্য সমাপন করিয়া প্রভু একাকী সার্ব্বভৌমগৃহে আগমন করিলেন। ভক্তবৎসল প্রভু ভক্তের মন জানিয়া একাকীই আসিলেন (১)। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুকে বলিয়াছিলেন স্বরূপ দামোদর গোসাঞিকে সঙ্গে আনিতে পারেন। প্রভু কিন্তু তাঁহাকেও আনিলেন না। ভক্তের মনতুষ্টির জন্য তিনি একেশ্বর আসিলেন। প্রভু নিজজন ছাড়িয়া একাকী এপর্য্যন্ত কোথাও ভিক্ষা করেন নাই। নীলাচলে এই প্রথম ভক্তবৎসল প্রভু এইভাবে তাঁহার ভক্তের মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য স্বয়ং শ্রীগৌরভগবানের পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিলেন। প্রভু সহাস্য বদনে ভোগগৃহে প্রবেশ করিলেন। ভোগের সজ্জা দেখিয়া তিনি যেন বিস্মিত হইলেন। মহা সন্তুষ্ট হইয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে কহিলেন,—

(১) শ্রদ্ধা করি ভট্টাচার্য্য সব করাইল।
শুভ্র পীঠোপরি সূক্ষ্ম বসন পাতিল॥
দুই পাশে সুগন্ধি শীতল জল ঝারি।
অন্ন ব্যঞ্জনোপরি দিল তুলসী মঞ্জরী॥
অমৃত গুটিকা পিঠা পানা আনাইল।
জগন্নাথের প্রসাদ সব পৃথক ধরিল॥ চৈঃ চঃ

(১) হেনকালে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিয়া।
একা সে আইলা তার হৃদয় জানিয়া॥ চৈঃ চঃ

"অলৌকিক এই সব অন্ন ব্যঞ্জন।
দুই প্রহর ভিতরে কেমনে হৈল রন্ধন॥
শত চুলায় শত জন পাক যদি করে।
তবু শীঘ্র এত ব্যঞ্জন রান্ধিতে না পারে॥
কৃষ্ণে ভোগ লাগাঞাছ অনুমান করি।
উপরে দেখিয়ে যাতে তুলসী মঞ্জুরী॥
ভাগ্যবান তুমি, সফল তোমার উদ্যোগ।
রাধাকৃষ্ণে লাগাঞাছ এতাদৃশ ভোগ॥
অন্নের সৌরভ বর্ণ অতি মনোরম।
রাধা কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ইহা করিয়াছেন ভোজন॥
তোমার বহুত ভাগ্য কত প্রশংসিব।
আমি ভাগ্যবান ইহার অবশেষ পাব॥" চৈঃ চঃ

প্রভু কলির প্রচ্ছন্ন অবতারের মত কথাই বলিলেন। তিনি ভক্তের নিকটে এইরূপে আত্মগোপন করিতেন, কিন্তু সময় ও সুযোগ বুঝিয়া আত্মপ্রকাশও করিতেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে তিনি নিজ ঐশ্বর্য্য ষড়ভুজ মূর্ত্তি দেখাইয়াছেন, তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তিনি বুঝিয়াছেন প্রভুর প্রকৃত তত্ত্ব কি,—তিনি কি বস্তু। তাই তাঁহাকে পরতত্ত্ব স্বয়ংভগবান বলিয়া পূজা, ভোগ প্রভৃতি দিতেছেন, তাঁহার নাম জপ করিতেছেন, তাঁহার রূপ ধ্যান করিতেছেন। প্রভু এক্ষণে যে সকল কথা বলিলেন, তাহাতে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের চিত্তে তাঁহার ভগবত্তা সম্বন্ধে কোনরূপ বিকারই উপস্থিত হইল না। তিনি প্রভুর চতুরতা বুঝিয়া হাসিতে লাগিলেন। এসকল কথার কোন উত্তরই দিলেন না। ইহা দেখিয়া পুনরায় প্রভু বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য! শ্রীকৃষ্ণের ভোগ অতি উত্তম হইয়াছে। এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের আসন পীঠ উঠাইয়া রাখিয়া আমাকে ভিন্ন পাত্রে কিঞ্চিৎ প্রসাদ দাও" (১)। এইবার সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন। উত্তর না করিলে আর চলিল না। কারণ তিনি প্রভুর জন্য আসন পাতিয়াছেন, তাঁহার জন্যই উত্তম করিয়া পরিপূর্ণ ভোগ বাড়িয়াছেন, তিনি আসনে বসিবেন, বসিয়া অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিবেন,—তবে ভট্টাচার্য্যের মনে সুখ হইবে। কারণ শ্রীকৃষ্ণও যিনি, শ্রীগৌরভগবানও তিনি,—ইহা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিশেষ করিয়া যাচিয়া লইয়াছেন। তাঁহার মনে কোন সংশয়ই নাই। ভট্টাচার্য্য তখন প্রভুর কথায় কি উত্তর দিলেন শুনুন,—

ভট্টাচার্য্য কহে "প্রভু না কর বিস্ময়।
যে খাইবে তার শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধ হয়॥
না মোর উদ্যোগে না গৃহিণীর রন্ধনে।
যাঁর শক্ত্যে সিদ্ধ অন্ন সেই ইহা জানে" ॥ চৈঃ চঃ

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি একটি গূঢ় কথা কহিলেন। তিনি বলিলেন যিনি ভোজন করিবেন তাঁহার শক্তিতে শ্রীবিগ্রহের ভোগ সিদ্ধ হয়। এস্থলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মনের ভাব এইরূপ। প্রভুর ভোজনের নিমিত্ত ভোগ প্রস্তুত হইয়াছে। প্রভু ভোজন করিবেন, ঈশ্বর ভাবেই হউক, আর ভক্তভাবেই, হউক, তিনি ভোজন করিবেন বলিয়াই ভোগের এত উত্তমতা, এত সফলতা। ইহা তিনি স্বমুখেই পূর্ব্বে বলিলেন। এই বিষয়ে দুইটি তত্ত্ব আছে। শ্রীভগবানের ভোগ, শ্রীভগবানের নামেই সিদ্ধ। শ্রীভগবানের নামে ভক্তি-পূর্ব্বক ভোগ দিলে তিনি তাহা ভোজন করেন, আর সেই জন্যই প্রসাদ এত সুস্বাদু হয়। কারণ, ইহা অপ্রাকৃত বস্তু,—তাঁহার অধরামৃত। ইহা হইল, প্রথম তত্ত্ব। দ্বিতীয় তত্ত্বটি এই। ভক্তের মুখে ভগবান ভোজন করেন,—ইহা শাস্ত্র-বাক্য। ভক্ত যখন শ্রীভগবানের নিবেদিত প্রসাদ ভোজন করেন, তাঁহার শক্তিতেও ভোগ সিদ্ধ হয়। কারণ তাঁহার ভোজনেই শ্রীভগবানের ভোজন। আর শ্রীভগবানের ভোজনেই সর্ব্ব ভক্ষ্যদ্রব্য বিশেষ স্বাদুতা পূর্ণ হয়। ইহা তাঁহার অপার মহিমার পরিচয় এবং কৃপার নিদর্শন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুকে যাহা বলিলেন, তাহা শুনিয়া প্রভু হাসিলেন। কিন্তু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুকে যখন আসনে বসিয়া ভোজন করিতে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন, তখনও তিনি কহিলেন, "এ যে শ্রীকৃষ্ণের আসন,

(১) কৃষ্ণের আসন পীঠ রাখ উঠাইয়া।
মোরে প্রসাদ দেহ ভিন্ন পাত্র করিয়া॥ চৈঃ চঃ

ইহা পূজ্য, আমি ইহাতে কি করিয়া বসিব?" ভট্টাচার্য্য তখন কহিলেন, "প্রভু হে! অপরাধ গ্রহণ করিও না। তোমার নিকট শাস্ত্রকথা বলিতে লজ্জা বোধ করে। ঠাকুরের প্রসাদী অন্নব্যঞ্জন, এবং বসিবার আসন, এই দুইই তাঁহার প্রসাদ বলিয়া গণ্য, তুমি প্রসাদান্ন ভোজন করিবে, আর আসনে বসিতে অপরাধ কি?" (১) সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য লজ্জায় প্রভুর সম্মুখে এসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বচনটি পাঠ করিতে পারিলেন না। প্রভু কিন্তু তাঁহার হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি (২) পাঠ করিয়া কহিলেন—

——ভাল কহিলে শাস্ত্র আজ্ঞা হয়।
কৃষ্ণের সকল শেষ ভৃত্য আস্বাদয়॥" চৈঃ চঃ

এই বলিয়া প্রভু আসনে উপবেশন করিয়া শ্রীভোগের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "ভট্টাচার্য্য! এত প্রসাদান্ন কি মানুষে খাইতে পারে? তুমি এ কি করিয়াছ?" সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এক্ষণে প্রভুর নিকটে এক পার্শ্বে দ্বারে বসিয়াছেন। তিনি কহিলেন, "প্রভু হে! তুমি আমার নিকটে আর চতুরতা করিও না। তোমাকে আমি চিনিয়াছি। তুমিই কৃপা করিয়া তোমার নিজতত্ত্ব আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছ। তুমি এই নীলাচলে বায়ান্নবার ভোজন কর। এক এক ভোগে শত শত মোন অন্নব্যঞ্জন থাকে। তুমিই দ্বারকাতে ষোড়শ সহস্র মহিষীর মন্দিরে ত্রিসন্ধ্যা ভোজন করিয়াছ, তুমিই গোবর্দ্ধন যজ্ঞে রাশিকৃত অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিয়াছ। এই সকলের তুলনায় আমার কুটীরের তোমার যে এই সামান্য ভোগ, ইহা ত তোমার পক্ষে এক গ্রাস মাত্র। তুমি সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর; আর আমি তোমার দাসানুদাস ক্ষুদ্র জীব। প্রভু হে! ভৃত্যের কুটীরে আজ কৃপা করিয়া এক গ্রাস মাধুকরী কর"।—প্রভু আর কথাটি কহিতে পারিলেন না। তিনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া ভোজনে বসিলেন। ভট্টাচার্য্য পরমানন্দে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম-গৃহিণী ও তাঁহার কন্যা ষাটি গৃহাভ্যন্তরে দাঁড়াইয়া প্রভুর ভোজনলীলারঙ্গ দর্শন করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুকে পরিবেশন করিতেছেন, আবার যষ্টি হস্তে ভোগগৃহের দ্বার রক্ষাও করিতেছেন। কারণ তিনি জানেন তাঁহার জামাতা অমোঘ মহা পাষণ্ডী। তিনি কুলীনের গৃহে তাঁহার একমাত্র কন্যা দান করিয়াছেন। জামাতা কুলের অহঙ্কারে স্ফীতবক্ষ কপোতের ন্যায় সর্ব্বদা উন্নত মস্তকে পথে চলেন, কাহাকেও তিনি গ্রাহ্য করেন না। আপনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন। নীলাচলে বড়লোক শ্বশুরের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার অন্নধ্বংস করিতেছেন। তাঁহার কোন গুণই নাই। বিশ্বনিন্দুক অমোঘ পাছে এই সময়ে আসে, এই ভয়ে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ভোগগৃহের দ্বারদেশে যষ্টি হস্তে করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে প্রভুকে পরিবেশন করিতে যাইয়া তাঁহার অপূর্ব্ব ভোজনলীলারঙ্গ দর্শন করিয়া অন্যমনস্ক হইতেছেন (১)। এই অবসরে বিশ্বনিন্দুক অমোঘ সেখানে অকস্মাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই প্রভুর ভোগ দেখিয়া কহিল—

এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বার জন।
একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন॥ চৈঃ চঃ

(১) এইত আসনে বসি করহ ভোজন।
প্রভু কহে পূজ্য এই কৃষ্ণের আসন॥
ভট্ট কহে অন্নপীঠ সমান প্রসাদ।
অন্ন খাইবে পীঠে বসিতে কাঁহা অপরাধ। চৈঃ চঃ

(২) ত্বয়োপভুক্ত স্রগ্‌গন্ধ বাসোঽলঙ্কার চর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসা স্তব মায়াং জয়েম হি॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

অর্থ। হে ভগবন্‌। আপনার উপভুক্ত মাল্য গন্ধ বস্ত্র ও অলঙ্কারে অলঙ্কৃত এবং আপনার উচ্ছিষ্ট ভোজ্য দাস আমরা অনায়াসে আপনার মায়া জয় করিতে সমর্থ হইব।

(১) হেনকালে অমোঘ নাম ভট্টাচার্য্যের জামাতা।
কুলীন নিন্দক তেঁহো ষাটি কন্যার ভর্ত্তা॥
ভোজন দেখিতে চাহে আসিতে না পারে।
লাঠি হাতে ভট্টাচার্য্য আছেন দুয়ারে॥ চৈঃ চঃ

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য জামাতার প্রতি চাহিবামাত্র সে দৌড়িয়া পলায়ন করিল। ভট্টাচার্য্য তাহার পশ্চাতে লাঠি লইয়া মারিতে ছুটিলেন, কিন্তু তাহার লাগ পাইলেন না। প্রভুর নিকট ফিরিয়া আসিয়া মনঃদুঃখে তিনি দুর্বৃত্ত জামাতাকে অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন, আর দশ সহস্র গালি দিতে লাগিলেন। অমোঘের নিন্দা এবং ভট্টাচার্য্যের গালি ও অভিশাপবাক্য শুনিয়া দয়াময় প্রভু হাসিতে হাসিতে ভোজন করিতে লাগিলেন। ভক্তিমতী সর্ব্বভৌম-গৃহিণীর শ্রীগৌরাঙ্গচরণে একনিষ্ঠা ভক্তি। তিনি অন্তরাল হইতে জামাতার মুখে প্রভুর নিন্দাবাদ শুনিয়া দুঃখে, লজ্জায়, ক্ষোভে, ও ঘৃণায় শিরে করাঘাত করিয়া বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে কান্দিতে কান্দিতে কহিতে লাগিলেন "ষাটি আমার বিধবা হউক।" ভক্তবৎসল প্রভু ইহা স্বকর্ণে শুনিলেন। ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার ভক্তিমতী গৃহিণীর দুঃখ এবং মনঃকষ্ট নিবারণ করিবার জন্য প্রভু অধিকতর মনোনিবেশ সহকারে ভোজন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিবার জন্য অন্নব্যঞ্জন চাহিয়া লইলেন। অমোঘ যে তাঁহার নিন্দা করিয়াছে, ইহা তিনি একেবারে গ্রাহ্যই করিলেন না (১)।

প্রভুর ভোজন-বিলাস সমাপন হইলে ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে আচমন করাইয়া অন্য গৃহে আসনে বসাইলেন। তুলসী মঞ্জরী, ও লবঙ্গ এলাচি প্রভৃতি মুখশুদ্ধি দিলেন। প্রভুর শ্রীঅঙ্গে সুগন্ধি চন্দন বিলেপন করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মনে আজ বড় অশান্তি। প্রভুকে নিজ গৃহে আনিয়া জামাতাকে দিয়া তাঁহার নিন্দা করাইলেন, এই আত্মগ্লানিতে তিনি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছেন। তিনি মরমে মরিয়া আছেন। প্রভুকে বিদায় দিবার সময় তিনি তাঁহার চরণে দীঘল হইয়া লুটাইয়া পড়িলেন এবং কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন—

"নিন্দা করাইতে তোমা আনিনু নিজঘরে।
এই অপরাধ প্রভু ক্ষমা কর মোরে।" চৈঃ চঃ

ভক্তবৎসল প্রভু তাঁহাকে প্রেমভরে উঠাইয়া প্রেমালিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিয়া কহিলেন "ভট্টাচার্য্য! তোমার জামাতা ত আমার নিন্দা করেন নাই, তিনি ত সহজ এবং স্পষ্ট কথাই বলিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার কিম্বা তোমার কোনই অপরাধ হয় নাই" (১)। এই কথা বলিয়াই প্রভু নিজ বাসায় চলিলেন। ভট্টাচার্য্য তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। প্রভু নিষেধ করিলেন না। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ইহাতে বুঝিলেন, প্রভুর কথাটি তাঁহার মুখের কথা মাত্র,—অন্তরের কথা নহে। প্রভু স্বয়ং ভগবান, তাঁহার আবার নিন্দা কি? আর নিন্দা করিলেই বা তিনি দুঃখিত হইবেন কেন? সাধুগণের পক্ষে যখন নিন্দা ও স্তুতি উভয়ই তুল্য বস্তু, তখন শ্রীভগবানের পক্ষেও তাহা নিশ্চিত। তবে শ্রীভগবান যখন নরবপু পরিগ্রহ করিয়া নরলীলারঙ্গ করেন, তখন তিনি ইচ্ছা করিয়া লীলার উদ্দেশ্যে নরপ্রকৃতি গ্রহণ করেন। প্রভু অনায়াসেই সার্ব্বভৌম-গৃহে বসিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার গৃহিণীকে সান্ত্বনা দিতে পারিতেন। তিনি জানেন ইহাঁদিগের মর্ম্মান্তিক কষ্ট হইয়াছে। জামাতার ব্যবহারে সার্ব্বভৌম-দম্পতি বিশেষ মনকষ্ট পাইয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণ লোকে যাহা করে, প্রভু তাহা করিলেন না। মনের ব্যথা পাইলে লোকে সাধারণতঃ উপবাস করে। সার্ব্বভৌম-দম্পতিও তাহাই করিলেন। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু ইহা জানিতেন। লীলারসের গাঢ়ত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য শ্রীগৌরভগবান বিদায় কালে এই কথা বলিয়া সার্ব্বভৌম-গৃহ হইতে নিজ বাসায় চলিয়া গেলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যখন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে কোন কথাই বলিলেন না। বাসায় যাইয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর চরণে

তেঁহো যদি প্রসাদ দিতে হৈল আনমন।
অমোঘ আসি অন্ন দেখি করয়ে নিন্দন॥ চৈঃ চঃ

(১) শুনি ষাটির মাতা শিরে বুকে হাত মারে।
ষাটি রাণ্ডি হউক ইহা বলে বারে বারে॥

দোঁহার দুঃখ দেখি প্রভু দুঁহা প্রবোধিয়া।
দোঁহার ইচ্ছাতে ভোজন কৈল তুষ্ট হৈয়া॥ চৈঃ চঃ

(১) প্রভু কহে নিন্দা নহে, সহজ কহিল।
ইহাতে তোমার কিবা অপরাধ হৈল॥ চৈঃ চঃ

নিপতিত হইয়া বহুপ্রকারে আত্মনিন্দা করিতে লাগিলেন (২)। আত্মগ্লানি-বিষে তাঁহার হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়াছে। বাসায় যাইয়া প্রভু তাঁহাকে মিষ্ট বাক্যে সান্তনা করিয়া গৃহে পাঠাইলেন। ভট্টাচার্য্য দুই হস্তে প্রভুর শ্রীচরণের ধূলি গ্রহণ করিয়া কান্দিতে কান্দিতে গৃহে ফিরিলেন। গৃহে আসিয়া গৃহিণীকে সক্ষোভে কহিলেন,—

চৈতন্ত গোসাঞির নিন্দা শুনিল যাহা হৈতে।
তারে বধ কৈলে হয় পাপ প্রায়শ্চিত্তে॥
কিম্বা নিজ প্রাণ যদি করি বিমোচন।
দুই যোগ্য নহে, দুই শরীর ব্রাহ্মণ॥
পুনঃ সেই নিন্দুকের মুখ না দেখিব।
পরিত্যাগ কৈল তার নাম না লইব॥
ষাটিরে কহ তারে ছাড়ুক সে হৈল পতিত।
পতিত হইলে ভর্ত্তা ত্যজিতে উচিত॥ (১)

কৃপাময় পাঠকবৃন্দ! সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কথাগুলি একটু স্থির চিত্তে বিচার করুন। তাঁহার কথা গুলিতে তাঁহার গৌরাঙ্গৈকনিষ্ঠতার পূর্ণ পরিচয় দিতেছে। তিনি বলিলেন "যিনি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর নিন্দা কর্ণে শ্রবণ করেন, তাঁহার আর ছার জীবন রাখা কর্ত্তব্য নহে, আর যাহার দ্বারা এই ঘোরতর পাপকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহারও জীবন ধারণ করা উচিত নহে। শ্রীগৌরাঙ্গ-নিন্দুকের প্রাণ সংহার করা কর্ত্তব্য, না হয় গৌরাঙ্গনিন্দা শ্রবণরূপ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নিজ প্রাণ উৎসর্গ করা বিধেয়। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বড় বিষম কথা বলিলেন। কিন্তু তিনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত; এস্থলে ব্রাহ্মণ বধের পাপের ভয় করিলেন। প্রভুর নিন্দাকারী জামাতার মুখ দর্শন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। ইহাতেও তাঁহার মনের দুঃখ গেল না। তিনি গৃহিণীকে কহিলেন "ষাটিকে বল' তাহার পতি ত্যাগ করুক, কারণ সে পতিত। পতিত স্বামী সাধ্বী স্ত্রীলোকের পক্ষে ত্যজ্য,—ইহা শাস্ত্র বাক্য"। ইহাও বড় বিষম কথা। নিজ কন্যাকে এরূপ কথা বলা বড় সহজ কথা নহে। সার্ব্বভৌম-গৃহিণীও বলিয়াছেন "ষাটি আমার বিধবা হউক।" কন্যাও জামাতার প্রতি এইরূপ ব্যবহার পিতা মাতার পক্ষে সচরাচর দূষনীয়। কিন্তু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মত সর্ব্বলোকপূজ্য পরম বিজ্ঞ পণ্ডিত, এবং তাঁহার গৃহিণীর মত স্নেহময়ী ও ভক্তিমতী স্ত্রীলোক, অনায়াসে সর্ব্ব সমক্ষে এই সকল কথা বলিলেন। ইহার কারণ তাঁহাদের জীবনসর্ব্বস্ব ভজনধন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে তাঁহাদিগের অযোগ্য জামাতা নিন্দা করিয়াছে। সে নিন্দা তাঁহাদিগকে কর্ণে শুনিতে হইয়াছে। প্রভুর নিন্দা শ্রবণরূপ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, তাই তাঁহারা এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া উপবাসী রহিলেন। প্রভুর প্রসাদ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিলেন। ইহাতেও তাঁহাদিগের মনঃকষ্টের অবধি রহিল না।

এদিকে সার্ব্বভৌম-জামাতা অমোঘ সেই যে পলায়ন করিয়াছিলেন, সে রাত্রিতে আর গৃহে আসিলেন না। প্রাতঃকালে তিনি বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাহা শুনিলেন। ইহাতে তাঁহার মনে বড় আনন্দ হইল। তিনি সকলকে কহিলেন "আমার বড় ভাগ্য, দৈব আমার সহায় হইল; বড় ভাল হইল, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিন্দুকের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হাতে হাতে ফলিল" (১)। এই কথা বলিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য দুইটি শাস্ত্র বচন আবৃত্তি করিলেন (২)।

(১) এত বলি মহাপ্রভু চলিলা ভবনে।
ভট্টাচার্য্য তাঁর ঘরে গেলা তার সনে॥
প্রভু পদে পড়ি বহু আত্মনিন্দা কৈল।
তাঁরে শান্ত করি প্রভু ঘরে পাঠাইল॥ চৈঃ চঃ

(১) সন্তুষ্টা-ঽলোলুপা দক্ষা ধর্ম্মজ্ঞা প্রিয় সত্যবাক্।
অপ্রমত্তা শুচিঃ স্নিগ্ধা পতিং ত্বপতিতং ভজেৎ॥
শ্রীমদ্ভাগবত।

(১) সেই রাত্রে অমোঘ কাঁহা পলাইয়া গেল।
প্রাতঃকালে তারে বিসূচিকা ব্যাধি হৈল॥
অমোঘ মরে শুনি কহে ভট্টাচার্য্য।
সহায় হৈয়া দৈব কৈল মোর কার্য্য॥ চৈঃ চঃ

(২) মহতা হি প্রযত্নেন সমদ্ধ্য গজবাজিভিঃ।
অস্মাভির্যদনুষ্ঠেয়ং গন্ধর্বৈস্তদনুষ্ঠিতং॥ মহাভারত

পর দিবস প্রাতে গোপীনাথ আচার্য্য প্রভুদর্শনে তাঁহার বাসায় গিয়াছেন। ইনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভগ্নিপতি। তাঁহার বাসাতেই থাকেন। করুণাময় সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তাঁহাকে ভট্টাচার্য্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। গোপীনাথ আচার্য্য কহিলেন "ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার গৃহিণী উপবাস করিয়া আছেন। অমোঘের বিসূচিকা ব্যাধি হইয়াছে। তাহার জীবন সংশয়"। ইহা শুনিয়া ভক্তবৎসল প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি গোপীনাথ আচার্য্যকে সঙ্গে করিয়া একেবারে অমোঘের নিকটে ছুটিয়া চলিয়া আসিলেন। দয়ার অবতার ভক্তবৎসল প্রভু কি আর স্থির থাকিতে পারেন? ভক্তিহীন দুষ্টমতি অমোঘ বিষম বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়া অচেতন অবস্থায় পড়িয়া আছে। দয়াময় প্রভু তাঁহার বক্ষে শ্রীকর স্পর্শ করিয়া মধুর বচনে কহিলেন—

"সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য স্থান হয়॥
মাৎসর্য্য চণ্ডাল কেন ইহাঁ বসাইলে।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে তোমার কলুষ হৈল ক্ষয়।
কলুষ ঘুচিলে জীব কৃষ্ণ নাম লয়॥
উঠহ অমোঘ, তুমি লও কৃষ্ণ নাম।
অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান॥" চৈঃ চঃ

প্রভুর কি মধু হইতে মধুর সুমিষ্ট কথা! কথা বলিবার ভঙ্গিই বা কি! করুণামাখা তাঁহার শ্রীমুখের উপদেশ-বাক্যই বা কি মধুর! ইহা পড়িলে বা শুনিলে যেন প্রাণ শীতল হয়, জুড়াইয়া যায়। এত মধুমাখা কথা, এমন সকরুণ বাণী অধম দুরাচার কলিহত জীবকে আর কেহ কখনও বলেন নাই,—এমন সদুপদেশ, পতিত পাষণ্ডী জীবকে আর কেহ কখন দেন নাই। করুণাময় প্রভু পাষণ্ডী অমোঘের বক্ষে শ্রীহস্ত দিয়া স্নেহমাখা মধুর বচনে কহিলেন "অমোঘ! তুমি ব্রাহ্মণকুমার,—সহজেই তোমার হৃদয় নির্ম্মল; তোমার হৃদয় শ্রীকৃষ্ণভগবানের বসিবার উপযুক্ত আসন; তুমি এই পরম পবিত্র স্থানটিতে মাৎসর্য্যরূপ চণ্ডালকে কেন বসাইলে? এস্থানটিকে তুমি অপবিত্র করিলে কেন? তোমার শ্বশুর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পরম ভাগবত। তাঁহার সঙ্গগুণে তোমার সকল পাপ নাশ হইল। পাপ নাশ না হইলে কেহ কৃষ্ণনাম গ্রহণ করে না। অমোঘ! তুমি উঠ,—কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ, তোমাকে শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিবেন।" প্রভুর শ্রীকরস্পর্শলাভে অমোঘের চেতনা হইল, তাঁহার কৃপায় অমোঘের এই দুরারোগ্য ব্যাধি তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হইল,. সে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া লম্ফ দিয়া উঠিল,—উঠিয়া প্রেমোন্মত্ত-ভাবে উচ্চ হরিধ্বনি করিয়া প্রভুর সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল। অশ্রু, কম্প,পুলক, কদম্ব, স্তম্ভ, স্বেদ, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি প্রেমভক্তির লক্ষণ সকল অমোঘের অঙ্গে দৃষ্ট হইল। প্রভু ইহা দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন (১)। গোপীনাথ আচার্য্য প্রভুর সঙ্গেই আছেন। তিনি অমোঘের প্রতি প্রভুর এই অপার কৃপার কথা মনে করিয়া প্রেমানন্দে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। অমোঘ কিছুক্ষণ প্রেমাবেগে নৃত্যকীর্ত্তন করিয়া প্রভুর চরণে নিপতিত হইয়া অতিশয় দৈন্য ও আর্ত্তি সহকারে তাহার কুকর্ম্মের জন্য কান্দিতে কান্দিতে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তাহার ক্রন্দনে প্রভুর কোমল হৃদয় দ্রব হইল। ইহাতেও অমোঘের মনের আত্মগ্লানি দূর হইল না। তখন সে মনঃক্ষোভে আপনার গালে সজোরে আপনি চড় মারিতে লাগিল এবং এবং কান্দিতে কান্দিতে কহিতে লাগিল "আমি এই ছার মুখে প্রভুর নিন্দা করিয়াছি, এ মুখ আর তাহাকেও দেখাইব না"। অমোঘের

তথাহি—

আয়ুঃশ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥ শ্রীভাগবত।

অর্থ। সাধুজনের বিদ্বেষ কেবল মাত্র মৃত্যুর হেতু নহে। তাহাতে অশেষ পুরুষার্থ সম্পন্ন ব্যক্তিরও আয়ুঃ, শ্রী, যশঃ, ধর্ম্ম, স্বর্গাদি লোককল্যাণ এবং সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়ঃ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(১) শুনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি অমোঘ উঠিলা।
প্রেমোন্মাদে মত্ত হঞা নাচিতে লাগিলা॥
কম্পাশ্রু, পুলক, স্তম্ভ, স্বেদ, স্বরভঙ্গ।
প্রভু হাসে দেখি তা'র প্রেমের তরঙ্গ॥ চৈঃ চঃ

গাল ফুলিয়া উঠিল,—বিষম আত্মগ্লানিবিষে তাঁহার সর্ব্ব অঙ্গ জর্জ্জরিত হইয়াছে, তাহার জীবনে ধিক্কার হইয়াছে। তখন গোপীনাথ আচার্য্য সস্নেহে হাতে ধরিয়া অমোঘকে নিরস্ত করিলেন (১)। প্রভুও পুনরায় তাহার অঙ্গস্পর্শ করিয়া তাহাকে আশ্বাস বাক্যে তুষ্ট করিয়া কহিলেন "অমোঘ! সার্ব্বভৌম সম্বন্ধে তুমি আমার স্নেহপাত্র। তোমার শ্বশুরের গৃহের দাসদাসী, এমন কি বিড়াল কুকুরটি পর্য্যন্তও আমার প্রিয়, তোমার কোনই অপরাধ নাই; তুমি এখন গৃহে যাইয়া কৃষ্ণনাম কর" (২)। এই বলিয়া প্রভু অমোঘকে সঙ্গে করিয়া সার্ব্বভৌম গৃহে আসিলেন। গোপীনাথ আচার্য্যও প্রভুর সঙ্গে আসিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এবং তাঁহার গৃহিণী পূর্ব্বদিনের উপবাসে কাতর শরীরে বিষণ্ণ বদনে গৃহে বসিয়া হা হুতাশ করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ প্রভু সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভুকে দেখিয়াই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য উঠিয়া একেবারে তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া ভূমিবিলুণ্ঠিত হইয়া অঝোরনয়নে কান্দিতে লাগিলেন। কৃপানিধি প্রভু তাঁহাকে শ্রীহস্তে ধরিয়া উঠাইয়া গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন।

প্রভু দেখি সার্ব্বভৌম ধরিলা চরণে।
প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিয়া বসিলা আসনে॥ চৈঃ চঃ

তাহার পর তিনি দিব্যাসনে উপবেশন করিয়া ভট্টাচার্য্যকে মধুর বচনে সস্নেহে কহিলেন—

——"অমোঘ শিশু, কিবা তার দোষ।
কেন উপবাস কর, কেন তারে রোষ॥
উঠ, স্নান কর, দেখ জগন্নাথ-মুখ।
শীঘ্র আসি ভোজন কর তবে মোর সুখ॥
তাবৎ রহিব আমি এথায় বসিয়া।
যাবৎ না পাইবে তুমি প্রসাদ আসিয়া॥ চৈঃ চঃ

ভক্তবৎসল শ্রীগৌরভগবান ভক্তদুঃখে কাতর হইয়া যে কথাগুলি বলিলেন,—তাহাতে সার্ব্বভৌমের হৃদয় গলিয়া গেল, তিনি গুণনিধি প্রভুর গুণের কথা স্মরণ করিয়া কান্দিয়া আকুল হইলেন। ভক্তের জন্য শ্রীভগবান কিরূপ কষ্ট স্বীকার করেন, ভক্ত উপবাসী থাকিলে তিনি কতদূর উদ্বিগ্ন হন, কত মনঃকষ্ট পান, প্রভুর কথাতেই তাহা প্রকাশ পাইল। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য গোপীনাথ আচার্য্যের মুখে তাঁহার অযোগ্য দুর্বৃত্ত, অবৈষ্ণব জামাতার প্রতি প্রভুর অযাচিত অপার কৃপার কথা সকলি শুনিলেন; শুনিয়া তিনি অধিকতর প্রেমবিহ্বলভাবে প্রভুকে কহিলেন "প্রভু হে! কৃপানিধে! অমোঘ নিজ কর্ম্মদোষে মরিত, ভালই হইত, তুমি তাঁহাকে বাঁচাইলে কেন?" করুণাময় প্রভু কহিলেন "ভট্টাচার্য্য! অমোঘ তোমার পুত্রস্থানীয় বালক। পিতা কি বালকপুত্রের দোষ গ্রহণ করেন? তুমি তাঁহাকে পুত্ররূপে প্রতিপালন করিতেছ, তাঁহার দোষ গ্রহণ তোমার কর্ত্তব্য নহে। যাহা হউক সে এক্ষণে বৈষ্ণব হইয়াছে, কৃষ্ণনাম করিতেছে, তাহার অপরাধ ভঞ্জন হইয়াছে। এক্ষণে তুমি তাহাকে কৃপা কর" (১) সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য অমোঘ সম্বন্ধে আর কোনও কথা না বলিয়া প্রভুকে কহিলেন "প্রভু হে! চল তোমার সঙ্গে আমি জগন্নাথ দর্শনে যাই। স্নান করিয়া পরে এখানে আসিব"। দয়াময় প্রভু ইহাতে স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু গোপীনাথ আচার্য্যকে আজ্ঞা করিলেন "আচার্য্য! তুমি

---

(১) প্রভুর চরণ ধরি করেন বিনয়।
অপরাধ ক্ষম মোর প্রভু দয়াময়॥
এই ছার মুখে তোমায় করিনু নিন্দনে।
এত বলি আপনার গালে চড়ায় আপনে॥
চড়াইতে চড়াইতে গাল ফুলাইল।
হাতে ধরি গোপীনাথাচার্য্য নিষেধিল॥ চৈঃ চঃ

(২) সার্ব্বভৌম গৃহে দাসদাসী যে কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্যজন বহুদূর॥ চৈঃ চঃ

(১) প্রভু পদে ধরি ভট্ট কহিতে লাগিলা।
মরিত অমোঘ তারে কেন জীয়াইলা॥
প্রভু কহেন অমোঘ হয় তোমার বালক।
বালক দোষ না লয় পিতা, তাহাতে পালক॥
এবে বৈষ্ণব হৈল তার গেল অপরাধ।
তাহার উপরে এবে করহ প্রসাদ॥ চৈঃ চঃ

এখানে থাকিবে। ভট্টাচার্য্য জগন্নাথ দর্শন করিয়া আসিয়া প্রসাদ পাইলে আমাকে সংবাদ দিবে" (১)।

এই বলিয়া প্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া জগন্নাথ দর্শনে গমন করিলেন। উভয়ে মিলিয়া মনের সাধে শ্রীশ্রীনীলাচলচন্দ্রের মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া পরমানন্দে নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। স্নান করিয়া ভট্টাচার্য্য গৃহে ফিরিলেন, প্রভু নিজ বাসায় যাইলেন। বিদায়কালে ভট্টাচার্য্য যখন প্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন, প্রভু তখনও কহিলেন "ভট্টাচার্য্য !তুমি উপবাসী আছ,—গৃহে যাইয়া প্রসাদ পাও। অমোঘকে আর কিছু বলিও না"। ভট্টাচার্য্য প্রভুর কৃপাবাক্য শুনিয়া প্রেমাবেগে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তিনি গৃহে আসিয়া প্রসাদ পাইলেন, তাঁহার ভক্তিমতি গৃহিণীও প্রসাদ পাইলেন। অমোঘ প্রভুর কৃপায় নবজীবন লাভ করিলেন। সেইদিন হইতে তিনি প্রভুর একান্ত ভক্ত হইলেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

সেই অমোঘ হইল প্রভুর ভক্ত একান্ত।
প্রেমে নৃত্য কৃষ্ণ নাম লয় মহা শান্ত॥

ভক্তবৎসল প্রভুর এই লীলারঙ্গটি যিনি ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ব্বক পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি অচিরে চৈতন্যচরণ লাভ করেন। ইহা কবিরাজ গোস্বামীর কথা।

শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুনে যেই জন।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্য চরণ॥

প্রভু এক্ষণে শ্রীনীলাচলে কয়েকটি অন্তরঙ্গ ভক্ত লইয়া পরমানন্দে আছেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সমগ্র নীলাচল প্রেমানন্দে পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার অপূর্ব্ব বাল্যভাব দেখিয়া নীলাচলবাসী সকলেই মুগ্ধ। কোথাও তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বাসা নাই; সকল স্থানেই তিনি আছেন। তাঁহার বালস্বভাবে সর্ব্বলোক মুগ্ধ। তিনি যখন পথে বাহির হন তাঁহার সঙ্গে অগণ্য বালক দৃষ্ট হয়। বালকদিগকে তিনি হরিনাম গান শিক্ষা দেন, তাহাদিগের সঙ্গে গৌরকীর্ত্তন করেন এবং অপূর্ব্ব ভঙ্গী করিয়া নৃত্যবিলাস করেন। ভিক্ষা করিয়া তাহাদিগকে মিষ্টান্ন ভোজন করান। যখন শ্রীনিতাইচাঁদ জগন্নাথ দর্শনে যান, তখন মন্দিরের সেবকবৃন্দ ভয়ে অস্থির হন। কারণ তিনি কখন বলরামকে ধরিতে যান, কখন জগন্নাথদেবকে ক্রোড়ে তুলিতে যান। শ্রীনিতাইচাঁদের অসীম বল,—কেহ তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারেন না। যখন তিনি প্রভুর সম্মুখে যান, তখন তিনি বড় ভাল মানুষের মত থাকেন. প্রভু তাঁহাকে দেখিলেই আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া বন্দনা করেন,—আর অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কেবল হাসেন,—কিছুই বলেন না। নিত্য তিনবার তিনি প্রভু দর্শনে আসেন। নবদ্বীপে তিনি যেরূপ প্রভুকে প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্রীনীলাচলেও তাহাই করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গ নাম।
যে জন গৌরঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণ॥

যাহাকে দেখেন তাঁহাকেই শ্রীনিতাইচাঁদ এই কথাই বলেন। ইহা ভিন্ন নীলাচলে তাঁহার অন্য কার্য্য ছিল না; প্রভু ইহা শুনিলেন। তিনি স্বয়ং নীলাচলে অধিষ্ঠান করিতেছেন, আর গৌড়দেশে তাঁহার অভাবে জীব সকল হাহাকার করিতেছে, বহুলোক হরিনামামৃতপানাশায় উদ্গ্রীব হইয়া রহিয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে গৌড়দেশে পাঠাইবার জন্য প্রভু একদিন তাঁহাকে স্মরণ করিলেন। কারণ, প্রভুর মনে বড় ব্যথা। সর্ব্বজীব মধুর হরিনাম পাইল না,—তাঁহার দ্বারা এ কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হইল না। শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহার প্রধান সহায়। মনের দুঃখ তাঁহাকে না বলিয়া আর কাহাকে বলেন? তাই প্রভু তাঁহার একাধারে ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি শ্রীনিতাইচাঁদকে স্মরণ করিলেন। অমনি অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু আসিয়া শ্রীগৌরভগবানের সম্মুখে করযোড়ে দাঁড়াইলেন। সদানন্দ শ্রীনিতাইচাঁদের সহাস্য বদন দেখিয়া দয়াময় প্রভুর মনে একটী অপূর্ব্ব ভাবের তরঙ্গ উঠিল,—সে ভাবটিতে মধুও আছে, দুঃখও আছে। ক্ষণকালের জন্য প্রভুর কমল বদন বিষণ্ণ বোধ হইল।

---

(১) প্রভু কহে গোপীনাথ ইহাঁই রহিবা।
ইঁহ প্রসাদ পাইলে বার্ত্তা আমাকে কহিবা॥ চৈঃ চঃ

প্রভু জানেন শ্রীনিতাইচাঁদ তাঁহাকে ছাড়িয়া এক তিলার্দ্ধ-কালও কোথাও থাকিতে পারেন না। তাঁহার আদেশে শ্রীনিত্যানন্দকে শ্রীনীলাচল ছাড়িয়া গৌরশূন্য গৌড়দেশে যাইতে হইবে,—ইহা তাঁহার পক্ষে প্রাণবধ। প্রভুর আদেশ তিনি অবহেলা করিতে পারিবেন না,—শ্রীগৌরভগবান ইহা ভাবিয়াই বিষণ্ণ হইলেন। কি করিয়া তিনি একথা শ্রীনিতাইচাঁদকে কহিবেন? সদানন্দ শ্রীনিত্যানন্দ একথা শুনিলেই নিরানন্দ-সাগরে মগ্ন হইবেন; করুণাময় প্রভু এই ভাবিয়া ব্যাকুল হইলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সেদিন প্রভু আর কিছু বলিলেন না। মনের কথা মনেই রাখিলেন। শ্রীনিতাইচাঁদের সহিত একত্রে বসিয়া বহুক্ষণ কৃষ্ণকথা কহিলেন। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীনিতাইচাঁদের মনে কিন্তু সুখ নাই; তিনি সকলি বুঝিতে পারিয়াছেন। বিদায়কালে তিনি প্রভুকে সজল নয়নে পরম প্রেমগদগদ-ভাবে কহিলেন "প্রভু হে! তোমার নিত্যানন্দ সকলি সহ্য করিতে পারে, কিন্তু তোমার বিরহ সহ্য করিতে হইলে তাহার প্রাণ যাইবে। একথা তুমি মনে রাখিও।" প্রভু আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

—:*:—

প্রভুর আদেশে—শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর গৌড়ে আগমন।

—:*:—

প্রভু কহে নিত্যানন্দ, সবজীব হৈল অন্ধ,
কেহ ত না পাইল হরিনাম।
এক নিবেদন তোরে, নয়ানে দেখিবে যারে
কৃপা করি লওয়াইবে নাম॥
কতপাপী দুরাচার, নিন্দুক পাষণ্ড আর,
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।
শমন বলিয়া ভয়, জীবে যেন নাহি হয়,
মুখে যেন হরিনাম লয়।
কুমতি তার্কিক জন, পড়ুয়া অধমগণ,
জন্মে জন্মে ভকতি বিমুখ।
কৃষ্ণপ্রেম দান করি, বালক পুরুষ নারী,
খণ্ডাইবা সবাকার দুঃখ॥
সঙ্কীর্ত্তন প্রেমরসে, ভাসাইবা গৌড়দেশে
পূর্ণ করি সাবাকার আশ।
হেন কৃপা অবতারে, উদ্ধার নহিল যারে
কি করিবে বলরাম দাস॥ (১)

প্রভু শ্রীনিতাইচাঁদকে বিদায় দিয়া বিষণ্ণবদনে বসিয়া মালাজপ করিতেছেন, স্বরূপ দামোদর গোসাঞি প্রভুর পাদমূলে বসিয়া আছেন, গোবিন্দ নিকটেই আছেন। প্রভুর শ্রীবদনের প্রতি চাহিয়াই স্বরূপ গোসাঞি বুঝিলেন, প্রভুর হৃদয়ে গভীর ভক্তবিরহ দুঃখ-সাগরের প্রবল তরঙ্গ উঠিয়াছে। নদীয়ার ভক্তবৃন্দকে তিনি যেদিন বিদায় দিয়া বাসায় আসেন, সেদিন প্রভুর শ্রীবদনের ভাবটি ঠিক এই রূপই হইয়াছিল। স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর একান্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত, গোবিন্দ তাঁহার একান্ত অনুরক্ত সেবক,—উভয়ে উভয়ের মুখের প্রতি চাহিলেন। উভয়ের মনের ভাব উভয়ে বুঝিলেন। প্রভুকে তাঁহারা কিছু বলিতে সাহস করিলেন না, প্রভুও কিছুই বলিলেন না। স্বরূপ গোসাঞি এবং গোবিন্দের মনে কিছু বিষম চিন্তা হইল; কারণ তাঁহারা জানেন প্রভুর মন অপ্রসন্ন হইলেই তিনি কোন এক কাণ্ড করিয়া বসেন। প্রভু যে কি কাণ্ড করিবেন, ইহাই তাঁহাদিগের চিন্তার বিষয়।

প্রভু নামজপ করিতেছেন, এমন সময়ে একজন নীলাচলবাসী বিষ্ণুভক্ত বিপ্র আসিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়া ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে আরও কয়েকজন বিপ্র ছিলেন। তাঁহাদিগেরও অভিপ্রায় প্রভুকে

(১) এই প্রাচীন পদরত্নটি শ্রীবাধম গ্রন্থকারের পূর্ব্ব পুরুষ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মন্ত্রশিষ্য, শ্রীপাট দোগাছিয়া নিবাসী পূজ্যপাদ দ্বিজ বলরাম দাস ঠাকুরের রচিত। বলরাম দাস ঠাকুর একজন প্রাচীন পদকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত পুণ্য চরিত ও পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছে।

তাঁহাদিগের গৃহে এক এক দিন নিমন্ত্রণ করেন। বৈষ্ণবগণকে দেখিয়া প্রভুর মন প্রফুল্ল হইল তাঁহার বিষন্ন বদন সুপ্রসন্ন বোধ হইল। রঙ্গিয়া প্রভু এত দুঃখের মধ্যেও এই বিপ্রদিগকে লইয়া একটি অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ করিলেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রভুর এই লীলারঙ্গটি শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়া গিয়াছেন। প্রভু কৌতুক করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন,—

"চল তুমি আগে হও গিয়া লক্ষেশ্বর।
তথা ভিক্ষা আমার, যে হয় লক্ষেশ্বর॥" চৈঃ ভাঃ

অর্থাৎ "তুমি আগে লক্ষ মুদ্রার অধিকারী হও, তবে আমাকে নিমন্ত্রণ করিও।" প্রভুর এই কথা শুনিয়া দরিদ্র বিপ্রগণ বড়ই চিন্তিত হইলেন। তাঁহারা করযোড়ে তাঁহার চরণে নিবেদন করিলেন। "প্রভু হে! লক্ষপতির কি কথা? আমাদের কাহারও গৃহে সহস্র মুদ্রাও নাই। আমরা দরিদ্র গৃহস্থ ব্রাহ্মণ। তুমি যদি আমাদের নিমন্ত্রণ না গ্রহণ কর, আমাদের গৃহস্থালী পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাউক।" এই বলিয়া বিপ্রগণ মনের দুঃখে কান্দিতে লাগিলেন (১)। দয়াময় প্রভু তখন কৌতুক রঙ্গ ছাড়িয়া মনের কথাটি প্রকাশ করিয়া বলিলেন। তিনি কি বলিলেন শুনুন।,—

প্রভু বোলে "জান, লক্ষেশ্বর বলি কারে।
প্রতি দিন লক্ষ নাম যে গ্রহণ করে॥
সে জনের নাম আমি বলি লক্ষেশ্বর॥
তথা ভিক্ষা আমার,—না যাই অন্য ঘর॥" চৈঃ ভাঃ

প্রভুর কথা শুনিয়া বিপ্রগণের চিন্তা দূর হইল, তাঁহাদের মনে বড় আনন্দ হইল। তাঁহারা করযোড়ে প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন,—

লক্ষ নাম লৈব প্রভু তুমি কর ভিক্ষা।
মহা ভাগ্য এমত করাও তুমি শিক্ষা॥ চৈঃ ভাঃ

করুণাময় প্রভু করুণা করিয়া কলিহত জীবকে কি উপলক্ষে কিরূপ ধর্ম্মোপদেশ দিতেন,—কিরূপ আশ্চর্য্যভাবে তাহাদিগের চিত্তকে ধর্ম্মকার্য্যে নিয়োজিত করিতেন তাঁহার প্রকৃত প্রমাণ এই লীলারঙ্গটিতে পাওয়া গেল। এই যে বিপ্রগণের প্রতি তাঁহার উপদেশ-বাণী, ইহাতে কিরূপ শুভ ফল হইল, শুনুন। সমগ্র নীলাচলবাসী লক্ষ হরিনাম জপ করিতে আরম্ভ করিল। কারণ প্রথমতঃ ইহা প্রভুর আদেশ, দ্বিতীয়তঃ ইহা না করিলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে গৃহে ভিক্ষা করিবেন না। প্রভুকে যিনি তাঁহার গৃহে একদিন ভিক্ষা করাইতে পারিতেন, তিনি পরম সৌভাগ্য মনে করিতেন। পরম কৌশলী শ্রীগৌরভগবান এইরূপ কৌশলজাল বিস্তার করিয়া যুগধর্ম্ম হরিনাম মহামন্ত্রের প্রচার করিতেন এবং তদ্দ্বারা জীবোদ্ধারকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতকার লিখিয়াছেন,—

প্রতিদিন লক্ষ নাম সর্ব্ব বিপ্রগণে।
লয়েন চৈতন্যচন্দ্র ভিক্ষার কারণে॥

প্রভুর শ্রীমুখে ভক্তিকথা ভিন্ন অন্য কথা নাই, তিনি আন্‌কথা মুখে বলেন না। যাঁহার মুখে তিনি কৃষ্ণকথা বা ভক্তিকথা না শুনিতে পান, প্রভু তাহার মুখদর্শনও করেন না।

ভক্তি লওয়াইতে শ্রীচৈতন্য অবতার।
ভক্তি বিনা জিজ্ঞাসা না করে প্রভু আর॥
প্রভু বলে যে জনের কৃষ্ণভক্তি আছে।
কুশল মঙ্গল তার নিত্য থাকে কাছে॥
যার মুখে ভক্তির মহত্ত্ব নাহি কথা।
তার মুখ গৌরচন্দ্র না দেখেন সর্ব্বথা॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভু বিপ্রগণকে মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন। তাঁহারা প্রভুর চরণ বন্দনা করিয়া চলিয়া গেলেন। প্রভু একাকী তাঁহার নিভৃত কুটীরে বসিয়া পূর্ব্ববৎ মালা জপ করিতেছেন, আর মনে মনে শ্রীনিত্যা-

---

(১) শুনিয়া ব্রাহ্মণ সব চিন্তিত অন্তর।
বিপ্রগণ স্তুতি করি বোলেন গোসাঞি।
লক্ষের কি দায় সহস্রেকো কারো নাঞি॥
তুমি না করিলে ভিক্ষা গার্হস্থ্য আমার।
এখনই পুড়িয়া হউক ছারখার॥ চৈঃ ভাঃ

নন্দপ্রভুকে স্মরণ করিতেছেন। এমন সময় পরম দয়াল শ্রীনিতাইচাঁদ নৃত্য করিতে করিতে প্রভুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রভু সসম্ভ্রমে উঠিলেন, এবং তাঁহাকে স্তুতি বন্দনা করিয়া নিকটে আসনে বসাইলেন। দুই ভ্রাতায় যখন একত্র হইলেন, তখন স্বরূপ গোসাঞি এবং গোবিন্দ বুঝিলেন, আজ কিছু গুহ্য কথা হইবে; তাঁহারা সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। প্রভু তখন শ্রীনিতাইচাঁদের দুটি হাত ধরিয়া পরম করুণ বচনে কহিলেন—

——————"শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি॥
প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আমি নিজ মুখে।
মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেমসুখে॥
তুমিও থাকিলা যদি মুনি ধর্ম্ম করি।
আপন উদ্দাম ভাব সব পরিহরি॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বোল দেখি আর কেবা করিব উদ্ধার॥
ভক্তিরস দাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে।
তবে অবতার বা কি নিমিত্ত করিলে॥
এতেক আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও॥
মূর্খ. নীচ, পতিত, দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সবার মোচন॥" চৈঃ ভাঃ

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বালচপলতা তাঁর দূর হইল, তাঁহার সদানন্দ শ্রীমুখের ভাব নিরানন্দ বোধ হইল। তিনি পরম গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া অধোবদনে প্রভুর এই কঠোর আদেশবাণী শুনিলেন। কোন উত্তর করিলেন না। প্রভু তখন পুনরায় কহিলেন "শ্রীপাদ! আমার মনের ব্যথা তোমাকে বলি শুন। জীব হরিনাম লইল না। আমি হরিনাম বিলাইব বলিয়া কলির জীবের নিকট প্রতিশ্রুত আছি। এইজন্য বড় সাধ করিয়া আমি এই অবতার গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার সাধ অপূর্ণ রহিল। তুমিই আমার প্রধান সহায়। জীবের নিকট আমি ঋণে আবদ্ধ; তুমি আমাকে ঋণমুক্ত কর। আমি আপনার প্রেমে আপনি মুগ্ধ হইয়া প্রেমদানে অক্ষম হইয়াছি। জীবের দুঃখ গেল না, হাহাকার গেল না। তুমি ইহার প্রতিবিধান কর। গৌড়দেশের লোক বড় কুতার্কিক্। পাণ্ডিত্যাভিমান, জাত্যাভিমান, জ্ঞানগর্ব্ব তাহাদিগের বড় অধিক, অতএব তুমি গৌড়দেশে যাও। তুমি ভিন্ন অন্য কেহ গৌড়দেশে হরিনাম প্রচার করিতে পারিবে না" (১)।

শ্রীনিতাইচাঁদ এবার উত্তর করিলেন, কিন্তু নয়নের জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া গেল। প্রভুকে ছাড়িয়া তাঁহাকে গৌড়দেশে যাইতে হইবে, ইহা তিনি মনেও ভাবেন নাই। তিনি অবধূত সন্ন্যাসী,—প্রভুও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, দুইজনে একত্র থাকিবেন, কখনও গৌরবিরহজ্বালা সহ্য করিতে হইবে না, ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এখন দেখিলেন বিধাতা তাঁহার গৌরাঙ্গ-সঙ্গ-সুখে বাদী হইলেন। প্রভুই তাঁহার বিধাতা। বিধাতাকে সম্মুখে পাইয়া তাঁহাকে দু'কথা শুনাইয়া দিবেন, মনে মনে স্থির করিলেন। বিধাতার উপর শ্রীনিতাইচাঁদের বড় রাগ হইল। কিন্তু তিনি দেখিলেন, তাঁহার বিধাতাটির নয়ন ছল ছল, শ্রীবদন বিষণ্ণ, মনে দারুণ ব্যথা। তখন শ্রীনিতাইচাঁদের রাগ দূর হইয়া গেল। কি করিলে প্রভুর মনের ব্যথা যায়, কি করিলে তাঁহার বিষণ্ণ বদন প্রসন্ন হয়, তাই ভাবিয়া অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু আকুল হইলেন। তাঁহারও নয়নদ্বয় দিয়া দরদরিত অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল। দুই ভ্রাতায় বসিয়া বহুক্ষণ অঝোর নয়নে ঝুরি-

(১) একটি প্রাচীন পদে প্রভুর এই মনব্যথা বর্ণিত আছে যথা—
আমার মন যেন আজ করে রে কেমন, আমার ধর নিতাই। ধ্রু
নিতাই, জীবকে হরিনাম বিলাতে, উঠিল ঢেউ প্রেমনদীতে,
সেই তরঙ্গে আমি এখন ভাসিয়া যাই।
যে ব্যথা আমার অন্তরে, এখন ব্যথিত কেবা কব কারে,
জীবের দুঃখে আমার হিয়া বিদরিয়া যায়॥
আমার সঞ্চিত ধন ফুরাইল, জীব উদ্ধার নাহি হলো
ঋণের দায়ে আমি এখন বিকাইয়া যাই॥

লেন। তাঁহাদিগের নয়নজলে ধরাতল সিক্ত হইল। সেখানে প্রেম-নদী প্রবাহিত হইল। প্রভুর মনদুঃখ দূর করিবার জন্য শ্রীনিতাইচাঁদ প্রাণ দিতে পারেন, তাঁহার শ্রীচরণে কণ্টক বিদ্ধ হইলে অবধূত শ্রীনিত্যানন্দের বুকে যেন শেল বিদ্ধ হয়। প্রভুকে ছাড়িয়া গৌড়দেশে যাইবেন, ইহা ত তুচ্ছ কথা। ইহাতে যদি প্রভুর মনে সুখ হয়, আর ইহাতে যদি তাঁহাকে প্রাণে মরিতেও হয়, তাহাও তাঁহার পক্ষে ভাল। গৌর-বিরহানলে তিনি আজীবন পুড়িয়া মরিবেন, তাহাও ভাল, তবু ত প্রভুর দুঃখ দূর হইবে এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া, তিনি কান্দিতে কান্দিতে প্রভুকে কহিলেন "প্রভু হে! তুমি যে আদেশ করিলে, তাহা আমি শিরোধার্য্য করিলাম। এই আদেশে তোমার নিত্যানন্দ প্রাণে মরিল, কিন্তু তাহাতে তাহার কিছুমাত্র দুঃখ নাই। তোমার আদেশ-বাণী আমার পক্ষে বেদবাক্য হইতেও শ্রেষ্ঠ। আমি গৌড়দেশে চলিলাম। তোমার আদেশ যথাযথরূপে পালন করিব। জীব-উদ্ধার করা তোমার কার্য্য। তোমার কার্য্য তুমি করিবে। আমি উপলক্ষ্য মাত্র। তুমি যে বলিলে এ কার্য্য তোমার দ্বারা হইল না,—এ কথা আমি বিশ্বাস করি না"। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কথা শুনিয়া প্রেমানন্দে প্রভু তাঁহার কণ্ঠদেশে সুবলিত বাহুযুগল বেষ্টন করিয়া প্রেমাবেগে কান্দিতে লাগিলেন, দুইজনে এই অবস্থায় বহুক্ষণ রহিলেন। উভয়ের নয়ন জলে উভয়ে স্নাত হইলেন। প্রভু কিছু প্রকৃতিস্থ হইলে, শ্রীনিতাইচাঁদ তাঁহার রাঙ্গাচরণ দুইখানি দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া কান্দিতে লাগিলেন। প্রভুর বাহ্যজ্ঞান নাই। তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। নির্জ্জন গৃহে লোকচক্ষুর অগোচরে এই করুণ দৃশ্য সংঘটিত হইল। কেহ কিছু জানিতে পারিল না। নিভৃতে বসিয়া দুই ভ্রাতায় এই যে গুপ্ত মন্ত্রণা করিলেন, তাহা কলিহত জীবের মঙ্গলের জন্য। অধম পতিত কলি জীবের উদ্ধারের জন্য পতিতপাবনাবতার গৌরনিত্যানন্দ দুইজনে মিলিয়া এই যে কান্দিলেন,—ইহাতে জীবজগতের অশেষ কল্যাণ সাধন হইল। জীবোদ্ধার কার্য্য ইহাতেই সম্পন্ন হইল। শ্রীভগবানের ইচ্ছা হইবামাত্র তাঁহার ঈপ্সিত কার্য্য সকল সম্পন্ন হয়। কলিহত জীবের জন্য এই যে দুই প্রভুর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, ইহাতেই তাহাদের উদ্ধার সাধন হইল।

কিছুক্ষণ পরে দুইজনে সুস্থির হইয়া বসিলেন। এতক্ষণ কান্দিয়া কান্দিয়া দুইজনের নয়ন অন্ধের মত হইয়া গিয়াছিল। শ্রীবদন তুলিয়া কেহ কাহারও প্রতি চাহিতে পারিতেছিলেন না। এক্ষণে গৌরনিত্যানন্দের চারিচক্ষের মিলন হইল। উভয়ে উভয়ের বদন প্রসন্ন দেখিলেন। কারণ প্রভু শ্রীনিতাইচাঁদের মনের ভাব বুঝিয়াছেন, শ্রীনিতাইচাঁদও প্রভুর মনের ভাব বুঝিয়াছেন। দুইজনের মনের ব্যথা দুইজন বুঝিয়াছেন। প্রভু তাঁহার মনের ব্যথার ব্যথী পাইয়াছেন। শ্রীনিতাইচাঁদও তাঁহার মনের ব্যথার ব্যথী পাইয়াছেন। সুতরাং কাহারও মনের মধ্যে কোন গোল নাই। কাজেই তাঁহাদের শ্রীবদনচন্দ্রদ্বয় প্রসন্ন বোধ হইল।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তখন করযোড়ে প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন "প্রভু হে! তোমার আদেশে আমি ত গৌড়দেশে চলিলাম। একটি কথা জিজ্ঞাসা করি বল দেখি? গৌড়দেশে তোমার দুখিনী জননী ও জন্মভূমি দেখিতে কবে তোমার শুভাগমন হইবে?" প্রভু মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন "শ্রীপাদ! তুমি যখন গৌড়দেশে চলিলে, তখন আমাকে একবার যাইতেই হইবে। কৃপা করিয়া তুমি আমাকে আকর্ষণ করিবে। তোমার কৃপা হইলে, তবে আমার ভাগ্যে জননী ও জন্মভূমি দর্শন লাভ হইবে।" শ্রীনিতাইচাঁদ প্রভুর দৈন্য কথায় মরমে মরিয়া গেলেন। তিনি আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। প্রভু আমার দৈন্যের অবতার। এমন দীনতাপূর্ণ, সরস ও মধুময় বাক্য কেহ কখন শুনিয়াছেন কি? শ্রীনিতাইচাঁদ প্রভুকে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবেন মনে মনে ভাবিতেছেন, আর তাঁহার অরুণ নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিতেছিল; কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া নিতাইচাঁদের গলদেশে তাঁহার সুবলিত বাহুযুগল বেষ্টন

করিয়া সস্নেহ মধুবচনে কহিলেন "শ্রীপাদ! তুমি শ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করিতে শ্রীনীলাচলে মধ্যে মধ্যে আসিবে সেই সূত্রে আমাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিবে, কিন্তু ঘন ঘন আসিও না। তোমার উপর, এক্ষণে গুরু ভার পড়িল, জীবোদ্ধারকার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এই দূরদেশ যাতায়াতে বৃথায় সময়ক্ষেপ করিও না।" শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও ইহাই ভাবিতেছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল, প্রভু গৌড়দেশে যাইতে আজ্ঞা করিলেন, নীলাচলে আসিতে নিষেধ ত নাই? বৎসরে দুইবার আসিয়া প্রভুকে দেখিয়া যাইব, নীলাচল আর ঘর করিব, ইহাতে তাঁহার আপত্তি কি? চতুরচূড়ামণি প্রভু শ্রীনিতাইচাঁদের মন বুঝিয়া তাঁহার অন্তরের কথা দুইটির উত্তর দিলেন। প্রভু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "নীলাচলে আসিতে তোমার নিষেধ নাই। কিন্তু যখন তখন আসিতে পারিবে না; ইহাতে জীবোদ্ধার কার্য্যের ক্ষতি হইবে।" শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু জানেন তাঁহার প্রভুটি কি বস্তু, প্রভুও জানেন শ্রীনিত্যানন্দ কি বস্তু। চতুরে সুচতুরে ইঙ্গিতে মনের কথা হইল, প্রশ্ন হইল, তাহার মীমাংসাও হইল।

তাহার পর দিনই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু গৌড়দেশে যাত্রা করিলেন (১)। কারণ প্রভুর আজ্ঞা হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে আর ক্ষণকালও নীলাচলে বাস কোনক্রমেই উচিত নহে। প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের দিন হইতে তিনি তাঁহার সঙ্গে নীলাচলে আসিয়াছেন। প্রভুর এই চারি বৎসর কাল দক্ষিণ দেশ পরি ভ্রমণে গিয়াছে। অনধিক দুইবৎসর কাল হইল ভক্তবৃন্দ সহিত প্রভু নীলাচলে নৃত্য কীর্ত্তনানন্দরসে মগ্ন রহিলেন। তৃতীয় বৎসরে নদীয়ার ভক্তবৃন্দ প্রভুদর্শনে প্রথম নীলাচলে আগমন করেন (১)। তাঁহাদিগকে বিদায় দিবার দুই তিন মাস পরেই প্রভু শ্রীনিতাইচাঁদকেও বিদায় দিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সঙ্গে চলিলেন, রামদাস, গদাধর দাস, রঘুনাথ, কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস, পুরন্দর পণ্ডিত এবং বসুদেব ঘোষ। ইঁহারা সকলেই কৃষ্ণপ্রেমে পাগল এবং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত। তাঁহারাও প্রভুর আদেশে শ্রীনিতাইচাঁদের সঙ্গে গৌড়দেশে চলিলেন।

নিত্যানন্দ স্বরূপের সব আপ্ত গণ।
নিত্যানন্দ সঙ্গে সভে করিলা গমন॥ চৈঃ ভাঃ

এখানে একটি কথা বলিব। এই যে প্রভুর আদেশ, ইহা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ভিন্ন অন্য কেহ পালন করিতে অশক্ত। প্রভু ইহা জানিয়াই তাঁহার প্রতি এই আদেশটি করিলেন। আদেশটি কি না, জীবোদ্ধার করা। এই কার্য্যটি স্বয়ং ভগবানের। শ্রীভগবানের ইচ্ছা ভিন্ন জীব উদ্ধার হয় না। তাঁহার ইচ্ছাশক্তি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি এই জন্যই এই দুরূহ কার্য্যের ভার পড়িল।

শ্রীনিতাইচাঁদের প্রতি প্রভুর আদেশ হইল "নয়নে দেখিবে যারে কৃপা করে লওয়াইবে নাম।" কলির জীবোদ্ধার কার্য্যের জন্য হরিনাম মহা অস্ত্র ধারণ করিয়া যাহাকে সম্মুখে দেখিবে, তাহাকেই আত্মসাৎ করিবে, ইহাই প্রভুর আদেশ। অর্থাৎ ভাল মন্দ বিচার করিয়া হরিনাম দিবে না, তাহা হইলে আর কলির জীবোদ্ধার কার্য্য সম্পন্ন হইবে না। কারণ এই কলিযুগে পতিত পাষণ্ডী দুরাচার নিন্দুকের সংখ্যাই অধিক; ইহাদিগকে বাদদিলে চলিবে না। অর্থাৎ যে যত পাপী যে যত দুরাচার, তাহার প্রতি তত অধিক করুণা করিবে। কারণ তাহারাই দয়ার প্রকৃত পাত্র। ভগবানের দয়ায় যেন ইহারা কখন বঞ্চিত না হয়।

"কৃত পাপী দুরাচার, নিন্দুক পাষণ্ডী আর,
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।"

ইহাদিগের জন্য পরম করুণাময় প্রভুর আমার বড় ভাবনা! কারণ ইহাদিগের জন্য অন্য কেহ ভাবে না। ইহাদিগের দুঃখ অপার, অনন্ত,—ইহাদিগের হাহাকার বিশ্বব্যাপী। ইহাদিগের দুঃখ মনুষ্যে দূর করিতে পারেনা। শ্রীভগবানের দয়া ভিন্ন ইহাদিগের উদ্ধারের জন্য কোন

(১) আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দ সেইক্ষণে।
চলিলেন গৌড়দেশে লই নিজগণে॥ চৈঃ ভাঃ

(১) তৃতীয় বৎসরে সব গৌড়ের ভক্তগণ।
নীলাচলে চলিতে সবার হৈল মন॥ চৈঃ চঃ

অন্ত উপায়ই নাই। অনাথবন্ধু পতিতপাবন দীনদয়াময় জীবনবন্ধু শ্রীভগবান ভিন্ন ইহাদের আর কেহ নাই। তাই প্রভুর আদেশ হইল, কলির একমাত্র ভজন হরিনামে যেন ইহারা বঞ্চিত না হয়। এই সকল দুর্ভাগা জীবকে হরিনাম মহামন্ত্র দান করিবে। কলিহত জীবের ভবরোগ বিনাশ করিতে একমাত্র হরিনাম মহামন্ত্রই মহৌষধি (১)। দীনবন্ধু পতিতপাবন শ্রীগৌরভগবান তাই দীনদয়াল শ্রীনিতাইচাঁদকে এই সকল কলিহত পতিত জীবের উদ্ধার-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া গৌড়দেশে পাঠাইলেন।

ইহার মধ্যে আর একটি কথা আছে। এই যে জীবোদ্ধার করিবার আদেশ, ইহা শ্রীভগবান ভিন্ন অন্ত কেহ করিতে পারেন না। শচীনন্দন শ্রীগৌরহরি যে অপূর্ব্ব আদেশবাণী প্রচার করিলেন, ইহাতেই তাঁহার ভগবত্তার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গেল। আর যাঁহাকে আদেশ করিলেন, তাঁহারও যোগ্যতাও স্বরূপশক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। যে সকল দুর্ভাগা জীবের সর্ব্বাবতারসার শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভুর অবতারে বিশ্বাস নাই, তাহারা স্থিরচিত্তে একবার শুধু এই কথাটির বিচার করিলেই তাঁহার ভগবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিবে। ভগবানের কাচ কাচা, আর এইরূপ নিষ্কপটভাবে তাঁহার অভয় আদেশবাণী প্রচার করা সাক্ষাৎ ভগবান ভিন্ন অন্ত কেহ করিতে পারেন না। "মুঞি সেই মুঞি সেই" বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া যিনি ভগবানভাবে নবদ্বীপের তাৎকালিক বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকদিগের নিকট তুলসীচন্দন দ্বারা পূজা গ্রহণ করিতে পারেন, তিনিই কেবল এইরূপ শ্রীভগবানের আদেশবাণী প্রচার করিতে পারেন।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কিরূপ প্রেম-বিভাষিত চিত্তে নীলাচল হইতে গৌড়দেশে আসিলেন, পথে তাঁহার সঙ্গীগণের অঙ্গে কিরূপ উদ্দাম প্রেমভাবের উদয় হইল,—গৌরপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-পরিকরগণ কি প্রকার অলৌকিক লীলারঙ্গ করিলেন,—শ্রীগৌরাঙ্গলীলার ব্যাসবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার বিস্তৃত বিবরণ শ্রীচৈতন্য ভাগবত শ্রীগ্রন্থে লিখিয়া রাখিয়াছেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল (১)।

এইরূপ প্রেমোন্মত্তভাবে পথ চলিতে চলিতে শ্রীনিতাইচাঁদ নিজ পরিকরগণসহ গঙ্গাতীরে পানিহাটি গ্রামে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাঘব

---

(১) হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। নারদীয় পুরাণ।

(১) পথে চলিতেই নিত্যানন্দ মহাশয়।
সর্ব্ব পারিষদ করিলেন প্রেমময়॥
সভার হইল আত্মবিস্মৃতি অত্যন্ত।
কার দেহে কত ভাব নাহি হয় অন্ত॥
প্রথমেই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য রামদাস।
তান্ দেহে হইলেন গোপাল প্রকাশ॥
মধ্যপথে রামদাস ত্রিভঙ্গ হইয়া।
আছিলা প্রহর তিন বাহ্য পাসরিয়া॥
হইলা রাধিকা ভাব গদাধর দাসে।
"দধি কে কিনিব" বলি মহা অট্টহাসে॥
রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহামতি।
হইলেন মূর্ত্তিমতী যে হেন রেবতী॥
কৃষ্ণদাস পরমেশ্বর দাস দুই জন।
গোপাল ভাবে হৈ হৈ করে সর্ব্বক্ষণ॥
পুরন্দর পণ্ডিত গাছেতে গিয়া চড়ে।
মুঞিরে অঙ্গদ বলি লাফ দিয়া পড়ে।
এইমত নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্ত ধাম।
সভারে দিলেন ভাব পরম উদ্দাম॥
দণ্ডপথ ছাড়ি সভে ক্রোশ দুই চারি।
যায়েন দক্ষিণ বামে আপনা পাসরি॥
কথোক্ষণে পথ জিজ্ঞাসেন লোক স্থানে।
বোল ভাই গঙ্গাতীরে যাইব কেমনে।
লোক বোলে হায় হায় পথ পাসরিলা।
দুই প্রহরের পথ ফিরিয়া আইলা॥
লোক বাক্যে ফিরিয়া যায়েন যথা পথ।
পুন পথ ছাড়িয়া যায়েন সেই মত।
পুন পথ জিজ্ঞাসা করেন লোকস্থানে।
লোক বোলে পথ রৈল দশক্রোশ বামে॥
পুন হাসি সভেই চলেন পথ যথা।
নিজ দেহ না জানেন পথের কা কথা॥ চৈঃ ভাঃ

পণ্ডিতের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পানিহাটী গ্রামে এই মহাপুরুষের নিবাস। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে নিজ গৃহে পাইয়া তাঁহার আর আনন্দের অবধি রহিল না। শ্রীনিতাইচাঁদের শুভাগমন উপলক্ষে পানিহাটি গ্রামে মহা মহোৎসব হইল। মহা সঙ্কীর্ত্তনে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং নৃত্য করিলেন, তাঁহার উদ্দণ্ড নৃত্যে পৃথিবী টলমল করিতে লাগিল। মাধব ঘোষ কীর্ত্তনীয়া, তাঁহার দুই ভাই গোবিন্দ এবং বাসুঘোষ গায়ক।

মাধব গোবিন্দ বাসুদেব তিন ভাই।
গাইতে লাগিলা নাচে ঈশ্বর নিতাই। চৈঃ ভাঃ

বহুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তনের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ভগবানভাবে বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া আদেশ করিলেন,—তাঁহাকে অভিষেক করা হউক। অমনি ভক্তগণ সহস্র সহস্র কলস সুবাসিত গঙ্গাজল আনিলেন, মাল্য চন্দন তুলসী রাশীকৃত হইল; শ্রীনিতাইচাঁদকে নববস্ত্র পরিধান করান হইল, তাঁহার শ্রীঅঙ্গে সুগন্ধি চন্দন চর্চ্চিত হইল, নানাজাতীয় ফুলমালায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিভূষিত হইল। অভিষেক মন্ত্র পাঠ করিয়া ভক্তগণ তাঁহার শ্রীমস্তকোপরি গঙ্গাজল ঢালিতে আরম্ভ করিলেন। রাঘবানন্দ পণ্ডিত ছত্র ধরিলেন। চতুর্দ্দিকে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া রাঘব পণ্ডিতকে আদেশ করিলেন,—

——"শুন রাঘব পণ্ডিত।
কদম্বের মালা গাঁথি আনহ ত্বরিত॥
বড় প্রীতি আমার কদম্বপুষ্প প্রতি।
কদম্বের বনে নিত্য আমার বসতি।" চৈঃ ভাঃ

রাঘবপণ্ডিত প্রেমভরে কান্দিতে কান্দিতে করযোড়ে নিবেদন করিলেন, "প্রভু হে! এখন কদম্ব পুষ্পের সময় নয়"। শ্রীনিতাইচাঁদ হাসিয়া কহিলেন "বাড়ীর ভিতরে যাইয়া দেখ দেখি, যদি কোন স্থানে কদম্ব পুষ্প ফুটিয়া থাকে?" রাঘব পণ্ডিত বিস্মিত হইয়া গৃহের মধ্যে যাইয়া দেখেন এক জম্বীর বৃক্ষে কতকগুলি কদম্ব পুষ্প ফুটিয়া আছে। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর এই অলৌকিক লীলারঙ্গ দেখিয়া তিনি প্রেমানন্দে কান্দিয়া আকুল হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সেই জম্বীর বৃক্ষ হইতে কদম্ব পুষ্পগুলি চয়ন করিয়া তাহার একগাছি মালা গাঁথিয়া লইয়া আসিলেন। কদম্বপুষ্পের মালা দেখিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু পরম আনন্দিত হইলেন। রাঘবপণ্ডিত যখন সেই অপূর্ব্ব মালা শ্রীনিতাই-চাঁদের গলদেশে পরাইয়া দিলেন, তখন তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা হইল। কদম্ব পুষ্পের দিব্য গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইল। বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া শ্রীনিতাইচাঁদ হাসিতে হাসিতে ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা বলদেখি ইহা কিসের গন্ধ?" তাঁহারা করযোড়ে বলিলেন "প্রভু হে? ইহা ত দিব্য দমনক পুষ্পের গন্ধ"। তখন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু একটি নিগূঢ় কথা বলিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে,—

প্রভু বোলে শুন সভে পরম রহস্য।
তোমরা সকল ইহা জানিবা অবশ্য॥
চৈতন্য গোসাঞি আজি শুনিতে কীর্ত্তন।
নীলাচল হইতে করিলেন আগমন॥
সর্ব্বাঙ্গে পরিয়া দিব্য দমনক মালা।
এক বৃক্ষে অবলম্ব করিয়া রহিলা॥
সেই শ্রীঅঙ্গের দিব্য দমনক গন্ধে।
চতুর্দ্দিক পূর্ণ হই আছয়ে আনন্দে॥
তোমা সভাকার নৃত্য কীর্ত্তন দেখিতে।
আপনে আইসে প্রভু নীলাচল হইতে॥
এতেকে তোমরা সর্ব্ব কার্য্য পরিহরি।
নিরবধি কৃষ্ণ গাও আপনা পাসরি॥
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র যশে।
সভার শরীর পূর্ণ হউ প্রেমরসে॥

এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীনিতাইচাঁদ প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া হুঙ্কার গর্জ্জন করিয়া ঊর্দ্ধে ভুজদণ্ডদ্বয় উত্তোলন করিয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। সর্ব্ব ভক্তগণ প্রেমাবেশে উচ্চ হরিসঙ্কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন হইলেন। রাঘব পণ্ডিতের গৃহে আজি যে আনন্দের তরঙ্গ উঠিল, তাহাতে সর্ব্ব গৌড়মণ্ডল ডুবিল। ভক্তবৃন্দ আনন্দের স্রোতে ভাসিয়া

আনন্দস্বরূপ হইলেন। প্রেমময় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার ভক্তবৃন্দকে যে প্রেমভক্তি দান করিলেন,—তাহা অমূল্য বস্তু। ইহাকে গোপীপ্রেম বলে। শ্রীগৌরাঙ্গলীলার ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর একথা লিখিয়াছেন।

যে ভক্তি গোপীকাদিগের কহে ভাগবতে।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইল জগতে। চৈঃ ভাঃ

এই পরমোৎকৃষ্ট প্রেমভক্তি দানের ফলে ভক্তগণের অবস্থা কি হইল, তাহাও ঠাকুর বৃন্দাবনদাস লিখিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে,—

নিত্যানন্দ বসিয়া আছেন সিংহাসনে।
সম্মুখে করয়ে নৃত্য পারিষদগণে॥
কেহো গিয়া বৃক্ষের উপর ডালে চড়ে।
পাতে পাতে বেড়ায় তথাপি নাহি পড়ে॥
কেহো কেহো প্রেমসুখে হুঙ্কার করিয়া।
বৃক্ষের উপরে থাকি পড়ে লাফ দিয়া॥
কেহো বা হুঙ্কার করি বৃক্ষমূল ধরি।
উপাড়িয়া ফেলে বৃক্ষ বলি হরি হরি॥
কেহো বা গুবাক বনে যায় রড় দিয়া।
গাছ পাঁচ সাত গুয়া একত্র করিয়া॥
হেন সে দেহেতে জন্মিয়াছে প্রেমবল।
তৃণপ্রায় উপাড়িয়া ফেলায় সকল॥
অশ্রু, কম্প, স্তম্ভ, ঘর্ম্ম, পুলক সঞ্চার।
স্বরভঙ্গ, বৈবর্ণ, গর্জ্জন সিংহসার॥
শ্রীআনন্দ মূর্চ্ছা আদি যত প্রেমভাব।
ভাগবতে কহে যত কৃষ্ণ অনুরাগ॥
সভার শরীরে পূর্ণ হইল সকল।
হেন নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রেম-বল॥
যেদিগে দেখেন নিত্যানন্দ মহাশয়।
সেইদিগে মহাপ্রেম-ভক্তিবৃষ্টি হয়॥
যাঁহারে চাহেন সেই প্রেমমূর্চ্ছা পায়।
বস্ত্র না সম্বরে ভূমি পড়ি পড়ি যায়।
নিত্যানন্দ স্বরূপেরে ধরিবারে যায়।
হাসে নিত্যানন্দপ্রভু বসিয়া খট্টায়॥
যত পারিষদ নিত্যানন্দের প্রধান।
সভাতে হইল সর্ব্ব-শক্তি অধিষ্ঠান॥
সর্ব্বজ্ঞাতা বাক্যসিদ্ধ হইল সভার।
সভে হইলেন যেন কন্দর্প আকার।
সভে যারে পরশ করেন হস্ত দিয়া।
সেই হয় বিহ্বল সকল পাসরিয়া॥

ইহাকেই বলে শ্রীনিত্যানন্দ-শক্তি। তিনি এই অদ্ভুত শক্তিশালী বলিয়াই শ্রীগৌরভগবান তাঁহার উপর জীবোদ্ধার কার্য্যের গুরুভার দিয়াছেন। কর্ম্মজড় কলিহত জীবকে এইরূপভাবে পরানন্দ দান করিবার শক্তির নাম নিত্যানন্দশক্তি। আর এই নিত্যানন্দ-শক্তিই কলির জীবোদ্ধার কার্য্যের মূল।

পানিহাটি গ্রামে রাঘবপণ্ডিতের গৃহে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শুভ অভিষেক কর্ম্ম মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গেল; কিন্তু সেখানে তিন মাস কাল অনর্গল এই পরানন্দের স্রোত চলিল। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

এইমত পানিহাটি গ্রামে তিন মাস।
করে নিত্যানন্দপ্রভু ভক্তির বিলাস॥
তিন মাস কারো বাহ্য নাহিক শরীরে।
দেহ ধর্ম্ম তিলার্দ্ধেকো কাহার না স্ফুরে॥
তিন মাস কেহো নাহি করিল আহার।
সবে প্রেমসুখে নৃত্য বই নাহি আর॥
পানিহাটি গ্রামে যত হৈল প্রেমসুখ।
চারিবেদে বর্ণিবেন সে নয় কৌতুক॥
এক দণ্ডে নিত্যানন্দ করিলেন যত।
তাহা বর্ণিবার শক্তি আছে কার কত॥

শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র পরিপূর্ণ তিন মাস কাল পানিহাটী গ্রামে থাকিয়া নিজ পরিকরগণ লইয়া এইরূপ লীলারঙ্গ করিলেন। পাণিহাটি গ্রামে যে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইল, তাহার স্রোতে সমগ্র গৌড়দেশ ভাসিয়া গেল।

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ নাম।
যে ভজে গৌরাঙ্গচাঁদ সেই আমার প্রাণ॥

এই হইল শ্রীনিত্যাইচাঁদের শ্রীমুখের বাণী। তিনি স্বয়ং দিবানিশি গৌরকীর্ত্তন করেন, আর যাহাকে দেখেন তাহাকেই গৌরাঙ্গভজন শিক্ষা দেন।

নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সঙ্কীর্ত্তন।
করায়েন করেন লইয়া সর্ব্বগণ॥ চৈঃ ভাঃ

সঙ্কীর্ত্তনরসে তিনি সর্ব্বদা বিহ্বল থাকেন।

কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে।
ক্ষণেকো না যায় ব্যর্থ সঙ্কীর্ত্তন বিনে॥ চৈঃ ভাঃ

তাঁহার অপূর্ব্ব বাল্যভাব। সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার পরিয়া নানাবর্ণের পাগড়ী মস্তকে বান্ধিয়া তিনি মধুর নয়নরঞ্জন নৃত্য করেন। ভাগীরথীর কূলে কূলে যত নগর ও গ্রাম আছে, শ্রীনিতাইচাঁদ নিজগণসহ সঙ্কীর্ত্তনানন্দে সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করেন। তিনি স্থির হইয়া কোথাও বসিয়া থাকিতে পারেন না। বালকদিগের তিনি প্রাণ। তাঁহার সঙ্গে শত শত বালক "জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!" বলিয়া মহানন্দে আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া চলিয়াছে! মাসাবধি আহার না করিলেও তাহাদিগের কোন কষ্ট নাই।

মাসেকেও একো শিশু না করে আহার।
দেখিতে লোকের চিত্তে লাগে চমৎকার॥ চৈঃ ভাঃ

ইহা কেবল আনন্দরসময় লীলাবিগ্রহ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অবিচিন্ত্য শক্তির বলেই সম্ভব হয়। তিনি সকলকে পুত্রপ্রায় পালন করেন, নিজহস্তে খাওয়ান।

পুত্রপ্রায় করি প্রভু সভারে ধরিয়া।
করায়েন ভোজন আপনে হস্ত দিয়া॥ চৈঃ ভাঃ

কিছুদিন পরে শ্রীনিতাইচাঁদ এড়িয়াদহ গ্রামে গদাধর দাসের গৃহে আসিলেন। সেই গ্রামে একজন দুর্দ্ধর্ষ কাজি ছিল। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপায় তাঁহার পরম ভক্ত গদাধরদাস এই দুর্বৃত্ত যবনকে হরিনামে উন্মত্ত করিয়াছিলেন (১) এই গদাধর দাসের শরীরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অধিষ্ঠান হইত। গদাধর দাসের গৃহে শ্রীনিতাইচাঁদ কিছুদিন লীলাবিলাস করিলেন। গদাধরের গোপীভাব। তিনি—

মস্তকে ধরিয়া গঙ্গাজলের কলস।
নিরবধি ডাকেন "কে কিনিবে গো-রস।" চৈঃ ভাঃ

তাহার পর অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নিজগণসহ শচীমাতার চরণ দর্শন করিতে নবদ্বীপে চলিলেন। খড়দহে আসিয়া পুরন্দরপণ্ডিতের গৃহে কিছুদিন থাকিয়া নৃত্য-কীর্ত্তন করিলেন। সেখানকার লোকদিগকে হরিনামে পাগল করিলেন। সেখান হইতে তিনি সপ্তগ্রামে আসিলেন। এইস্থানে সপ্তঋষি ছিলেন। ত্রিবেনীর ঘাটে সপ্ত ঋষিগণ তপস্যা করিতেন। এখানে জাহ্নবী যমুনা ও সরস্বতী নদীর সঙ্গম স্থান। এই তীর্থ স্থানে মহাভাগ্যবান্ উদ্ধারণ দত্তের বাস। তিনি জাতিতে সুবর্ণ বণিক। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার সেবায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আত্মসাৎ করিলেন। এইস্থানে বহু ধনাঢ্য বণিকের বাস। অধমতারণ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সপ্তগ্রামে বণিক সম্প্রদায়কে হরিনাম মহামন্ত্র দিয়া কৃতার্থ করিলেন। সপ্তগ্রামে যে কীর্ত্তনতরঙ্গ উঠিল, তাহা সমগ্র গৌড়দেশে ব্যপ্ত হইল। ঠাকুর বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মহিমা অপার।
বণিক অধম মূর্খ যে কৈল উদ্ধার॥
সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ রায়।
গণসহ সঙ্কীর্ত্তন করেন লীলায়।
সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্ত্তন বিহার॥
শত বৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার॥
পূর্ব্বে যেন সুখ হৈল নদীয়া নগরে।
সেই মত সুখ হৈল সপ্তগ্রামপুরে॥

সপ্তগ্রাম হইতে শ্রীনিতাইচাঁদ গণসহ শান্তিপুরে আসিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর গৃহে তিনি অতিথি হইলেন। শান্তিপুরনাথের আনন্দের অবধি রহিল না। শ্রীনিতাইচাঁদ অদ্বৈতপ্রভুকে দেখিয়া প্রেমাবেশে অধৈর্য্য হইলেন।

দোঁহে দোঁহা দেখি বড় হইলা বিবশ।
জন্মিল অত্যন্ত অনির্ব্বচনীয় রস॥

(১) শ্রীগদাধর দাস শাখা সর্ব্বোপরি।
কাজীগণের মুখে যে বোলাইল হরি॥ চৈঃ চঃ

দোঁহে দোঁহা ধরি গড়ি যায়েন অঙ্গনে।
দোঁহে চাহে ধরিবারে দোঁহার চরণে॥ চৈঃ ভাঃ

কিছু ক্ষণ পরে সুস্থির হইয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া করযোড়ে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন।

তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তি নিত্যানন্দ নাম।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি চৈতন্যের গুণগ্রাম॥
সর্ব্ব জীব পরিত্রাণ তুমি মহা সেতু।
মহা প্রলয়েতে তুমি সত্য ধর্ম্ম সেতু॥
তুমি সে বুঝাও চৈতন্যের প্রেম ভক্তি।
তুমি সে চৈতন্যবক্ষে ধর পূর্ণ শক্তি॥
ব্রহ্মা-শিব-নারদাদি ভক্ত নাম যার।
তুমি সে পরম উপদেষ্টা সভাকার॥
বিষ্ণুভক্তি সভে লয়েন তোমা হৈতে।
তথাপিহ অভিমান না স্পর্শে তোমাতে॥
পতিতপাবন তুমি দোষদৃষ্টিশূন্য।
তোমারে যে জানে তার আছে বহু পুণ্য॥
সর্ব্বযজ্ঞময় এই বিগ্রহ তোমার।
অবিদ্যা বন্ধন খণ্ডে স্মরণে যাহার॥
যদি তুমি প্রকাশ না কর আপনারে।
তবে কা'র শক্তি আছে জানিতে তোমারে॥
অক্রোধ পরমানন্দ তুমি মহেশ্বর।
সহস্র বদন আদিদেব মহীধর॥
রক্ষকুলহন্তা তুমি শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র।
তুমি গোপীপুত্র হলধর মূর্ত্তিমন্ত।
মূর্খ নীচ অধম পতিত উদ্ধারিতে।
তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ পৃথিবীতে॥
যে ভক্তি বাঞ্ছয়ে যোগেশ্বর-সব মনে।
তোমা হৈতে তাহা পাইবেক যে তে জনে॥

চৈতন্যভাগবত।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর মহিমা গান করিতে করিতে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু প্রেমানন্দে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন। শ্রীনিতাইচাঁদ হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈতভবনে পরানন্দের তরঙ্গ উঠিল। সে তরঙ্গে সমগ্র শান্তিপুর ভাসাইল। কিছুদিন শান্তিপুরে থাকিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু গৌরভক্তগণের সহিত প্রাণ ভরিয়া গৌরকথা কহিলেন। শান্তিপুরনাথের প্রাণে গৌরকথার তরঙ্গ উঠাইয়া তিনি নিজগণসহ নবদ্বীপে আসিলেন।

নবদ্বীপে আসিয়াই শ্রীনিতাইচাঁদ একেবারে প্রভুর শ্রীমন্দিরে যাইয়া উঠিলেন এবং শচীমাতার চরণে সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাত করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শচীমাতার দুঃখসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। তাঁহার পুত্রবিরহ সাগরে প্রবল তরঙ্গ উঠিল। নিতাই আসিয়াছে, নিমাইও আসিবে,—এই আনন্দে শচীমাতা আত্মহারা হইলেন। তিনি শ্রীনিতাইচাঁদের শ্রীঅঙ্গে স্নেহভরে হস্ত বুলাইয়া কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন "বাপ্‌ধন! তুমি অন্তর্য্যামী। আমি তোমাকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হইয়াছিলাম, অমনি তুমি আসিয়া আমাকে দর্শন দিলে। বাপধন! নবদ্বীপে তুমি কিছুদিন থাক। দশে, পক্ষে, মাসে তোমাকে দেখিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল করিব। তুমি আমার বাপ্‌ বিশ্বরূপ! আমি বড় দুঃখিনী। বড় ভাগ্যে বহুদিন পরে আমি আজ তোমার দর্শন পাইলাম" (১)। সদানন্দ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শচী মাতার কথা শুনিয়া হাসিয়া আকুল হইলেন। শ্রীনিতাইচাঁদের এ হাসির মর্ম্ম আছে। শচীমাতার ভাব শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহার বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপের সঙ্গে তিনি যেন কথা কহিতেছেন। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীমদ্বিশ্বরূপ,—এক তত্ত্ব। শ্রীনিতাইচাঁদের দেহে শ্রীবিশ্বরূপ বিরাজ করেন। বহুদিন পরে বিশ্বরূপকে পাইয়া শচীমাতা নিমাইর কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই অবধূত

(১) আই বোলে বাপ্‌! তুমি সত্য অন্তর্য্যামী।
তোমারে দেখিতে ইচ্ছা করিলাঙ আমি॥
মোর চিত্ত জানি তুমি আইলা সত্বর।
কে তোমা চিনিতে পারে সংসার ভিতর॥
কথো দিন থাক বাপ এই নবদ্বীপে।
যেন তোমা দেখে মুঞি দশে পক্ষে মাসে॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর এত হাসি। নিজ ভাব সম্বরণ করিয়া শ্রীনিতাইচাঁদ মধুর বচনে শচী মাতাকে কহিলেন "মা! তোমাকে দেখিতেই আমি নবদ্বীপে আসিয়াছি। তোমার আদেশে আমি এখানেই থাকিব (১)। স্নেহময়ী শচীমাতার কোমল হৃদয় শ্রীনিতাইচাঁদের শ্রীমুখের মধুমাখা "মা" সম্বোধনে প্রেমানন্দে গলিয়া গেল, তখনি অমনি তাঁহার নিমাইচাঁদকে মনে পড়িল, তিনি কান্দিয়া আকুল হইয়া শ্রীনিতাইচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাপ্ নিতাই! তুই একলা এলি, আমার নিমাই কোথায়? সে কেমন আছে? সোনার বাছা তাহার হতভাগিনী জননীর নাম করে কি?" শচীমাতার উক্তি প্রাচীন প্রেমিক ভক্ত-কবি প্রেমদাসের একটি পদ নিয়ে উদ্ধৃত হইল (২)। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কান্দিতে কান্দিতে উত্তর করিলেন—

——"মাতা, স্থিরকর মন।
কুশলে আছয়ে মাতা তোমার নন্দন॥
তোমায় দেখিতে মোরে পাঠাইয়া দিল।
তোর পদযুগে কত প্রণতি করিল॥" কানুদাস।

শচীমাতা শ্রীনিতাইচাঁদকে ক্রোড়ে ধরিয়া কান্দিতে লাগিলেন। একেলা নিতাইকে দেখিয়া তাঁহার প্রাণ জুড়াইল না, নিমাইর জন্য শচীমার প্রাণ এত ব্যাকুল হইয়া উঠিল, যে তিনি শ্রীনিতাইচাঁদের ক্রোড়ে বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন। অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তখন বিষম বিপদে পড়িলেন। বিপদে পড়িলে লোকে যাহা করে, তিনিও তাহাই করিলেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গনাম স্মরণ করিলেন। উচ্চৈঃস্বরে গৌরকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন,—শচীমাতার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। তিনি "নিমাই, নিমাই" বলিয়া উঠিয়া বসিলেন। নদীয়ার সর্ব্বভক্তগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা "হা গৌরাঙ্গ" বলিয়া কান্দিয়া আকুল হইলেন। সর্ব্বনদীয়ায় প্রবলবেগে গৌরবিরহ-তরঙ্গ ছুটিল। নদীয়াবাসীর প্রতি গৃহে গৃহে গৌরকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু হইলেন এই কীর্ত্তনের নেতা। "ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গ নাম রে," এই হইল তাঁহার একমাত্র বুলি। তিনি কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইলেন।

নবদ্বীপে আসি মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
হইলেন কীর্ত্তনে আনন্দ মূর্ত্তিমন্ত॥ চৈঃ ভাঃ

নিতাইচাঁদের মল্লবেশ। তাঁহার শ্রীমস্তকে নানাবর্ণের লটপটি পাগ্‌ড়ী, তদুপরি পুষ্প মালিকার বিলাস। কণ্ঠদেশে মণিমুক্তার হার, কর্ণে সুবর্ণ কুণ্ডল, হস্তে বলয়, সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত, করে লৌহদণ্ড, পরিধানে শুক্ল, নীল পীত প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণের চিত্রবিচিত্রিত পট্টবাস। বংশী ও বেত্র তাঁহার কটিদেশে শোভা পাইতেছে। চরণে রজতের নূপুর, তাহার মধুর ধ্বনি যাহার কর্ণে যাইতেছে, সে আর তাঁহার সঙ্গ ছাড়িতে পারিতেছে না। এইরূপ অপূর্ব্ব মল্লবেশে তিনি সর্ব্ব নদীয়ায় ভ্রমন করেন। নবদ্বীপের নিকট বর্ত্তী গ্রামেও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কীর্ত্তনবিলাস করেন। তাঁহার সঙ্গে অগণিত ভক্তবৃন্দ।

তবে নিত্যানন্দ সব পারিষদ সঙ্গে।
প্রতি গ্রামে গ্রামে ভ্রমে সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গে॥
খানাযোড়া আর বড়্গাছি দোগাছিয়া।
গঙ্গার ওপার কভু যায়েন ফুলিয়া॥ চৈঃ ভাঃ

এই যে দোগাছিয়া গ্রাম, এখানে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয়-মন্ত্রশিষ্য প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা দ্বিজ বলরামদাস ঠাকুরের বাস ছিল। এই মহাপুরুষের পবিত্র বংশে জীবাধম গ্রন্থকারের জন্ম হইয়াছে। পাঁচশত বর্ষ পূর্ব্বে দোগাছিয়া গ্রাম একটি সুরম্য উপবন ছিল। এই সুন্দর উপবনে বহু সাধু সন্ন্যাসী তপস্যা করিতেন। বলরামদাস ঠাকুরের পিতার নাম শ্রীপাদ সত্যভানু উপাধ্যায়। ইনিই শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর সর্ব্ব প্রথম কৃপাপাত্র। ইহাই শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত বালগোপাল উপাসক অতিথি তৈর্থিক বিপ্র। এই ভাগ্যবান বিপ্রের প্রদত্ত বালগোপালের ভোগের অগ্রভাগ বালগৌরাঙ্গ তিন বার ভক্ষণ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহাকে তাঁহার স্ব স্বরূপ

---

(১) নিত্যানন্দ বোলে শুন আই সর্ব্ব মাতা।
তোমারে দেখিতে মুঞি আসিয়াছোঁ এথা॥
মোর ইচ্ছা তোমা দেখি থাকিব এথায়।
রহিলাঙ নবদ্বীপে তোমার আজ্ঞায়॥ চৈঃ ভাঃ

(২) কহ কহ অবধূত,কেমন নিমাই আছে।
ক্ষুধার সময়, জননী বলিয়া, কখন কিছু কি পুছে?
সে অতি কোমল, ননীর পুতুল, আতপে মিলায় যে।
যতির নিয়মে, নানা দেশ গ্রামে, কেমনে ভ্রময়ে সে॥
এক তিল যারে, না দেখি মরিতাম, বাড়ীর বাহির যারে।
সে এখন দূরে, ছাড়িয়া আমারে, কোথা নীলাচল পুরে॥
মুঞি অভাগিনী, আছি একাকিনী, জীবনে মরণ পারা।
কোথা বা যাইব, কারে কি কহিব, প্রেমদাস জ্ঞানহারা॥

প্রদর্শন করাইয়া কৃতার্থকরিয়াছিলেন। এ সকল লীলাকথা প্রভুর বাল্যলীলায় বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু উভয়েই এই পুন্যস্থান শ্রীপাট দোগাছিয়া গ্রামে আসিয়া বলরামদাস ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বালগোপাল-দেবের শ্রীমন্দিরে নৃত্যকীর্ত্তন করিতেন। শ্রীনিতাইচাঁদ তাঁহার প্রিয়শিষ্য বলরামদাস ঠাকুরকে স্বীয় মস্তকের পাগড়ী দান করিয়াছিলেন। সেই পরম পবিত্র পাগড়ীর জীর্ণাংশ অদ্যাপিও শ্রীপাঠ দোগাছিয়া গ্রামে বর্ত্তমান আছে। বলরাম দাস ঠাকুরের তিরোভাব দিবসে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা চতুর্থী তিথিতে এই গ্রামে একটি মহোৎসব হয়। এই সময়ে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ব্যবহৃত পাগড়ী দর্শন হয়। এই গ্রামে বলরাম ঠাকুরের বংশাবলী অদ্যাবধি বাস করিতেছেন। শ্রীল বৃন্দানদাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্য-ভাগবত শ্রীগ্রন্থে ঠাকুর বলরাম দাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

প্রেমরসে মহামল্ল বলরাম দাস।
যাঁহার বাতাসে সব পাপ যায় নাশ॥

দ্বিজ বলরামদাস ঠাকুরের পদকর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে বৈষ্ণব-জগতে একটা ভ্রমাত্মক ধারণা বহুদিন হইতে আছে। অনেকে বলেন খণ্ডবাসী বৈদ্যবংশসম্ভূত প্রেমবিলাস গ্রন্থ-রচয়িতা বলরামদাস কবিরাজই পদকর্ত্তা এবং বলরামদাস ভনিতাযুক্ত প্রাচীন পদাবলী তাহারই রচিত। বিংশভাগ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় "প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ" শীর্ষক প্রবন্ধ লেখক সুবিখ্যাত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সতীশ্চন্দ্র রায় এম, এ, মহাশয় দ্বিজবলরামদাস ঠাকুরের পদকর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন। তাহার পর মৎপ্রণীত দ্বিজ বলরামদাস ঠাকুরের জীবনী ও পদাবলী গ্রন্থের ভূমিকায় যাহা আমি এসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল। ইহা পাঠ করিলে অনেকের এই মহাভ্রম সংশোধিত হইবে, এজন্য এবিষয়টি এস্থলে আলোচিত হইল।

"শ্রীপাট দোগাছিয়াবাসী শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ পরিকর দ্বিজ বলরামদাস ঠাকুর যে প্রসিদ্ধ প্রাচীন পদকর্ত্তা ছিলেন, তাহা পূর্ব্বে অনেকে জানিতেন না। ১৩১০ সালে প্রকাশিত গৌরপদতরঙ্গিনী শ্রীগ্রন্থের উপক্রমণিকায় পরলোকগত গৌর ভক্তপ্রবর জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় দ্বিজ বলরামদাস ঠাকুরের পদ-কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে যাহা কিছু অত্যল্প বিচার করিয়াছেন, তাহার ফলে আধুনিক বৈষ্ণব সমাজ এই প্রসিদ্ধ প্রাচীন বৈষ্ণব পদকর্ত্তার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন। মদীয় গোলকগত কনিষ্ঠ সহোদর গুরুদাস গোস্বামীর দ্বারা এ সম্বন্ধে জগবন্ধু ভদ্র মহাশয়কে আমি যে পত্রখানি লিখাইয়াছিলাম, তাহার কিয়দংশ মাত্র গৌরপদতরঙ্গিনীর উপক্রমণিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিজ বলরামদাস ঠাকুর আমাদের পূজ্যপাদ পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহার সম্বন্ধে আমরা যাহা জানি অন্যে তাহা কি করিয়া জানিবে?

দ্বিজ বলরামদাস ঠাকুরের পদকর্ত্তৃত্ব এযাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রেমবিলাস গ্রন্থ রচয়িতা বৈদ্যবংশ সম্ভূত শ্রীখণ্ডবাসী বলরামদাস কবিরাজের উপর আরোপিত ছিল। উভয়ের নাম এক বলিয়াই হউক, কিম্বা দ্বিজ বলরামদাস ঠাকুরের পদ কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে সাধারণ লোকের অনভিজ্ঞতা বশতঃই হউক, এরূপ ভ্রম অবশ্যম্ভাবী। শ্রীখণ্ডবাসী বলরামদাসের গুরুদত্ত নাম শ্রীনিত্যানন্দ দাস। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-ঘরণী শ্রীজাহ্নবা গোস্বামিনী এই নিত্যানন্দ দাসের দীক্ষাগুরু। বৈদ্য বলরামদাস অতি অল্পবয়সে মাতৃপিতৃহীন হইয়া ঠাকুরের স্বপ্নাদেশে শ্রীজাহ্নবা গোস্বামিনীর শরণাপন্ন হন। তিনি দার পরিগ্রহ করেন নাই, এইরূপ শুনা যায়। তাঁহার রচিত প্রেমবিলাস শ্রীগ্রন্থে তিনি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

মাতা সৌদামিনী পিতা আত্মারাম দাস।
অম্বষ্ঠ কুলেতে জন্ম শ্রীখণ্ডেতে বাস।
আমি এক পুত্র মোরে রাখিয়ে বালক।
পিতা মাতা দোঁহে চলি গেলা পরলোক॥
অনাথ হইয়া আমি ভাবি অনিবার।
রাত্রিতে স্বপন এক দেখি চমৎকার॥
জাহ্নবা ঈশ্বরী কহে কোন চিন্তা নাই।
খড়দহে গিয়া মন্ত্র লহ মোর ঠাঁই॥
স্বপ্ন দেখি খড়দহে কৈলা আগমন।
ঈশ্বরী করিলা মোরে কৃপার ভাজন॥
বলরাম দাস নাম পূর্ব্বে মোর ছিলা।
এবে নিত্যানন্দ দাস শ্রীমুখে রাখিলা॥

বৈরাগী বৈষ্ণব মহাজনগণ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগের পর গুরুদত্ত নামেই বৈষ্ণব জগতে পরিচিত হন। শ্রীজাহ্নবা গোস্বামিনীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বলরামদাস বৈষ্ণব সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যাহাকে চলিত ভাষায় ভেক গ্রহণ বা ভেকাশ্রয় বলে। অতি অল্প বয়সেই তিনি শ্রীনিত্যানন্দ-ঘরণী-চরণে আত্ম সমর্পণ করেন; ইহা তিনি স্বমুখে স্বীকার করিয়াছেন। এত অল্প বয়সে তিনি যে রসতত্ত্ব-পূর্ণ মাধুর্য্যময় শব্দালঙ্কারভূষিত অপূর্ব্ব কবিত্বপূর্ণ মধুর রসের পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে। তাঁহার গুরুদত্তনাম নিত্যানন্দদাস ভনিতাযুক্ত

কোন পদই দেখা যায় না। তাঁহার সকল পদের ভনিতাতেই পূর্ব্বাশ্রমের বলরামদাস নামযুক্ত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় তিনি ঐ সকল পদের রচয়িতা ছিলেন না; তিনি চরিতাখ্যায়ক বৈষ্ণব গ্রন্থকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার রচিত প্রেমবিলাস গ্রন্থ আদ্যন্ত সরল পয়ার ছন্দে লিখিত। এই গ্রন্থ ভিন্ন তিনি আরও চারি পাঁচখানি বৈষ্ণব গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। যথা, বীরচন্দ্রচরিত,রসকল্পসার, কৃষ্ণ-লীলামৃত, হাট-বন্দনা এবং গৌরাষ্টক। প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থকর্ত্তাগণ স্বরচিত গ্রন্থের মধ্যে তাৎকালিক পদ্ধতি অনুসারে তাঁহাদিগের স্বরচিত পদ সকলও সংযোজনা করিতে ভালবাসিতেন। সকল প্রাচীন পয়ার গ্রন্থেই এরূপ দেখা যায়। শ্রীখণ্ডবাসী বলরামদাস রচিত পয়ার বৈষ্ণব গ্রন্থের মধ্যে তাঁহার নামের ভনিতাযুক্ত কোন পদই দৃষ্ট হয় না। ইহাতেও স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, তিনি পদকর্ত্তা ছিলেন না, কিন্তু কবিরাজ ছিলেন। তাঁহার রচিত প্রেমবিলাস শ্রীগ্রন্থ সরল পয়ার ছন্দে লিখিত বৈষ্ণব ইতিহাস বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তাগণ তখন পয়ার ছন্দেই গ্রন্থ রচনা করিতেন।

প্রেমবিলাসরচয়িতা কবিরাজ বলরামদাস, দ্বিজ বলরামদাস ঠাকুরের আবির্ভাবের বহুকাল পরে বৈষ্ণব জগতে উদয় হইয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম হয় আনুমানিক ১৫০১ শকে। আর দ্বিজ বলরামদাস ঠাকুর শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক লোক এবং তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন। এই মহাপুরুষ আনুমানিক ১৪১৭ শকাব্দে শ্রীনবদ্বীপ ধামে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৫০৮ শকাব্দে অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা চতুর্থীতে তাঁহার তিরোভাব হয়। তিনি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের অন্তঃপাতী শ্রীপাট দোগাছিয়া গ্রামে তিনি বাস করেন। তিনি পদরচনায় এবং সঙ্গীতবিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। স্বরচিত মধুর পদাবলী বলরামদাস ঠাকুর সুরতান লয় সংযোগে যখন গান করিতেন, তাহা শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইতেন। প্রাচীন বৈষ্ণব পদকর্ত্তা মহাজন কবি, নরহরি সরকার ঠাকুর, বসুদেব ঘোষ, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ কেবল মাত্র পদ রচনা করিয়াই শ্রীগৌর ভগবানের লীলামধু আস্বাদন করিতেন, এবং সেই পদ সকল সুর তাল লয় সংযোগে গান করিয়াই পরম প্রীতিলাভ করিতেন। ইহাই তাঁহাদিগের ভজনাঙ্গ ছিল; দ্বিজ বলরামদাস ঠাকুরও এই শ্রেণীর সাধক মহাজন কবি ছিলেন। প্রাচীন পদাবলী সাহিত্যে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় এবং প্রসিদ্ধ। এই মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত-সুধা, যাহা কিছু অতি কষ্টে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা এই প্রথম প্রকাশিত হইল। তাঁহার রচিত মধুর পদাবলী বৈষ্ণব জগতে সুপরিচিত, এবং সর্ব্বজন বিদিত। প্রেমবিলাস গ্রন্থ রচয়িতা বলরামদাসের নাম দিয়া সেই সকল পদাবলী স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এজন্য তাহার পুনঃ মুদ্রাঙ্কন নিষ্প্রয়োজন বোধে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সন্নিবেশিত হইল না। তবে কৃপাময় পাঠকবৃন্দের আস্বাদনের জন্য গ্রন্থের পরিশিষ্টে তাঁহার রচিত কয়েকটি পদরত্ন উদ্ধৃত হইল। দ্বিজ বলরামদাস ঠাকুরের বংশ পত্রিকাও এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল।"

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর আদেশে পরম দয়াল শ্রীনিতাইচাঁদ যথাযথ পালন করিতেছেন। গৌড়দেশে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছে। "শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায়" এই সময়কার কথা। শ্রীনিতাইচাঁদ আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ করিতেছেন। যাহাকে দেখিতেছেন, তাহাকেই হরিনাম মহামন্ত্র দান করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে গোপিকাগণের যে প্রেম, ও পরাভক্তি তাহাই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীগৌরভগবানের আদেশে আচণ্ডালে বিতরণ করিতেছেন। সিদ্ধ ভক্তকবি প্রেমদাস গাহিয়াছেন—

ভব বিরিঞ্চির বাঞ্ছিত যে প্রেম,
জগতে ফেলিল ঢালি।
কাঙ্গাল পাইয়া, খাইয়া নাচয়ে,
বাজাইয়া করতালি॥
হাসিয়া কান্দিয়া, প্রেমে গড়াগড়ি,
পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি,
কবে বা ছিল এ রঙ্গ॥

শ্রীনিতাইচাঁদ এক্ষণে গৌরনাম ও গৌর ধর্ম্ম প্রচারে ব্যস্ত আছেন। তিনি এখন যাহাকে দেখিতেছেন তাহাকেই বলিতেছেন "বোল গৌর হরি বোল, গৌর হরি বোল গৌর হরিবোল।" তিনি এখন—

নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন।
করায়েন করেন, লইয়া ভক্তগণ। চৈঃ ভাঃ